গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

২৪ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচীপত্র

বৈশাখ, ১৩৮১

কাগজ বিহীন উদ্বর্তন (সম্পাদকীয়)
প্রবোধ ভট্টাচার্য
গ্রন্থাগার ও দীর্ঘস্থায়ী পাঠক
রামকৃষ্ণ সাহা
দিল্লীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একদিক
সনৎ কুমার প্রামাণিক
গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারণের
সর্বভারতীয় নীতি সম্পর্কিত কনভেনশন
সুখানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিভাষা
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিয়োজিত সেল
কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
প্রদত্ত স্মারকলিপি
গ্রন্থাগার সংবাদ
বার্তা বিচিত্রা
English Abstracts

বার্ষিক মূল্য—১০·০০

প্রতি সংখ্যা ১·০০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য হোন

অবিভক্ত বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনকে মূর্ত রূপ দিতে ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এর প্রথম সভাপতি। দীর্ঘ ৪৮ বছরের অভিজ্ঞতা লয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আজ ভারতের অন্যতম সক্রিয় সংস্থা। গ্রন্থাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষানুরাগীদের প্রতিটি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ প্রাপ্তির দ্বার সকলের কাছেই উন্মুক্ত।

পরিষদের সদস্যগণকে পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' বিনামূল্যে দেওয়া হয়।

সদস্যদের বার্ষিক চাঁদার হার

আজীবন সদস্য : একশত টাকা। প্রতিষ্ঠানগত সদস্য : সাত টাকা। ব্যক্তিগত সদস্য : পাঁচ টাকা।

॥ গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার ॥

আপনার প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় দিলে আপনি নিশ্চয়ই লাভবান হবেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারানুরাগীদের কাছে পত্রিকা নিয়মিত পৌঁছায়।

বিজ্ঞাপনের হার

মলাটের দ্বিতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫০ টাকা
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৮০ ,,
,, তৃতীয় পূর্ণ পৃষ্ঠা	১৫০ ,,
,, ,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৮০ ,,
,, চতুর্থ পূর্ণ পৃষ্ঠা	২০০
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	৮০ ,,
,, অর্ধ পৃষ্ঠা	৪৫ ,,

ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পত্রিকা প্রকাশের অন্তত: একসপ্তাহ পূর্বে পরিষদ কার্যালয়ে পৌঁছান প্রয়োজন।

বিজ্ঞাপনের হার ও ব্লকটাইপ সম্বন্ধীয় অন্যান্য সর্তাবলীর জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

সম্পাদক, 'গ্রন্থাগার'

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, সি-১৩৪, সি, আই, টি, স্কীম ৫২, কলিকাতা-১৪

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

নির্ঘণ্ট

চতুর্বিংশতি বর্ষ : বৈশাখ-চৈত্র, ১৩৮১

সম্পাদক
রামকৃষ্ণ সাহা

সহযোগী সম্পাদক
সুবীর ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

রেজিস্টার্ড অফিস
সেন্ট্রাল লাইব্রেরী
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭০০০১২

অফিস
পি, ১৩৭ সি আই. টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-৭০০০১৪
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

গ্রন্থাগার পত্রিকার প্রকাশন উপসমিতি

সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়—সভাপতি, রামকৃষ্ণ সাহা—সম্পাদক, সুবীর ঘোষ—সহ-সম্পাদক, অভয় কুমার ঘোষ, বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেবাশীষ মজুমদার, গীতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, সত্যব্রত ঘোষাল, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার সেন—কর্মসচিব, সত্যব্রত সেন—কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য উপ-সমিতির সম্পাদকবৃন্দ

নির্দেশিকা

১ম অংশ : **লেখক-আখ্যাসূচী :** বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যাসমূহ পৃষ্ঠাসংখ্যাসহ নির্দেশিত।

২য় অংশ : **বিষয় সূচী :** নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যা বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : **বিভাগ সূচী :** গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যাসিত ; গ্রন্থাগার সংবাদ, বার্তা বিচিত্রা, সম্পাদকীয়, English Abstract.

নির্ঘণ্ট সংকলনে : **সুকুমার মণ্ডল,** রেডিও ফিজিক্স ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

লেখক—আখ্যা সূচী

পৃষ্ঠা

অজয় কুমার ঘোষ। একটি জন্ম শতবর্ষ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও আমরা।

অথ গ্রন্থাগার কথা দ্রঃ বৈদেহ।

অবনীন্দ্র রায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের শিক্ষা ও উদ্দেশ্য। ১৫৮

অভিজনের মনে প্রাকৃতজনের চিন্তা দ্রঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, দ্রঃ পি, টি, শামা

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। রায় মহাশয় ১০২

অশোক বসু। বৃত্তিভিত্তিক পদনাম : কয়েকটি প্রস্তাব ১১১

উচ্চশিক্ষার সমস্যা (সম্পাদকীয়) ৬১

১৯৭৪ সালে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ (সার্টিফিকেট) পরীক্ষার ফল।

একটি জন্ম শতবর্ষ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও আমরা দ্রঃ অজয় কুমার ঘোষ।

একটি সুন্দর বই দ্রঃ বিমলকান্তি সেন

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ব্লুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার, কার্শিয়াং, দার্জিলিং উদ্বোধন অধিবেশন। ১৪১

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের নাম। ১৭৮

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়) ২৭

কলিকাতা পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : একটি প্রস্তাব দ্রঃ ক্ষিতিভূষণ রায় ও প্রবীর রায় চৌধুরী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতোকত্তর পাঠক্রম। ১২১

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের ভবিষ্যৎ (সম্পাদকীয়) ১৫৩

কাগজ বিহীন উন্নয়ন (সম্পাদকীয়) ১

কুমার মৃণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় দ্রঃ প্রবীর চন্দ্র বসু

কুমার মৃণীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন দ্রঃ এল, আর রঙ্গনাথন

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজনের মনে প্রাকৃতজনের চিন্তা। ৯৯

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিকতা দ্রঃ বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিকপাল : মৃণীন্দ্র দেবরায় দ্রঃ রঞ্জিত সরকার।

গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম বিষয়ক প্রস্তাব দ্রঃ মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ ও প্রবীর রায় চৌধুরী।

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারণের সর্বভারতীয় নীতি সম্পর্কিত কনভেনশন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বভারতীয় বেতনক্রম প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়) ৫

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা দ্রঃ ক্ষিতিভূষণ রায়।

গ্রন্থাগার ও দীর্ঘসূত্রী পাঠক দ্রঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য।

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা (সম্পাদকীয়)।

গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা দ্রঃ মনং কুমার প্রামাণিক।

চঞ্চল কুমার সেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবের বিবৃতি।

চিঠিপত্র।

জন্মশতাব্দে মৃণীন্দ্র স্মৃতিতর্পণ (সম্পাদকীয়)

দিল্লীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একদিক দ্রঃ রামরঞ্জন সাহা।

দিল্লীর বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে দ্রঃ সুনীল কুমার সেন

দীপক কুমার রায়। পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। পঞ্চদশ ভারতীয় মানক সম্মেলনে 'পুস্তক প্রকাশনের মান' স্থিরীকরণের উদ্যোগে কোয়েম্বাটোর, ১৯৭৩। ৪২, ৭১

নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ দ্রঃ প্রবীর রায়চৌধুরী।

পঞ্চদশ ভারতীয় মানক সম্মেলনে 'পুস্তক প্রকাশনের মান' স্থিরীকরণের উদ্যোগে কোয়েম্বাটোর, ১৯৭৩ দ্রঃ দ্রঃ নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিকভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দ্রঃ ক্ষিতিভূষণ

পৃষ্ঠা

রায় ও প্রবীর রায় চৌধুরী।

পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ দ্রঃ দীপক কুমার রায়

—,দ্রঃ রমেশচন্দ্র সাহা

প্রবীর রায়চৌধুরী। নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ। ২৪১

প্রবীর রায় চৌধুরী ও অন্যান্য। গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম বিষয়ক প্রস্তাব ৬৩

প্রবোধ ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগার ও দীর্ঘমেয়াদী পাঠক। ৩

প্রমীলচন্দ্র বসু। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। ৯৪

—,বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী। ১৪৪, ১৮৭, ২১৫

ফণিভূষণ রায়। গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ২৫১

ফণিভূষণ রায় ও প্রবীর রায়চৌধুরী। কলিকাতা পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : একটি প্রস্তাব ১৭২

—,পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ২১৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। নবনির্বাচিত প্রথম কাউন্সিল সভা ১১৪

পরিষদে কুমার মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের জন্ম শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষদ ভবনে সভা। ১১৫

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং গ্রন্থাগার দিবস পালনের আহ্বান ১৪২

—,বার্ষিক সাধারণ সভা। ২৩৮

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ম সচিবের বিবৃতি দ্রঃ চঞ্চল কুমার সেন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. লিব. এসসি (১৯৭৪) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা ২৭০

৩২ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২৮৪

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়। সম্মেলন সভাপতির ভাষণ ১৩৬, ১৬৩

বিদেশে ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম রাষ্ট্রদূত দ্রঃ রতন কুমার দাশ

পৃষ্ঠা

বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পর্যালোচনা ১৩৮

বিমল কান্তি সেন। একটি সুন্দর বই ১২৪

দ্বার্বদশমিক বর্গীকরণ ৩৭, ২০৪

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিয়োজিত সেন কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রেরিত স্মারকলিপি ১৮

বিশ্বের জগৎ। দ্রঃ মঙ্গল প্রসাদ সিংহ ও বিশ্বরূপদ মুখোপাধ্যায়

বিংশ শতকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী দ্রঃ প্রমীল চন্দ্র বসু

বীরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিকতা। ১৯১

বৃত্তিভিত্তিক পঠনাম : কয়েকটি প্রস্তাব দ্রঃ অশোক বসু।

বৈদেহ। অথ গ্রন্থাগার কথা। ৮৭

ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদন ৫২

মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ ও বিশ্বরূপদ মুখোপাধ্যায়। বিশ্বের জগৎ ৪৮

রঙ্গনাথন, এস. আর। কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন। ১১৩

রক্ষিত সরকার। গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিকপাল : মুনীন্দ্রদেব রায়। ১১৮

রতন কুমার দাশ। বিদেশে ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম রাষ্ট্রদূত। ১০৬

রামকৃষ্ণ সাহা। দিল্লীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একদিক। ৫

—,সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২১ তম অধিবেশন। ২৪৩

রমেশ চন্দ্র সাহা। পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ। ২৭৩

রায় মহাশয়। দ্রঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

লামা, পি টি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। ১২১

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলন প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়) ৩১

সনৎ কুমার প্রামাণিক। গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ৮

সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিভাষা দ্রঃ সুখানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ২১ তম অধিবেশন, ভুবনেশ্বর ১৩-১৬ই জানুয়ারী ১৯৭৫, দ্রঃ রামকৃষ্ণ সাহা

পৃষ্ঠা

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ। ১৪৭
সম্মেলন সভাপতি ভাষণ ডঃ বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়
সম্মেলন সমীক্ষা (সম্পাদকীয়)। ২৪৯
সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ ডঃ সুধীনন্দ চট্টোপাধ্যায়
সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ডঃ অরুণকুমার রায়
সার্বদাশমিক বর্গীকরণ ডঃ বিমলকান্তি সেন
সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সুশীল দেব রায় মহাশয়। ১০৯
সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিভাষা। ১৪, ৩৯
সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ। ১০৫
সুশীল কুমার সেন। দিল্লীর বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। ৩৩
Dias, A. L. Inauguration of the 32rd Bengal Library Conference. ২৭৫
Subodh Chandra Hansda. Welcome address. ২৭৭
Sudhananda Chatterjee. Welcome address. ২৭৯

বিষয় সূচী

গ্রন্থাগার

বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিকতা। ১৯১
সনৎ কুমার প্রামাণিক। গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা। ৮

গ্রন্থাগার-পাঠক

প্রবোধ ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগার ও দীর্ঘসূত্রী পাঠক ৩

গ্রন্থাগার আন্দোলন

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলন প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়)। ৩১

গ্রন্থাগার আন্দোলন—দিল্লী

রামকৃষ্ণ সাহা। দিল্লীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একদিক। ৫

গ্রন্থাগার আন্দোলন—বাংলা

প্রমীলচন্দ্র বসু। বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী। ১৫৫, ১৮৭, ২১৫

গ্রন্থাগার কর্মী—বেতন ও পদমর্যাদা

অশোক বসু। বৃত্তিভিত্তিক পদনাম : কয়েকটি প্রস্তাব। ১৯৯
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের ভবিষ্যৎ (সম্পাদকীয়)। ১৪৩
গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারণের সর্বভারতীয় নীতি সম্পর্কিত কনভেনশন। ১১
গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বভারতীয় বেতনক্রম প্রসঙ্গে (সম্পাদকীয়) ১৮৫
প্রবীর রায়চৌধুরী ও অন্যান্য। গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম বিষয়ক প্রস্তাব। ৬৩
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিয়োজিত সেন কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রেরিত স্মারকলিপি। ১৮
বৈদেহ। অথ গ্রন্থাগার কথা। ৮৭

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

১৯৭৪ সালে পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ (সার্টিফিকেট) পরীক্ষার ফল। ১৮১
দীপক কুমার রায়। পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ। ২৭১
প্রবীর রায়চৌধুরী। নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ। ২৫৯
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. লিব. এসসি (১৯৭৪) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা। ২৭০
রমেন্দ্র চন্দ্র সাহা। পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ। ২৭৩

পুস্তক প্রকাশন

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। পঞ্চদশ ভারতীয় মানক সম্মেলন 'পুস্তক প্রকাশনের মান' স্থিরীকরণের উদ্যোগ : কোয়েম্বাটোর, ১৯৭৩। ৪২, ৭১

পৌর গ্রন্থাগার—কলিকাতা

কবিভূষণ রায় ও প্রবীর রায়চৌধুরী। কলিকাতা পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : একটি প্রস্তাব। ১৭২

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—৩১ তম

৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন।

পৃষ্ঠা

৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (সম্পাদকীয়)। ১
বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। সম্মেলন সভাপতির ভাষণ। ১৩৬, ১৩৩
বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবলী পর্যালোচনা। ১৩৮
লামা পি. টি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ। ১২৯
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ। ১৪৭
সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ ১৩০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন—৩২ তম

সম্মেলন সমীক্ষা (সম্পাদকীয়)। ২৬৯
৩২ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ২৮৪
Dias, A. L Inauguration of the 32 Bengal Libray Conference. ২৭৫

বর্গীকরণ—সার্বদশমিক বর্গীকরণ

বিমল কান্তি সেন। সার্বদশমিক বর্গীকরণ। ৩৭, ২০৯

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার—দিল্লী

সুনীল কুমার সেন। দিল্লীর বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। ৩৩

ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

রামকৃষ্ণ সাহা। সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ২১ তম অধিবেশন। ২৬৩

মৃণীন্দ্রদেব রায় জীবনী ও আলোচনা

অজয় কুমার ঘোষ। একটি জন্ম শতবর্ষ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও আমরা। ১১১
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। রায় মহাশয়। ১০২
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজনের মনে প্রাকৃত জনের চিন্তা। ৯৯
জন্ম শতাব্দে মৃণীন্দ্র স্মৃতিতর্পণ (সম্পাদকীয়)। ৯২
প্রমীল চন্দ্র বসু। কুমার মৃণীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। ৯৩
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে কুমার মৃণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পরিষদ ভবনে সভা। ১১৫
রঙ্গনাথন এস, আর। কুমার মৃণীন্দ্র দেব রায় মহাশয় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন। ১১৩
রতনকুমার দাশ। বিদেশে ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম রাষ্ট্রদূত। ১০৬
রঞ্জিত কুমার সরকার। গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিকপাল : মৃণীন্দ্র দেব রায়। ১১৮
সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মৃণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। ১০৯

শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

উচ্চশিক্ষার সমস্যা (সম্পাদকীয়)।
গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা (সম্পাদকীয়)
ফনিভূষণ রায়। গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা।

সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং—পরিভাষা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পরিভাষা।

সাধারণ গ্রন্থাগার

অবনুদ্ধ রায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। ১৪৮

সাধারণ গ্রন্থাগার—পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা

ফনিভূষণ রায় ও প্রবীর রায় চৌধুরী। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপরেখা। ২১৯

গ্রন্থাগার সংবাদ

আইয়া বক্সির সাধারণ পাঠাগার।
কমলা স্মৃতি পাঠাগার।
কাশীপুর ইন্‌সটিটিউট।
খিদিরপুর অভিযাত্রী পাঠাগার।
চা গ্রাম তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার।
চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার।
জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার।
তমলুক জেলা গ্রন্থাগার।
তরুণ সংঘ (মধ্য হিংগলী)
ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার
পল্লীজ্যোতি পাঠাগার।
পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী।

পৃষ্ঠা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী পলসর্ভ লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশন, পুরুলিয়া। ২০৯
পানিহাটি ক্লাব। ১২০
প্রগতি সংঘ। ১৮২
বঙ্গ ভারতী পরিষদ। ১২০
বনগ্রামে সাধুজন পাঠাগার। ২০৯
বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার। ৫৮
বার্নিয়া যুব সঙ্ঘ। ১২০
বাণী লাইব্রেরী। ১২২
বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির ২০৯
বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল। ২৬, ৫৮, ১২২
ব্যাটরা পাবলিক লাইব্রেরী। ৫৭
ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার (মুলাজোড়) ২৭৫
মুজাফ্ফর আহমেদ পাঠাগার। ১৮২
শিক্ষা ও সংস্কৃতি সদন। ১২২
সবুজ গ্রন্থাগার। ২৪০
সাধারণ পাঠাগার (অশোক গড়)। ১২০
সুবাবন লাইব্রেরী ও নলিনী স্মৃতি ফ্রি রিডিং রুম। ১২০
সংস্কৃতি, হাওড়া। ২৭, ৫৭, ১২২, ১৮২

বার্তা বিচিত্রা

আমেরিকায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচার। ১২৩
'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র নতুন সংস্করণ। ৫৪
এবারের সাহিত্য পুরস্কার। ৫৩
'ওঁয়াও' ভাষার জন্য সরকারী স্বীকৃতি দাবী। ২৮
কণকানি ভাষার জন্য মুখ্য ভাষার মর্যাদা দাবী। ২৯
করাচীর নজরুল ভবন ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। ১২৩
জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। ৫৬
জাপানের সর্বাধিক প্রচারিত সপ্তাহিক ১২৩
জার্মান ভাষায় গদ্য রামায়ণ। ৬৫
জার্মান ভাষায় গ্রন্থ রচনার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার। ১২৩
ঢাকায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জাতীয় সম্মেলন। ২৯
তামিলনাড়ু ওরিয়েন্টাল ম্যানাসক্রিপ্ট লাইব্রেরী। ৫৫
পাঁচজন সাংবাদিক সম্মানিত ৫৫
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পশ্চিম জার্মানীর দান ১২৩
বাংলা গদ্য প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ। ১২৩
ভারতের বইয়ের বর্তমান ভবিষ্যৎ। ২৮
রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রচার। ১২৩
রাশিয়ার বইয়ের সমাদর। ২৮
রুমানিয়ায় বাংলা কবিতা সমাদর। ৫৬
ষষ্ঠ জাতীয় গ্রন্থমেলা। ২৯
সোভিয়েত রাশিয়ায় রামচরিত মানসের ৪০০ বর্ষপূর্তি উৎসব। ১২৩
হিন্দী ভাষায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস।' ২৯

সম্পাদকীয়

উচ্চশিক্ষার সমস্যা ৬১
৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন। ১২৭
কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের ভবিষ্যৎ। ১৫৩
কাগজ বিহীন উদ্বয়ন। ১
গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বভারতীয় বেতনক্রম প্রসঙ্গ। ১৮৫
গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা। ২১৩
জন্মশতাব্দে মুন্সীর স্মৃতি তর্পন ৯২
শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলন প্রসঙ্গ ৩১
সম্মেলন সমীক্ষা। ২৪৯

English Abstracts

Vol. 24, No. 1, April-May, 1974, 30
Vol. 24, No. 2, May-June, 1974, 59
Vol. 24, No. 3-4, July-August, 1974, 90
Vol. 24, No. 7-8, Oct.-Dec., 1974, 183
Vol. 24, No. 9, Dec.-Jan., 1974-75, 211
Vol. 24, No. 11-12, Feb.-April, 1974-75, 292

পরিষদ কথা

নবনির্বাচিত প্রথম কাউন্সিল সভা ২৪১
বার্ষিক সাধারণ সভা ২৩৮
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং গ্রন্থাগার দিবস পালনের আহ্বান। ১৫২

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা　　সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১　　১৩৮১, বৈশাখ

সম্পাদকীয়

কাগজ বিহীন উন্নয়ণ

প্রকাশনার তেইশ বছর পূর্তির পরে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা তার পুরোনো পরিচিত কলেবর ছেড়ে নতুন বৃহৎ কলেবরে আত্মপ্রকাশ করল। আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন সাধারণত বিষয়বস্তুর পরিবর্ধনসূত্রেই দেখা দেয়। এক্ষেত্রে কিন্তু নতুন কলেবরের আশ্রয় নিতে হয়েছে অনেকটা বাধ্য হয়েই। অনিবার্য হারে কাগজের সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় দাম ও মান অনুযায়ী কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাদরুণ গ্রন্থাদি মুদ্রণের নানাবিধ সমস্যার বিষয়ে সবাই আজ অল্পবিস্তর অবহিত। কাগজের অভাবে নামী অনেক পুরোনো পত্রিকার প্রকাশনা দীর্ঘকাল স্থগিত রাখতে হয়েছে; অনেক পত্রিকার কলেবর হ্রাস পেয়ে পড়েছে। কাগজ ও মুদ্রণের দেশব্যাপী এই সংকট 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার উপরও যে এসে পড়বে সেকথা সহজেই অনুমেয়।

বলা বাহুল্য এই সংকট শুধু পত্রপত্রিকার ক্ষেত্রেই আবদ্ধ নয়। লেখাপড়ার সঙ্গে জড়িত সবাই—ছাত্রছাত্রী শিক্ষক লেখক পাঠক শিল্পী - কেউই আজ কাগজ ও বইপত্রের দুষ্প্রাপ্যতা ও দুর্মূল্যতার হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেন না। যেদেশে উন্নয়নের গতি মন্থর ও শিক্ষার ধারা ক্ষীণ সেদেশের পক্ষে এই সমস্যা সুদূরবিস্তারী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। পাঠ্য উপকরণ যতই ক্রয়শক্তির বাইরে চলে যাচ্ছে বইপত্রের পাঠক গ্রাহক ক্রেতার সমস্যা ততই বাড়ছে। মূল্যবৃদ্ধির দরুণ বাঁধা আয়ের বহু মানুষ ইদানীং খবরের কাগজ কেনার অভ্যাস ত্যাগ করেছেন। পাঠপ্রবণতা এদেশে এমনিতেই বিশেষ সবল নয়, তার উপর পাঠ্যবস্তুর অভাবে যদি লোকের পাঠস্পৃহা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে তাহলে পরিণামে গ্রন্থাগার-গুলির পক্ষে আদৌ সুখপ্রদ হবে না।

দ্বিতীয়ত পাঠ্য উপকরণের আশ্রয়েই গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নির্ভর করে; তাই বইপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ছোট ও মাঝারি আকারের গ্রন্থাগারগুলিকে ক্রমেই পঙ্গু করে তুলছে। অধিকাংশ গ্রন্থাগারের বার্ষিক ব্যয় নির্বাহ হয় টাদার অর্থে। প্রতি বছরে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারি অনুদান পাওয়া যায় না। টাদা বাড়িয়ে সেজন্য খরচ মেটানোর চেষ্টা করলে সদস্যসংখ্যা কমে যাবে। তাতেও সেই একই ফল দাঁড়াবে— অর্থাৎ পাঠস্পৃহার ক্ষতি।

ভারতে কাগজ দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ হল বিগত চারটি পাঁচসালা যোজনায় কাগজশিল্পের প্রতি যথোচিত নজর দেওয়া হয় নি। কাগজশিল্পের জন্যে গঠিত কেন্দ্রীয় উন্নয়ন পরিষদ বারংবার এই অভিযোগ করেছেন। দ্রুতবর্ধিষ্ণু চাহিদার অনুপাতে উৎপাদনের পশ্চাৎপদতা থেকে মনে হয় এ-সমস্যার আশু সুরাহার সম্ভাবনা নেই। ১৯৭৩ সালে ৭.১৬,০০০ টন কাগজ উৎপন্ন হয়েছিল; তার আগের বছরে উৎপন্ন হয় ৮,০৪,০০০ টন। পঞ্চম পাঁচ সালা যোজনাকালে কাগজের চাহিদা দাঁড়াবে আনুমানিক ১০,৩০ ০০০ টন। দেশের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতা হল ৯.০৩,০০০ টন। কাগজশিল্পের সম্প্রসারণ-কল্পে আরও কাগজকল স্থাপন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ইণ্ডিয়ান পেপার মিলস অ্যাসোসিয়েশন দেশের বর্তমান কাগজ সংকট সত্ত্বেও বিদেশের কাগজ রপ্তানীর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবি করেছেন। কারণ বহির্বাণিজ্যে কাগজের দাম টন প্রতি প্রায় ১৮০০ টাকা বেশি। অথচ ১৯৭২-৭৩ সালে ভারতকে ৩০ ৭ কোটি টাকার কাগজ আমদানি করতে হয়েছিল। দেশের চাহিদা মেটানোর পরে এবং আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হলে তবেই এদেশ থেকে কাগজ রপ্তানীর প্রস্তাব যুক্তিগ্রাহ্য হবে।

চাহিদা বৃদ্ধি, উৎপাদনের ঘাটতি, বিদ্যুৎ সংকট আমদানি হ্রাস এবং সর্বোপরি মুদ্রাস্ফীতির ফলে কাগজের অভাব প্রকট হয়ে পড়েছে। কিন্তু বর্তমান সংকটের মূল

কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে কাগজের ব্যবসায়ে দু'ইকোড় কিছু কাটকাবাজ ব্যবসায়ী ও কালোবাজারী-দের ক্রিয়াকলাপ। লোহা, সিমেন্ট বনস্পতির দলে কাটকাবাজেরা কাগজের কারবারে অনায়াসে আসর গরম পেয়েছে। সরকার এজন্যে একটা তদন্তবিষয়ক কমিটি নিযুক্ত করেছেন বটে, কিন্তু উপযুক্ত বিধিব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এ-সমস্যার স্থায়ী সুরাহা হবে না।

সরকারি প্রশাসন-যন্ত্রের নিষ্ফলতা নিতান্ত চোখে উপলব্ধি করছে। ফুলস্ক্যাপ কাগজের খুচরা দর তিন গুণ বেড়ে গেছে। ফুলস্ক্যাপ কাগজ ছাত্রছাত্রী শিক্ষক ও গবেষকদের কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য মাপের বিভিন্ন কাগজের দাম গত তিনমাসে কমপক্ষে শতকরা ১০০ ভাগ বেড়েছে। কাগজের মূল্যবৃদ্ধিই মূলত বই-পত্রের মূল্যবৃদ্ধিকে প্রভাবিত করেছে। মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রেও মালমসলার দরদাম বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সংকট ও বেতনবৃদ্ধির বইপত্রের মূল্যরেখাকে আরো ঊর্ধ্বে ঠেলে দিয়েছে। 'পীতবিতান' বইটির দাম ১৮ টাকা থেকে ২৬ টাকায় বর্ধিত হয়েছে। ছাত্রদের টেক্সটবুকের দাম শতকরা ২৫ থেকে ৭৫ ভাগ বর্ধিত হয়েছে। কে. পি. বসুর অ্যালজেবরার দাম সাড়ে আট টাকা থেকে এক লাফে সাড়ে বারো টাকায় উঠে গেছে। গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও শোচনীয়। এই সুযোগে কিছু সংখ্যক প্রকাশক তাঁদের প্রকাশিত পুরোনো বইয়ের দাম রবার স্ট্যাম্প দিয়ে বাড়িয়ে দিতে শুরু করেছেন। খ্যাতনামা লেখকদের বই ছাড়া নতুন লেখকদের বই ছাপার ঝুঁকি প্রকাশকেরা নিতে চাইছেন না। ইউরোপ-আমেরিকায় প্রকাশিত প্রতি পাঁচটি বইয়ের একটিতে অন্তত প্রকাশকেরা ঝুঁকি নিয়ে থাকেন। একটি বইয়ের দুহাজার কপি ছাপতে হলে কর্মী প্রতি কাগজ মুদ্রণ ইত্যাদি বাবদ গড়পড়তা খরচ ১৯৭২-৭৩ সালে ছিল ১২০ টাকা। পরবর্তী সালের হিসাবে সে অঙ্ক দাঁড়ায় ২৩৫ টাকায়। ছাপাখানা ও দপ্তরীখানায় ব্যবহৃত ছাপার কালি, টাইপ, পিসবোর্ড ইত্যাদির দরদাম বিগত থেকে তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাগজ-সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার মিলমালিকদের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছেন এই মর্মে যে মালিকেরা সরকারকে দু'লক্ষ টন কাগজ দেবেন এবং জনসাধারণের জন্যে টন প্রতি ২৭৫০ টাকা হারে কাগজ সরবরাহ করা হবে। উৎপন্ন অতিরিক্ত কাগজ খোলা বাজারে বিক্রীত হবে। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত টেক্সটবুক ছাপার জন্যে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ও পূর্ব ভাগে বিভক্ত চারটি অঞ্চলে এক হাজার টন করে সাদা কাগজ মিলের দরের চেয়েও কম দরে সরবরাহ করা হবে। শর্ত হল যে প্রকাশকেরা যেন ১৯৭১-৭২ সালের মূল্যে বইয়ের মূল্য ধার্য করেন। কিন্তু সাধারণ বই ও পত্রপত্রিকার চাহিদা মেটানোর বিষয়ে সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেন নি। ফলে সাধারণ বইপত্রের মুদ্রণ এবং গ্রন্থাগারগুলির দুর্গতি থেকেই যাবে।

টেক্সটবুক সরবরাহের বিষয়ে সরকারি উদ্যমকে সাধুবাদ জানিয়ে একথা বলা প্রয়োজন যে ছাত্রজীবন শেষ হলেই মানুষের শিক্ষা ও মননকর্ম শেষ হয়ে যায় না। চিন্তাশীল ও সৃজনশীল লেখকের সঙ্গে পাঠকের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগে দেশের সাংস্কৃতিক জীবন পরিপুষ্ট হয়। সাধারণ বইপত্র লেখক ও পাঠকের মধ্যে সেতুবন্ধের কাজ করে। টেক্সটবুক বহির্ভূত অন্যান্য বইপত্র উৎপাদনের বিষয়েও সরকারকে তৎপর করে তোলার জন্যে জনমত সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

কাগজের ব্যবসায়ে অতিরিক্ত মুনাফা ও কাটকা কারবার নিবারণের জন্যে সরকারি বিধিব্যবস্থা আরো কঠোর হওয়া চাই। শৌখীন ও মূল্যবান কাগজের পরিবর্তে সাধারণ কাজে ব্যবহৃত কাগজের উৎপাদনের বেশি গুরুত্ব দেবার জন্যে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে। সরকারি দপ্তরগুলি থেকে প্রচারপত্র বিতরণের ঢালোয়া ব্যবস্থার অপচয় নিবারিত হওয়া দরকার। প্রকাশক সংস্থার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন ক্রেতা সমবায়ের সাহায্যে ন্যায্যমূল্যে কাগজ বণ্টনের ব্যবস্থা বর্তমান নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

গ্রন্থাগার ও দীর্ঘসূত্রী পাঠক

প্রবোধ ভট্টাচার্য

গ্রন্থাগারিক মাত্রেই জানেন দীর্ঘসূত্রী পাঠক গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন সুষ্ঠু পরিচালনায় নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরণের পাঠক ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রন্থাগারের বই নির্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ দেন না। সময়সীমা অতিক্রান্ত জনিত জরিমানাকে এঁরা বইটি দীর্ঘ মেয়াদে রেখে দেবার অধিকার বা লাইসেন্স বলে মনে করেন এঁরা অক্লেশে অর্থদণ্ড দেন। প্রয়োজনে অর্থদণ্ডের বিনিময়ে অধিকসংখ্যক বই সময়সীমা অতিক্রান্তের পরেও ফেরৎ না দেবার সুযোগ নেন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বই ফেরৎ না দেবার জন্য যে অর্থদণ্ড নেওয়া হয় সেটি নিশ্চয়ই গ্রন্থাগারের অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়। অর্থদণ্ড গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হোল সময় মতো বই ফেরৎ পাওয়া, যাতে অন্যান্য পাঠক নির্দিষ্ট বইটি না পাবার অসুবিধা ভোগ করেন অথচ অর্থদণ্ডের মূল উদ্দেশ্যটি কিন্তু মোটেই সাধিত হচ্ছে না। সাধারণভাবে পাঠকদের মনে এই ধারণাই গড়ে উঠছে যে বই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফেরৎ না দিলে গ্রন্থাগারকে বেশী মাশুল দিতে হবে। এই মানসিকতা একশ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান —অর্থদণ্ডকে আজকের দিনে একশ্রেণীর পাঠক মোটেই শাস্তি কিংবা লজ্জাজনক কোন ব্যাপার বলে মনে করেন না। ফলে দীর্ঘমেয়াদে বই নেবার জন্য দীর্ঘসূত্রী পাঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দীর্ঘসূত্রী পাঠক গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন পরিচালন ব্যবস্থাকে অনাবশ্যকভাবে

লেখকের ঠিকানা : গ্রাম : কাবড়হরি
পো: পড়িয়া জিলা : ২৪ পরগণা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বহির্ভূত কাজকর্মের যথা অর্থদণ্ড গ্রহণ খুচরা পয়সা ফেরত দেওয়া, রসিদ দেওয়া অর্থ-দণ্ডের হিসাব রাখা ইত্যাদির ব্যাপারে জটিল করে তুলছে। বিদেশের গ্রন্থাগারিকেরা দীর্ঘসূত্রী পাঠকের সমস্যা নিয়ে নানান ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন। যুক্ত-রাষ্ট্রের গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি এই সমস্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। যুক্তরাষ্ট্রের নগর গ্রন্থাগারসমূহের ডিরেক্টর মিষ্টার ওয়ালিস বলেন যে চার পাঁচ বছর ধরে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থা-গারের বই ফেরৎ না দেবার একটা সর্বাত্মক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তিনি বলেন ১৯৭০-৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে প্রায় ৪৮,৫৩৫ ডলার মূল্যের বই ফেরৎ দেওয়া হয় না আশঙ্কা করা হচ্ছে ১৯৭২ সালে এটি ৫০,০০০ ডলারের বেশী হবে এই পরি-স্থিতির মোকাবিলা করতে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের মিচিগ্ন শহরে একটি অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে কোন দীর্ঘসূত্রী পাঠক সাধারণ গ্রন্থাগারের বই নির্দিষ্ট সময়ে ফেরৎ না দিলে প্রথমে ডাকযোগে ছুটি নোটিশ পাঠানো হবে। এছাড়া কোনেও জানানো হবে। এতে কাজ না হলে একমাস কারাদণ্ড ও ৫০ ডলার পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হবে

'কোন অর্থদণ্ড নয়' এই নিয়মের সমর্থনেও জোরালো মতামত প্রকাশ করা হচ্ছে। এবং অনেকক্ষেত্রেই এই নিয়মের প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। কানাডার উইণ্ডসর পাবলিক লাইব্রেরীতে কোন প্রকার অর্থদণ্ড না নেবার একটি প্রস্তাব পরীক্ষামূলকভাবে একবছরের জন্য গ্রহণ করা হয়। কোন দীর্ঘসূত্রী পাঠক সময়সীমা অতিক্রান্ত

নোটিশে সাড়া না দিলে নোটিশ প্রেরণের খরচ বাবদ তাকে একটি পাঁচ ডলারের বিল পাঠানো হবে। এতেও কোন সাড়া না পেলে দীর্ঘসূত্রী সেই পাঠকের নাম দোষী লক্ষণ তালিকাভুক্ত করা হবে এবং যতদিন পর্যন্ত সমস্ত প্রাপ্য না মেটানো হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত গ্রন্থাগারের সমস্ত সুযোগ সুবিধা তার কাছ থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। এই গ্রন্থাগারে এ পর্যন্ত ১৮,৫০০টি সময়সীমা অতিক্রান্ত সংক্রান্ত প্রথম নোটিশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে মাত্র ২৯১৪টি বইয়ের ক্ষেত্রে পাঁচ ডলার নোটিশ প্রেরণ বাবদ খরচ নেওয়া হয়েছে। এ থেকেই কোন অর্থদণ্ড না নেবার পরিকল্পনাটির উল্লেখযোগ্য সাফল্যের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

১৯৫২ সালে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্বোধন হলে প্রথমদিকে আশঙ্কা করা হয় যে যেহেতু এদেশের লোকেরা সাধারণভাবে অবাধ প্রবেশ মাধ্যমে বই নেওয়ায় অভ্যস্ত নয়, সেজন্য বই ফেরৎ না দেবার সংখ্যা হয়তো খুব বেশীরকম হবে। কিন্তু ক্রাফ্ট গার্ডনার যাঁর তত্ত্বাবধানে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে ওঠে, তিনি এই মত সমর্থন করেন নি। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা গেল প্রথম ৯ মাসে যে ৪৫,০০০ বই বিলি হয় তারমধ্যে মাত্র ২৪টি হারিয়ে যায় ও ১২টি ফেরৎ দেওয়া হয় না। অন্যদিকে ইংলণ্ডের যে কোন পাবলিক লাইব্রেরীতে গড়ে এর প্রায় চারগুণ বই নিখোঁজ হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের একটি ঘটনার কথা বলেছেন জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী বি. এস. কেশবন। শ্রীকেশবন গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বে এসেই দীর্ঘসূত্রী পাঠকদের অর্থদণ্ড প্রথার বিলোপ করেন। ফলে দেখা গেল গ্রন্থাগারের বই খুব দ্রুত বিলি হচ্ছে। প্রায় ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে ৭,৫০০ বই ফেরৎ না পাওয়ায় অগত্যা, তিনি এই মর্মে আমজন স্মরণার্থ চিঠিতে এই নির্দেশ দিতে বাধ্য হন যে যারা বই ফেরৎ দেবেন না তাদের গ্রন্থাগারে জমা দেওয়া টাকা হতে বইয়ের দাম কেটে নেওয়া হবে। এতে শেষ পর্যন্ত কাজ হয় (Library Service in India to-day-a symposium-- BLA, 1963)

যারা সময়মতো বই ফেরৎ দেন না তারা সাধারণ লোক হলেও শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত লোকেরাও এই ব্যাধি-মুক্ত নন। স্যার রবার্ট কটন যিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামের দীর্ঘসূত্রী ও ভুলোমনা সদস্যদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ করতেন—তিনি নিজেও সেই একই দোষে দুষ্ট ছিলেন। তবে অপরের বই সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সব চেয়ে উদাসীন পাঠক ছিলেন ডাঃ সামুয়েল জনসন। তিনি অপরের বইগুলি যেন নিজের এমনভাবে ব্যবহার করতেন, বইয়ের একপ্রান্তে নিজের মন্তব্য লিখতেন এবং কদাচিৎ ফেরৎ দিতেন তাঁর মৃত্যুর পর কোন বইটি তাঁর নিজের, কোনটিই বা অপরের সেটা নির্ণয় করা একরকম অসম্ভব ব্যাপার হয়েছিল। ষষ্ঠ জাতীয় পুস্তকমেলার উদ্বোধন করতে গিয়ে মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল শ্রীআলি ইয়ার জং একটি স্বীকারোক্তিতে বলেছেন যে তাঁর ব্যক্তিগত বই সংগ্রহের অধিকাংশই চুরি করা। স্কুলে, কলেজে ও বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বই ফেরৎ না দেবার জন্য তাঁর খুবই খারাপ রেকর্ড ছিল।

দীর্ঘসূত্রী পাঠকের এই প্রবণতা গ্রন্থাগার পরিচালনায় একটি বিপজ্জনক পরিস্থিতি। এর গুরুত্বও অপরিসীম। কারণ আধুনিক গ্রন্থাগার পাঠককেন্দ্রিক। দীর্ঘসূত্রী পাঠক এভাবে ক্রমবর্দ্ধমান হলে কারাদণ্ড দিয়ে কিংবা অর্থদণ্ডের মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবপর নয়। অন্যদিকে অর্থদণ্ড দিতে গিয়ে দীরপতি পাঠক, ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন পাঠক, বৃদ্ধ লোক, কর্মব্যস্ত পাঠককে শাস্তিবিধান করা অবিবেচনাপ্রসূত ও অবাঞ্ছনীয়। কেউ কেউ বলেন এ সমস্যার একমাত্র সমাধান বোধ হয় অর্থদণ্ড প্রথার বিলোপ সাধন ও বই ফেরৎ দেবার সময়সীমাকে তিন কিংবা চার সপ্তাহ পর্যন্ত বর্ধিত করা—আবার শ্রীকেশবনের মতে "সাধারণ চেতনাবোধই এর একমাত্র সমাধান এবং কিছুটা বিবেকের তাড়না ও কিছু পরিমাণে গ্রন্থাগারিকের সামাজিক ব্যক্তিত্ব ব্যবহারে কিছুটা ফল দিতে পারে। প্রয়োজনে বৃদ্ধধরণের ভয় প্রদর্শনও করা যেতে পারে এটা জন-সাধারণের সাধারণ উন্নয়নের উপর নির্ভর করে।" (Library Service in India today-a symposium BLA, 1963) মোটকথা এ সমস্যার কোন সহজ সমাধান নেই।

দিল্লীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একদিক

শ্যাম কৃষ্ণ সাহা

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম নির্ধারণের প্রশ্নে সম্প্রতিককালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেনের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণ। কিছুদিন আগেই সারা ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারণের দায়িত্বও শ্রীসেনের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির উপর ন্যস্ত ছিল এবং সম্প্রতি তার সুপারিশগুলি সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছে এবং সরকার আংশিক দায় দায়িত্বের ভার গ্রহণ করারও কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১৯৫৯ সালের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা স্থির ও কার্যকর করার প্রশ্নে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা শিক্ষকদের সমতুল করার প্রস্তাব তৃতীয় পরিকল্পনায় কার্যকরী হয়েছিল এবং চতুর্থ পরিকল্পনায় সে ধারা অব্যাহত ছিল।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নয়া বেতনক্রম নির্ধারণের জন্য প্রথমে শ্রীযুক্ত সেনের সভাপতিত্বে গঠিত একটি কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। গ্রন্থাগারকর্মীরা সবাই আশা করেছিলেন যে গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতনক্রমও ঐ সাথে নির্ধারিত হবে। কিন্তু 'সেন কমিটি' ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটর ও গ্রন্থাগারিকদের সম্পর্কে বেতনক্রম সুপারিশ ব্যতিরেকেই রিপোর্ট পেশ করেন। এর প্রতিবাদে শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকদের গণসংগঠনগুলি মুখর হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে এরই ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রীসেনেরই সভাপতিত্বে গঠিত আর একটি কমিটির উপর গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম নির্ধারণের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

এই কমিটি আঞ্চলিক ভিত্তিতে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার সমিতির সংগে একদিন আলোচনা করেই গণদাবী গ্রহণ করা বন্ধ করে দেন। এ ব্যাপারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি স্মারকলিপি পেশ করে এবং একটি সাক্ষাৎকার ও প্রার্থনা করে কিন্তু প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত হয়।

এ অবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে বেতন ও পদমর্যাদার হ্রাস সম্পর্কে সন্দেহ ক্রমশঃ দানা বাঁধতে থাকে।

বিগত কয়েক বছরে কলেজ শিক্ষকদের বেতনক্রম সংশোধিত হলেও কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে এখনো তার সুযোগ সম্প্রসারিত হয়নি। পঃ বাংলার অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উচ্চপদাধিকারী বহু গ্রন্থাগারিক, উপ ও সহ গ্রন্থাগারিক ছাড়া ইউ. জি. সি. প্রস্তাবিত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বেতন ও পদমর্যাদা উপেক্ষিত হয়েছে। শ্রীসেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা বিগত বারো বছরে কর্তৃপক্ষের উপর অগাধ আস্থার আচ্ছন্ন ছিলেন, পরবর্তীকালে আবেদন নিবেদন আন্দোলনের সামিল হয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা যায় শ্রীসেন গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম বা বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য নন-প্রফেশনাল বৃত্তিতে রত কর্মীদের সমতুল তার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেও ইউ. জি. সি বেতনক্রমের জন্য সুপারিশ করায় অনিচ্ছুক ছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তবুও

লেখকের ঠিকানা : শরীর বৃত্ত বিভাগ, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৯

আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ৬৪।৩৬ জনের নাম সুপারিশ করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রভারতী আজও এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়।

পশ্চিমবাংলায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রবর্তিত বেতনক্রম চালু না হলেও দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালনাধীন থাকায় সেখানে এই বেতনক্রম বহুদিন আগেই প্রবর্তিত হয়েছে। গ্রন্থাগারিকের নীচে 'প্রফেশনাল এ্যাসিষ্টান্ট' পদের ক্ষেত্রেও ২৪০-৪০০ টাকা বেতনক্রমের প্রচলন রয়েছে। যদিও দীর্ঘদিন যাবত এ বেতনক্রমের কোন পরিবর্তন হয়নি। এ অবস্থাবস্থায় আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, জমিয়া মিলিয়া প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা যে আন্দোলনের পথে পা বাড়াবেন তাতে আশ্চর্য কি?

শুধু তাই নয় আন্দোলন করতে গেলে প্রয়োজন সংগঠনের, তাই সেখানে গত ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭৪ সালে 'অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ ইউনিভার্সিটি এ্যাণ্ড কলেজ লাইব্রেরী ষ্টাফ অর্গানাইজেশন" সৃষ্টির প্রস্তাব ওঠে এবং তার প্রস্তুতি হিসাবে 'জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটি'র জন্ম হয়। এই জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটিতে পরবর্তীকালে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী যোগদান করে। এই সংগঠনের মধ্যে প্রফেশনাল ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন, নোন-প্রফেশনাল ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন, ষ্টাফ এ্যাসোসিয়েশন অফ কলেজ লাইব্রেরীজ প্রভৃতিও অংশগ্রহণ করে।

বিগত ৩রা, ৪ই ও ৭ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সামনে এক বিক্ষোভ প্রদর্শন ও একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এই বিক্ষোভে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় আলিগড় ও জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। এতে ১০০ জন গ্রন্থাগার কর্মী উপস্থিত ছিলেন। মূল দাবী ছিল সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীর জন্য বেতনক্রম পুনর্নির্ধারণ এবং শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা।

বেতনক্রম সম্পর্কিত দাবী

গ্রন্থাগারিক	—১৪০০—২৫০০
উপ-গ্রন্থাগারিক	—১২০০—১৮০০
সহ গ্রন্থাগারিক	— ৭০০—১৬০০
বৃত্তি কুশলী সহকারী	— ৬৫০—১২০০
অর্ধ বৃত্তি কুশলী সহকারী	— ৩২৫—৭০০
এ্যাটেণ্ডান্ট (সিনিয়র)	— ২৬০—৪০০
এ্যাটেণ্ডান্ট (জুনিয়র)	— ২৬০—৩৫০

১৫ই এপ্রিল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা JACর নেতৃত্বে গণছুটি নেন। এ বিষয়ে শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্র সংগঠনগুলির পূর্ণ সমর্থন জানায় ও সহযোগিতা করে।

আমরা দিল্লীতে গিয়েছিলাম ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আমন্ত্রণে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইয়াসলিকের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম সম্পর্কিত আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য. সেখানে আলাপ হল JACর সংগঠকদের সাথে। তাঁরা আমাদের জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। তাদের সাথে আলোচনা হল আন্দোলনের ধারা সম্পর্কে। তাঁরা জানালেন ১৮ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বৈঠক বসবে সেখানে একটি অবস্থান ধর্মঘট করা হবে। এতে দিল্লীর সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা অংশগ্রহণ করবেন তৎসহ আলীগড়, বেনারস, পাঞ্জাব, হরিয়ানা প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও কর্মীদের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা আছে. আছে। আরো অনুরোধ করলেন; পঃ বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে আমাদেরও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য।

বিশেষভাবে জানা গেল সেন কমিটির শেষ বৈঠক বসছে কলকাতায় ২১শে এপ্রিল। ফলে যোগাযোগ করা হ'ল এ্যাসোসিয়েশনের সাথে যাতে ২১ তারিখে এখানেও কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হয়। দিল্লীতে

১৭ই এপ্রিল বেলা ১১টায় JAC র মিটিংএ আমরা অংশ গ্রহণ করলাম।

১৮ই এপ্রিল সকাল ৯টায় আমরা হাজির হলাম ফিরোজ শা' কোটলা গ্রাউণ্ডের পাশে। সেদিন ছুটির দিন। টাক্সা করে কালীবাড়ী থেকে যখন হাজির হলাম তখন মিছিল শুরু হচ্ছে। দিল্লীর প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিক কয়েকজনকে দেখলাম মিছিলের পুরোভাগে। প্রায় ৭০০-৭৫০ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মী সেখানে হাজির। মুখে দারুণ উদ্দীপনা। স্লোগান ছিল হামারা মাংগ পুরী করো। হামারা মাংগ ইনসাফ (Justice) প্রভৃতি মহিলা গ্রন্থাগারকর্মীদের প্রায় ৪০ জন। বেলা দশটায় আমরা UGC দপ্তর দপ্তরের সামনে হাজির হলাম। সেখানে আরও প্রায় ৫০ জন যোগ দিলেন। প্রচণ্ড বিক্ষোভ কিন্তু শৃঙ্খলাপূর্ণ। উদ্দেশ্য ছিল UGC র কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ। কিন্তু UGC কর্তৃপক্ষ সে দাবী নাকচ করলেন। সমস্ত বাড়ীটা পুলিশ দিয়ে ঘেরা। সমস্ত বারান্দা জুড়ে উৎসুক UGC র কর্মচারীরা। ঘণ্টা দেড়েক পরে JNU এর ছাত্ররা যোগ দিলেন আমাদের সাথে। বেলা দেড়টার সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করল। আহত হলেন JNU র নেতা কৃষ্ণগোপাল। কর্মীদের মনোবল একটুও দমল না। বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়া হল বিকেল ৫টা পর্যন্ত। JAC র মিটিংএ স্থির হল 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' কলকাতার সেন কমিটির সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন।

আমরা ফিরে এলাম দিল্লী থেকে। কিন্তু চাক্ষুষ যা অনেক গ্রন্থাগার কর্মীর সংগঠিত আন্দোলন মনে যথেষ্ট রেখাপাত করেছিল।

বিগত ২১শে এপ্রিল সেন কমিটির গোপন অধিবেশন ঘটলো বেসিক মেডিসিন ভবনে। বেলা এগারোটা। আমরা ২০।২৫ জন। এক একজন সদস্য এলেন। আমরা আমাদের সংশোধিত স্মারকলিপি প্রত্যেককে দিলাম এবং ডেপুটেশন চাইলাম। উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন উদ্বোধিত হলেন এবং পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারকর্মীদের ডেপুটেশন দিলেন। সে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ও শ্রীগৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

দিল্লীতে গ্রন্থাগার কর্মীদের বিক্ষোভ মিছিলের একাংশ

গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সনৎ কুমার প্রামাণিক

চল্লিশের দশকের বহুবিঘোষিত 'গ্রামে ফিরিয়া যাও' আজ চরম বাস্তবতার সম্মুখীন। গ্রামে ফেরার কথা আজ আর উপদেশ নয়। গ্রাম উন্নয়ন শুধু নীতিকথা নয়। গ্রামের উন্নতির সঙ্গে আজকে সারা ভারতের অস্তিত্বের সম্পর্ক জড়িত। প্রকট খাদ্য সমস্যার সমাধানে আজ গ্রামের কথা চিন্তা না করে উপায় নাই। এবিষয়ে সরকার ও জনসাধারণ উভয়েই সদা সচেতন আজ গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবারও কথা চলছে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রসঙ্গে গ্রন্থাগারের অবদানের কথা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে। প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রচুর হলেও সরকারের সমাজ শিক্ষা বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র এবিষয়ে কিছু কার্যাপদ্ধতি হাতে নিয়েছেন এবং গ্রামীন গ্রন্থাগার ও নৈশ বিদ্যালয় মারফৎ এসব কাজ চলছে। শিশুদের শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করা আজও সম্ভব হয়নি। বাধা মূলতঃ দুটি বলে আমাদের ধারণা। প্রথমতঃ প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কম এখনও প্রতি গ্রামে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। দ্বিতীয় কারণ আর্থিক সমস্যা জনিত প্রচণ্ডতম দারিদ্র্যের ফলে গ্রামের একটি বৃহৎ অংশের শিশুদের দিনের বেলায় কাজে যেতে হয়। কাজেই পড়াশুনার কথা অভিভাবকদের চিন্তায় এলেও গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই খানেই গ্রামীন গ্রন্থাগারের সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাম্প্রিকভাবে গ্রন্থাগারের সাহায্য এ ব্যাপারে এখনও নেওয়া হয় নাই। প্রাথমিক শিক্ষার ন্যায় প্রাথমিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এ বিষয়ে পরিপূরক হিসাবে কাজ করতে পারে। প্রত্যেক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মত প্রাথমিক তথা গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিশেষ সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তবে এই সব গ্রন্থাগার আপোছাপো ভাবে গড়ে উঠলে চলবে না বা শুধু সরকারী সমর্থনপুষ্ট হলে চলবে না সম্পূর্ণ সরকারী সাহায্যপুষ্ট হতে হবে এগুলিকে শিশুদের দিনের পড়াশুনা চলবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে। আর বয়স্ক ও দিবাভাগে কার্যে নিযুক্ত বালকদের সাক্ষর করার ভার নিতে হবে গ্রন্থাগারগুলিকে। প্রয়োজনবোধে বিশেষ ভাতার (special allowance) সুযোগ দিয়ে গ্রামের তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীর শিক্ষিত বেকারদের শিক্ষকতায় নিলে ছাত্রদের আগ্রহ বাড়বে।

আমাদের দেশে জনসাধারণের আগ্রহেই বেশীর ভাগ গ্রন্থাগারের জন্ম হয়েছে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে এই সকল গ্রন্থাগারের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছর গ্রন্থাগার স্থাপনে ও প্রসারে সরকারী উদ্দীপনা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারই ফলস্বরূপ আমরা পাই জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামে সরকারী সাহায্য পুষ্ট গ্রামীন গ্রন্থাগার। বর্তমানে পশ্চিম বাংলায় প্রায় ৬০০ শত এর মত গ্রামীন গ্রন্থাগার রয়েছে। কিন্তু সুষ্ঠু পরিচালনা ও পরিকল্পনার অভাবে এইগুলি মৃতপ্রায়। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে পৃথক গ্রন্থাগার অধিকের (Library Directorate) অধীনে ও সরকারী সাহায্য যদি এগুলোর প্রাণ ফিরিয়ে আনা

লেখকের ঠিকানা : কলাভবন, শান্তিনিকেতন
বোলপুর, বীরভূম।

যায় তাহলে দেশের উন্নতির পথে গ্রন্থাগারের প্রভাব হবে আশ্চর্যজনক।

গ্রামের উন্নতির সঙ্গে চাষ আবাদের সম্পর্ক খুবই। আবাদের দেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বাস করেন আর গ্রামবাসীদের শতকরা ৯০ ভাগ কৃষিজীবী এবং ৬০ ভাগ ভূমিহীন কৃষক। ১৯৭১ সালের লোক গণনার হিসাব অনুযায়ী ভারতের লোক সংখ্যা ৫৪ কোটি ৪৬ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৪৪ লক্ষ তার মধ্যে গ্রামে বাস করেন ৩ কোটি ৫১ লক্ষ। এই প্রদেশের সাক্ষরের হার ২৯·১৮% মাত্র। ভূমিহীন কৃষকদের ৯৯% নিরক্ষর। এই সব লোকেদের কাছে চাষ-আবাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা যা বর্তমানে রয়েছে প্রয়োজনের তুলনায় তা শোচনীয় ভাবে অপ্রতুল। অথচ এই সব লোকেরা যতদিন কৃষিকার্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মনে প্রাণে গ্রহণ না করছেন ততদিন কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামোন্নয়ন এর কথা কাগজে কলমেই রয়ে যাবে। এই সব কৃষকদের জ্ঞানবুদ্ধি ও বিদগ্ধতার সমীক্ষা করে গ্রামীন গ্রন্থাগারে যদি প্রতিমাসে কিংবা একমাস অন্তর স্থানীয় কৃষি আধিকারিক বা অন্যান্য কৃষিকর্মচারী audio visual aids এর সাহায্যে কৃষিব্যবস্থার আধুনিক পদ্ধতির কথা ব্যাখ্যা করেন তাহলে অনেক সুফল ফলবে। এই প্রসঙ্গে গ্রামীন গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গে কিছু বলা প্রয়োজন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সাধারণ গ্রন্থাগারে (কি সরকারী কি বেসরকারী) উপন্যাসের চাহিদা থাকে প্রবল।

এবং সেই চাহিদা মেটাতে সীমিত আর্থিক সামর্থের গ্রন্থাগারগুলির নাভিঃশ্বাস ওঠে। কিন্তু ভুললে চলবে না চাহিদা অনুযায়ী বই জনসাধারণের হাতে পৌঁছে দেওয়া যেমন গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব তেমনিভাবে পাঠকবর্গের রুচির পরিবর্তন ঘটানোর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে গ্রন্থাগারগুলির। সেই দিকে সরকার, জনসাধারণ, গ্রন্থাগার কর্মী ও উদ্যোক্তাদের নজর রাখতে হবে। গ্রামীন গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে নিম্নলিখিত সামঞ্জস্যমূলক বণ্টন ব্যবস্থা থাকলে ভাল হয়।

উপন্যাস—	৪০%
কোষগ্রন্থ—	১০%
ধর্ম—	১০%
কৃষিউন্নয়ন —	১৫%
স্বাস্থ্য, শিল্প ও পরিবার পরিকল্পনা—	২০%
অন্যান্য—	৫%

অবশ্য সব কিছুই নির্ভর করবে বরাদ্দীকৃত অর্থ ও সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার চেতনাসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। গ্রামীন গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপযুক্ত মর্যাদা দান ও বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন।

গ্রামীন অর্থনীতিতে কৃষির পরই আছে শিল্পের স্থান। প্রত্যেক গ্রামেই কিছু কিছু ব্যক্তি এই সব ক্ষুদ্র শিল্পের দ্বারা তাঁদের অন্ন সংস্থান করেন। এই সব শিল্পের মধ্যে রেশম শিল্প, লৌহশিল্প, শঙ্খ ও পাথর শিল্প, চর্মশিল্প, কাষ্ঠজাতশিল্প, বেত ও বাঁশের কাজই প্রধান। পল্লীগ্রামে ধান পোঁতা ও কাটার সময়ের কয়মাস কৃষকরা কিছু বাড়তি আয়ের সুযোগ করতে পারেন এই সব শিল্পকর্মের মাধ্যমে। প্রত্যেক জেলায় আজকাল শিল্প আধিকারিকের মাধ্যমে লুপ্ত গৃহশিল্পগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। গ্রামীন গ্রন্থাগার কর্মী এই সব শিল্পে নিযুক্ত লোকদের নানা কাজে আসতে পারেন। তাঁদের বই এর সাহায্য দিয়ে শিল্পের মান উন্নত করা যায়। এই সব কাজে নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীদের আনিয়ে বৃত্তিমূলক শিল্পশিবির ও কুটির শিল্পকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা ও করা যেতে পারে। কারু শিল্প ও চারুশিল্প উভয়ের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা যায় গ্রন্থাগারের

মাধ্যমে। সব চেয়ে ভাল হয় এইসব গ্রন্থাগারের সঙ্গে যদি একটি করে সংগ্রহালয় (museum) গড়ে তোলা যায়।

গ্রামীন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। গত কয়েক বছরে অবস্থার প্রভূত উন্নতি হলেও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাহায্যে নিতে সাধারণ গ্রামবাসীরা এখন ও অনেকাংশে পরাঙ্মুখ। এখনও গ্রামে কলেরার ইনজেকশন কিংবা বসন্তের টিকা নেওয়ার সময় চৌকিদারের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। ডুকতাক, ওঝা, যন্ত্রের প্রতি এখনও গ্রামের লোকের ঝোঁক বেশী। উপযুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের উপদেশ এবং গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে সরকারী প্রচার বিভাগের চলচ্চিত্র প্রদর্শন বা অন্যান্য প্রদর্শনী আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োগ ও গ্রহণ সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের সচেতন করে তুলবে।

গ্রামীন recreation বা আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্রে এবং আরও ব্যাপকভাবে গ্রামীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি দিগদর্শনের কাজ করতে পারে। দ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামগুলির কাঠামোতে পরিবর্তনের ছোঁয়াচ লেগেছে। আগের বারোয়ারী প্রথা বা জমিদার, মহাজনদের স্বতঃস্ফূর্ত দান ধ্যান দ্রুত অপসৃয়মান। এর অভাব গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলি কতকটা সঙ্গে পূরণ করতে পারে। গ্রামের যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতি পুনরুজ্জীবনে সমাজ শিক্ষা বিভাগের এগিয়ে আসা উচিত। স্থানীয় যুবক ও উৎসাহী ব্যক্তিদের মাধ্যমে নানারকম সার্বজনীন পূজা ও উৎসবের ব্যবস্থা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে করা হলে গ্রামবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগবে। বিভিন্ন মহাপুরুষদের জন্ম ও মৃত্যুদিবসে স্থানীয় শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে সভা সমিতি করলে সাধারণ মানুষ ও ছাত্র সমাজ বিশেষ উপকৃত হবেন। ছোটছোট ছেলেমেয়েদের মুক্তাঙ্গন শিল্প প্রতিযোগিতা বা স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা গ্রামীন গ্রন্থাগারে অনায়াসেই করা যেতে পারে।

মোট কথা 'গ্রন্থাগার শিক্ষিত লোকেদের আরশা সেখানে শুধু লিখতে পড়তে জানা লোকেরাই যেতে পারবে এই ধারণা গ্রামীন গ্রন্থাগারগুলিতে সমূলে দূর করতে হবে। এখানে যেন আমরা জোর গলায় বলতে পারি "সবারে করি আহ্বান"। গ্রন্থাগারগুলিকে এক কথায় Mass educator এর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে যা স্কুল কলেজের দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। সরকারের ক্ষুদ্রতম কেন্দ্র (unit) হিসাবে গ্রামীন গ্রন্থাগার, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও গ্রামীন ডাকঘরগুলি একযোগে কাজ করলে গ্রামগুলি হয়ে উঠবে আদর্শ গ্রাম, প্রত্যেকটি পল্লীবাসী হয়ে উঠবেন আদর্শ পুরুষ।'

গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারণের সর্বভারতীয় নীতি সম্পর্কিত কনভেনশন

বিগত ১৪ই এপ্রিল ১৯৭৪ দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ভারতবর্ষের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের জন্য এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন নিম্নলিখিত সংস্থার প্রতিনিধিবর্গ। ইাক এ্যাসোসিয়েশন অফ কলেজ লাইব্রেরীজ, রাজস্থান লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, হিমাচল প্রদেশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জওহরলাল নেহরু ইউনিভার্সিটি গভর্নমেন্ট স্কুল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীর প্রতিনিধিরা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইন্ডাসলিকের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ দাস।

বৈকাল ৪টায় সম্মেলন শুরু হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক শ্রী জে. সি. মেহতা।

সভার প্রারম্ভে, পাঞ্জাব লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, কর্ণাটক লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন, উৎকল লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি হতে আগত টেলিগ্রাম পাঠ করা হয়।

জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীগিরজা কুমার বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন তরুণ গ্রন্থাগার কর্মীরা সেন কমিটির এফিয়ার সম্পর্কে বিক্ষুব্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রমোশন, বেতনক্রম ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সমমর্যাদার অভাব বর্তমান। সেগুলি দূর করা প্রয়োজন। তিনি আশংকা করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের চেয়ে নিম্নতর বেতনক্রম ধার্য করার কথা চিন্তা করছেন। সুতরাং এই অবস্থার প্রতিরোধকল্পে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এক আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক।

তিনি আরও বলেন যে দিল্লীর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা সংগ্রাম কমিটি গঠন করে আন্দোলন শুরু করেছেন। ১৪ই এপ্রিল তাঁরা কর্মবিরতি পালন করেছেন এবং ১৮ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সামনে এক বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়েছে। মূল দাবী গ্রন্থাগারকর্মীদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদা দিতে হবে।

শ্রী ডি আর কালিয়া বলেন, ILA, GILA এবং জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ তৃতীয় বেতন কমিশনের কাছে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ক্যাজুয়াল মেম্বারদের সমতুল করার দাবী রেখেছিলেন। কিন্তু কমিশন সে দাবী উপেক্ষা করেছেন। স্কুল গ্রন্থাগারিকদের ২৩শে মার্চ থেকে এ্যাজুয়েট শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেওয়া হয়েছে. বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বেতন ও পদমর্যাদা হ্রাসের সম্ভাবনার আশংকা রয়েছে। তাঁর মতে সর্বপ্রথম দাবী সনদ প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান শ্রী পি. বি. মঙ্গলা বলেন বেতনক্রম নির্ধারণের জাতীয়

নীতির জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী কর্মসূচী প্রয়োজন। সুতরাং বিষয়গুলি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে দেখা উচিত।

পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ জগদীশ শর্মা বলেন, বর্তমান অবস্থায় সৃষ্টি সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন; আরও প্রয়োজন আত্ম-সমালোচনার; নিজেদের ত্রুটিমুক্ত হওয়া দরকার প্রথমেই।

শ্রীমঙ্গলা বলেন যে যাঁরা বর্তমানে যে পদমর্যাদায় আছেন তাঁদের পদমর্যাদা খর্ব করা চলবে না। তবে শিক্ষাগত যোগ্যতার মান উন্নয়ন করা যেতে পারে। এবং সেটা এম.এ. ও এম. লিব. এসসি হওয়া উচিত যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক এই কমিটিতে আছেন তাঁদের আপত্তি সন্নিবিষ্ট করা উচিত।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন জাতীয় বেতনক্রম সংক্রান্ত নীতি একটি বিশাল বিষয়। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলনে এটি আলোচনা করা প্রয়োজন, আলোচনার মাধ্যমেই এর একটি সঠিক রূপ বেরিয়ে আসবে। কেন্দ্রীয় সরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রথমে এ প্রশ্ন ছিল যে তাঁদের একাডেমিক স্টাফদের সমান বেতন ও পদমর্যাদা হবে। কিন্তু GILA তার থেকে সরে গেছে। আমাদের পরিষদের বক্তব্য গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষকদের সমান বেতন ও পদমর্যাদার অধিকারী। বর্তমানে পঃ বাংলার বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিতে ইউ. জি. সি বেতনক্রম প্রবর্তিত হয় নি। আমরা মনে করি বেতনক্রম ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয় বিবেচনার প্রয়োজন। এগুলির অন্যতম হল ডিয়ারনেস এলাউন্স, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড,গ্র্যাচুইটি সহ পেনশন প্রথা, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে মহার্ঘভাতা নির্ধারণ। এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার অতি সত্বর অবসান। এছাড়া ৮.৩৩% বোনাস এগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন. .শুধু দাবী জানিয়ে যেমে গেলেই চলবে না সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে আন্দোলন করতে হবে। বর্তমানে ১৮ই এপ্রিল বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচী ছাড়াও রাজ্য স্তরে বিভিন্ন সভাসমিতি এবং সর্বভারতীয় স্তরে প্রতিবাদ সপ্তাহ পালন করা দরকার।

সভাপতিমহাশয় জানান যে এবছরই সম্মেলনে জাতীয় বেতন নীতি অন্যতম আলোচ্য বিষয়।

রাজস্থান থেকে আগত প্রতিনিধিরা বলেন যে বিনা আন্দোলনে কিছুই পাওয়া যাবে না। আন্দোলনের সময় উপস্থিত। সারা ভারতের গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার ও বিভাগীয় গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে একই বেতনক্রম চালু করতে হবে।

কর্মসূচী প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন সরকারকে পিছিয়ে যেতে দেওয়া চলবে না। একটি স্মারকলিপি পেশ করা প্রয়োজন। এই সভার সিদ্ধান্ত প্রত্যেক গ্রন্থাগার সমিতিকে এবং সরকারকে জানিয়ে দিতে হবে।

শ্রীগিরজাকুমার প্রস্তাব করেন যে আন্দোলনের স্বার্থে একটি কমিটি হওয়া প্রয়োজন। এই কমিটিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী, সরকারী গ্রন্থাগার কর্মী, স্কুল লাইব্রেরী প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তব্য থাকা প্রয়োজন এই কমিটিতে শ্রীমঙ্গলা, শ্রীসিংওয়ানী ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী থাকবেন।

শ্রীকালিয়া বলেন যে বর্তমান অবস্থায় মোকাবিলা করতে গেলে সমগ্র গ্রন্থাগার কর্মীদের যুক্তফ্রন্ট হওয়া দরকার। লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ড্যান্টদের বেতনক্রম স্থির করা দরকার। স্কুল লাইব্রেরীর কথা ভুলে গেলে চলবে না। রাজ্য সরকার শিক্ষকদের যে বেতনক্রম স্থির করবেন গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেও ঐ একই বেতনক্রম হওয়া উচিত।

এছাড়া ডি. এস-আসরওয়াল, এম. এস. রাজভি, এস. আর গুপ্ত, এ. পি. ভেণ্ডারী প্রমুখরা বক্তব্য রাখেন।

সম্মেলনে পি. বি. মঙ্গলা, প্রবীর রায়চৌধুরী, গিরজা কুমার, এন. এন. সিংওয়ানী, এস. এইচ আর নাকাতি প্রভৃতিকে নিয়ে প্রস্তাব খসড়া করার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। আহ্বায়ক বলেন শ্রীগিরজা কুমার। কমিটি

সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য একটি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন।

খসড়া প্রস্তাব (সংবাদপত্র সমূহে প্রচারের জন্য)

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক আহূত গ্রন্থাগারিক। তথ্যাধ্যক্ষ/তথ্য বিজ্ঞানীদের এই সভা ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৪ বর্তমান বেতনক্রম নির্ধারণের প্রাক্কালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী বিভাগ ও সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম সম্পর্কে সর্ব সম্মতিক্রমে একটি নীতির সূচনা ও নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করা হয় :—

(১) যে গ্রন্থাগার তার নিজস্ব প্রকৃতির ও কর্মধারার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

(২) যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিরা শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত এবং তাঁদের বেতনক্রম স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিদের সমতুল হওয়া প্রয়োজন।

(৩) এই সম্মেলন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং রাজ্য সরকারগুলির গ্রন্থাগার কর্মী ও অ্যাকাডেমিক স্টাফদের সমতুল বেতনক্রমের বিষয় ১৫ বছরের পূর্বে নির্ধারিত সিদ্ধান্তগুলি থেকে সরে আসার প্রচেষ্টার তীব্র নিন্দা করে।

(৪) যে এই সম্মেলন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পর্কে তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশগুলির বিশেষভাবে নিন্দা করে।

এই সম্মেলন সর্বসম্মতভাবে কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এই বক্তব্য রাখে যে :—

(ক) সাম্প্রতিককালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনক্রমের ক্ষেত্রে যে সুবিধা কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন সেগুলি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রমের পূর্ব নির্ধারিত প্রচলিত নীতি বহাল রাখতে আহ্বান করছে।

(খ) বিভিন্ন সরকারী, বিভাগীয় ও সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্তব্যরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম যথাযথভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষকদের সমতুল হতে হবে।

(গ) ভারত সরকার যেরূপ নিজেদের কর্মীদের ক্ষেত্রে দ্রব্যমূল্যের উপর ভিত্তি করে বেতন কাঠামো স্থির করেন, বিভিন্ন রাজ্যেও ঐ একই নীতি বহাল রাখতে হবে।

(ঘ) যে ভারত সরকারকে এই মর্মে চাপ সৃষ্টি করতে হবে যে সমস্ত শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের পুনর্নির্ধারিত বেতনক্রম রাজ্য সরকারগুলির সমস্ত স্তরে যাতে সত্বর প্রবর্তিত হয়।

বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণের প্রতিবাদে এই সম্মেলন আগামী দিনের সংগ্রামের রূপরেখা নির্ধারণ করছে।

(১) ভারত সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও রাজ্য সরকার এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এই প্রতিবেদন পাঠাতে হবে।

(২) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে একটি জয়েন্ট এ্যাকশন কমিটি গঠন করতে হবে।

(৩) ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রণালয়, অর্থদপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে এবং রাজ্যস্তরে বিভিন্ন প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে হবে।

প্রতিবেদক :—রাম কৃষ্ণ সাহা

সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংএর পরিভাষা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—wing রাস্তার পক্ষ, রাস্তা উপবিভাগ
roller রোলার
—, bullock বলদটানা রোলার
—, diesel ডিজেল রোলার
—, hand হাত রোলার
—indent রোলার সংগ্রহ
—, indenting অন্তর রোলার
—, road রাস্তা রোলার সড়ক রোলার
sheep foot মেষক্ষুর রোলার
—, steam বাষ্পচালিত রোলার
—, tandem ট্যাণ্ডম রোলার
three axle tandem তিন অক্ষদণ্ড বিশিষ্ট ট্যাণ্ডম রোলার
—, three roll tandem তিন বেলন ট্যাণ্ডম রোলার
—, three tyre তিন টায়ারযুক্ত রোলার
—, three wheel ত্রিচক্র রোলার
—, vibrating কম্পন রোলার
—, wobbled wheel বহুচক্র রোলার
rooter ripper রুটার রিপার
rotary drill ঘূর্ণন বেধযন্ত্র
round about traffic পরিপ্রাম্যিক পরিবান
route indentification sign পথ নির্দেশক চিহ্ন
rubbish আর্ব
rubble ভাঙা পাথর
running sand চোরাবালি
—time চলন কাল
runoff বারিবাহ
—, rate of বারিবাহ মাত্রা/মান
runway ধাবন পথ
Ryves formula রাইভের সূত্র
Rut গর্ত, চাকার ছাপ
Safety fence নিরাপত্তা বেষ্টনী
—. post নিরাপত্তা দণ্ড
Safety zone নিরাপত্তা অঞ্চল
Sag ঝুল, নতি
sampling নমুনা গ্রহণ
sampler soil মৃত্তিকার নমুনা গ্রাহক
—, undisturbed অনালোড়িত নমুনা
sand বালুকা, বালি
—, coarse মোটা বালি
—, fine মিহি বালি
—fraction বালির অংশ
—paper surface সূক্ষ্ম পৃষ্ঠ বালি
—running drain চোরাবালি বালি নিষ্কাশিত জল
saturated soil সম্পৃক্ত মৃত্তিকা
saturation, degree of সম্পৃক্তির মাত্রা
scarifier স্ক্যারিফায়ার
scarifying আঁকড়ানো
schist শিষ্ট
scissor junction কাঁচি সন্ধি
scoop হাতা
scour অবক্ষয়, মাজা ধাক্কয়া
—depth অবক্ষয়ের গভীরতা
scraper স্ক্রেপার
scratch template আঁচড়ানো টেমপ্লেট

scratcher আঁচড়া
screed প্রতিরূপক স্তর স্ট্রীড
screen পর্দা, চালুনী
screenin চলনা
seal coat সংমুদ্রণ আস্তরণ
sealing coat শেষ প্রলেপ, সীল প্রলেপ
—compound সংমুদ্রণ যৌগিক উপাদান
—material সংমুদ্রণ বস্তু
secondary signal face গৌণ নির্দেশক দিক
section খণ্ড, ছেদ
—, cross অনুপ্রস্থ ছেদ
—, longitudinal অনুদৈর্ঘ্য ছেদ
—, typical cross অনুপ্রস্থ ছেদের নমুনা
sedimentation পলিপাতন
sedimentation test পলিপাতন পরীক্ষা
seepage ক্ষরণ
segregation পৃথকীকরণ, স্বতন্ত্রীকরণ
—of traffic পরিবান পৃথকীকরন
seperate system পৃথক প্রথা
service life উপযোগী কাল
—road সেবাপথ
setting time, final চূড়ান্ত দৃঢ়ীভবন কাল / পরম দৃঢ়ীভবন কাল
—, initial প্রাথমিক দৃঢ়ীভবন কাল
settlement নিমজ্জি, অবনতি
—factor অবনতি গুণক
sewer পয়নালা, ময়লাবাহীনালা
shale শেল, পেঁড়ি
—burnt ইষ্ট শেল, পোড়ানো পেঁড়ি
shaping রূপায়ণ
sheepfoot roller মেষক্ষুর রোলার
shell কোষ, কবচ
sheet piling চাদর পাইলিং
shift পরিবর্তন, বদল
shingle নুড়ি
shoring শোরিং, প্রাস্তরক্ষক
shoulder (of a highway) রাস্তার স্কন্ধ
—maintenance স্কন্ধ সংরক্ষণ
shuttering শাটারিং / ছাঁচাবন্দী
shrinkage limit সংকোচন সীমা
—joint সংকোচন সন্ধি
—limit; lineal রেখীয় সংকোচন
—limit, surface পৃষ্ঠীয় সংকোচনসীমা
—limit, volumetric আয়তন সংকোচনসীমা
—, lineal রেখীয় সংকোচন
—, volumetric আয়তন সংকোচন
shuttle traffic পুনঃপৌনিক পরিবান
side cut পার্শ্বকর্তন
—entrance manhole পার্শ্বপ্রবেশ নরপন্থর
—slope পার্শ্ব ঢাল, পার্শ্বনতি
—forms পার্শ্বকর্ম
sight distance দৃশ্য দূরত্ব
——, overtaking প্রতিক্রমণ দৃশ্যদূরত্ব
——, minimum ন্যূনতম দৃশ্য দূরত্ব
——, stopping সীমিত দৃশ্য দূরত্ব
—, rail দৃশ্য রেখাপট
—, reaction time দৃষ্টি বিক্রিয়াকাল
sign চিহ্ন, সঙ্কেত
—, advance প্রাকচিহ্ন অগ্রচিহ্ন
—, advance direction প্রাক্‌দিশ চিহ্ন
—, cautionary সাবধান বা সতর্ক চিহ্ন/সঙ্কেত
—, colour রঙিন সঙ্কেত, চিহ্ন
—, danger বিপদ সঙ্কেত
—, direction দিশা চিহ্ন
—, guiding নির্দেশক চিহ্ন
—, informative সূচনা চিহ্ন

—, informatory সূচনাত্মক চিহ্ন
—, location of চিহ্ন অবস্থাপন
—, mandatory আবশ্যিক চিহ্ন
—, place name স্থান নির্দেশক চিহ্ন
—, prohibitory নিষেধ চিহ্ন
—, regulatory নিয়ামক চিহ্ন
—, road পথচিহ্ন, পথ নির্দেশ
—, route-identification পথ সনাক্তকরণ চিহ্ন
—, supplementary direction সম্পূরক দিশা চিহ্ন
—, traffic পরিযান চিহ্ন
—, warning সতর্কীকরণ চিহ্ন
signal সিগন্যাল, সংকেত
—, cautionary সাবধানী সংকেত
—, control নিয়ামক সংকেত
—, face সংকেত সম্মুখ ভাগ
—, fixed time নির্দিষ্ট সময় সংকেত
—, manually controlled হস্ত নিয়ন্ত্রিত সংকেত
—, system সংকেত ব্যবস্থা
—timings সময় নিয়ন্ত্রিত সংকেত
—, traffic পরিযান সংকেত, ট্রাফিক সংকেত
—, traffic actuated পরিযান উদ্বুদ্ধ সংকেত
—, vehicle actuated যান প্রবর্তিত সংকেত
—, warning সতর্কীকরণ সংকেত
silt পলি
—fraction পলি অংশ
site investigation স্থান, অবস্থিতি সমীক্ষা বা অনুসন্ধান
skew back তির্যকপৃষ্ঠ
skid brake pan ঘষ্টানোরোধ
skidding ঘসটানো
—distance ঘষ্টানো দূরত্ব
skimmer মন্থন যন্ত্র
slab skimming পাত ছোলা
—road রাস্তার ফুটির স্ল্যাব
—paving স্ল্যাবে প্রস্তুত রাস্তা
slack line excavation স্ল্যাকলাইন খোদক/খনক
slag বাতুঘল
slate শ্লেট, শেলেট
sledging চাঁই ভাঙা, চাঙড় ভাঙা
slide হড়কানো
slip পিছলানো
slippery মসৃণ (র)
slope গড়েন, ঢাল, প্রবণতা, নতি
—, transverse নিরর্থ ঢাল, অনুপ্রস্থ গড়েন
slump অবপাত
—test অবপাত স্লাম্প পরীক্ষা
Smith triaxial method স্মিথ প্রবর্তিত ত্রিঅক্ষবিধি
smoothing iron ইস্ত্রী
snow control তুষার তুহিন নিয়ন্ত্রণ
—, fence তুষার বেষ্টনী
—plough তুষার অপসারক
soakaway অবশোষণ গহ্বর
soaking pit অবশোষণ গর্ত
sofit বিলান তল
—, level বিলান তলের লেভেল
softening plant মৃদুকরণ যন্ত্র
soil মৃত্তিকা
—analysis মৃত্তিকা পরীক্ষা বিশ্লেষণ
—, auger মৃত্তিকা বেধযন্ত্র, মৃত্তিকা আগর তুরপুণ
—cement মৃত্তিকা সিমেন্ট
—, cement modified পরিবর্তিত মৃত্তিকা সিমেন্ট
—, classification of মৃত্তিকার বর্গীকরণ
—classification এসোর মৃত্তিকা বর্গীকরণ
A. A. S. H. O.
(American Asso ciation of State Highway Officials)
—classification
C. A. A. (Civil Aeronautical সি. এ. এ বর্গীকরণ
Administration)
—classification, CAA বর্গীকরণ
F. A. A. (Federal Aviation এফ. এ. এ বর্গীকরণ/
Agency) FAA বর্গীকরণ
—classification, H. R. B. এইচ. আর বি. বর্গীকরণ
(Highway Research Board) HRB বর্গীকরণ

—classification, I. S. I, ISI বর্গীকরণ (Indian Standards Institution)
—Classification, P.R.A PRA. বর্গীকরণ (Public Road Administration)
—cohesive সংসক্ত মৃত্তিকা
—moisture content মৃত্তিকার জলাংশের মাত্রা
—non cohesive অসংসক্ত মৃত্তিকা
—profile মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র
—sampler মৃত্তিকা প্রতিদর্শযন্ত্র
—, saturated পরিপৃক্ত/সংপৃক্ত মৃত্তিকা
—, stabilized স্থিতিকৃত মৃত্তিকা
—sule অন্তর্ভূমি
—, top মৃত্তিকার আস্তরণ
—water, adsorbed অধিশোষিত মৃত্তিকাজল
—water, capillary কৈশিক মৃত্তিকাজল
—water, gravitational অভিকর্ষ মৃত্তিকাজল
—soil water, free মুক্ত মৃত্তিকাজল
—water, hygroscopic আর্দ্রতাগ্রাহী মৃত্তিকাজল
—sampler মৃত্তিকার নমুনা সংগ্রাহক
soling সোলিং, ইটের পাটাতন
solubility test দ্রবনীয়তা, দ্রাব্যতা পরীক্ষা
solvent extraction process দ্রাবক নিষ্কাশন পদ্ধতি
soundness দৃঢ়তা
soundness test দৃঢ়তা পরীক্ষা
space, weaving বয়ন বিস্তৃতি
spall drain উত্থলিত-নর্দমা
span উদ্ধার, আ, বিস্তার
spandrel or spandril ত্রিকোণিকা
—wall ত্রিকোণিকা প্রাচীর
specific area বিশিষ্ট ক্ষেত্র
—gravity আপেক্ষিক গুরুত্ব
specification, I.R.C. IRC বিশ্লেষণ/স্পেসিফিকেশন (Indian Road Congress)
—, I.S.I. আই, এস, আই (ISI) স্পেসিফিকেশন (Indian Standards Institution)
speed গতি
—, average গড়গতি
—, free অবাধ গতি
—method গতি-বিধি
—, mode বহুলক চাল
—, relative আপেক্ষিক গতি
—, running ধাবন বেগ,—গতি
—, spot বিশেষ বিন্দুতে গতি
—, travel যাত্রা গতি, চলন গতি
spillaway উৎপ্লাব মার্গ
spiral কুণ্ডলেখা (র)
spit নিক্ষেপ
spitting (fuse) জ্বলন
splash water উৎপ্লাবিত বারি
spoi উদ্‌ভৃত মাটী
—, bank উদ্‌ভৃত মাটীর বাঁধ
spot level প্রবিন্দুতল
—, test (of speed) গতি পরীক্ষা
spray তরলকণা নিক্ষেপণ
—, bar তরলকণা নিক্ষেপণ যষ্টি
—, lance —— লঞ্জিন
sprayer তরলকণা নিক্ষেপযন্ত্র
—, hand হস্ত চালিত নিক্ষেপণ যন্ত্র
spread, rate বিস্তারের মাত্রা
springing line খিলান শুরু হবার তল
spreader concete কংক্রীট বিস্তারক
spreadery brox বিস্তারণ বাক্স
spur স্পার
stabilization সুস্থিতিকরণ, স্থায়ীকরণ
—, bituminous বিটুমেন স্থায়ীকরণ
—, calcium chloride ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড স্থায়ীকরণ
—, cement সিমেন্ট স্থায়ীকরণ
—, lignin লিগনিন স্থায়ীকরণ
—, lime চুণ স্থায়ীকরণ
—, lime cement চুণ সিমেন্ট মিশ্রণ স্থায়ীকরণ
—, mechanical যান্ত্রিক স্থায়ীকরণ
—, with molasses গুড় দ্বারা স্থায়ীকরণ
—, portland cement পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট স্থায়ীকরণ
—, lime pozzolana চুণ পাজোলানিক স্থায়ীকরণ
—, resin রজন স্থায়ীকরণ
—, sodium silicate সোডিয়াম সিলিকেট স্থায়ীকরণ
—, soil মৃত্তিকা স্থায়ীকরণ, দৃঢ়করণ
—, thermal তাপীয় স্থায়ীকরণ

ক্রমশঃ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিয়োজিত সেন কমিটির নিকট বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রদত্ত স্মারকলিপি

[১৯৫৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদার সম্পর্কিত গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সারা ভারতের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সাহায্যদানে স্বীকৃত হন। কিন্তু ১৯৭৪ সালেও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে এধরণের বেতনক্রম প্রবর্তিত হয়নি। এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত আন্দোলনের ফলে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার এর আর্থিক দায়দায়িত্ব গ্রহণে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। পরবর্তী সরকারও এর থেকে সরে আসেন নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট মনোভাব আজও গ্রন্থাগার শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বীয় ভূমিকা পালনে সাহায্য করে নি শুধু তাই নয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। এই অবস্থায় ১৯৭৩ সালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উন্নততর বেতনক্রম প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেনের একটি কমিটি গঠিত হয়। আশা করা গিয়েছিল এই কমিটি গ্রন্থাগার কর্মীদের ও শাখীয় শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে পূর্ব সিদ্ধান্তের ধারা অব্যাহত রেখে নতুন বেতনের সুপারিশ করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কমিটি গ্রন্থাগার কর্মীদের বঞ্চিত করে এক তরফাভাবে শিক্ষকদের নয়া বেতনক্রমের সুপারিশ করেন। কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মী ও শিক্ষকদের সামগ্রিক প্রতিবাদে পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় সরকার গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও শ্রীসেনের সভাপতিত্বে আর একটি কমিটি গঠন করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে এই কমিটির কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেন তা নীচে মুদ্রিত হলো।]

—সম্পাদক

Memorandum submitted to the UGC Committee appointed to revise the Pay-Scales & library staff Working in Colleges and Universities

By BENGAL LIBRARY ASSOCIATION

P-134. C. I. T. Scheme L II

Calcutta-14.

Ref. No. 6869/73 74 Dated 13th. Feb. 1974

To

The Secretary,
University Grants Commission,
Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi : 1

Dear Sir,

Sub : Pay scales of library staff working in College and University Libraries.

0 We understand that the University Grants Commission has appointed a committee to consider the question of pay scales of library staff. All professional organisations including the Bengal Library Association are very much interested in the revison of pay and status of the staff working in the University and College Library. The Bengal Library Association

had placed its viewpoints to all concerned authorities on different occasions regarding implementation of the UGC pay scales during the 2nd, 3rd and 4th Plan Periods. As the UGC is going to reconsider the question of pay scales etc. of the library staff we should like to place certain points for sympathetic consideration.

1 **Principle of equating pay scales of library staff with those of teachers should be continued :**

Since the last fifteen years the UGC has recommended certain pay scales for the library staff, which are equivalent to those of teachers. The main idea behind this recommendation was to improve the quality of library service and to attract qualified young people to this profession. During the Fourth Plan Period the Ministry of Education, Government of India relaxed certain conditions to accomodate those members of staff who were in position as on 1. 4. 1966. It will be not out of context if we make a review of the position of the library staff on the eve of 5th Plan Period. Firstly, at the end of the Fourth Plan Period we find, at least in our state, that a large number of the members of the library staff has been deprived of the benefit of these pay scales, For example, out of approximately 325 members of the library staff working in the three Universities in Calcutta proper, of which 45% are professionaily qualified, only four persons are enjoying pay scales equivalent to those of teachers on the date of writing this letter. What a distressing condition it is ! Secondly, extremely chaotic, anomalous and distressing conditions exists with regard to pay scales, designations and status of the library staff working in different colleges and universities. Thirdly, only less than one-fourth of the Librarians working in different colleges, have been benefited by the revised pay scale. Fourthly, in spite of the latest clarification from the Ministry of Education, Government of India, Deputy and Asstt. Librarians of Colleges have not yet been benefited. Fifthly, the members of the library staff who have joined after 1. 4. 1966 have been benefited by this scheme,

11 **Reasons for existing condition**

We believe that the reasons for those chaotic coditions in the implementation of the UGC pay scales are as follows :

1 Defective and ambiguous circular giving scope for different interpretations by different authorities ;

2 Restrictions imposed by date and by designations ;

3 Conservative and unhelpful attitudes on some occasions on the part of some college and university authorities ;

4 Red-tapism on the part of the State Government.

We, therefore, appeal to the UGC that the principle of equating pay scales of library staff with those of teachers which were adopted during different plan periods, should be continued during the Fifth Plan Period also, and steps should be taken to overcome the abovementioned difficulties so that the maximum number of staff is benefited.

2 **Suggestion for overcoming the difficulties**

In the following paragraphs we are suggesting some measures for overcoming these difficulties.

21 **Need for standardisation of designations qualifications, levels of professional service and pay scales**

For want of proper standardisation of designations and levels of professional service, the library staff have been deprived of the benefit of the UGC pay scales. For example, the UGC Circular has mentioned three levels of professional cadres, namely, Professional Sr (i) Professional Sr (ii) and Professional Junior. But unfortunately no such designations exists in University libraries. Though the intention of the UGC was as we have understood, to accomodate maximum number of the professional number of the library staff within the purview of the UGC circular, yet the authorities of some universities in this state want to recommend only for those members of the staff who have the designations of Librarian, Deputy Librarian, and Asstt. Librarian. But only a few people out of the entire professional staff in different libraries have the designations of Librarian, Deputy Librarian and Asstt. Librarian. For example, out of 208 members of the library staff working in the Calcutta Unievrsity library system, only 6 members of the staff have designations of 'Librarian' (1 Librarian—vacant, 1 Deputy Librarian and 4 Asstt. Librarians). Again, out of 95 members of the library staff working in the Jadavpore University library system there are only three persons having the deisgnations of 'Librarian' (1 Chief Librarian, 1 Librarian, 1 Asstt. Librarian). Same is the position in all universities. In all these Universities a large number of the members of the professional staff is performing professional duties, but they have been excluded from the purview of the UGC scheme as they do not possess the so called designations

22 **Scientific basis of deciding pay scales**

In deciding the pay scales of the library staff on scientific basis some fundamental points should be clinched. These are as follows :

1 Who are the members of the professional staff ?
2 What are the professional duties ?
3 What should be the recommendations for designations, qualifications, levels of service, pay scales and organisational structure of the library staff ?

221 **Who are members of the professional staff ?**

In our opinion, the entire staff having different levels of professional qualifications (namely, Master of Library Science/specialised training in documentation, conducted by the DRTC at Bangalore and the INSDOC at Delhi, Bachelor in Library Science/Diploma in Library Science and Certificate in Library Science and at the same time performing different levels of professional duties in libraries are Librarians by profession. It must be understood here that the modern library service is a professional service rendered not only by 2 or 3 persons having the designations of Librarian, Deputy Librarian or Asstt. Librarian, but by a

team of professional people. For example, University Professors, Readers and Lecturers but all of them are 'Teachers' as they are performing the professional duties of teaching. So also the member of the library staff may have different designations (some of which are not properly at present) but if they have professional qualifications and if they perform professional duties they are 'Librarians' by profession.

222 **What are the professional duties ?**

It has been stated in Section 221 that the persons having professional qualifications and performing professional duties are to be termed as 'Professionals'. For example, a person having Engineering education but doing the job of a school teachers cannot be termed as Engineer by profession. So it is to be decided here what are the professional duties in the content of the library service. In our opinion, the duties which require application of techniques and skill of library and Information Science, as taught in the Library Science schools and Documentation training centres, are to be termed as professional duties.

223 **Recommendations for designations, qualifications, levels of service and pay scales and organisational structure of library staff :**

The UGC should not only recommend certain pay scale for library staff and assure financial assistance for implementation of those scales but the UGC should also take effective steps for standardisation of designations, and fixation of minimum qualifications for different levels of the professional staff. We are placing our viewpoints on these issues for cosideration of the UGC. The earlier scheme during the Fourth Plan period included certain relaxation of qualifications for the existing staff. As, most of the existing staff were not benefited by this provision, we have, therefore, retained certain relaxations for only the existing staff, having less qualifications on the date of introduction of this scheme. In all other cases we are in favour of strict adherence to the proposed minimum prescribed qualifications.

2231 **Designations, qualifications, levels of service and pay scales at the University level :**

SHOWN IN THE ENCLOSED TABLE "A"

2232 **Organisational structure of the staff at the University level :**

SHOWN IN THE ENCLOSED TABLE "B"

2233 **At the College Level**

Designations, qualifications, levels of service and pay scales :

SHOWN IN THE ENCLOSED TABLE "C"

3 **Restriction by date should be abolished**

There should not be any restriction by date regarding implementation of the revised pay scales for the library staff as it was in the 4th Plan period. The Forth Plan circular ssated that only those members of the staff who were in position as on 1. 4. 1966 are eligible for UGC pay scales. As a result, a large number of incumbents who joined the library staff in colleges created after 1. 4. 1966 or those incumbents who have joined after 1 4. 1966 in posts created before 1. 4. 1966 or those incumbents who have acquired required qualifications at a later stage have been deprived of the benefit of the benefit of the UGC pay scale. We,

P1909

therefore, think that there should not be any restriction by date for implementation of the scheme. The members of the staff who will be on position on the date of introduction of the scheme as well as incumbents who will join at a later date should be able to avail themselves of the benefit of this scheme. Provisions should also be there for placing the incumbents in appropriate positions as and when they qualify for that position.

4 **Certain other facilities**

We would also like to place a few more points for consideration of the UGC. These are as follows :

1 **D. A.** Though the University library staff are enjoying equivalent D. A. as paid to University teaching staff, the same benefit has not been extended to the college library staff. We firmly believe that there should not be any distinction in the matter of payment of D. A. to teaching and non-teaching staff as rising prices of commodities affect all equally.

2 **Facilities for Study-leave**—Professional library staff should be given study-leave with pay for acquiring higher professional and specialised training in Library and Information Science as given to the teaching staff for higher studies and research.

3 **Facilities to attend professional seminars and conferences**

Facilities should be there to depute library staff (with full facilities of deputation, such as, leave, T. A., D. A. etc.) to attend professional conferences and seminars. This will help the library staff to improve themselves professionally.

4 **Status**—To link up academic activities of Universities and colleges with library service, the Librarian at the University level should be a member of University Senate, Academic Council and different Faculties and the Librarian and the College level should be a member of College Teaching Council.

5 **Role of the implementation of the scheme**

The UGC should not be a mere recommending body. It should be pursue all the recommendations regarding designations, minimum qualifications, pay scales etc, till they are implemented. The UGC should also review the position at intervals, and direct the authorities concerned to implement the scheme.

6 **Request for meeting out representatives**

In order to explain the viewpoints which we have placed above we request you to kindly allow the representatives of the Bengal Library Association to appear in person before the Committee,

Enclo : Table "A"
Table "B"
Table "C"

Yours faithfully,
Sd/- B. P. Mukerjee
Secretary

TABLE - A

(223) At University level

Designations, qualifications, levels of service, and pay scales at the University level

Existing Designations	Proposed Designation	Proposed Minimum Qualification	Level of Service	Pay Scale equivalent to	Relaxation for existing staff who are in position as on the date of initiating the scheme	Remarks
Chief Librarian/ Librarian	Librarian 1	M Lib.Sc. + 7 yrs exp. or Master Degree + B.Lib.Sc./Dip Lib. Sc. + 7 yrs exp.	Professional level I (Supervisory) top position)	University Professor	Relaxation of prescribed qualifications for exiating staff holding the top position	Provision should be there for placing incumbents in the next higher position as and when they qualify for that post.
Librarian (where it is second position)/Deputy Librarian	Librarian 2	M.Lib.Sc + 5 yrs exp. or Master Degree + B.Lib.Sc./Dip.Lib. Sc. + 5 yrs exp.	Professional level 2 Supervisory-incharge of different Divisions)	University Reader	Relaxation of prescribed qualifications for existing staff holding second positions.	
Asst. Librarian/ Library Assistant (who will fulfil minimum qualifications)	Librarian 3	M.Lib.Sc. or Master Degree + B.Lib.Sc./ Dip.Lib.Sc.	Professional level 3	University Lecturer	Relaxation for existing staff having Graduation + B.Lib.Sc/Dip.Lib.Sc.	
Library Assistant	Librarian 4	Graduation + B.Lib.Sc./ Dip.Lib Sc.	Professional level 4	College Lecturer	Relaxating for existing staff having Graduation + Certificate in Library Science.	
Library Asstt.	Librarian 5	Graduation + Certificate in Library Science	Professional level 5	Graduate trained teacher of Secondary Schools	Relaxation for existing staff having qualification of Undergraduation + Certificate in Library Science.	

TABLE—B

2232 Organisational structure of staff at the University level

U N I V E R S I T Y L I B R A R Y

Administration Division	Acquisition Division	Technical/ Processing Division	Readers' Service Division	Reference Division	Documentation Division	Serial Division

Levels of Cadres

Librarian 1. —Topmost position—incharge of the library

Librarian 2. —Second in position—incharge of different Divisions.

Librarian 3.
Librarian 4.
Librarian 5. } Attached to different divisions and Units under different Divisions and performing different levels of professional service. Librarian-in-charge of Departmental Library should be placed in the cadre of Librarian 3.

TABLE—C

2233 At College Level

Designation, Qualifications, levels of service and pay-scales at the College level

Existing Designation	Proposed Designation	Proposed Qualification	Levels of Service	Pay Scale equivalent to	Relaxation for existing staff who are in position on the date of introduction of the scheme	Remarks
Librarian	Librarian 1	M.Lib.Sc. or M.A.+B.Lib. Sc./Dip.Lib.Sc.	Professional Level 1	Head of a teaching Department	Relaxation for existing staff holding the top position	M.Lib.Sc. or M.A.+B.Lib. Sc./Dip. Lib.Sc.
Deputy Librarian/ Asstt. Librarian	Librarian 2	—do—	Professional Level 2	College Lecturer	Relaxation for existing staff holding the positions of Deputy Librarian and Asstt. Librarian	Provision should be there for placing incumbents in the next position as and when they qualify
Library Assistant	Librarian 3	Graduation & B.Lib.Sc./ Dip.Lib.Sc.	Professional Level 3	Graduate trained Teacher of Secondary School	Relaxation for existing staff having Graduation & Certificate in Library Science	
Library Assistant	Librarian 4	Certificate in-Library Science	Professional Level 4	Pay scales of School Teachers commensurate with qualifications.		

গ্রন্থাগার সংবাদ

বর্দ্ধমান

কাশীরাম দাস পাঠাগার, সিজি

গত ২রা থেকে ৪ঠা বৈশাখ, ১৩৮১, এই পাঠাগারের উদ্যোগে কাশীরাম দাসের জন্মস্থান সিজি গ্রামে মহাকবির স্মরণোৎসব পালিত হয় এই উপলক্ষে প্রভাতফেরী, মহাভারত পাঠ, আবৃত্তি ও প্রতিযোগিতা ও যাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী, মানকর

গত ২৮শে এপ্রিল ১৯৭৪এ মানকর পল্লীমঙ্গল গ্রন্থাগারের সপ্তবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন দুর্গাপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শম্ভুনাথ নন্দী মহাশয় এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পলসী ১নং উন্নয়ন সংস্থার সমাজ শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক শ্রীবিমল চক্রবর্তী। এই সভায় সম্পাদকের মুদ্রিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন লাইব্রেরীর যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅনিলবরণ পাল এবং শ্রীরাধারমণ দত্ত। এই বিবরণে জানা যায় গত বৎসর লাইব্রেরীতে বই এর সংখ্যা ছিল ৪৭৩৬; ১১৬০০টি বই পাঠকদের মধ্যে পড়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। এই লাইব্রেরীর সভ্য সংখ্যা ছিল ৩০৯ জন। লাইব্রেরী পরিচালিত বার্ষিকী বিভাগ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, মহিলা ও কিশোর বিভাগ সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগ, ব্যায়াম ক্রীড়া বিভাগ বই এর ভ্রাম্যমান বিভাগ ও 'পল্লী বেতার শ্রোতা' বিশেষ যোগাযোগের সঙ্গে তাদের নিজ বিভাগের কার্য সম্পাদন করেছে। এই বার্ষিক সভায় বিভিন্ন বক্তা লাইব্রেরী কার্যাবলী ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত নন্দীর সহধর্মিনী শ্রীমতী বসুশ্রী নন্দী বিভিন্ন প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহোদয় গ্রন্থাগারের কার্যের প্রভূত প্রশংসা করেন।

গত ২৫শে বৈশাখ এই গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয় আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী দেবাশিষ ভক্ত বণিক, অজয় মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। রবীন্দ্র জীবন নিয়ে আলোচনা করেন শ্রীবাসুদেব দত্ত প্রমুখ বক্তাগণ। এইদিনে লাইব্রেরীর দেওয়াল পত্রিকা 'পল্লী সেবকে'র উদ্বোধন করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল

গত ২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরোহিত্য করে ডঃ শিবনাথ এবং উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক।

নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি নদীয়া জেলা শাখা।

গত ১৪. ১২. ৭৩ তাং ৯২৫৯ এফ, নং সরকারী নির্দেশ নামার রাজ্যের F-3P-199/73 স্পনসর্ড কলেজ, পলিটেকনিক, ডে-ষ্টুডেন্টস হোম এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান কর্মীদের জন্য সরকারী হারে বেতন হার ঘোষিত হয়। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, ডি. পি. আই, এ. কে. ব্যানার্জী জয়েন্ট সেক্রেটারী জিনান্স এ. কে. চক্রবর্তী ডেপুটি সেক্রেটারী, এডুকেশন, ডি. গুহ এডুঃ সেক্রেঃ এবং ডঃ এ. কে. সেন ডেপুটি ডি. পি. আই (সেন্ট্রাল এডুঃ) কে বেতন হারের বৈষম্য দূরীকরণের জন্য স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চিঠি দিয়েছেন। বেতন কাঠামোর সঙ্গে বেতন-হার বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের যত বাড়তি খরচ পড়বে তাও ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। মোট কর্মীর সংখ্যা দেড় হাজার মতো।

হাওড়া

সংস্কৃতি, হাওড়া।

এই সংস্থার বার্ষিক উৎসব গত ২০শে এপ্রিল সারা রাত্র ব্যাপী এক বিচিত্রানুষ্ঠান ও মনোজ্ঞিনয়ের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হয়। মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ অধিকর্তা শ্রীমদনমোহন দাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং কবি কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত ও কবি সাহিত্যিক শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি-রূপে উপস্থিত ছিলেন। সদস্যগণ কবি নিমাই মাইতি নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্মফল' সংবাদ' ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৩১ খৃঃ প্রকাশিত 'The Persecuted' নাটকের বাংলা ভাষান্তর 'উৎপীড়িত' মঞ্চস্থ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য ১৮৩১ সালে নাটকের প্রকাশের পর বইটি কোথাও অভিনীত হয়নি। এইটিই প্রথম অভিনয়।

সংস্থার রবীন্দ্রজন্মোৎসব ১২ই মে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে পালিত হয়। অন্ধ শিল্পী মহাদেব পাত্রের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর কবি-প্রশস্তি পাঠ করেন কবি নিমাই মাইতি। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীগুপ্তর রাজী রবীন্দ্রনাথের সংগ্রামী চেতনার কথা বলেন এবং সভাপতির ভাষণে কবি নিমাই মাইতি রবীন্দ্রপ্রতিভার নতুন করে মূল্যায়ন করেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

॥ ৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

আনন্দের সঙ্গে জানান যাচ্ছে যে আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ (শনি, রবি ও সোমবার), কাঁশিয়াং-এ ব্রকিন্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩১ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

বিস্তারিত সংবাদাদির জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

শ্রী টি. পি. সাহা, সভাপতি বা
শ্রী দিলীপ সেনগুপ্ত, সম্পাদক বা
শ্রী বিনয় সেন, আহ্বায়ক, অভ্যর্থনা সমিতি
C/O ব্রকিন্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী
পো: কাঁশিয়াং, জেলা : দার্জিলিং

কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি-১৩৪, সি. আই. টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-১৪
ফোন : ৪৭-৮১৬১

বার্তা বিচিত্রা

রাশিয়ায় বইয়ের সমাদর

সম্প্রতি প্রকাশিত ইউনেস্কোর এক পরিসংখ্যানে জানা যায় গোটা পৃথিবীতে যত বই ছাপা হয় তার ছয় ভাগের এক ভাগ প্রকাশিত হয় সোভিয়েত রাশিয়াতে। কেবল মোট প্রথম হিসাবেই নয়, অনুবাদের দিক থেকেও রাশিয়া এককভাবে প্রথম স্থানের অধিকারী। রাশিয়ার প্রতি তিনজন শ্রমিক বা কর্মীর মধ্যে অন্তত: দুজন উচ্চতর কিংবা মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। এদের পড়বার উৎসাহ পৃথিবীর যে-কোনও দেশের সাধারণ মানুষ অপেক্ষা বেশী। যে-সব বিদেশী লেখক অনুবাদের মাধ্যমে আজকের রাশিয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় তাঁরা হলেন, ডিকেন্স, বালজাক, রবীন্দ্রনাথ, হুগো, মার্ক টোয়েন, শেকস্‌পিয়ার ও হাইনে। 'দি লাইব্রেরী অব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার' নামে ২০০ খণ্ডে পরিকল্পিত রুশ ভাষায় একখানা রেফারেন্স বই আছে। এর ১০০ খণ্ড ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে যার প্রতি খণ্ডের মুদ্রণ সংখ্যা তিনলক্ষ। ত্রিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'সোভিয়েট এনসাইক্লোপিডিয়ার' জনপ্রিয়তাও ক্রমশ বাড়ছে। এর প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল দেড় লক্ষ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ দুলক্ষ। বর্তমানে এই গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছে—প্রতি খণ্ডের মুদ্রণ সংখ্যা ছয় লক্ষ করে।

'ওঁরাও' ভাষার জন্য সরকারী স্বীকৃতি দাবী

রাজ্য বিধানসভায় তফশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুজন সদস্য দাঁওতালী (ওঁরাও) ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে তাঁদের ভাষার জন্য সরকারী স্বীকৃতির দাবী জানান। তাঁরা আরো বলেন, এই অবহেলিত ও নিপীড়িত সম্প্রদায়ের সর্বাঙ্গীন নৈতিক উন্নয়নে সরকার যে-সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন প্রয়োজনের তুলনায় তা অতি সামান্য। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য আজো স্পষ্ট নয়। এ-রাজ্যের লোকনীতি ও সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট ধারার ধারক ও বাহক হিসাবে আমরা ওঁরাও ভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করি। কেবল সরকারী স্বীকৃতি কোন ভাষার প্রকৃত মর্যাদার আসন দিতে পারে না। তারজন্য সেই ভাষায় সৃষ্টিশীলতা ও গতি প্রয়োজন। সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের নানা দিকে এবিষয়ে নিত্য নূতন গ্রন্থ রচিত হবে—আমরা এ আশা করি।

ভারতে বইয়ের বর্তমান ভবিষ্যৎ

বোম্বাইয়ের ইনস্টিটিউট অব ডাসনাল কালচার সম্প্রতি বই সম্পর্কে যে পরিসংখ্যান প্রকল্প করেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুদ্রিত ও প্রকাশিত বই সম্পর্কে এই হিসাবে দেখা যায় যে, বিভিন্ন রাজ্যে ইংরাজীর বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত সমগ্র ভারতে ইংরাজী ভাষাই শীর্ষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৯৭১ সালে গোটা দেশে প্রায় ৪ হাজার ৩ শত ইংরাজী বই ছাপা হয়েছে, এর একটিও পাঠ্য পুস্তক নয়। রাষ্ট্র ভাষা হিন্দী পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত বইয়ের সংখ্যা ৩ হাজার ১ শত। তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে তামিল প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ২ হাজার ২ শত। এই সময়ে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত প্রকাশিত বাংলা বই মাত্র ১২ শত। মারাঠী ভাষা পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে—বইয়ের সংখ্যা হাজার। গুজরাটী, তেলেগু, উর্দু, অসমীয়া ও উড়িয়া বইয়ের সংখ্যা যথাক্রমে ৮৬০, ৬০৪, ৩০০, ২৮০ এবং ২৪০। বর্তমানে এদেশে বিদ্যুৎ সংকট, কাগজের দুষ্প্রাপ্যতা এবং মুদ্রণ সমস্যার জন্য যে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার ফলে একথা অনুমান করা হয়ত কঠিন হবেনা যে ৭৩-৭৪ বা ৭৪-৭৫ সালে যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হবে দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির শোচনীয় চিত্রই উদ্ঘাটিত করবে। সমগ্রভাবে প্রকাশন শিল্প বিপন্ন

হবে, শিক্ষা ও সংস্কৃতিধর্মী মানুষের জ্ঞান তথা রসপিপাসাও বাহত হবে।

ষষ্ঠ জাতীয় গ্রন্থমেলা

কেন্দ্রীয় সরকারের স্বয়ংশাসিত সংস্থা ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে যে গ্রন্থমেলার অনুষ্ঠিত হয় এবার সেটি হয়েছে বোম্বেতে। এই মেলায় দেশের প্রতিটি রাজ্যের থেকে প্রতি ভাষার মুদ্রিত প্রায় তিন লাখ গ্রন্থের এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। দেশের সমস্ত অঞ্চলের ছোটবড় শত শত প্রকাশন সংস্থার সহযোগিতায় এই গ্রন্থমেলা বোম্বাই নগরীর কৃষ্টিধর্মী নাগরিকগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পাণ্ডুলিপি নির্বাচন পদ্ধতি, পাঠক সমাজের সদা-পরিবর্তনশীল রুচি, নির্বাচিত পাণ্ডুলিপির মুদ্রণ পরিপাটি এবং মুদ্রিত গ্রন্থের বিপণন সমস্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে সরকারী তথা বেসরকারী মহলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই আলোচনায় তাঁদের বক্তব্য রাখেন।

হিন্দী ভাষায় 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'

স্বর্গত কথা সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় বাংলা উপন্যাস 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' সম্প্রতি হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদক বর্তমান হিন্দী ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক মণিকর গঙ্গাধর।

ঢাকায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জাতীয় সম্মেলন

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সমুন্নতি বিধানের জন্য দেশবিদেশের বাংলা সাহিত্যের লেখক, অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষকদের সম্মেলনের ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকাতে। এই সম্মেলনে সাহিত্যপাঠ, সাহিত্য আলোচনা, ভাষা আলোচনা, সংস্কৃতির সম্মেলন প্রভৃতিও অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বের বাংলাভাষা ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিকেই এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

কন্‌কানি ভাষার জন্য মুখ্য ভাষার মর্যাদা দাবী

গত ১১০ জা: পানাজিতে অল ইণ্ডিয়া কনকানি সাহিত্য পরিষদ-এর দশম অধিবেশন সুসম্পন্ন হয়েছে। উদ্বোধনীভাষণে সাহিত্য একাডেমীর সভাপতি ভাষাচার্য ড: সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন যে ১৯৭১ সালের আদম সুমারীতে সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী কন্‌কানি ভাষা আজ দেশের অন্যতম মুখ্য ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য। ভাষাচার্যের এই মন্তব্যের পর আশা করা যায় সরকার এ-সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কনভেনশন

আগামী ১৪ই জুলাই, ১৯৭৪ সাল, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বিকাল ৩টায় পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আহ্বান করছে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য পঞ্চাশ পয়সা প্রতিনিধি ফি ধার্য করা হয়েছে।

—সম্পাদক

ABSTRACTS

Vol. 24 No. 1 April-May '74

Library and the procrastinated reader by PROBODH BHATTACHARYYA

The paper talks about one of the peculiar problems of the libraries all over the world, i.e., the habit of the procrastinated readers, who do not return the library documents on time. It states that opinion on the solution of this vexed problem differs.

[P 3]

Another aspect of library movement at Delhi by RAMKRISHNA SAHA

The Author states about the perspective and present situation of library workers' movement for emancipation of pay and status. Although UGC has appointed a Committee under the chairmanship of Dr. S. N. Sen, VC of CU to revise pay scales, but there is much apprehension about the lowering down the pay and status of the library workers deviating from the earlier recommendations and custom as followed by the UGC, Central as well as State Govts.

The pay scales of Professional Assistants were neglected in the 4th plan although they are properly qualified as prescribed by the UGC. This dismal condition of the Library Workers leads to from 'All India Federation of University and College Library Organisation' and as preparatry Joint Action Committee has been formed. On 3rd, 5th and 7th April there was a demonstration before UGC. On 18th April University Library workers in Delhi took Mass casual leave. A large Demonstration of thousand librarians was held before the UGC.

[p 5]

The role of the library in the development of the villages by SANAT KUMAR PRAMANIK

The development of the villages is a desideratum. The paper points out the different important aspects of the rural life where the libraries can play effective role towards its development if the Government consciously attempts to achieve that objective through its agencies.

[p 8]

Convention on National wage policy

Report of the convention on National Wage Policy of library workers held at Delhi Public Library, Delhi under the the auspices of the Indian Library Association and other library associations of India participating. The general consensus of the convention was that library being essentially an educational institution the status and pay scales of library workers should be equated with the corresponding posts of the teaching profession, A long term programme would be launched for the achievement of this goal. The recommendations of the Third Pay Commission regarding the pay of library workers were resented in a resolution.

[p 11]

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ২ ● ১৩৮১, জ্যৈষ্ঠ

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলন প্রসংগে

সম্পাদকীয়

বিগত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজস্ব দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে নানা ধরণের আন্দোলনের সামিল হয়েছেন এবং হচ্ছেন। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী দাওয়ার মধ্যে অর্থনৈতিক দাবী কখনো কখনো প্রাধান্য পেলেও দীর্ঘদিনের মূল দাবী 'গ্রন্থাগার আইন' প্রবর্তন করার থেকে বিচ্যুত হননি বরং এই দাবী আজ প্রধান দাবী হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে।

১৯৭২-৭৩ সালে আন্দোলনের অন্যতম দাবী ছিল 'জাতীয় গ্রন্থাগার বিল'। জাতীয় গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ভূমিকা পালন করবে এই বিষয়ে যতরকম ভাবে সম্ভব সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য। এই আন্দোলনে শুধু গ্রন্থাগার কর্মীরাই সামিল হয়েছিলেন তাই নয় পশ্চিমবঙ্গের বহু বুদ্ধিজীবিই এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। এ আন্দোলনের অপর উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন করা।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে আন্দোলন শুরু হয়েছে এক দশকেরও ওপর। এক সময় এই আন্দোলন ১৯৬৮-৬৯ এ যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল এবং সেই আন্দোলনের ফলেই তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের বেতনক্রম সংশোধনের জন্য আর্থিক অনুদান দিতে সম্মত হন। কিন্তু দায়সারিভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের এ ব্যাপারে সুরাহা হয়নি।

যা হোক গ্রন্থাগার কর্মীরা বিগত দশ/বারো বছর ধরেই প্রত্যক্ষ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং করে আসছেন। যদিও সেই আন্দোলনগুলির বেগ আশানুরূপ নয় এবং গুণগত পরিবর্তনের অবস্থা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি।

কিন্তু এর মধ্যে পরিস্থিতির নানাবিধ পরিবর্তন ঘটেছে তবে এই পরিবর্তন গ্রন্থাগার কর্মীদের সহায়ক হয় নি বরং তাদের আরও হতাশার মুখে ঠেলে দিয়েছে। সারা দেশে অর্থনৈতিক সংকট ক্রমবর্দ্ধমান শুধু একথা বলে আসল অবস্থা লুকিয়ে রাখা হবে। কারণ মূলতঃ শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবন ধারণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় নি, সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্বও আজ বিপন্ন হয়েছে। গ্রন্থাগারের প্রধান ও মূল বস্তু বই ও পত্র-পত্রিকা। অস্বাভাবিক পণ্যমূল্যবৃদ্ধি সরাসরি গ্রন্থাগারে এসে ধাক্কা দিয়েছে যে তাদের পক্ষে বই সংগ্রহ করার প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে এর ফলে গ্রন্থাগারগুলি পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়েছে একথা বলা যায়। কারণ সরকারী অনুদান যথাপূর্বং। জীবিকা নির্বাহের প্রশ্নে গ্রন্থাগার কর্মীরা সবচেয়ে অসহায়। ছোট ছোট আন্দোলন এখন আর কারো চোখে পড়ে না, সে আন্দোলন যত বড় রূপ নিয়েই হোক না কেন, এই অসহায় অবস্থা শুধু গ্রন্থাগার কর্মীদেরই বিপর্যস্ত করে নি, বা পশ্চিমবঙ্গও শুধু নয় সারাভারত আজ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। কলেজ কর্মচারীদের অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীদের অবস্থা, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের অবস্থা প্রত্যেকের অবস্থাই শোচনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু এর মধ্যে একফালি আলোকরশ্মি এসে পড়ল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের

যাবার। তবে এর প্রকৃতি কি একথা এখন বলা দরকার। স্কুলে টেক্সট বই নেই। কাগজের দর তিনগুণ থেকে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, নিত্য ব্যবহার্য সমস্ত কিছুই ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। ক্ষোভ জমা হচ্ছে প্রত্যেকের মনে।

এই অবস্থাই বিগত বছরের ৩রা নভেম্বর একটি কনভেনশনকে ডেকে আনলো বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙ্গা হলে। এর উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে আহুত হয়েছিল এই কনভেনশন। অনেকটি দাবী দাওয়ার অর্থনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি দাবী গুরুত্বপূর্ণ। এই দাবীগুলি নিয়ে ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর একটি বিরাট মিছিল রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে যায় এবং শিক্ষামন্ত্রীর কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করে।

গ্রন্থাগার কর্মীদের সংগঠন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি পরবর্তীকালে আন্দোলনে যোগদান করে।

দাবীগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য সাথে সাথে কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়। স্থির হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪, জেলাস্তরে ১ দিনের কর্মবিরতি করে জেলা কর্তৃপক্ষের কাছে গণ ডেপুটেশন, কলকাতা ও সন্নিহিত জেলাগুলির ক্ষেত্রে কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গণ-ডেপুটেশন। ১৬শে ফেব্রুয়ারী প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে সমবেত হন এবং মিছিল করে রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। সেদিনের আন্দোলনের আহ্বায়ক ১৯টি সংগঠন দাবী করেছিল :—১) দ্রব্যমূল্য হ্রাস করতে হবে। ২) সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মাসিক একশত টাকা অন্তবর্তী ভাতা দিতে হবে। ৩) মূল্যমানসূচক অনুযায়ী মহার্ঘ-ভাতা ধার্য করতে হবে। ৪) শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ সত্বরাগরে সরবরাহ করতে হবে। ৫) মাসের বেতন নিয়মিতভাবে মাসের প্রথমে দিতে হবে। ৬) সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। ৭) চাকুরীর নিরাপত্তার আইন পাশ করতে হবে। ৮) পেন্সন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু করতে হবে। ৯) শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিকতা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১০) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সংস্থায় কর্মচারী প্রতিনিধি নিতে হবে। ১১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে শিল্প বিরোধ আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ১২) গ্রন্থাগার আইন চালু করতে হবে। ১৩) মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। ১৪) সান্ধ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন চালু করতে হবে।

এই দাবী সনদে গ্রন্থাগার আইনের অন্তর্ভুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। যুক্ত ডেপুটেশনের সঙ্গে ঐ দাবী-সনদ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তৃত আলোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। একাধিক স্মারক বার্তা প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও সে আলোচনা আজও অনুষ্ঠিত হয় নি। উপরন্তু বহুক্ষেত্রে ঐদিন কর্মবিরতির জন্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বেতন কাটা হয়েছে। সরকারী অফিসেও নিষ্ক্রিয়তার কোন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায় নি।

তাই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের বাঁচার তাগিদে আজ প্রয়োজন সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের ঐকাবদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের ছাড়া সমস্ত দাবী আদায়ের জন্য সর্ব প্রথম গ্রন্থাগার কর্মীদেরই উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। যৌথ আন্দোলন হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সহায়ক মাত্র। তাই আজ গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর দায়িত্ব এসেছে একদিকে নিজেদের আন্দোলন গড়ে তোলার অপর দিকে সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করার। এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারলেই গ্রন্থাগার আইন বাস্তবায়িত হবে। অন্য কোন পদ্ধতিতে নয়।

দিল্লীর বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

সুশীল কুমার সেন

ভূমিকা :

স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পূর্তি পর্যন্ত যুদ্ধোত্তর ভারতে শিক্ষার উন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যালয় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। শুধু সাংগঠনিক নয়, আয়তনেও বটে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, শিক্ষাজীবনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংগ হিসেবে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এখনো প্রায় অনড় অবস্থায় রয়েছে।

১৯৪৩ সালের শিক্ষা কমিশনের (মুদালিয়ার) এবং ১৯৬৬ সালের শিক্ষা কমিশনের (কোঠারি) রিপোর্ট দুটিতেই বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বর্ণসূচী ও পদ্ধতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের জন্য 'প্রয়োজনীয় একটি অংগ হিসেবে" গণ্য করা হয়েছে।

যখন ভারতে বেশীর ভাগ বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগারের কোনরূপ সুযোগ-সুবিধে আছে কিনা সন্দেহ তখন দিল্লীর বিদ্যালয়গুলিতেই তার একটি কাঠামো দেখতে পাওয়া যায়। সন্তোষের বিষয়, এ-ক্ষেত্রে যদি কিছু কাজ হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে দিল্লীর বিদ্যালয়গুলিতেই। সরকারী সংখ্যা তত্ত্বের অভাবে দিল্লীর বিদ্যালয় গ্রন্থাগার-গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কারণ যাতে এ-ধরণের তথ্য পাওয়া যেত সেই "Annual Report on the Progress of Education in Delhi" -এর প্রকাশ দীর্ঘকাল যাবৎ স্থগিত। দিল্লীর State Institute of Education যদিও বিদ্যালয় গ্রন্থাগার-গুলির একটি নমুনা সমীক্ষা প্রকাশ করেছে, কিন্তু এটি পূর্ণাংগ না হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ কাজে লাগে নি।

লেখকের ঠিকানা : গ্রন্থাগারিক, রাইসিনা বেঙ্গলী হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। নয়া দিল্লী।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থা গুলির সম্পূর্ণ উল্লেখ পাওয়া যায় ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত Report of Secondary Education Commisson-এ। কিন্তু কুড়ি বছরের বেশী পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সে-গুলির পূর্ণাংগ রূপায়ণ হয়ে থাকুক, একাংশও রূপায়িত হয় নি। যদি আমাদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে সর্বাধিক কাজে লাগাতে হয় তাহলে রিপোর্টটির সব অনুমোদন-গুলিকে অবশ্য কার্যকর করতে হবে।

দিল্লীর একটি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক হিসেবে ১৯ বছরেরও বেশী কাজ করার অভিজ্ঞতা হেতু গ্রন্থাগারগুলি যে-সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সে-গুলির এবং সেগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির আলোচনার সূত্রপাত আমি এখানে করছি।

অবস্থান ও সাজসরঞ্জাম :

একথা সবাই স্বীকার করেছেন যে গ্রন্থাগারের অবস্থান শিক্ষক এবং ছাত্রদের সুবিধার জন্য একটি আকর্ষণীয় ও সহজগম্য স্থানে হওয়া উচিত। এবং এর নকশাটিরও ব্যবহারিক দিকে ঝোঁক থাকা উচিত। কিন্তু বর্তমানে সাধারণত একটি ক্লাসঘর বা অন্য কোনো অপেক্ষাকৃত ছোটো ঘর গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হচ্ছে। এ-রকম একটি ঘরে অবস্থিত গ্রন্থাগার যিনি, আলোবাতাসহীন, রক্ষণা-বেক্ষণ এবং ফলত ছাত্রদের ও শিক্ষকদের কাছে আকর্ষণহীন।

পরন্তু ব্যবহৃত আসবাবপত্রগুলি পুরোনো, ভাঙা-চোরা ও অপর্যাপ্ত। কোনো কোনো সময়ে ছাত্র-ছাত্রী-দের মেঝের উপরে বসতে হয়। আসবাবপত্রাদি যথা, বই রাখবার তাক, টেবিল, চেয়ার, পড়ার ডেস্ক এবং

আলোর দরজাবাদি কোনো মান বিশিষ্ট করণ (Standard Specification) অনুযায়ী হওয়া উচিত। প্রদর্শনী ফলক (Display Board) ছবির বইয়ের তাক, সাময়িকপত্রের তাক, সারকুলেশান ডেস্ক, বইয়ের ট্রাক, ক্যাটালগ ক্যাবিনেট পর্যাপ্ত ভাবে না থাকায় গ্রন্থাগারের কাজকর্ম ব্যাহত হয়।

অর্থ :

অতি অল্প অর্থ সংস্থান বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সবচেয়ে অসন্তোষজনক দিক। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে বই কেনার জন্য মূল খুচরো গ্রান্ট স্থির করা হয়েছে ৫৬২ টাকা ৫০ পয়সা এবং প্রতি অতিরিক্ত সেকশনের জন্য ৬২ টাকা ৫০ পয়সা। যদি কোনো বিদ্যালয়ের দশটি শ্রেণীর প্রতিটিতে দুটি করে সেকশন থাকে তবে সেই বিদ্যালয় বই কেনার জন্য মাত্র ১১৫০ টাকা এবং সাময়িক পত্র কেনার জন্য ২৫০ টাকা বার্ষিক গ্রান্ট পায়। দশ বছর আগে শিক্ষা ডিরেকটোরেট বই কেনার জন্য এককালীন গ্রান্ট বন্ধ করে দেয়। এ-ছাড়া পাঠকক্ষ ব্যবহার বাবদ ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে সামান্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

এ-কথা সবাই ভালো করে জানেন যে বই ও সাময়িক পত্রের দাম বেশ বেড়ে গেছে এবং যদি না বর্তমান গ্রান্টের পরিমাণের উদার পরিবর্তন করা হয়, গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থ সংযোজন কমে যাবে। মোটামুটিভাবে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক ব্যয়ের অনুপাতে গ্রন্থাগারের বার্ষিক ব্যয় শতকরা মাত্র ২·২ ভাগ অথবা প্রতি ছাত্রের জন্য প্রতি বছরে ১০ টাকা। এই ব্যয় সত্যিকার প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম।

কর্মী :

প্রতি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে 'পদটির স্থিরিকরণের (the fixation of the post)' ভিত্তিতে ২২০—৫০০ টাকার স্কেলে একটি লাইব্রেরিয়ান দেওয়া হয়েছে। যখন ছাত্রসংখ্যা এক হাজারের উপর চলে যায়, ১৩৪—৩১০ টাকা গ্রেডে একটি জুনিয়র লাইব্রেরিয়ানের পদও অনুমোদন করা হয়। গ্রন্থাগারের যথাযথ পরিচালনার জন্য এই ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। একজন অ্যাটেনডান্ট (চতুর্থ শ্রেণী)—এর অভাবের ফলে পাঠকক্ষটি যথাযথ পরিষ্কার ও নজরে রাখা সম্ভব হয় না।

গ্রন্থনির্বাচন ও সংযোজন :

শিক্ষা বিভাগ থেকে সময়ে সময়ে প্রকাশিত "গ্রন্থাগারের জন্য অনুমোদিত গ্রন্থতালিকা" থেকে গ্রন্থনির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতিটি অনুপযোগী। কারণ শিক্ষক ও ছাত্রদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি দৃষ্টি না দেওয়ার জন্য এটির কার্যকারিতা সীমিত। জ্ঞানের দিগন্ত এখন দিকে দিকে বিস্তৃত এবং ব্যক্তিবিশেষে অভিরুচির প্রকারভেদ ঘটে। শিক্ষা মন্ত্রক আয়োজিত নতুন দিল্লীর বিজ্ঞানভবনে ১৯৫৮ সালের ৪ই ও ৬ই মে অনুষ্ঠিত "পাঠন সংক্রান্ত প্রথম জাতীয় সম্মেলন"—এ এই বিষয়টির পূর্ণ আলোচনা হয়েছে। এই সম্মেলনে যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। "চাহিদা অনুসারে বিদ্যালয়গুলির অধ্যক্ষ বা প্রধানদের নিজেদের পছন্দমত বই বা সাময়িক পত্র কেনার স্বাধীনতা থাকা উচিত। তাঁদের ক্ষেত্রে একমাত্র শিক্ষাকর্তৃপক্ষের অনুমোদিত তালিকা থেকেই বই কিনতে হবে, এ-রকম কোনো বাধ্য বাধকতা থাকা উচিত নয়।" সম্মেলনে গৃহীত এই প্রস্তাবটি শিক্ষা অধিকারের মেনে নেওয়া উচিত। গ্রন্থাগারিক বিষয়-শিক্ষক এবং কয়েকজন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি গ্রন্থাগার উপসমিতির উচিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধানদের নির্দেশ দেওয়া।

গ্রন্থাগার ক্লাস :

বিদ্যালয়ের শিক্ষণ সময় তালিকায় প্রতি সেকশনে গ্রন্থাগারের জন্য সপ্তাহে একটি পিরিয়ড নির্ধারিত আছে। এই পিরিয়ডটি সাধারণত বই লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং তাও অনিয়মিত ভাবে। কোনো কোনো

ছাত্র এই ক্লাসটিতে যোগাই দেয় না। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত উন্নতিকরণের ব্যবস্থাগুলি প্রস্তাব করা হচ্ছে :—

(ক) ছাত্রদের গ্রন্থাগার ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(খ) নিয়মিত বই-এর লেনদেন করতে হবে।

(গ) পঠিত গ্রন্থগুলি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের মতামত লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(ঘ) আগ্রহ উদ্রেককারী বইগুলির উপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত সভায় আলোচনা চালাতে হবে।

(ঙ) শিশুদের গল্প বলতে হবে।

(চ) গ্রন্থাগার ব্যবহারের নির্দেশ দিতে হবে।

(ছ) মৌলিক কোষগ্রন্থগুলির প্রকার ভেদ ও ব্যবহার সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে হবে।

(জ) গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করতে হবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও ছাত্রদের চাহিদা মেটাবার জন্য শ্রেণী গ্রন্থাগার ও বিষয় গ্রন্থাগারগুলি থেকে বই লেন দেন করা চলতে পারে। ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই স্বেচ্ছাপ্রণত চাঁদার উপর নির্ভর করে, বই, সাময়িকপত্রাদি দান করে শ্রেণী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শ্রেণী গ্রন্থাগারগুলি সবচেয়ে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারে। নিজেদের বিষয়ের উপর ছোট গ্রন্থ সংগ্রহের সাহায্যে বিষয় শিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষণ পদ্ধতিকে অনেক উন্নত করতে পারেন।

আমাদের বিদ্যালয়ে উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি সামান্য আকারে কার্যকর করা হয়েছে। আমাদের বিদ্যালয়ের কার্যাবলী সম্বন্ধে জানতে উৎসুক এমন যে-কোনো প্রতিনিধিকে সাগ্রহ জানানো হচ্ছে।

গ্রন্থাগারিক :

উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চাবিকাঠি হচ্ছেন একজন কুশলী ও কাজের গ্রন্থাগারিক। কিন্তু এখনো বহু লোকের মনে গ্রন্থাগারিক বলতে যে-ছবিটি ভেসে ওঠে তা ভেসেছে পিছনে বসে থাকা এবং কদাচিৎ দেখে বই দেওয়া এক ব্যক্তির। ধারণা এ-রকম হওয়ার ফলে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিককে প্রায়শই উপযোগী গ্রন্থাগার কার্যক্রমের বদলে অফিসের কাজে খাটানো হয়। ছাত্র ও শিক্ষক উভয় পক্ষকে ফলপ্রসূ সেবা করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারিকের যে-জন্য প্রয়োজনমতো উপযোগী করে নিজেকে গড়ে নেওয়া কর্তব্য। এ-ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিককে যথাযথ উৎসাহ দেওয়া উচিত। তখনই অন্যত্র কাজ করাবার জন্য তাঁর সময়ের উপর অযথা হস্তক্ষেপ করা বন্ধ হবে।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের কাজের গুণগত উন্নতির জন্য কর্মরত অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার (in-service training) যথাযথ প্রচলন, সেমিনার অনুষ্ঠান ও শিক্ষাকর্তৃপক্ষদের গ্রন্থাগার সংক্রান্ত পরামর্শদান শুরু করা প্রয়োজন। পেশাগত মান উন্নয়নের জন্য পনের বছর আগেকার দিল্লীর Central Institute of Education-এর Department of Extension Service-এর কার্যাবলী ছিল একটি বিশেষ উপযোগী পদক্ষেপ। দিল্লীর State Institute of Education ও N. C. E. R. T.-র Directorate of Extension Programme for Secondary Education যাবতীয় সেই প্রকল্পটি পুনরুজ্জীবিত করা উচিত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় যে গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, এ-কথা আজ প্রমাণিত সত্য। সুতরাং কৃতকর্ম শিক্ষকদের যে-স্বীকৃতি দেওয়া হয় তা গ্রন্থাগারিকদেরও দেওয়া উচিত। জাতীয় ও রাজ্য পুরস্কারের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঙ্গে বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের অন্তর্ভুক্তির কথা শিক্ষা অধিকার বিবেচনা করে দেখতে পারেন। দিল্লীর National Foundation of Teachers' Welfare-এর সাহায্য গ্রন্থাগারিকদেরও পাওয়া উচিত।

আমার বিশ্বাস সমাজ ও ছাত্রছাত্রীদের সেবা করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের কাছে এ গুলি উৎসাহ হিসেবে কাজ করবে।

পরিশেষে, এ-রকম একটি সেমিনার সংগঠিত করার জন্য এবং আমাকে এ-প্রসঙ্গে আমার কিছু চিন্তা ভাবনার অভিব্যক্তির সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গ্রন্থপঞ্জী

১। গ্রন্থাগার ২৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; ১৩৬০।

২। Central Institute of Education, Delhi – National Conference on Reading, 1958.

৩। Central Institute of Education, Delhi—Report of the Weekend Seminar on Class Libraries, 1955.

৪। Delhi Administration—Delhi Gazette-Extraordinary No. 88 dated September 1, 1973

৫। Delhi Administration Education Department—Delhi Education Code, 1965.

৬। Douglas (Mary Peacock)—The Primary School Library and its Services.

৭। Dutt (BC)—Effective Study habits.

৮। India. Ministry of Education—Reading for pleasure, 1959.

৯। India. Ministry of Education—Report of the Education Commission, 1966.

১০। India. Ministry of Education—Report of the Secondary Education Commission. 1953

১১। Lonodale (Bertha)— Molly Hilton : Labrary Assistant.

১২। Ralph (RG)—The Library in Educatlon.

১৩। Ranganathan (SR)—School and College Libraries.

১৪। Ranganathan (SR)—Suggestions for the organisation of libraries in India

১৫। Viswanathan (CG)—The High School Library.

[লেখক নতুন দিল্লীর রাইসিনা বেংগলি হায়ার সেকেনডারি স্কুলের গ্রন্থাগারিক। ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাসে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সেমিনারে তিনি যোগদান করে এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। মূল শিরোনাম : On School Libraries of Delhi.]

অনুবাদ : অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়

সার্বদশমিক বর্গীকরণ

বিমল কান্তি সেন

সজ্জাক্রম :

ইতিপূর্বে সার্বদশমিক বর্গীকরণ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছি এর সংকেত মিশ্র। এতে সংখ্যা এবং অক্ষর ছাড়াও নানাবিধ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যে বর্গীকরণে অবিমিশ্র সংকেত (pure notation) ব্যবহৃত হয়, সেখানে সজ্জাক্রম আপনা-আপনি ঠিক হয়ে যায়। ডিউই দশমিক বর্গীকরণের কথাই ধরা যেতে পারে। এর সংকেত অবিমিশ্র*। কাজেই ডিউই বর্গসংখ্যা নিয়ে নিয়ে কোনও ঝামেলা নেই। এদের সজ্জাক্রম আপনা আপনি স্থির হয়ে যায়। যেমন একটা বইয়ের বর্গসংখ্যা যদি হয় 301 এবং আর একটির 303, তবে বলাই বাহুল্য 301 যের বইখানি তাকে আগে স্থান পাবে, তার পরে স্থান পাবে 303যের বইখানি। সার্বদশমিক বর্গীকরণে মিশ্র সংকেত ব্যবহার হওয়ার ফলে সেখানে বর্গসংখ্যার সজ্জাক্রম আপনাআপনি ঠিক হয় না। যেমন একটি বইয়ের বর্গসংখ্যা যদি হয় 5+6 এবং আর একটির 5:6, তাহলে কোন বইটি আগে আসবে আর কোনটি পরে আসবে, তা কিন্তু আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট সজ্জাক্রমের প্রয়োজন। যা সার্বদশমিক বর্গীকরণ ব্যবহারকারী মাত্রেই অনুসরণ করতে পারবে। সার্বদশমিক বর্গীকরণ কর্তৃপক্ষ এর জন্য একটি সজ্জাক্রম স্থির করেও দিয়েছেন। বিশ্বে এটিই মোটামুটিভাবে স্বীকৃত। সজ্জাক্রমটি নিম্নে দেওয়া হল।

546.33+669.893

546.33:35

546.33

546.33 : 535.33

546.33 [535.33]

546.33 – 20

546.33 (03)

546.33 (540)

546.33 "19"

546.33 white

546.33. 001.5

546.33-16

546.33.03

546.33' 13

উপরে যে সজ্জাক্রমটি দেখানো হল তাকে বলা হয় খাড়া ক্রম (vertical order), এবং এটি তাকে বই সাজাতে এবং বর্গসংখ্যা অনুযায়ী কার্ড সাজাতে কাজে লাগে। এ ছাড়া আরও একটি সজ্জাক্রম আছে। যেটিকে আমরা আনুভূমিক সজ্জাক্রম বলতে পারি। ইংরেজীতে অবশ্য বলা হয় horizontal order।

একটি উদাহরণ সহযোগে এই সজ্জাক্রমটি বোঝাবার চেষ্টা করছি। ধরা যাক, ঘাটের দশকে ভারতে শিশুদের ফুসফুসের যক্ষ্মারোগের উপর একটি প্রতিবেদন। বর্গীকরণ করতে গিয়ে দেখা যায় প্রকাশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ধারণার বর্গসংখ্যা নিম্নরূপ :

ঘাটের দশক "196"

---

* সাম্প্রতিককালে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের যে সব সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কোথাও কোথাও অক্ষর ব্যবহারের বন্দোবস্ত আছে।

লেখকের ঠিকানা :
ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার,
দিল্লী ১৮

ভারত (540)

শিশু —053.2

ফুসফুসের রোগ 616.24

যক্ষ্মা —002.5 [616এর বিশেষ সহায়িকা]

প্রতিবেদন (047)

এখন প্রশ্ন হচ্ছে উপরোক্ত বর্গসংখ্যা এবং সহায়িকা-গুলোকে সাজানো যায় কি করে? যেমন তেমন খেয়াল খুশী মত সাজালে চলবে না। এই ধরণের আর একখানি গ্রন্থাগার যদি ভবিষ্যতে আসে, তবে তার বর্গসংখ্যা এ বইখানির মতই হওয়া উচিত। কাজেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই ধরণের পুস্তকের বর্গসংখ্যা তৈরীর বেলায় একটা নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করতে হবে। সোজা কথায় এরও একটি নির্দিষ্ট সজ্জাক্রম দরকার আর সেই সজ্জাক্রমটি হচ্ছে নিম্নরূপ :

মূল বর্গসংখ্যা	বিশেষে সহায়িকা
0/9	.01/.09 – 0/—9
	সাধারণ সহায়িকা
.00	(1/9) " " (0) —

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই সজ্জাক্রম পূর্বোক্ত সজ্জাক্রমের প্রায় উল্টো। পূর্বোক্ত সজ্জাক্রমে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাপস্ট্রফি এসেছে একেবারে শেষে। আর এই সজ্জাক্রমে মূলসংখ্যার পরেই অ্যাপস্ট্রফির স্থান। এই সজ্জাক্রম অনুসরণ করে আমাদের উদাহরণের বর্গসংখ্যা-গুলো সাজালে সেটা নিম্নরূপ ধারণ করবে : 616.24—002.5—053.2 (540) "196" (047) বলাই বাহুল্য এটিই হচ্ছে উপরোক্ত প্রতিবেদনের বর্গসংখ্যা।

সুবিধার জন্য সবকটি সহায়িকা সমন্বিত একটি বর্গ-সংখ্যা এখানে দেওয়া হল :

546.33' 13.04—16. 001.5 (540) "195" (047) —20; এই বর্গসংখ্যার প্রাকৃতিক ভাষাগত (natural language) রূপ অনেকটা এরকম হবে : A report, in English, on the research carried out in India during 1950s on the chemical properties of crystalline sodium chloride.

বিজ্ঞপ্তি

কিছুকাল পূর্বে স্বর্গীয় কুমুদ বসু মহাশয়ের পুস্তক সংগ্রহ তাঁর কন্যা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেই পুস্তকগুলি বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দান করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। এ ব্যাপারে যে সকল গ্রন্থাগার এগুলি সম্পর্কে উৎসাহী তাঁহাদের প্রতিনিধি পরিচয়পত্র সহ পরিষদ ভবনে যোগাযোগ করুন।

—কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংএর পরিভাষা

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

'T'

Table water স্তোম জলস্তর

Tack coat সংশ্লিষ্ট আস্তরণ

Tangent distance স্পর্শ জ্যা দূরত্ব

—, Point স্পর্শক বিন্দু

Tank pressure জলাধার চাপ

—, sprayer জলাধার বিছুরণ

Tar আলকাতরা

—, Coke oven Coal কোকচুল্লীজাত আলকাতরা

—, concrete আলকাতরা কংক্রীট

—, crude অশোধিত আলকাতরা

—, dehydrated নিরুদিত, জল বিয়োজিত আলকাতরা

—, gas work গ্যাসকল উৎপন্ন আলকাতরা

—, non-toxic বিষিব আলকাতরা

—, refined পরিশোধিত আলকাতরা

—, road রাস্তার আলকাতরা

—, rubber concrete রাবার কংক্রীট আলকাতরা

Tax highway users' রাস্তা ব্যবহারের কর, শুল্ক

—, property সম্পত্তি কর

—, toll পথকর, পথিশুল্ক

—, (ad) volorem property যথাসম্পত্তি মূল্যকর

template আকার পট, টেমপ্লেট

tensile test টান পরীক্ষা

test track পরীক্ষণ পথ

tie bar বন্ধন বার

tipping lorry টিপিং লরী

—, wagon টিপিং ওয়াগন

ton-kilometre theory টন-কিলোমিটার সিদ্ধান্ত

ton-mile theory টন-মাইল সিদ্ধান্ত

tools and plants সাধনী ও যন্ত্র

thoughness (road metal) (রাস্তার পাথরের) দৃঢ়তা/কাঠিন্য

—, index কাঠিন্যের সংকেত

tow path জলটানা পথ, নৌকত পথ

track পথ, সড়ক

—, cart নির্দিষ্ট গোযান পথ

—, cycle নির্দিষ্ট সাইকেল পথ

—, way নির্দিষ্ট পথ

tracking চক্রপথ, চক্রপথ অনুসরণ

tractor ট্র্যাক্টর

traffic পরিযান

—, channelized নিয়ন্ত্রিত পরিযান

—circle পরিযান বৃত্ত, চক্র

—concentration পরিযান সমাহার, পরিযান, ঘনত্ব ভিড়

—, cross পারগামী পরিযান

—, distribution পরিযান বিস্তারণ, বণ্টন

—, incoming আগমিক পরিযান

—, gyratory পরিভ্রামী পরিযান

—, one way একমুখী পরিযান

—, outgoing নির্গামিক পরিযান

—, peak শীর্ষ পরিযান, সর্বোচ্চ পরিযান

—, shuttle শাট্‌ল পরিযান

—, single line একলাইন পরিমাপ
—, speed and delay studies পরিমাপ বেগ ও বিলম্ব পরীক্ষা
, speed studies পরিমাপ বেগ অধ্যয়ন
—, studies পরিমাপ অধ্যয়ন
—, volume পরিমাপ ঘনতা
—volume studies পরিমাপ ঘনতা পরীক্ষা
transition length সংক্রমণ দৈর্ঘ্য
transverse placement of vehicles যান অনুপ্রস্থ স্থাপন
traverse চক্রমণ, গমন
treedozer বৃক্ষ উৎপাটক
—, stumper বৃক্ষ স্টাম্পার
trench digger পরিখা খোদক
triaxial compression test ত্রি অক্ষীয় পীড়ন পরীক্ষা
trimming ছাঁটা, কাটা, ছোটকর
truing ঠিকমত করা, মাপসই করা
truss কাঁচি
—, of bridge সেতুর কাঁচি
tunnel সুরঙ্গ

'U'

Unconfined compression test অনবরুদ্ধ সংপীড়ন পরীক্ষা, অসীমিত সংপীড়ন পরীক্ষা
—, compressive strength test অনবরুদ্ধ সংপীড়ন সামর্থ্য পরীক্ষা
Undisturbed sample অনালোড়িত নমুনা
unit hydrograph একাংক জলরেখ
—, of weight ভারমাপক
uplift উত্থাপন
Unilateral waiting একপাশে অবস্থান, একতরফা অবস্থান
Unit gradation ক্রমায়ণ মাত্রা

'V'

Valley curve characteristics উপত্যকা প্রকৃতি নির্দেশনা
—, curve deviation angle উপত্যকা বক্র বিচলন কোণ
value of services theory সেবামূল্য তত্ত্ব
vehicle, weight of গাড়ীর ওজন, যানভার
f. f. b (voids filled with bitumen এফ. এফ. বি.
vehicle parking যান পার্কিং
—, standing অবস্থান যান
track laying রাস্তা স্থাপন
viaduct সেতু, উড্ডয়ণ পথ
vibrator কম্পক, স্পন্দক
virginia method ভার্জিনিয়া পদ্ধতি
viscosity সান্দ্রতা
v. m. a. (voids in mineral aggregate) ভি, এম, এ, (পাথরের টুকরার অন্তর্বর্তী ফাঁক)
void শূন্যস্থান, সাগুরতা, রিক্তি
—Ratio শূন্যস্থানের অনুপাত, সাগুরতার অনুপাত
volatility test উদ্বায়িতা পরীক্ষা
volcanic cinder আগ্নেয় গিরি উদ্ভূত ছাই
volume, traffic পরিমানের পরিমাপ
volumetric change ঘনমানের পরিবর্তন
voussoir খিলান পাথর, ভুসায়ার

'W'

Wagon ওয়াগন
—, bottom dump তলা খালাস ওয়াগন
—, jubilee জুবিলী ওয়াগন
—, tipping উল্টানো ওয়াগন
wagon drill ওয়াগন বেধ যন্ত্র
waiting Beg অপেক্ষমান যানাগ্রয়
wall প্রাচীর, দেওয়াল
—, curtain পর্দা, রক্ষক দেওয়াল
—, cut off অবরোধক দেওয়াল
—, head প্রতিপ্রবাহ দেওয়াল
—, retaining প্রতিধারক দেওয়াল

wall return প্রতিবর্তী দেওয়াল
– , spandrel ত্রিকোণীয় দেওয়াল
– , toe পদাগ্র দেওয়াল
—, wing পক্ষ, পার্শ্ব দেওয়াল
waste weir উৎপ্লাব প্রাচীর
water action, resistance to জল বিক্রিয়া প্রতিরোধ
—, bound Macadam জলরোধক ম্যাকাডাম্
Water Cement Ratio জল ও সিমেন্টের অনুপাত
—, content জলাংশ, জলের ভাগ
—, cohesive দৃঢ়সংযুক্ত জল
—, cushion, জলস্তর, জলগদি
—, ease সহজ জল
—, logging জলাবদ্ধতা
—, water pressure pere মৃত্তিকাবদ্ধ জলের চাপ
—, proof বারিরোধক, জলাভেদ্য
—, rain বৃষ্টির জল, বর্ষাবারি
—, repelling agent জলাপসারী দ্রব্য
—, shed জল বিভাজিকা
—, splash বারিবিক্ষেপ
—, storm বৃষ্টির জল
— subsoil ভৌম জল
—, subsoil surface ভূ পৃষ্ঠের জল
—, table ভৌম জলস্তর, বারিতল
way, briddle অশ্বপথ, হয়-পথ
—, Right of পথ চলার দাবী
way le .ve ব্যবহারের অনুমতি
wear ক্ষয়
weathered অবক্ষিত
wearing coarse ক্ষয়িষ্ণু স্তর
weathering অবক্ষয়, আবহিক বিকার, রৈতিক ক্ষয়
weaving বয়ন, পরিবান পথান্তর
—, angle বয়নকোণ, পরিবান পথান্তর কোণ
—, area বয়ন ক্ষেত্র
– , distance বয়ন দূরত্ব
—, length বয়ন দৈর্ঘ্য
—, space বয়ন বিস্তৃতি
web (of a girder) গার্ডারের পাটী
wedge road রাস্তা ভাঙা ছেনি
weephole স্রাব ছিদ্র, প্রস্তি ছিদ্র
weigh batcher পরিমাপ ব্যাচার
weight of vehicle গাড়ীর ওজন / ভার
Waster-Guard formula ওয়েষ্টার গার্ড সূত্র
wetted perimeter সিক্ত পরিসীমা
wheel guard চাকা রক্ষক
—, load চাকার ভার
—, rut চাকার দাগ
white line শ্বেত রেখা
wobbled wheel Roller বহুচক্র যথেচ্ছ চলমান রোলার
wood block paving কাঠের চৌকো ফেলা রাস্তা
wood paving কাঠের পাটাতন ফেলা রাস্তা
workability সম্পাদনীয়তা
—, agent কর্ষক, কারক
Wyoming design ওয়ামিং পরিকল্প
—, method ওয়ামিং পরিকল্প পদ্ধতি

'Y'

yield (of concrete) উৎপাদন প্রাপ্তি (কংক্রীটের)

'Z'

Zone, Safety নিরাপদ অঞ্চল, মণ্ডল

(সমাপ্ত)

পঞ্চদশ ভারতীয় মানক সম্মেলনে 'পুস্তক প্রকাশনের মান' স্থিরীকরণের উদ্যোগ : কোয়াম্বাটোর, ১৯৭৩

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

সূচনা :

১৯৭৩ সালের ১৭-২২ ডিসেম্বর তামিলনাড়ুর কোয়াম্বাটোর শহরে ভারতীয় মানক সংস্থার (Indian standards Institution) পঞ্চদশ সম্মেলন হয়ে গেল। নানাকারণে এবারকার এই সম্মেলন ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোয়াম্বাটোরের এই সম্মেলনের কিছু কাল পূর্বেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ISI এর ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে এর রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান এবং তার ফলে দেশের সর্বত্র ISI সম্পর্কে কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলা যায়। তাছাড়া এবারকার এই সম্মেলন দেশের অন্যতম শিল্পনগরী কোয়াম্বাটোরে অনুষ্ঠিত হল বলেও সাধারণভাবে একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এবারের সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়গুলির বিশেষ সমস্যাবলী এই শহরের চেয়ে আর কোথায় এমন প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যেত?

গ্রন্থাগারিকদের কাছেও এবারকার সম্মেলন দু'টি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রথমতঃ এই সম্মেলনে ডঃ রঙ্গনাথনকে মরণোত্তর কে. এল. সৌদ্‌দিন্‌ পুরস্কার দেওয়া হল এবং দ্বিতীয় কারণ ছিল এই সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় : 'স্ট্যাণ্ডার্ডস্‌ ইন বুক প্রোডাকশন'—অর্থাৎ পুস্তক প্রকাশনের মান।

ভারতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জনক ডঃ এস. আর. রঙ্গনাথন ভারতীয় মানক সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এর কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ সালে গঠিত ISI এর ডকুমেন্টেশন সেকশনাল কমিটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান। ১৯৪৮ সালে ISI এর 'লাইব্রেরী বিল্ডিং ফিটিংস অ্যাণ্ড ফার্নিচার' সেকশনাল কমিটি গঠিত হলে ডঃ রঙ্গনাথন সেই কমিটিরও প্রথম চেয়ারম্যান হন এবং তাঁর সুযোগ্য পরিচালনাধীনে একে একে এই দুই কমিটি থেকে প্রস্তুত হয় অনেক উল্লেখযোগ্য স্ট্যাণ্ডার্ড। উদাহরণ স্বরূপ প্রথমোক্ত কমিটির 'প্রিলিমিনারি পেজেজ অব এ বুক'; 'ফ্রন্ট করেকশন সিম্বলস্‌,' 'গ্রসারিস অব ক্যাটালগিং অ্যাণ্ড ক্লাসিফিকেশন টার্মস্‌ ; ক্যাননস ফর মেকিং অ্যাবস্ট্রাক্টস্‌ অ্যাণ্ড প্রাকটিস ফর বিব্লিওগ্রাফিক্যাল রেফারেন্স ইত্যাদি এবং দ্বিতীয় কমিটির লাইব্রেরী বিল্ডিং-এর ডিজাইন, আসবাবপত্র, এবং আলোকসজ্জা সম্পর্কিত স্ট্যাণ্ডার্ডগুলির নাম করা যেতে পারে।

১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত ডঃ রঙ্গনাথন এই দু'টি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন এবং ১৯৬৮ সালে বার্ধক্যের কারণে অবসর গ্রহণ করলেও ১৯৭২ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ISI-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অক্ষুণ্ণ।

এবারের এই সম্মেলনে তাই ডঃ রঙ্গনাথনের অভাব বিশেষভাবেই অনুভূত হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বিভিন্ন জাতীয় মান নির্ধারণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করে তাই তাঁকে পুরস্কৃত করা হল।

আসলে এই সম্মেলনের 'পুস্তক প্রকাশনের মান' সংক্রান্ত অধিবেশনে (S-3) যোগ দিতেই আমরা এসেছিলাম। ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ ও তথ্যকেন্দ্র (Indian Association of Special Libraries and Information Centres, Calcutta) সংক্ষেপে

লেখকের ঠিকানা : গ্রন্থাগারিক, জার্নাল অফ দি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন, কলিকাতা ১৪।

[ASLIC) অথবা ইয়াসলিকের প্রতিনিধিরূপে শ্রীকপিভূষণ রায় ও আমি এই সম্মেলনে যোগ দিই। এছাড়া ইয়াসলিকের আর একজন প্রতিনিধি শ্রী সি এন ভেঙ্কটাচারী শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন নি। কলকাতার গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে আরও কয়েকজন এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন: শ্রী সি ডি সুব্বারাও এবং তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী কল্যাণী সুব্বারাও; জাতীয় গ্রন্থাগারের ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান শ্রী এম এন নাগরাজ। অবশ্য 'পুস্তক প্রকাশনের মান' সংক্রান্ত এই অধিবেশনে যোগ দিতে শুধু যে গ্রন্থাগারিকরাই আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তা নয়, প্রকৃতপক্ষে পুস্তক প্রকাশনের সঙ্গে জড়িত লেখক, মুদ্রক প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ইত্যাদি সকলকেই এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তবে উল্লেখযোগ্য যে, সম্মেলনের টেকনিক্যাল অধিবেশনে উপস্থাপনের জন্য সর্বাধিক প্রবন্ধ এসেছিল গ্রন্থাগারিক, ইনফরমেশন সায়েন্টিস্ট এবং ডকুমেন্টালিস্টদের কাছ থেকেই। সম্মেলনে গ্রন্থাগারিকদের অতি সামান্য অংশই হয়তো উপস্থিত হতে পেরেছিলেন। এমন কি টেকনিক্যাল অধিবেশনের জন্য যাঁরা প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন তাঁদের অনেকেই সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন নি। এর কারণ গ্রন্থাগারিকরা নানাকারণে বছরে দু'টি সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিতেই সাধারণতঃ উৎসাহী হন; তা হচ্ছে, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন ও ইয়াসলিকের সম্মেলন। অধিকাংশ গ্রন্থাগারিকের কর্মস্থলের কর্তৃপক্ষ আবার এই দুটি সম্মেলনের জন্য একই ব্যক্তিকে বছরে দুবার সুপারিশ করতে অসম্মত হন। সুতরাং অনেককেই দুটির একটিকে বেছে নিতে হয়: সেক্ষেত্রে ISI-এর সম্মেলনে বিভিন্ন বৃত্তির লোক যোগ দেওয়ার কিছু অসুবিধাও দেখা যায়।

এ সত্ত্বেও কোয়াঘাটোরে এসে আমরা আমাদের বৃত্তির আরও কয়েকজনকে দেখলাম যাঁদের কেউ কেউ আমাদের পূর্ব পরিচিত এবং সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার জগতে মোটামুটি পরিচিত। উদাহরণ স্বরূপ দিল্লীর 'ইন্সটিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ'-এর গ্রন্থাগারিক এবং 'লাইব্রেরী হেরাল্ড'-এর সম্পাদক শ্রীনন্দ কিশোর গোয়েল, বাঙ্গালোরের 'ডি আর টি সি'র অধ্যাপক শ্রী এম এ গোপীনাথ এবং মাদ্রাজের সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইন্সটিটিউটের ডকুমেন্টেশন অফিসার শ্রী এস ভি আর রাও-এর নাম করা যায়।

কলকাতার শ্রী কপিভূষণ রায় এবং শ্রী এম এন নাগরাজ দুজনেই ISI-এর সেকশনাল কমিটির সদস্য। এঁরা সম্মেলনের অধিবেশনে যোগদান করা ছাড়াও নিজ নিজ সেকশনাল কমিটির অধিবেশনে যোগ দেন।

ভারতীয় মানক সংস্থা

পঞ্চদশ মানক সম্মেলনের বিবরণ দেবার পূর্বে ভারতীয় মানক সংস্থার একটু পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

ভারতীয় মানক সংস্থা বা ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ডস্ ইন্সটিটিউশন সংক্ষেপে আই এস আই (ISI)-এর নাম এবং এর কর্মধারা সম্পর্কে এতকাল ধারণা ছিল নিতান্তই ভাসা ভাসা। নানা পণ্যদ্রব্যের মান নির্ধারণে ISI এই ছাপ ব্যবহার হয়তো সকলেরই চোখে পড়ে থাকবে। গ্রন্থাগারিক হিসেবেও আমরা ISI-এর বিভিন্ন স্ট্যাণ্ডার্ড এবং স্পেসিফিকেশনের সঙ্গে পরিচিত।

প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক ভারতীয় মানক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এ পর্যন্ত এই সংস্থা সাত হাজারেরও বেশী স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করেছেন। শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে এই সংস্থা জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

এই সংস্থার উদ্যোগে ১৯৪৪ সাল থেকে প্রতি দু'বছর অন্তর ভারতীয় মানক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিজ্ঞানী, যন্ত্রকুশলী ও যন্ত্র-বিজ্ঞানী এবং শিল্প-বাণিজ্য ও গবেষণা সংস্থা থেকে প্রতিনিধিরা আসছেন। এভাবেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ও সাহায্যে তৈরী হচ্ছে অসংখ্য ভারতীয়

স্ট্যাণ্ডার্ড। কী ভাবে এই সংস্থা ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করে, কী ভাবে বিভিন্ন পণ্যে ISI সার্টিফিকেশন মার্ক দেওয়া হয় এবং কী ভাবেই বা ল্যাবরেটরীতে এসব পণ্যের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয় অথবা বিভিন্ন কোম্পানী এবং শিল্প সংস্থার কী করে মান নির্দ্ধারিত হয়—এসব বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে এখানে শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে ISI-এর ডিভিসনাল কাউন্সিলগুলি অসংখ্য টেকনিক্যাল কমিটির সাহায্যে এইসব স্ট্যাণ্ডার্ড গঠন করে থাকে।

ভারতীয় মানক সংস্থা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। এর পরিচালনভার ন্যস্ত রয়েছে একটি সাধারণ কাউন্সিলের ওপর। কেন্দ্রীয় সরকারের বাণিজ্য উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ক মন্ত্রী পদাধিকারবলে এই কাউন্সিলের সভাপতি হন। বিভিন্ন বিজ্ঞান ও কারিগরী সংস্থা, তাঁদের প্রধানকারী সদস্যগণ, ISI-এর বিভিন্ন ডিভিসন এবং রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকের প্রতিনিধি নিয়ে কাউন্সিল গঠিত হয়। সংস্থার দৈনন্দিন কার্য পরিচালনা করেন কাউন্সিলের ফিনান্স কমিটি।

ISI তার প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ডস্ সংস্থা ISO, IEC প্রভৃতির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে বিভিন্ন ধরণের কাজ করে আসছে। এই সব সংস্থার বিভিন্ন কমিটিতে এবং পদে ISI-এর প্রতিনিধিরা থাকায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

পঞ্চদশ মানক সম্মেলনের স্থান ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

এই সম্মেলনের জন্য আয়োজন-উদ্যোগের কোন ত্রুটি ছিলনা। জুলাই মাসের দিকেই আমাদের কাছে সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ এসে যায় সার্কুলার মারফৎ। তারপর আমাদের প্রতিনিধিদের নাম জানিয়ে চিঠি দিলে আগষ্ট-সেপ্টেম্বরে প্রতিনিধিদের নামে নামে চিঠি আসতে থাকে ISI এর হেডকোয়ার্টার্স দিল্লীর মানক ভবন থেকে। এরপর সার্কুলারের পর সার্কুলার দিয়ে সম্মেলন সংক্রান্ত বিভিন্ন খবরাখবর আমাদের জানানো হয়—এবং এটা চলে ডিসেম্বর মাসে সম্মেলনে রওনা হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত; ফলে শেষ পর্যন্ত আমাদের এক এক জনের কাছে এইসব সার্কুলারের বড় বড় বাণ্ডিল হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বেশ কিছুদিন আগেই সম্মেলনের বিভিন্ন টেকনিক্যাল অধিবেশনের আলোচ্য প্রবন্ধগুলি মিমিওগ্রাফ করে বই আকারে বেঁধে প্রতিনিধিদের কাছে পাঠানো হয়।

আমরা টেকনিক্যাল অধিবেশন S-3 অর্থাৎ Standards in Book Production এবং S-5 অর্থাৎ Quality Control and Certification Marking in Small Scale Industries—এই দু'টি অধিবেশনে যোগ দেব বলে জানিয়েছিলাম। সুতরাং আমাদের কাছে টেকনিক্যাল অধিবেশন S-3 এবং S-5 এ পঠিতব্য প্রবন্ধ দু'খানি দুটি বই সম্মেলনের বেশ কিছু আগেই এসে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত টেকনিক্যাল অধিবেশন S-5 এ আমাদের যোগ দেওয়া হয়নি কারণ সেটি হবার কথা ছিল ২১শে ডিসেম্বর; আর আমরা কোয়াম্বাটোর ত্যাগ করি ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় বেদিন 'প্রবাসীর প্রিন্টিং পাঁচ' করা হচ্ছে।

এই সম্মেলন উপলক্ষে কোয়াম্বাটোর শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি শক্তিশালী অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। কোয়াম্বাটোর লক্ষ্মী ওভার্কস্ লিঃ এবং লক্ষ্মী মিলস্ কোং লিঃ এর চেয়ারম্যান শ্রী জি কে দেবরাজুলু ছিলেন এই অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান এবং পি এস জি ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর শ্রী জি আর দামোদরণ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সহঃ-চেয়ারম্যান। উপরোক্ত দু'জন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রভাবে স্থানীয় মিল ওনারস অ্যাসোসিয়েশনও এই সম্মেলনকে সফল করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

সম্মেলনের স্থান কোয়াম্বাটোর শহরটি বেশ সমৃদ্ধ বলে মনে হল। কোয়াম্বাটোর নামটি 'কোয়ামপুত্তুর' এই তামিল শব্দের ইংরেজী সংস্করণ; 'কোয়ামপুত্তুর' শব্দটিও আবার 'কোবনপুত্তুর' এই প্রাচীন শব্দটির বিকৃত রূপ। একটি প্রাচীন পুঁথিতে এরূ 'চোলন পুর

পট্টায়ম' বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ থেকে শহরটির পৌরাণিক অস্তিত্ব অনুমিত হয়। কোয়াম্বাটোর শহরের অদূরে অবস্থিত বিখ্যাত পেরুর মন্দির এবং অন্যান্য মন্দিরে প্রাপ্ত ১২শ—১৩শ শতাব্দীর অনুশাসন লিপি থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে 'কোবন' নামে কোন এক সামন্ত প্রধান তাঁর নামে এই নূতন নগরীর (পুম্বুর) পত্তন করেন। কেউ কেউ অনুমান করেন নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন এক সময়ে এই নগরীর পত্তন হয়।

দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কোয়াম্বাটোর জেলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই অঞ্চলেই ছিল সুপ্রাচীন বালাবার প্রভৃতি বীরের জাতির বাসস্থান। যুদ্ধ-বিগ্রহে এরা ছিল বিশেষ পটু। ঐতিহাসিক কালের শুরু থেকেই এই অঞ্চলে নানা রাজ্য ও রাজবংশকে কেন্দ্র করে অনেক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে। এই সুদূর দক্ষিণ দেশের চোল, চের, পাণ্ড্য, পল্লব, চালুক্য প্রভৃতি এবং হয়সল ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাসে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের নানা সাহসিক বিবরণ আমরা জানতে পারি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও টিপু সুলতানের সঙ্গে বৃটিশ রাজশক্তির সংঘর্ষ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এবং অবশেষে টিপুর পরাজয়ে বৃটিশ রাজশক্তির প্রাধান্য স্থাপন এ সবই ইতিহাসের বিষয় বস্তু হয়েছে। এই অঞ্চলের অসংখ্য মন্দিরে আজও রয়েছে বিগত যুগের স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও শিল্পের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন।

কোয়াম্বাটোর জেলার লোকসংখ্যা ৪৩,৫৭,৪৭৩ (১৯৭১-এর সেন্সাস অনুযায়ী)। জেলার অধিকাংশ লোকের মাতৃভাষা তামিল। অবশ্য তেলেগু, কন্নাড এবং মালয়ালম ভাষাভাষীর সংখ্যা কম নয়। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের নানা ভাষাভাষীর ছিন্ন অংশও এখানে রয়েছে।

জেলার অধিবাসীরা কৃষি ও শিল্প দুইয়ের ওপরই নির্ভরশীল।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে কোয়াম্বাটোরে প্রথম বস্ত্র শিল্পের কারখানা স্থাপিত হয়। আজ কোয়াম্বাটোর শহর তামিলনাড়ুর একটি বিখ্যাত শিল্পনগরী—একে দক্ষিণ ভারতের 'ম্যাঞ্চেস্টার' বলে অভিহিত করা হয়। এখানে ৯০ টিরও ওপর বস্ত্রশিল্পের কারখানা রয়েছে। বর্তমানে এখানে দ্রুত ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসার ঘটেছে—এজন্য এখন থেকে একে ভারতের 'ডেট্রয়েট' বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। ১৮৬৬ সালে কোয়াম্বাটোর শহরে পৌরসভা স্থাপিত হবার পর থেকেই শহরটিরও দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

আমরা সম্মেলন আরম্ভ হবার পূর্বদিন রাত্রি প্রায় এগারোটায় সম্মেলনের স্থান কোয়াম্বাটোরের পীলামেডু অঞ্চলের পি এস জি আর্টস কলেজের হোস্টেলে এসে উঠলাম। পরের দিন সকালে নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য আর্টস কলেজের লি আর ডি অডিটোরিয়ামে গিয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড; ডি আই পি'-র ভীড়ে জায়গাটি সিস্‌সিস করছে। একদিকে অডিটোরিয়ামের মঞ্চ সম্মেলন উপলক্ষে সুসজ্জিত করা হয়েছে। এতবড় অডিটোরিয়াম সচরাচর চোখে পড়েনা। অডিটোরিয়ামের শেষ প্রান্তে একটি কক্ষে রেজিস্ট্রেশন অফিস এবং তার বাইরে প্রশস্ত বারান্দায় ISI-এর বিভিন্ন স্ট্যাণ্ডার্ড এবং অন্যান্য প্রকাশনের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সম্মেলনের দুটি সাধারণ অধিবেশন এবং দু'টি টেকনিক্যাল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এই অডিটোরিয়াম এবং লাইব্রেরী হলে।

কলেজের হোস্টেলে বেশ কিছুসংখ্যক প্রতিনিধির থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রতিনিধিদের কিছু অংশ শহরের বিভিন্ন হোটেলেও উঠেছিলেন।

সম্মেলনের কার্যসূচী

১৭ ডিসেম্বর ১৯৭৩

(১) উদ্বোধনী অনুষ্ঠান :

(২) সাধারণ অধিবেশন :

(ক) চিরাচরিত ডিজাইন ও আজকের যন্ত্রশিল্প

(খ) তাঁতশিল্পের উন্নয়নে স্ট্যাণ্ডার্ড

১৮ ডিসেম্বর ১৯৭৩

(ক) টেকনিক্যাল অধিবেশন :

(ক) কৃষির জন্য মোটর এবং ডিজেল ইঞ্জিন চালিত পাম্প সেট-এর মান নির্দ্ধারণ

১৯ ডিসেম্বর ১৯৭৩

(খ) যন্ত্রশিল্পের যন্ত্রপাতির মান নির্দ্ধারণ

(গ) পুস্তক প্রকাশনের মান

২০ ডিসেম্বর ১৯৭৩

(ঘ) শিল্পে ইন-প্ল্যান্ট ও ইন্টার-প্ল্যান্ট স্ট্যাণ্ডার্ডাইজেশন

(ঙ) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ISI ইউনিটগুলির প্রচলিত প্রথা এবং কারিগরী শিক্ষা

২১ ডিসেম্বর ১৯৭৩

(চ) ক্ষুদ্র শিল্পে গুণগত উৎকর্ষ বজায় রাখা এবং অভিজ্ঞান প্রদান সম্মেলনের এই কার্যসূচী থেকেই বোঝা যাবে কেন কোয়াম্বাটোরে এই সম্মেলনের পক্ষে উপযুক্ত স্থান ছিল।

সম্মেলনের এই কার্যসূচীর ফাঁকে ফাঁকে আরও কতকগুলি ছোটখাট প্রোগ্রাম ছিল ; যেমন লোকাল ভিজিট, সোশাল ইভেন্ট, লেডিজ প্রোগ্রাম, এক্সকারসন ইত্যাদি। লোকাল ভিজিটের তালিকায় ছিল কতকগুলি যন্ত্রশিল্পের কারখানাও। ১৮ ও ১৯ তারিখের দু'টি সন্ধ্যায়ই ছিল দু'টি আকর্ষণীয় প্রোগ্রাম। ১৮ তারিখে রুক্মিনী দেবীর পরিচালনায় 'শবরী মোক্ষম' রামায়ণের কাহিনী নিয়ে এই নৃত্যনাট্যটি প্রতিনিধিদের কাছে খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। আর ১৯ তারিখে স্থানীয় কলা-মণ্ডলে কোয়াম্বাটোর মিল ওনারস অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে প্রতিনিধিদের যে ডিনারে আপ্যায়ন করা হয়েছিল একথায় বলতে গেলে তা ছিল রাজকীয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

সম্মেলন উদ্বোধন করে তামিল নাড়ুর রাজ্যপাল শ্রীকে কে শাহ বলেন, জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের মান নির্দ্ধারণ একান্ত প্রয়োজনীয়; এছাড়া তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদন ব্যয় কমানো সম্ভব নয়। কেবলমাত্র জাতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপনের মধ্য দিয়েই পণ্যসমূহ জাতীয় ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারে। এজন্য স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে দেশে ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন। ISI কর্তৃক প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রকল্প তখনই গুরুত্ব লাভ করবে যখন প্রতিটি ক্রেতা প্রতিটি পণ্যে ISI এই চিহ্ন দেখে কিনবেন।

সভাপতির ভাষণে কেন্দ্রীয় শিল্প, বিজ্ঞান ও কারিগরী উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীফখরুদ্দিন আলি আহমেদ বলেন, দেশের বর্তমান আর্থিক সংকটে উৎপাদনের জন্য সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন। শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যয় কমানোর ব্যাপারে স্ট্যাণ্ডার্ড অপরিহার্য। সম্মেলনের অন্যতম আলোচ্য বিষয় যন্ত্রশিল্প ও তাঁতশিল্পের ডিজাইন এবং যন্ত্রপাতি খুবই সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। সম্মেলনের স্থান কোয়াম্বাটোর যন্ত্রশিল্পের জন্য বিখ্যাত। সুখের বিষয় ভারত যন্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করছে। যন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপন একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে কৃষি উৎপাদনকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে ; কেননা, খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচামাল শিল্পের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া ক্ষুদ্র শিল্পকে অধিক পরিমাণে ISI সার্টিফিকেট স্কীমের আওতায় নিয়ে আসাও প্রয়োজন।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান শ্রী জি কে দেবরাজুলু এবং সহঃ চেয়ারম্যান অধ্যাপক জি. আর. দামোদরণ প্রতিনিধিদের স্বাগত জানিয়ে ভাষণ দেন।

অতঃপর এ বৎসরের কে. এল. মৌদগিল পুরস্কার দেওয়া হয় ডঃ এস. আর রঙ্গনাথন (মরণোত্তর) এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রকের ইলপেক্সন অ্যাণ্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোলের ডিরেক্টর শ্রী এন. সি

মোহাওগালকে। স্টাণ্ডার্ডের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ১৯৫৮ সাল থেকে কে. এল মৌদ্‌গিল পুরস্কারটি দেওয়া হয়ে আসছে। এ পর্যন্ত ১৯ জন এই পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া ৪০ জন বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনোলজিস্টকে স্টাণ্ডার্ডের ক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য স্মরণ করে আই. এস. আই ফেলোশিপ দেওয়াও হয়। ১৯৬৬ সাল থেকে এই ফেলোশিপের প্রবর্তন করা হয় এবং এ পর্যন্ত ৪২৪ জন বিশেষজ্ঞকে এই ফেলোশিপ দেওয়া হয়েছে।

উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্তির পূর্বে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বক্তৃতা করেন ISI এর ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী এস. কে. সেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর আর একটি ছোট অনুষ্ঠানে ডঃ এইচ সি বিশ্বেশ্বরাইয়াকে ১৯৭৩ সালের লাল সি বর্ধন পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারটির প্রবর্তন করা হল এ বৎসরই। লাল সি বর্ধন হচ্ছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং ISI এর প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল।

। পরবর্তী সংখ্যায় পুস্তক প্রকাশনের মান সংক্রান্ত অধিবেশনের বিবরণ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

। সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি ।

আমরা অবগত হলাম যে কোন ব্যক্তি বা দলবিশেষ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গিয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুগ্ম সচিব অথবা প্রতিনিধি পরিচয় দিয়ে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের হিসাবপত্র দেখছেন বা অন্যান্য সুযোগসুবিধা নিচ্ছেন। মেদিনীপুর জেলা থেকে আমাদের কাছে এইরকমের খবর এসেছে।

এ সম্পর্কে পরিষদের পক্ষ থেকে পরিষ্কারভাবে জানান যাচ্ছে যে উপযুক্ত পরিচয়পত্র ব্যতিরেকে কাউকে যেন পরিষদের প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য করা না হয়। পরিষদ থেকে হিসাবপত্র দেখবার জন্য যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীসুধাংশুকান্তি সাহানাকে বা অন্য কোন প্রতিনিধিকে পাঠান হয়নি। Directory form নিয়ে পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য যাবার সম্ভাবনা আছে—তাঁদের শিক্ষণের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে; সেক্ষেত্রেও তাঁদের জন্য পরিচয়পত্র দেওয়া থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারকর্মীদের মধ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে কিছু মতলববাজ ব্যক্তিকারীর এই প্রতারণার প্রতিবাদ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের পক্ষ থেকে প্রিয় গ্রন্থাগারকর্মীদের এসম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখবার অনুরোধ জানাই।

পরিষদ ভবন
৩১. ৭. ৭৪

চঞ্চল কুমার সেন
। কর্মসচিব ।

বিষয়ের জগৎ

মঙ্গল প্রসাদ সিংহ* ও বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়**

১ গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য

পাঠকের যে কোন বিষয় সম্পর্কিত চাহিদা সঠিকভাবে (Pinpointedly), সামগ্রিকভাবে (Exhaustively) এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে (Expeditiously) গ্রন্থ (Documents) ও তথ্যের (Information) মাধ্যমে পরিবেশন করে (Dissemination) তৃপ্ত করাই হচ্ছে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য। এই বিষয় সমূহের তথ্যাদি বিভিন্ন প্রকারের গ্রন্থ থেকে গ্রন্থাগারিকরা সংগ্রহ করেন। মনে রাখতে হবে যে আজকের পৃথিবীতে বিষয় এবং বিষয়ের বাহন গ্রন্থের সংখ্যা দ্রুত ক্রমবর্দ্ধমান।

১১ গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব

অগণিত পাঠকের প্রার্থিত ক্রমবর্দ্ধমান বিষয়াদি সম্পর্কিত গ্রন্থ ও তথ্য সুষ্ঠু পরিবেশনের জন্য গ্রন্থাগারিককে স্বাভাবিক ভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিকে নজর দিতে হয় :

ক পাঠকের জগত (universe of Readers) পাঠক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যেমন জানতে চান ; তেমনি একই পাঠক বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অথবা একই বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা দেখাতে পারেন। এইসব পাঠকদের প্রয়োজন বিভিন্ন রকমের ; ফলে বিষয় সম্পর্কিত অনুসন্ধানের ধরণও বিভিন্ন। কোন পাঠক আবার কোন বিষয় সম্বন্ধে সাধারণভাবে কৌতূহল দেখান, কেউবা বিষয়টির গভীরে প্রবেশ করতে চান। গ্রন্থাগারিক এই জন্য প্রথম থেকেই পাঠকদের সংগে সরাসরি যোগাযোগের প্রয়োজন বোধ করেন। পাঠককে ও পাঠকের জগৎকে বোঝবার জন্য গ্রন্থাগারিক ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ অপরিহার্য।

খ বিষয়ের জগত (universe of subjects)

পাঠকের প্রয়োজন বিষয়। স্বাভাবিক ভাবে পাঠক যে কোন বিষয়, একটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়ের যে কোন একটি বিভাগ বা উপবিভাগ অথবা বিষয়ের কোন দিক সম্পর্কে গ্রন্থ বা তথ্য তাঁর প্রয়োজন মত চাইতে পারেন। যেহেতু গ্রন্থাগারিকের কাজ এই চাহিদা মেটান, সুতরাং বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে এই দায়িত্ব পালন করা অসুবিধাজনক। যে বিষয় সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিকের কোন ধারণা নেই কোন পাঠক যদি সেই বিষয় সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন, গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সেই পাঠককে সাহায্য করা কষ্ট সাধ্য। এই অবস্থায় গ্রন্থাগারিক নিশ্চয়ই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জেনে নেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন। তা না করলে তিনি পাঠকের প্রয়োজনের ধরণ বুঝতে পারবেন না এবং সঠিক গ্রন্থ বা তথ্য পরিবেশন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব বিষয় সম্পর্কে অবহিত হলেই গ্রন্থাগারিকের পক্ষে পাঠকের প্রয়োজন উপলব্ধি করা যেমন সুবিধাজনক তেমনি সঠিক তথ্য ও গ্রন্থ দেওয়াও সম্ভব।

গ গ্রন্থের জগত (Universe of documents)

বিষয় এমনি একটি জিনিষ যার প্রকাশ ও সংরক্ষণের জন্য বাহন দরকার। বিভিন্ন গ্রন্থ এই বাহনের কাজ করে। এই গ্রন্থাগারিকের কাছে গ্রন্থের প্রয়োজন অপরিহার্য। গ্রন্থ জগৎ যেমন ক্রমবর্দ্ধমান তেমনি তারা বিভিন্ন প্রকারের, যথা, পুঁথি, বই, পত্র-পত্রিকা, ট্র্যাক্ট, মানচিত্র, চার্ট, আলোকচিত্রাদি, গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম ইত্যাদি।

লেখকের ঠিকানা : *অধ্যাপক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ;** কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

এইসব বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাদিতে আলোচ্য বিষয়গুলি যে কোন ভাষায় প্রকাশ হতে পারে।

খ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশল

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান মূলতঃ ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক যে তত্ত্ব ও প্রয়োগ কৌশল আয়ত্ত করেন, গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্যকে সফল করতে সেই তত্ত্ব ও প্রয়োগকৌশল কাজে লাগান।

খ ১ গ্রন্থাগারিকের কাজ

গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক যে কাজ করেন সেগুলিকে মূলতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১ গ্রন্থ সংগ্রহ

গ্রন্থাগারে পাঠকের অতীত ও বর্তমানের চাহিদা এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়। গ্রন্থাগারিক পাঠকের বিভিন্ন বিষয়ের চাহিদা অনুসারে গ্রন্থ সংগ্রহ করেন: অর্থাৎ তিনি বিষয় (Subject) সংগ্রহ করেন কিন্তু বিষয়ের বাহন গ্রন্থ তাই আমরা বলি গ্রন্থ সংগ্রহ।

২ গ্রন্থ সংগঠন

গ্রন্থ সংগ্রহ করে সেগুলি ঠিকভাবে সাজিয়ে অর্থাৎ সংগঠিত না করলে পাঠকের চাহিদামত গ্রন্থ বা তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই সংগৃহীত গ্রন্থ পাহাড় করে না রেখে বিষয়ানুসারে সংগঠিত করা হয়। অর্থাৎ বিষয়কেই সাজাচ্ছি; বলি গ্রন্থ সাজাচ্ছি বা সংগঠিত করছি।

৩ গ্রন্থ পরিবেশন

সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য পাঠকের চাহিদাকে শীঘ্রিকভাবে, সামগ্রিকভাবে এবং অল্প সময়ের মধ্যে তৃপ্ত করা। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে পাঠক বিষয় চায়, সুতরাং বিষয়ের চাহিদা বিষয় দিয়েই মেটান হয়; যার বাহন গ্রন্থ। মূলতঃ বিষয়ই পরিবেশন করা হয় বলি গ্রন্থ পরিবেশন।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, গ্রন্থাগারিকের কাজ হচ্ছে বিষয় নিয়ে। পাঠককে বুঝতে গেলেও বিষয়, সংগ্রহ ও সংগঠিত করতে হয় বিষয়, চাহিদা অনুসারে পরিবেশন করতে হয় বিষয়। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে যখন বিষয় নিয়েই কাজ করতে হয় তখন তাঁকে বিষয় সম্পর্কে জানতে হবে। দেখা যাক এই "বিষয়কে জানার" তাৎপর্য কি?

২ বিষয় জগতের অনুশীলন ও পরিবেশন

বিষয়ের জগত যে স্থিতিশীল নয় পরিবর্তনশীল, তা আমরা লক্ষ্য করতে পারি যখন দেখি পূর্বের পরিচিত বিভিন্ন বিষয়গুলি একই চেহারাই থাকছে না, তেমনি অপরদিক নূতন নূতন সৃষ্টি হচ্ছে। সভ্যতার সমস্যা বৃদ্ধির সংগে অনেক বেশী নূতন বিষয়ের সৃষ্টি হচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের বাহন গ্রন্থের সংখ্যাও বাড়ছে। বিষয়ের জগতের এই সতত পরিবর্তনশীলতা স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারিকের কাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। সুতরাং গ্রন্থাগারিককে এই বিষয় জগতের সম্বন্ধে অনুশীলন করতে হয়, তাকে জানতে হয়: বিষয় জগতের গঠন প্রকৃতি (Structure অর্থাৎ বিষয় কি, বিষয়ের জগত বলতে আমরা কি বুঝি, কি কি উপাদানে (Components) গঠিত, উপাদানগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সম্পর্কের অন্তর্নিহিত রূপ, কিভাবে বিষয় সৃষ্টি হয়, নূতন বিষয় সৃষ্টির ফলাফল, সামগ্রিকভাবে বিষয়ের জগতের পরিবর্তন (development), পরিবর্ধন (Growth) ও পরিবর্তনের প্রকৃতি বা ধারা ও পরিমাণ (Trend and rate of development) ইত্যাদি। সুতরাং পাঠকের বিষয়ের চাহিদা সঠিকভাবে মেটানোর জন্য বিষয় জগতের অনুশীলন গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সার্থকতার জন্য করতে হবে। এই অনুশীলন গ্রন্থাগারিকরা কিভাবে করেন তার আলোচনা আমরা বারান্তরে করব। এই আলোচনার আগে বিষয় জগতের চর্চা ও পরিবেশন কিভাবে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও বৃত্তি ছাড়াও অন্যান্য বিদ্যা ও বৃত্তির মাধ্যমে হয় তাও জানা প্রয়োজন। কারণ অন্যান্যরা বিষয়জগত সম্পর্কে কিভাবে চর্চা করেন এবং বিষয় জগতের কতটুকু পরিবেশন এবং কি পদ্ধতিতে করেন, সেটুকুর সংগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিষয় চর্চা ও পরিবেশন মিল বা অমিল সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হবে।

২১১ অন্যান্য বিদ্যার বিষয় জগতের অনুশীলন

১ যুক্তি বিজ্ঞান (Logic)

যুক্তি বিজ্ঞান হচ্ছে নির্ভুল সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত যুক্তির অনুশীলন। বিষয়ের জগতকে গড়ে তুলতে যে বিদ্যা সাহায্য করে তাকে যুক্তি বিজ্ঞান বা ন্যায়শাস্ত্র বলে। কিন্তু বিষয়ের জগতের গঠন ও পরিবর্তন সম্পর্কে এই বিদ্যা চর্চ্চা করে না।

২ জ্ঞানতত্ত্ব (Epistemology)

জ্ঞানতত্ত্ব দর্শনের একটি বিভাগ। বিষয়ের জগতের পদ্ধতি (Methods), উৎপত্তি (Source), সত্যতা (Validity) ও সীমা (limit) নিরূপণ সংক্রান্ত অনুশীলন হ'ল জ্ঞানতত্ত্বের বিষয় বস্তু। জ্ঞানের অনুসন্ধানে ও জ্ঞানের স্বরূপ বুঝতে জ্ঞানতত্ত্ব সাহায্য করে। সুতরাং জ্ঞানতত্ত্ব বিষয় জগতের গঠন ও পরিবর্তন সম্পর্কে চর্চ্চা করে না।

৩ অধিবিদ্যা (Metaphysics)

অধিবিদ্যা হচ্ছে সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত দর্শন শাস্ত্র। এই বিদ্যা বিষয়ের জগতের অন্তর্গত যত বিদ্যা আছে সব বিদ্যার অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করে ও সমন্বয় সাধন করে। অতএব অধিবিদ্যাও বিষয়ের জগতের গঠন ও পরিবর্তন সম্পর্কে চর্চ্চা করে না।

৪ মনোবিজ্ঞান (Psychology)

মনোবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্যক্তি কিভাবে জানে অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ করে। এই বিদ্যা ব্যক্তি চেতনা ও আচরণ বিশ্লেষণ করে। মানুষের মনের যে প্রক্রিয়া বিষয়ের জগত গড়ে তোলে এই বিদ্যা তাকে বিশ্লেষণ করে। সুতরাং মনোবিদ্যাও বিষয়ের জগতের গঠন ও পরিবর্তন সম্পর্কে অনুশীলন করে না।

৫ শিক্ষা বিজ্ঞান (Education)

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বিজ্ঞান মানুষের মধ্যে বিষয়ের জগতকে সৃষ্টি করার যে ক্ষমতা থাকে তাকে বিকশিত করে। শিক্ষা বিজ্ঞান সেই সমস্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে যার ফলে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর ব্যক্তির বা গোষ্ঠির আচরণকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রভাবান্বিত করতে পারে। আচরণ অর্থে জ্ঞান, দক্ষতা, অভ্যাস, মূল্যবোধ ও মানসিক-প্রবণতা বোঝায়। দেখা যাচ্ছে শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয় জগতের গঠন ও পরিবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা করে।

২১২ অন্যান্য বৃত্তিতে বিষয়ের পরিবেশন ও প্রচার পদ্ধতি

১ লেখক

লেখক বিষয়ের স্রষ্টা। মূলত প্রচারের দায়িত্ব লেখকের নয়।

১২ সহযোগীমূলক (Collaborators)

সহযোগী লেখক যেমন অনুবাদক, সম্পাদক।

১২১ অনুবাদক

অনুবাদকও স্রষ্টা। যে বিষয়ের ভাষান্তর তিনি করেন সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁর দখল না থাকলে সার্থক অনুবাদ কোন ভাষাতেই সম্ভব নয়, তাঁর ভাষাজ্ঞান যত ভালই থোক না কেন। একদিকে যেমন পাঠককে অনুবাদ গ্রন্থকর্ত আকৃষ্ট করেন তেমনি গ্রন্থাগারেরও পাঠক বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন।

১২২ সম্পাদক (Editor)

সম্পাদকের কাজ হচ্ছে বিষয়কে এমনভাবে বিন্যস্ত করা যার ফলে বিভিন্ন ধরণের পাঠক আকৃষ্ট হতে পারেন। এই কাজের জন্য সম্পাদকের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ভূমিকা, সূচীপত্র, সূচী এবং বিষয়ের বিন্যাসে যে উপস্থাপন পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেন তার ফলে পাঠক উপকৃত হয়। তার এই বিষয় উপস্থাপনের প্রয়োগ কৌশলের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকের বিষয় উপস্থাপনের প্রয়োগ কৌশলের অনেক মিল পাওয়া যায়।

২ প্রকাশক

প্রকাশক মূলত: ব্যবসায়িক স্বার্থে বিষয়কে গ্রন্থাদি আকারে প্রকাশ করেন। কিন্তু ব্যবসায়িক স্বার্থের জন্যেই তাঁকে পাঠকের চাহিদা বা রুচির দিকে নজর দিতে হয়। এই সব কারণে বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা তাঁদের ধারণা থাকা প্রয়োজন। মূলতঃ ব্যবসায় নিয়ম কানুন ও রীতিনীতির দ্বারা তাঁরা পরিচালিত।

৩ বিক্রেতা

অন্যান্য আর পাঁচরকম জিনিষের বিক্রেতার মতই গ্রন্থবিক্রেতা কেনা বেচা করেন। মূল উদ্দেশ্য লাভ করা। বিষয় জগতের গঠন ও পরিবর্তন সম্পর্কে তাঁর কোন আগ্রহ নেই।

৪ সাংবাদিক

সাংবাদিকের পক্ষে সংখ্যার আধিক্যের জন্য তাঁর পাঠক গোষ্ঠীর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ পরিচয় পড়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে গ্রন্থাগারিকের পাঠক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ধারণা আত্যাবশ্যক। পাঠকের রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন সংবাদ, বিভিন্ন অজ্ঞাত খুব্রহ বিষয় সাধারণভাবে পরিবেশন করে সাংবাদিক পাঠকরুচিকে যেমন তৃপ্ত করেন তেমনি বিষয় জগতের পরিবর্তনেও সাহায্য করেন।

৫ শিক্ষক

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে সাহায্য করা হচ্ছে শিক্ষকের উদ্দেশ্য। তিনি যে বিষয় শিক্ষাদান করেন, শিক্ষার্থীদের অনেককে সেই বিষয়ে অনুপ্রাণিত ও আগ্রহী করে তোলেন। যার ফলে ভবিষ্যতে সেই সব শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকেই কেউ কেউ বিষয়ের অনুশীলনে এবং সৃষ্টিতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। শিক্ষক যে বিষয়ে পড়ান, সেই বিষয়ে পারদর্শী। সেইজন্যে গ্রন্থাগারিক বিষয় পরিবেশনের জন্যে যে পরিমাণে গ্রন্থাদির উপর নির্ভরশীল তিনি সেই পরিমাণে নন। গ্রন্থাগারে বিভিন্নস্থানের পাঠকের বিষয়তৃষ্ণা গ্রন্থাগারিককে মেটাতে হয়। কিন্তু কোন একটি শ্রেণীতে পাঠদান কালে শিক্ষকেরা সমবয়সের শিক্ষার্থিদের শিক্ষা দেন।

৬ প্রচারক (Preacher)

প্রচারকও শিক্ষক। তিনি চিন্তার খোরাক উপস্থিত করেন। এই চিন্তার খোরাক বিষয় অনুশীলনে আগ্রহী করে তোলে।

২২ সিদ্ধান্ত

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে :

১ বিষয়ের জগৎকে সম্পূর্ণভাবে কোন বিদ্যাই চর্চা করেন না।

২ বিষয় জগতের গঠন ও পরিবর্তন এবং প্রভাব গ্রন্থাগারিকের অনুশীলনের বিষয়।

৩ পাঠকের সুনির্দিষ্ট চাহিদাকে সঠিকভাবে সামগ্রিকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের এইজন্য তার পরিবেশন পদ্ধতি স্বতন্ত্র।

এই সব কারণেই বিষয় জগত সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান গ্রন্থাগারিকের কাছে অত্যাবশ্যক। অধুনা জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও তার ফলে সামাজিক ও আর্থিক নানারকম সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এইসব সমস্যার জন্য মানুষ অধিকতর বিষয় চর্চা ও তার থেকে সমাধানের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছে। এই অধিকতর বিষয়চর্চার ফলে বিষয় ও বিষয়ের বাহন গ্রন্থের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে চলেছে। ফলে মানুষ আরও বেশী গ্রন্থাগার নির্ভর হতে বাধ্য হচ্ছে। এই কারণে পাঠকের জগত এবং বিষয়ের জগতকে আরও বেশী করে জানার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের উপর পড়েছে। কারণ এই দুই জগতের বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের প্রভাব গ্রন্থাগারিকের কাজের উপরও এসে পড়েছে। যদি গ্রন্থাগারিকেরা বৃদ্ধি ও পরিবর্তন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হন, তবে তাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার চালান সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র বিষয় জগতের গঠন, বৃদ্ধি ও পরিবর্তন এবং গ্রন্থাগারের কাজের উপর তার প্রভাব ও সেইজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশলের যথোপযুক্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করা হবে।

ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদন

[সম্প্রতি দেশে কাগজ ও শিল্পোপকরণ সংগ্রহের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এ সম্পর্কে পঃ বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা এই সংকট নিরসনের জন্য বিগত ১৩ এপ্রিল ও ২৯শে মে ১৯৭৪ কলকাতায় দুটি সভায় মিলিত হয়ে 'পঃ বঙ্গ কাগজ ও শিল্পোপকরণ সংকট প্রতিরোধ সমিতি' গঠন করেন। পঃ বঙ্গের শতাধিক শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক শিক্ষক ও অভিভাবকরা একটি কমিটি গঠন করে ভারত সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি ইতিমধ্যে পেশ করে কাগজ ও শিল্পোপকরণ সংকট দূর করার জন্য আবেদন রেখেছেন। আমরা সেই আবেদন পত্রটি এই সংখ্যায় প্রকাশ করলাম আমরা আমাদের পাঠকদের কাছে এই আবেদনের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করে তাঁদের মূল্যবান সহযোগিতা আহ্বান করছি। —সম্পাদক]

সম্প্রতি লেখার ও ছাপার কাগজ এবং মুদ্রণ ও চিত্র শিল্পের উপকরণগুলির অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধিতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে এক ভয়াবহ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ একথা সকলেরই জানা যে, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে কাগজ এক অপরিহার্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য। কিন্তু সাম্প্রতিক কাগজ সংকট ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকদের প্রাত্যহিক বিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে এবং সংস্কৃতিবিদদের মনন চর্চার ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যবহৃত সাধারণ কাগজের দাম অতি মাত্রায় বেড়েছে, পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশনের কাগজ নিয়ে চূড়ান্ত কাটাকাটি চলছে। দৈনন্দিন মূল্যবৃদ্ধি, মানের অনিশ্চয়তা, কাগজের রিমের মধ্যে ছেঁড়া-কাটা ও ওজনবিভ্রাট, সরবরাহ দুষ্প্রাপ্য নিউজ প্রিন্ট, শিল্পীদের কেস্ট কার্টিজ, হ্যাণ্ডমেড ও আর্ট পেপার ও দুষ্প্রাপ্য, কটো প্রিন্টের কাগজ এবং বই বাঁধাইয়ের বোর্ড এবং কাগজও দুর্লভ।

আজকের বিদ্যুৎ সংকট এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাগজ সংকট শিক্ষা জগৎ এবং সাহিত্য পত্র পরিচালনা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রায় অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। পাঠ্যবই, খাতা-পত্র যদি সর্ব সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যায় তা হলে শিক্ষা সংকোচন অনিবার্য। অথচ শিক্ষা বিস্তারই বর্তমান সরকারের ঘোষিত নীতি।

এই কাগজ সংকটে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশের সৎসাহিত্য পত্র পত্রিকা এবং স্বল্প দামের প্রকাশক। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত পত্র-পত্রিকা এবং বৃহৎ প্রকাশন সংস্থাগুলি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে থাকেন বা পেতে পারেন কিন্তু বিভিন্ন লেখক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বা সংকলনগুলি যারা প্রকৃত শব্দে সুস্থ সাহিত্যের আদর্শ রক্ষা করে আসছে তারা কোন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা বা কাগজের বরাদ্দ পায় না। কাগজ সংকটে সেগুলির প্রচার অনিয়মিত বা সম্পূর্ণ রহিত হলে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমূহ ক্ষতি। কিন্তু এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকার কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় বর্তমানের সংকট উৎপাদনে ঘাটতি থেকে সৃষ্টি হয় নি। বাজারে যদি বাস্তবিকই ঘাটতি থাকে তাহলে বেশী দাম দিলেও কাগজ পাওয়ার কথা নয়। কিন্তু চড়া দাম দিলেই যখন সব রকমের কাগজ পাওয়া যায় তখন এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে যে উৎপাদন ঘাটতির জন্য এই সংকট নয়। কাগজ উৎপাদনকারীরা অবশ্য উৎপাদনে ঘাটতির কথাটা খুব জোর করে বলছেন।

কিন্তু তাঁদের হিসাবেই দেখা যাচ্ছে ১৯৬১-৭২ এই সময়ে কাগজ ও বোর্ডের উৎপাদন ৪৬১,০০০ টন (চার

লক্ষ একষট্টি হাজার টন) থেকে বেড়ে ৮,০৪,০০০ টন (আট লক্ষ চার হাজার টন) হয়েছে। তাঁরা বলছেন ১৯৭২ সালের সঙ্গে তুলনায় ১৯৭৩ সালে উৎপাদন কম হয়েছে। ১৯৭২ সালে উৎপাদন হয়েছিল ৮,০৪০০০ (আট লক্ষ চার হাজার টন) ১৯৭৩ সালে ৭,৯৬০০০ (সাত লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টন), অর্থাৎ মাত্র ৮০০০ (আট হাজার টন) কম। এই ঘাটতি নগণ্য এবং এর থেকে এও প্রমাণিত হয় না যে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম হয়েছে। ১৯৭৩ সালে দেশের চাহিদা পূরণ করেও কাগজ কলের মালিকেরা ৩০,০০০ (তিরিশ হাজার টন) কাগজ বিদেশে রপ্তানী করেছিলেন। বর্তমানে যখন উৎপাদন কম হয়েছে বলা হয়েছে তখনও পেপার মেকার্স এসোসিয়েশনের (ইণ্ডিয়ান পেপার মেকার্স এসোসিয়েশন) পক্ষ থেকে সরকারের কাছে অনুরোধ জানান হয়েছে যে কাগজ উৎপাদনের অন্ততঃ শতকরা পাঁচ ভাগ বিদেশে রপ্তানীর অনুমতি দেওয়া হোক। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় উৎপাদনে ঘাটতির অজুহাত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

ইতিপূর্বে শুল্ক কমিশন কাগজের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কিছু বিধি নিষেধ রেখেছিলেন। কার্যতঃ সে গুলির কোন অস্তিত্ব অনেক দিন থেকেই নেই। সম্প্রতি সরকার ব্যুরো-অব ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল কষ্ট্স এ্যাণ্ড প্রাইসেস সংক্ষেপে বি আই সি সি নামক সংস্থার উপর কাগজের মূল্য বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনার ভার দিয়েছেন। কিন্তু কাগজ কলের মালিকেরা ঐ সংস্থার সুপারিশের অপেক্ষায় বসে নেই, তাঁরা নিরঙ্কুশভাবে অবিরাম দাম বাড়িয়ে চলেছেন। সরকার যেন অসহায় দর্শক মাত্র। লোকসভায় যখন কাগজ প্রাপ্তির সংকট নিয়ে তীব্র আলোচনা হয়, তখনই মাত্র শিল্পমন্ত্রী এ ব্যাপারে ৭ মে তারিখে হস্তক্ষেপ করেন। কাগজ শিল্প থেকে একটি এক্সপার্ট কমিটি গঠিত হয়েছে সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাগজ শিল্পের মালিকেরা নাকি বর্তমান উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ত্রুটি দূর করার জন্য অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বাস্তব থেকে দেখা যাচ্ছে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) সমস্ত অবস্থাটা পুনর্বিবেচনা করে কাগজ শিল্পের এক্সপার্ট কমিটিকে নাকি দায় বলে দিয়েছেন যে সরকার ও "সমাজের দুর্বল অংশের" কাগজের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কাগজকলগুলিকে বছরে দুলক্ষ টন হোয়াইট প্রিন্ট কাগজ প্রতি টন ১৭৫০ টাকা দরে (৬০ গ্রাম বর্গ মিটার) অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে সরকার এই আশ্বাসও দিয়েছেন যে কাগজকলগুলি এই বৃহৎ সামাজিক দায়িত্ব পালন করলে উৎপাদনের বাকী অংশ তারা বাজারের অবস্থানুযায়ী দামে এবাধে বিক্রী করতে পারবে। এ ছাড়া উপরোক্ত দুলক্ষ টন হোয়াইট প্রিন্টিং কাগজের জন্য নির্দ্ধারিত দাম (অর্থাৎ টন প্রতি ১৭৫০ টাকা) চূড়ান্ত নয়. বি-আই-সি-সি-র সুপারিশ অনুযায়ী সরকার এ দামও পুনর্বিবেচনা করবেন। বি আই-সি-সি যে দাম বাড়াবার সুপারিশ করবে এই ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

আমাদের সুচিন্তিত অভিমত সরকারের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত বিপজ্জনক ও সর্বস্তরের কাগজ ব্যবহার কারীদের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রকারান্তরে সরকার কাগজ উৎপাদনের বৃহৎ মালিকানার কাছে নতি স্বীকার করে প্রস্তাবিত ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের অবাধ মুনাফা অর্জনের পথ করে দিতে চলেছেন। আমরা এর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কাগজ মুদ্রণ ও চিত্র শিল্পের উপকরণগুলির বর্তমান সংকট দূরীকরণের জন্য সরকারের কাছে আমাদের দাবী :

(১) চাহিদা অনুযায়ী কাগজকলগুলির পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগাতে মালিকদের নির্দেশ দিতে হবে।

(২) স্মারকগ্রন্থ, সাহিত্য সংকলন এবং রেজেষ্ট্রী বা অরেজেষ্ট্রীকৃত পত্র পত্রিকার জন্য নিউজপ্রিন্ট ও প্রয়োজনীয় সর্বশ্রেণীর কাগজ সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সুষম বণ্টনের আশু ব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) সর্বস্তরের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মূল্যে প্রয়োজনীয় মানের কাগজ উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ করতে হবে।

(৪) শিল্পীদের কাজের জন্য ফটোগ্রিন্ট ও আর্ট পেপার শুল্ক মুক্ত করতে হবে এবং রঙ, তুলি ক্যানভাস ও অন্যান্য চিত্রোপকরণ সুলভ মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) কাগজের মূল্য বন্টনের জন্য যে জাতীয় পর্যায়ের কমিটি (National Level Committee) গঠনের প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে সেই কমিটিতে রাজ্য ভিত্তিতে সর্বস্তরের কাগজ ব্যবহার-কারীদের উপযুক্ত প্রতিনিধি রাখতে হবে।

(৬) বি-আই-পি-সি-র সুপারিশ কার্যকর করার পূর্বে লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবী সমেত শিক্ষা ও মনন চর্চার সঙ্গে যুক্ত লোকদের মতামত গণ্য করতে হবে। বি-আই-সি-সি-র সুপারিশ সাময়িক বলেই বিবেচনা করে কাগজের উৎপাদন, বিতরণ ব্যবস্থা ও মূল্যের বিষয় সমস্ত দিক থেকে বিচার বিবেচনার জন্য আমরা কাগজের শুল্ক কমিশনের নিয়োগ দাবী করছি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি ১০৪, সি. আই. টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-১৪

মহাশয়,

আগামী ২৬শে আগষ্ট, ১৯৭৪, সোমবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে পরিষদ ভবনে (এন্টালী পদ্মপুকুর স্টপ) এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই সভায় সভাপতিত্ব করবেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়।

সভায় আপনার উপস্থিতি কামনা করি।

নমস্কারান্তে

বিনীত—

চঞ্চল কুমার সেন

। কর্মসচিব ।

পরিষদ ভবন

২৪শে জুলাই, ১৯৭৪

বার্তা বিচিত্রা

পাঁচজন সাংবাদিক সম্মানিত

সাংবাদিকতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রকাশের জন্য ১৯৭৩ সালে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত পাঁচজন সাংবাদিককে দিল্লীর দুর্গাদাস-রতনদেবী ট্রাস্টের তরফ থেকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এটি দ্বিল ট্রাস্টের দ্বিতীয় বার্ষিক পুরস্কার দান। এবার পুরস্কার পেয়েছেন: শামলাল (টাইমস অব ইণ্ডিয়া) এস কে সাউ (সার্চলাইট), বরুণ সেনগুপ্ত (আনন্দবাজার) সুধীর ধার (হিন্দুস্তান টাইমস) বালচন্দ্র ধারাঠে (ফ্রি প্রেস জার্নাল)।

তামিলনাড়, ওরিয়েন্টাল ম্যানাসক্রিপ্ট লাইব্রেরী

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অবস্থিত তামিলনাড়, ওরিয়েন্টাল ম্যানাসক্রিপ্ট লাইব্রেরী গত কয়েক বছর ধরেই'' প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্যের পণ্ডিত সমাজের একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার বহু আয়ত্তনের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও তার সংরক্ষণ এই লাইব্রেরীটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উৎসাহী গবেষক আবেদন করলে মূল পাণ্ডুলিপি তাঁকে দেখতে দেওয়া হয়. আর দূরে বসবাসকারী পাঠক বা গবেষক কোনও বিশেষ পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ বা এমনকি সমগ্র পাণ্ডুলিপির অনুলিপি চেয়ে পাঠালে নামমাত্র দক্ষিণার বিনিময়ে তাও দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে ১৯৬৯ সালে বৈদেশিক মুদ্রাসহ সাকুল্যে প্রায় ১২,১৮০ টাকা সংগৃহীত হয়। তামিল ভাষার বিখ্যাত তিনখানা বই 'জীবিকা চিন্তামণি' টীকাসহ 'থিরুভাইমেঝি' খোলকালিয়াম-এর মূল পাণ্ডুলিপি এই লাইব্রেরীতে সংগৃহীত আছে। হিব্রু এবং বর্মী ভাষার একাধিক পাণ্ডুলিপি এই লাইব্রেরীর বিশেষ সম্পদ। আর একটি হল আবুল কলম আজাদ উর্দুতে লেখা 'মকাতাবত'। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এই লাইব্রেরীতে ১৩৬,০০০ টাকা অনুদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি সমূহের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রকাশের জন্য। ১২টি খণ্ডে ১৯৭৭ সালের মধ্যে এই তালিকা প্রকাশিত হবে।

'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার' নতুন সংস্করণ

পৃথিবীর অদ্বিতীয় কোষগ্রন্থ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'র নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হল। চতুর্দশ সংস্করণে মোট শব্দ সংখ্যা ছিল ৫,৭০,০০০,০০ আর এবারের সংস্করণে আছে মোট ৪.০০.০০,০০০ শব্দ। তিনশত ষাটজনের সম্পাদকীয় দপ্তর এই সুবৃহৎ গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেন, ১৩১টি দেশের বিদগ্ধ ও সুধী লেখকগণের নামও এর লেখক সূচীতে দেখা যায়। এইটির বৈশিষ্ট্য এই যে গোটা কোষগ্রন্থটি তিনটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং একটি নতুন নামও দেওয়া হয়েছে ব্রিটানিকা ৩। সাকুল্যে ৩০ খণ্ডের এই 'ব্রিটানিকা-৩',এর বিক্রয়মূল্য ধার্য হয়েছে ৪৫০ ডলার। এই বিরাটগ্রন্থের রচনা তথা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন মরটিমার অ্যাডলার। ত্রিশ খণ্ডের এই বিরাট গ্রন্থের তিনটি বিভাগের নাম যথাক্রমে প্রোপাডিয়া' ম্যাক্রোপিডিয়া ও মাইক্রোপিডিয়া।

জার্মান ভাষায় গদ্য রামায়ণ

পূর্ব জার্মানীতে নানা শ্রেণীর কিশোর সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা উইলি মেইনচক সম্প্রতি তাঁর একটি অভিনব সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেছেন। প্রধানত: কিশোর পাঠক সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখেই এটি রচিত হবে। এর পূর্বে ভারতীয় রূপকথার একটি সংকলন

তিনি অনুবাদ করেছেন বিউটিফুল মরন' নামে। বড়দের উপযোগী তাঁর ইতিহাসের পটভূমিকায় রচিত উপন্যাস 'দি ডেডলী দাইনেস্টি' এ-বছরের শেষের দিকে প্রকাশিত হবে। ব্রিটিশ রাজত্বকালে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের সংগ্রামের একটি পর্ব এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু

রুমানিয়ায় বাংলা কবিতার সমাদর

সম্প্রতি রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে বাংলা কবিতার একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গিয়েছে। বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই আসরের সমস্ত ঘোষণা বাংলা ভাষাতেই করা হয়েছিল এবং সে দায়িত্ব বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেন ব্রোশোমির কনস্তেনেস্কাবু। বিশ্ব বিদ্যালয়ের আমফিথিয়েটারে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ। কথা বুঝতে না পারলেও বাংলাভাষার লালিত্য, ধ্বনিবৈচিত্র্য ও কবিতার ছন্দে শ্রোতারা মুগ্ধ হন

এবারের সাহিত্য পুরস্কার

প্রসাদের তরফ থেকে দুটি পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। 'সত্যেন বসু পুরস্কার' ও 'শিরীষ পুরস্কার' এবারই প্রথম দেওয়া হলো। এদুটি পুরস্কার লাভ করেছেন যথাক্রমে কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসু ও নাট্যকার মনোজ মৈত্রাণী। শৈব্যা পুস্তকালয়ের পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'রণজিৎ স্মৃতি পুরস্কার' লাভ করেছেন অমরনাথ রায়। প্রতিটি পুরস্কারের সম্মান মূল্য ৫০০ টাকা অমৃত, বাজার পত্রিকা, যুগান্তর ও মৌচাক-এর পক্ষ থেকে বিগত ১৯৫৮ সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাকারদের এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। এ বৎসরের 'শিশির পুরস্কার' লাভ করেছেন সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়। গল্প ও উপন্যাস রচনায় শ্রেষ্ঠত্বের জন্য 'বঙ্কিমলাল পুরস্কার' দেওয়া হয়েছে সাহিত্যিক চারুচন্দ্র চক্রবর্তীকে (জরাসন্ধ)। অমৃতের শিশু ও কিশোর সাহিত্য পত্রিকা বার্ষিক 'মৌচাক'-এর পক্ষ থেকে শিশু সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য দেওয়া হয় হরীন্দ্রচন্দ্র সরকার পুরস্কার। এ পুরস্কার লাভ করেন অমৃত ও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক ও শিশু সাহিত্যিক তুষারকান্তি ঘোষ তাঁর 'বিচিত্র কাহিনী' ও 'আরও বিচিত্র কাহিনী' পুস্তক দুখানির জন্য।

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার

এবারের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার যুগ্মভাবে লাভ করেছেন কানাড়ী ভাষার কবি ডঃ ভেঙ্কাজের রামচন্দ্র ভেনেন্দ্রে এবং ওড়িয়া ভাষার কথাসাহিত্যিক গোপীনাথ মহান্তি। ডঃ ভেনেন্দ্রের বয়স ৭৮। ৪৪টি কবিতার সংগ্রহ 'ভুক-ভরি'র জন্য তিনি এই পুরস্কার লাভ করলেন। শ্রীমহান্তির উপন্যাসের নাম 'মাটি মাটাল'। ওড়িশার প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজের অবক্ষয় এবং নবীন পল্লীসমাজের অভ্যুদয় এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। এটি জ্ঞানপীঠের নবম পুরস্কার এবং এই দ্বিতীয়বার যুগ্মভাবে এই পুরস্কার দেওয়া হল।

সংকলন : মিনতি চক্রবর্তী

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংবাদ

গ্রন্থাগার পত্রিকার আগামী আষাঢ় সংখ্যা থেকে পুস্তক নির্বাচনের বিষয়ে সহায়ক "সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সংবাদ" নিয়মিত প্রকাশিত হবে। আপাততঃ পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সত্যব্রত সেন।

প্রকাশকদের কাছে অনুরোধ উপন্যাস ছাড়া অন্যান্য পুস্তক প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন এক কপি পরিষদ অফিসে পাঠিয়ে দেন। পরিষদ অফিস খোলা থাকে বিকেল ৪টা থেকে ৯টা। ডাক যোগেও পাঠাতে পারেন। এই বিভাগটি সমৃদ্ধ করতে পারলে গ্রন্থাগার ও প্রকাশক উভয় সম্প্রদায়ই সমান লাভবান হবেন বলে আমরা মনে করি।

—সম্পাদক
গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলকাতা

কাশীপুর ইনস্টিটিউট

বিগত ৮ই জুন সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লাইব্রেরী ঘরে ঘরোয়া রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়। শ্রীতরুণ মজুমদার অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন।

বিগত সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হয়েছেন। সর্বশ্রী জীবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র (সভাপতি) বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাই ভড় ও সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় (সহ সভাপতি), চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক), ভীষেন পণ্ডিত, তরুণ মজুমদার ও মোহন লাল রায় চৌধুরী (সম্পাদক), গোপাল দে (গ্রন্থাগারিক), সনাতন চট্টোপাধ্যায় (কোষাধ্যক্ষ), শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় ফণীন্দ্র প্রসাদ নাথ ও কানাইলাল সাহা (সদস্য)। অতিরিক্ত সদস্য মৃত্যুঞ্জয় সেন।

খিদিরপুর অভিযাত্রী পাঠাগার

গত ২৫শে মে '৭৪ শ্রীশিক্ষায়তন হলে অভিযাত্রী পাঠাগারের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যথাক্রমে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল)। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পাঠাগারের শিশু সদস্যগণ কর্তৃক "পান্তাবুড়ী" নাটক অভিনীত হয়। শেষে পাঠাগারের সদস্যগণ কর্তৃক 'অন্ধকারের নীচে সূর্য' নাটকটি অভিনীত হয়। পাঠাগারের রজত জয়ন্তী বর্ষের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

হাওড়া

সংস্কৃতি

চাকপোতার ঐতিহ্যশালী সংস্থা 'সংস্কৃতি' গত ১২ই মে এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের মাঝে রবীন্দ্রনাথের একশো তেরতম জন্মদিবস পালন করেন। উৎসবে সভাপতি এবং প্রধান অতিথিরূপে অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে কবি নিমাই মাঝা ও শ্রীঈশ্বর মাজী। প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমাঝা রবীন্দ্র প্রতিভার নতুন করে মূল্যায়ণ করেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, অবিলম্বে বাংলাভাষাকে পশ্চিম বাংলার সরকারী ভাষার স্বীকৃতি দান করা হোক।

বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরী

১৯৭৪-৭৫ সালের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের নাম :

সর্বশ্রী হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী (সভাপতি), অজিত কুমার মজুমদার, শাসন গুপ্ত (সহ সভাপতি), তপন কুমার রায় চৌধুরী (সাধারণ সম্পাদক), অনিল কুমার ঘোষ (সহঃ সম্পাদক) সোমনাথ মুখার্জী (কোষাধ্যক্ষ), দিলীপ কুমার ব্যানার্জী, গৌতম ফৌজদার (হিসাব পরীক্ষক) প্রণব কুমার সিনহা, গোবিন্দ চন্দ্র চিনা ও তাপস দাস গ্রন্থাগারিক, তরুণ কুমার মুখার্জী (সম্পাদক সাংস্কৃতিক বিভাগ), কানাই লাল রায় (সম্পাদক, সমাজ শিক্ষা বিভাগ), শিশির কুমার সেনগুপ্ত (সম্পাদক, খেলাধূলা), কবিতা মুখার্জী (সম্পাদিকা, মহিলা বিভাগ) শিবাজী ব্যানার্জী (সম্পাদক, কিশোর বিভাগ) অর্চনা রায় গোপাল দে, হরিদাস মুখার্জী (সদস্যবৃন্দ), দিলীপ কুমার দাস (ট্রাষ্টি বোর্ড)

মেদিনীপুর

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার : রামমোহন জন্ম-জয়ন্তী ও কবিগুরু স্মৃতিবাসর—

২২শে মে, ১৯৭৪ তমলুক জেলা গ্রন্থাগার ভবনে রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম-জয়ন্তী ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবাসর উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য

কবের প্রখ্যাত কবি ও অন্যতম বহুকৃষ্ণ বিচারক শ্রীবাসুদেব দেব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ডঃ বিজন বিহারী ভট্টাচার্য প্রধান অতিথিরূপে এবং পুরুলিয়া মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীশীতল প্রসাদ ভট্টাচার্য বিশেষ অতিথি হিসাবে অংশ গ্রহণ করেন। বিজন বাবু রাম-মোহন রায়কে রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবোধের জনকরূপে বর্ণনা করেন। প্রবীন শিক্ষাবিদ শ্রীপ্রতিনাথ চক্রবর্তী তাঁহার ভাষণে সকলকেই রামমোহনের ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া সমাজের সেবায় আত্ম নিয়োগে আহ্বান জানান। শীতলবাবু তাঁর ভাষণে ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে রাজা রামমোহনের উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকিবার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

সভার পরবর্তীকালে আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতির আয়োজন থাকায় এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

নজরুল জন্ম জয়ন্তী

শুদ্ধসুক জেলা গ্রন্থাগারে কাজী নজরুল ইসলামের ৭৫তম জন্ম জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয় ২৪শে মে, ১৯৭৪ একটি অনাড়ম্বর পরিবেশে। শ্রীগোবিন্দ মাইতি আসরটি পরিচালনা করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য নজরুল ইসলামের জীবন দর্শন, সাহিত্য চর্চা, রাজনীতি ও সঙ্গীত সম্পর্কে মাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। এই আসরে 'দারিদ্র্য ও সাম্যবাদ' পঠিত হয় এবং সঙ্গীতে নজরুলের প্রতিভা বিষয়েও আলোচনা হয়।

মেদীনীপুর

চাকদহ : বসন্ত স্মৃতি পাঠাগার :

গত ১৬ই এপ্রিল কবি বুদ্ধদেব বসু ও সৈয়দ মুজতবা আলীর স্মরণে একটি আকর্ষণীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় বুদ্ধদেব বসু ও মুজতবা আলীর জীবন ও সাহিত্য বিষয় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক অজয় নন্দী, অধ্যাপক অমল গুহ, অধ্যাপক আশীষ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বীরভূম

সিউড়ী : বিবেকানন্দ পাঠাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন।

গত ২৪শে বৈশাখ সন্ধ্যায় বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরহিত্য করেন—বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডঃ শিবনাথ। সভার উদ্বোধন করেন গ্রন্থা-গারের সম্পাদক।

বর্ধমান

মানকর : পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী

গত ২৪শে বৈশাখ পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১১৩তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। আবৃত্তি ও সঙ্গীত স্থানীয় যুবকবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। সভায় শ্রীবাসুদেব দত্ত প্রমুখ বক্তাগণ রবীন্দ্রজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই পুণ্যতিথিতে লাইব্রেরীর দেওয়াল পত্রিকা 'পল্লী সেবকের' উদ্বোধন করা হয়।

ABSTRACTS

Vol. 24 No. 2 May-June '74

On school libraries of Delhi by SUNIL KUMAR SEN.

The auther stated about the dismal condition of the school libraries prevailing and discussed about the different aspects of school libraries such as location, equipment, finance, personnel, book selection, library class and the librarian. The author concluded that the status of the librarian should be equated with those of teachers and all facilities also to be extended.

[P 33]

15th I. S. I Convention held at Coimbatore in 1973 : On the standardisation of book production by NIRMALENDU MUKHOPADHYAY

—The auther discussed about the previous convention held on library building, equipment, classification, cataloguing, etc. I. S. I. playing and important role in standardising of different commodities. The author also described historical aspect of the city Coimbatore. Two general sessions and six technical sessions were being held. The themes of the sessions were handlooms and textile designs, agricultural pump sets, textile machinary, book production etc. Dr. S. R. Ranganathan was awarded with 'K. L. Moudgil' prize posthumously.

[P 42]

Universe of subjects by MONGAL PROSAD SINHA AND BIJAYPADA MUKHOPADHYAY

The librarian deal with the various subjects expressed and embodied in documents. This paper therefore states that the librarians should make themslves acquainted with different aspects of the universe of subjects. It is also points out what are the other professions who are concerned with the universe of subjects and to that extent.

[P 48]

An appeal to the Govt. of India.

The rising prices of paper and printing materials seriously hampared the educational and cultural field although the production of the paper is not very less than the previous year. All of the govt. efforts were being failed. Several measures to tackle the situation was suggested.

[P 51]

NEWS FROM LIBRARIES :

Calcutta	:	Cossipore Institute ; Kidderpore Abhijatri Pathagar.
Howrah	:	Somskriti, Bantra public Library.
Midnapore	:	Tamluk District Library
Nadia	:	Chakdaha ; Brianta Smriti Pathagar
Birbhum	:	Vivekananda Pathagar and Ramranjan Pourabhaban
Burdwan	:	Mankar, Pallimangal Library

প্রকাশিত হল

চতুর্থ খণ্ড

গিরিশ রচনাবলী

সম্পাদনা : ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবার পরে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হতে নানা অসুবিধার জন্যে দীর্ঘ সময় লেগেছে—এর জন্য আমরা দুঃখিত। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা চতুর্থ খণ্ডেও সমাপ্ত করা গেল না। পঞ্চম খণ্ডে সমাপ্ত হবে। পঞ্চম খণ্ডের মুদ্রণ চলছে, কয়েক মাসের মধ্যে প্রকাশিত হবে।

॥ চতুর্থ খণ্ডের সূচী ॥

॥ নাটকাবলী ॥

তপোবল। প্রহ্লাদ-চরিত্র। শ্রীবৎস-চিন্তা। রামের বনবাস। বৃষকেতু। স্বপ্নের ফুল। নসীরাম। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। সৎনাম রানা প্রতাপ। মায়াবসান। ম্যাকবেথ। শাস্তি কি শাস্তি। গৃহলক্ষ্মী। মহাপূজা। মোহিনী প্রতিমা। বড়দিনের বখশিশ আনন্দ রহো।

সম্পাদক কর্তৃক উক্ত নাটকাবলী সম্পর্কে আলোচনা সন্নিবিষ্ট। লাইনো হরফ। আর্টপ্লেট। বোর্ড বাঁধাই। মনোরম জ্যাকেট!

মূল্য পঁচিশ টাকা মাত্র

[প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড প্রতিটি পঁচিশ টাকা]

সাহিত্য সংসদ

৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

৩১ তম অধিবেশন

কার্শিয়াং : দার্জিলিং

২৮ - ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং ব্রুকফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী, কার্শিয়াং-এর ব্যবস্থাপনায় আগামী ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩১তম অধিবেশন দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং-এ অনুষ্ঠিত হইবে।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :

(১) বিগত সম্মেলনগুলিতে গৃহীত কতক প্রস্তাবের পর্যালোচনা।

(২) গ্রন্থাগার কর্মী দের জাতীয় বেতন কাঠামো।

উক্ত বিষয়ের মুদ্রিত প্রবন্ধ প্রতিনিধিদের দেওয়া হইবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং জনসাধারণকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাঁহারা সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সেই প্রস্তাব ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যান্য সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠান সূচী পরে জানানো হইবে।

সম্মেলনে আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কারান্তে—

টি. পি. লামা, সভাপতি
দিলীপ সেনগুপ্ত, সম্পাদক
বিনয় সেন, আহ্বায়ক
অভ্যর্থনা সমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন
C/o. ব্রুকফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী
পো: কার্শিয়াং, জেলা দার্জিলিং

চঞ্চল কুমার সেন
কর্মসচিব,
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
সি-১৩৪ সি. আই. টি স্কীম ৫২
কলিকাতা-১৪
ফোন : ৪৪-৮৫৬৬

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

১। সম্মেলন : ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪, শনি, রবি ও সোমবার অনুষ্ঠিত হইবে। ২৮শে বিকাল ৪টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ৩০শে মধ্যাহ্ন ১২-০০ সমাপ্তি।

২। প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্তি করণের কাজ ২৮শে সকাল ৯-০০টায় শুরু হইবে।

৩। যে কোন ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত / প্রতিষ্ঠানগত) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নহেন তাঁহাদের দুই টাকা (২.০০) প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। সদস্য প্রতিষ্ঠানসমূহ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ২৩শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। প্রত্যেককে নিজস্ব বিছানা, মশারী ও শীতবস্ত্রাদি আনিতে হইবে। ২৮শে তারিখ অপরাহ্ণ হইতে ৩০শে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান ও আহারাদির জন্য জনপ্রতি মোট ১৮-০০ টাকা করিয়া লাগিবে। যাঁহারা সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে (২৮শে মধ্যাহ্ন ভোজনসহ) ও পরে অবস্থান ও আহারাদি করিবেন, তাঁহাদের নিজেদের স্থানীয় হোটেলে বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

৫। সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে আলোচনার্থ অন্যান্য প্রস্তাব ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৬। কলিকাতা হইতে কার্শিয়াং যাইবার সুবিধাজনক পথ :

ট্রেনপথ : (ক) হাওড়া হইতে নিউ জলপাইগুড়ি—নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ও কামরূপ এক্সপ্রেস যোগে দূরত্ব ৬৫০ কিঃ মিঃ।

এন. জি. পি প্যাসেঞ্জার—ছাড়িবে রাত ৮-৫০ পৌঁছাইবে রাত ৮-৪০

কামরূপ এক্সপ্রেস—ছাড়িবে সন্ধ্যা ৮-৫৫ পৌঁছাইবে সকাল ৯-৫৫

ভাড়া	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	রিজার্ভেশন বাবদ
এক্সপ্রেস মেল	৭৫-০৩ পঃ	২০-৫৩ পঃ	৩-৫০ পঃ
	৭৫-০৫ পঃ	২০-৫৫ পঃ	

(খ) শিয়ালদহ হইতে কার্শিয়াং-দার্জিলিং মেল যোগে। দূরত্ব ৬৩৫ কিঃ মিঃ

ছাড়িবে সন্ধ্যা ৭-১৫ পৌঁছাইবে সকাল ৮-১৫

নিউ জলপাইগুড়ি বা শিলিগুড়ি হইতে ট্রেন, বাস বা ট্যাক্সিযোগে কার্শিয়াং যাওয়া যায়।

ভাড়া ট্রেন : প্রথম শ্রেণী ২০-০০ দ্বিতীয় শ্রেণী ৩৮০ বাস : ৫-০০ ট্যাক্সি : ৭ টাকা হইতে ১০ টাকা।

বাস পথ : কলিকাতা (এসপ্ল্যানেড) হইতে শিলিগুড়ি বাসে যাওয়া যায়। যাত্রা সময়, ভাড়া ইত্যাদির জন্য এসপ্ল্যানেড ষ্টেট বাসের গুমটিতে যোগাযোগ করিতে হইবে। ট্রেন ও বাসের রিজার্ভেশনের দায়িত্ব প্রতিনিধিদের নিজেদের।

৭। অভ্যর্থনা সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করিবেন।

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—সুধীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৩-৪ | ১৩৮১, আষাঢ়-শ্রাবণ

উচ্চশিক্ষার সমস্যা

সম্পাদকীয়

ইদানীংকালে শিক্ষাজগতের মহারথীদের অন্যতম একটি ফ্যাশান হচ্ছে উচ্চতর শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করা। সাথে সাথে এই সিদ্ধান্তে চলে আসা সহজ হচ্ছে যে এতে সামাজিক লাভ খুব হচ্ছে না অর্থাৎ আজকাল যারা উচ্চশিক্ষা লাভ করছে সমাজে ওদের ভূমিকা কার্যকর হচ্ছে না। বক্তারা এর সপক্ষে বলেন—চাকুরীর বাজার অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় উচ্চ শিক্ষা চাকুরী প্রাপ্তির সোপান হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে অথবা সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উচ্চতর শিক্ষাকে কাজে লাগানো এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রাক-বিবাহ-কালীন কালক্ষেপ হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে প্রভৃতি। এজন্য তাঁরা উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যত সম্পর্কে ক্রমশঃ সন্দিহান হয়ে পড়ছেন।

কিছুদিন আগে প্রেসিডেন্সী কলেজে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল হাসান বলেছিলেন যে ৩৮ লক্ষ ছাত্রছাত্রী উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণে রত এবং এদের শতকরা ৮০ ভাগই দেশের জনসাধারণের ২০ শতাংশ থেকে এসেছে এবং এই ২০ শতাংশ হচ্ছে সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণী। তিনি আরও বলেছিলেন শিক্ষা ব্যবস্থা চাকুরীর পথ সৃষ্টি করে না এবং শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিত্ব গঠনের সুযোগদান এবং বাস্তব সমস্যাকে মোকাবিলা করার মত মানসিকতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।

উল্লেখযোগ্য বক্তব্য রেখেছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী ও পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী। শ্রীদেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে—শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিমূলে প্রয়োজন উপযুক্ত লোকের যাঁরা শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে পারেন; এই সুর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ছিল। তিনি আরও বলেছিলেন যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সহরাঞ্চলের এধরণের আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণী তৈরী করার কাজ। যদি গণতন্ত্রকে বাঁচাতে হয় তবে শিক্ষাকে অবশ্যই গ্রামে পৌঁছে দিতে হবে এবং সমস্ত ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে দেশের গ্রামের অতি অভ্যন্তরেও তার প্রসার লাভ করে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছিলেন যে শিক্ষা-ব্যবস্থার সম্পূর্ণ রকম নৈরাজ্য পরিব্যাপ্ত; একমাত্র uniform কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতিই এর নিরসন করতে পারে আর শিক্ষাকে অবশ্যই চাকুরী থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলি অনুধাবন করলে কতগুলি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেরই কথার সুর একই ছাঁচে ঢালা; প্রত্যেকেই প্রচলিত শিক্ষাধারার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দিহান।

গ্রামে ব্যাপকভাবে শিক্ষার প্রসার যে আশু প্রয়োজন এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কারণ ভারতবর্ষের শতকরা ৭০ ভাগ লোক নিরক্ষর এবং জন-সাধারণের ৭৫ ভাগ অংশের গ্রামে বাস। নিরক্ষরতার পরিমাণ গ্রামেই সবচেয়ে বেশী। যদিও দেশের সামগ্রিক উৎপাদনের বেশীরভাগ অংশই গ্রামে উৎপন্ন হয় অথচ স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর পরেও তাঁরা পুরোণো আমলের ধ্যানধারণা ও উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। নতুন কথা আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ এদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত এবং গোচরীভূতও নয়।

ভারতীয় সংবিধানে বলা হয়েছিল ১৯৬০ সালের মধ্যে দেশের সমস্ত লোককে সাক্ষর করা হবে। ১৯৭৪ সালে আমরা এই অনুশাসনের মাত্র ৩০ শতাংশ এগোতে

পেরেছি। বরং নিরক্ষরতা বৃদ্ধির হার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার থেকেও বেশী। শুধু তাই নয় গ্রামের লোকেদের শিক্ষা সম্পর্কে আশ্চর্য অনীহা বর্তমান।

শহরাঞ্চলে শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহ বেশীরভাগ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। চাষী দেখাপড়া না শিখে চালিয়ে নিতে পারে; শ্রমিক বা যাঁরা ব্যবসায়ে লিপ্ত তাদেরও নয় অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখলে চলে যায় কিন্তু এর বাইরে যারা রয়েছে তাদের শিক্ষাগ্রহণ শুধু নয় উচ্চতর শিক্ষাগ্রহণ ছাড়া অন্যত্র পথ থাকে না (যদিও সে দ্বার তাঁদের সামনে আধখানা খোলা আছে মাত্র) কারণ চাকুরী ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বুনিয়াদি শিক্ষাব্যবস্থারও যদি প্রসার ঘটাতে হয় তবে প্রয়োজন হয় বিপুল সংখ্যক শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীবাহিনীর। যদি পশ্চিমবঙ্গে সমস্ত জনসাধারণকে সাক্ষর করতে হয়—তাহলে যত সংখ্যক স্কুল খুলতে হবে এবং সেই সংখ্যক স্কুলে যে পরিমাণ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর প্রয়োজন তার পরিমাণ হবে বিপুল। আবার এই শিক্ষকবাহিনীকে আধুনিক করতে গেলেও প্রয়োজন বিরাট সংখ্যক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের। সুতরাং শিক্ষাজগৎ নিজেও চাকুরী সৃষ্টি করতে সক্ষম। তবে প্রশ্ন হলো এ ব্যাপারে আগ্রহের।

কেউ কেউ আবার শিক্ষাব্যবস্থার নৈরাজ্যের দাওয়াই হিসাবে উচ্চশিক্ষার সংকোচনে উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ ভারী ও হালকা শিল্পের প্রসার ঘটছে। সেখানে প্রয়োজন হচ্ছে এবং হবে প্রচুর সংখ্যক বৈজ্ঞানিক, গবেষক, কারিগরী জ্ঞান সম্পন্ন লোকের। শুধু তাই নয় ভারতবর্ষের উৎপাদন দ্রব্যসামগ্রীর বিপুল অংশ বিদেশী ডিজাইন ও অনুকরণে প্রস্তুত। বিদেশের বাজার রাখতে গেলে উন্নতমানের জিনিষের উৎপাদন করতে বা বাড়াতে না পারলে বিদেশের বাজার থেকে হটে আসার সম্ভাবনা থাকবে। এই বিপুল সংখ্যক কর্মীবাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলতে গেলে উচ্চতর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং চাকুরী থেকে উচ্চশিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এ বক্তব্য ধোপে টেঁকে না।

যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ বক্তব্য রাখা স্বাভাবিক যে শিক্ষাতে চাকুরী চাই। চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা যদি এখনিতেই থাকে তবে উচ্চশিক্ষা নিতে যাবে কোন জন! তাছাড়া মধ্যবিত্ত সমাজে। চাকুরী ছাড়া অন্যকোন পথ সংকুচিত। সুতরাং প্রশ্নটা চাকুরীর শিক্ষার নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসান করে অনেকেই বড়দাদাদের পক্ষপাতী। কিছু উচ্চশিক্ষিত বেকারের হাত থেকে আমরা বাঁচতে গিয়ে অর্ধ বা নিম্ন কিংবা অশিক্ষিত বেকারের সম্মুখীন হবো কি না একথাও ভাববার সময় আজ এসেছে।

যদি শ্রীদেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা গ্রহণ করি তবে উচ্চশিক্ষা অবশ্যই অধিকতর অর্থ-নৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণীর সন্তানদের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে।

এছাড়াও যে কয়েকটি প্রশ্ন মনে আসে সেটি হলো শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য কেন বা কিসের ফলাফল? বহু-দিন থেকেই কি রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করেন নি? ছাত্রদের উপর নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা বিগত কয়েক বছর ধরে যে পরিবর্তমান সেগুলি কি অটিলতা বৃদ্ধির সহায়ক নয়? সিলেবাস যাঁরা রচনা করেন তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থার উচ্চ শিখরে বসে আছেন এবং সরকারের হস্তাবলেপন এক্ষেত্রে কি কিছু কম? সুতরাং শিক্ষা যে শুধু চাকুরীমুখী জীবনমুখী নয় এ অবস্থার জন্য দায়ী কারা? তাছাড়া শিক্ষাক্ষেত্রে যে গুণ্ডামীর আবির্ভাব ঘটেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যার ছাপ প্রতিদিনই পরিবর্তমান তাদের পৃষ্ঠপোষক কারা?

শিক্ষকদের নিয়োগের মান, বেতনক্রম ও সামাজিক মর্যাদা কি ভারতবর্ষে উচ্চস্তরে? এদের নিয়োগ যে রাজনৈতিক প্রভাবে হচ্ছে একথা তো বাণিজ্যমন্ত্রীর উক্তিতেই স্বীকার করা হয়েছে। তাহলে তাদের কাছ থেকেই বা কি করে উপযুক্ত শিক্ষার আশা করা যেতে পারে?

সুতরাং শিক্ষা সংকটের সমাধান শিক্ষা সংকোচনের ভেতর দিয়ে নয় বা উপরে প্রলেপ লাগিয়েও এর কিছু সমাধান হবে না। যদি দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা সঠিক পথে চলে তবে শিক্ষাব্যবস্থার গতিপথ স্পষ্ট হতে পারে। প্রাণ ধারণের গ্লানি সমাজের সর্বত্র সবাইকে যদ্রে বেড়াতে হচ্ছে তার ভিতর থেকে শিক্ষাব্যবস্থা কি নিষ্কলুষ থাকতে পারে?

শিক্ষার সঙ্কট মোচনে যদি আগ্রহ থাকে তবে সমাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সমস্ত স্তরে যুক্তিনিষ্ঠ প্রয়োজন ভিত্তিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার প্রয়োগ করতে হবে; তখন অর্ধাভাবের দোহাই দিলে চলবে না।

গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতনক্রম বিষয়ক প্রস্তাব

[৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পঠিতব্য মূল আলোচ্য বিষয়]

প্রস্তাবনা

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার কর্মীরা বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে চরম অবহেলিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলেই যাওয়া হয় যে..."Teaching is a Cooperative enterprise. Teachers must have the necessary tools for teaching purposes in the shape of libraries and laboratories...Both for humanistic and scientific studies, a first class library is essential..." তাই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীরা গত দুই তিন দশক নানাভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (ILA) আগামী সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে (সম্ভবত ডিসেম্বর' ৭৪এ ভুবনেশ্বরে) গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণ বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এই ৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করার জন্য নিম্নের প্রবন্ধটি পরিষদের কার্যকরী সমিতির পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হচ্ছে। যদিও জাতীয় পটভূমিকায় প্রশ্নটি বিবেচনা করতে হবে তথাপি এই প্রবন্ধ মূলত পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

১ পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার জগত

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বায়ত্ত শাসিত কর্তৃপক্ষ, বে-সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ পরিচালনায় এই রাজ্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে কাঠামো গড়ে উঠেছে তার মোটামুটি চিত্রটা হল এইরূপ :

১১ জাতীয় পর্যায়ের গ্রন্থাগার (ভারত সরকারের অধীনে)—২ : জাতীয় গ্রন্থাগার ও সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী

১২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার :

১২১ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার—৭ এর সাথে আছে ৬০টি বিভাগীয় গ্রন্থাগার

১২২ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমমর্যাদার প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার—২ আই. আই. টি খড়্গপুর, আই এস. আই, কলিকাতা ইত্যাদি

১২৩ কলেজ, পলিটেকনিক ও ডে ষ্টুডেন্টস হোম গ্রন্থাগার—৩০০

১২৪ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার—১৪০ প্রায় ৫০০০ উচ্চ / উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় মধ্যে সর্বশিক্ষার গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রায় ১৪০

১৩ গবেষণাকাজের গ্রন্থাগার / সরকারের বিভাগীয় বৃহৎ গ্রন্থাগার ও বিষয়ভিত্তিক সংস্থার বৃহৎ গ্রন্থাগার—২৫ যেমন, জি এস আই গ্রন্থাগার, বসু বিজ্ঞান মন্দির, সি এস আই আর পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ইণ্ডিয়ান ইন: অব ম্যানেজমেন্ট গ্রন্থাগার এসিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, সেক্রেটারিয়েট গ্রন্থাগার ইণ্ডিয়ান এগ্রোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স লাইব্রেরী ইত্যাদি

১৩১ সরকারের বিভাগীয় ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার / ছোট বিষয়ভিত্তিক সংস্থার ও শিক্ষাক্ষেত্রে কাজে নিয়োজিত মিশনারী ও তৎজাতীয় প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার—২১৫

১৪ সাধারণ গ্রন্থাগার

১৪১ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—১ সরাসরি রাজ্য সরকার পরিচালিত

১৪২ জেলা গ্রন্থাগার বা তৎস্তরের গ্রন্থাগার—২০

এর ৩টি সরাসরি সরকার পরিচালিত, বাকীগুলি সরকারী সুপারিশ ও দান-অনুদানের মাধ্যমে বেসরকারী সমিতি কর্তৃক পরিচালিত

১৪৩ শহর, মহকুমা গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—২২

এর মধ্যে ২১টি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সরাসরি সরকারী—বাকীগুলি সরকারী সুপারিশ ও দান-অনুদানের মাধ্যমে বে-সরকারী সমিতি বা কমিটি দ্বারা পরিচালিত।

১৪৪ গ্রামীন / আঞ্চলিক / কমিউনিটি সেন্টার ভিত্তিক গ্রন্থাগার—৬০৫

এর মধ্যে একটি (দীঘা) সরাসরি সরকার পরিচালিত বাকীগুলি সরকারী সুপারিশ দান-অনুদানের মাধ্যমে বে-সরকারী সমিতি বা কমিটি পরিচালিত

১৪৫ স্বেচ্ছাকর্মীদের দ্বারা ও সাধারণের দানে পরিচালিত গ্রন্থাগার—৪৫০০

১৪৬ বিভিন্ন ব্যবসা / ব্যাঙ্ক / সরকারী কর্মচারীদের অর্থে ও শ্রমদানে পরিচালিত গ্রন্থাগার—২৫০

এইসব গ্রন্থাগারগুলিতে বিভিন্ন স্তরের বৃত্তিকুশলী কর্মী, অভিজ্ঞ দক্ষকর্মী, অ-বৃত্তিকুশলী কর্মী এবং ক্ষেত্র বিশেষে টেকনিক্যাল ও বিশেষজ্ঞ কর্মী নিযুক্ত আছেন। ১৪৬ পর্যায়ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলিতে আংশিক সময়ের বেতন-ভুক্ত অ বৃত্তি-কুশলী কর্মী বা অবৈতনিক কর্মী রয়েছেন। কর্মীসংখ্যা সম্পর্কে সঠিক হিসাব না পাওয়া গেলেও মোটামুটি অনুমান করা যায় যে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী সংখ্যা (আংশিক সময়ের কর্মী বা অবৈতনিক কর্মী বাদে) প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক। বলা বাহুল্য এই গ্রন্থাগার কর্মী বাহিনীর প্রায় ৪০% গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী।

৩ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন কাঠামোর অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা এবং কাজের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কোন বেতনক্রম তাদের দেওয়া হয় না, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু' চারটি উচ্চপদ ছাড়া কোথাও বৃত্তি-কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেওয়া হয় না, কিছু কিছু কলেজ গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে কলেজ শিক্ষকদের ১৯৬৬ সালের বেতনের অনুরূপ (৩০০-৬০০ টাকা)। ইউ, জি. সি. বেতনক্রম দেওয়া হলেও অধিকাংশ কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয়নি। কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বেতনক্রম পরিবর্তিত হয়ে ৩০০-৮০০ টাকা এর পরে সেন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৭০০-১৬০০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু সে সব কলেজ গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম দেওয়ার নীতি গ্রহণ করা হয় নি। কিন্তু যে সব কলেজ গ্রন্থাগারিক চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ইউ জি সি বেতনক্রম (৩০০-৬০০ টাকা) সাপেক্ষে ৬০০ টাকা অ্যাডহক পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রেও ঐ পরিকল্পনাকালে শিক্ষকদের পরিবর্তিত বেতনক্রম (৩০০-৮০০ টাকা) কিন্তু দেওয়া হয়নি। সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকরা ইউ জি সির আওতায় না পড়ায় জন্য ক্ষেত্র বিশেষে একজন বেসরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারিকদের মহার্ঘভাতা সহ বেতনের তফাৎ প্রায় মাসিক ১০০·০০ টাকা। বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হারে, আড়াই গুণ তফাৎ।

সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত অথচ বেসরকারীভাবে পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকদের প্রতিও অবিচার করা হয়েছে। শিক্ষকদের সমতুল মর্যাদা দেওয়া হয় নি বরঞ্চ মহার্ঘভাতা কম দেওয়ার নীতি অনুসৃত হওয়ায়, রাজ্য বেতন কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের সুপারিশ উপেক্ষা করে মহার্ঘভাতা যোগ করে নতুন বেতনক্রম চালু করায় প্রায় সর্বক্ষেত্রেই পদমর্যাদা অবনমিত হয়েছে। সরাসরি সরকার পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে শিক্ষকদের সমতুল মর্যাদা গ্রন্থাগারিকদের দেওয়া হয়নি।

বিভাগীয় বা গবেষণা গ্রন্থাগার বা বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কোথাও শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম দেওয়া হয়নি।

এমন কি ভারত সরকার নিয়োজিত তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার ক্ষেত্রে অহেতুক জটিলতা সৃষ্টি করে ভারত সরকার পরিচালিত বিভাগীয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের একটি বিরাট অংশকে বঞ্চিত করার চেষ্টা চলছে। যদিও সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রে ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি (১৯৫৯), কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯), বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের কর্মীদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের কর্মীদের ক্ষেত্রে শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬), পলিটেকনিক গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে বাসোবরণ কমিটি (১৯), কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কমিটি এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন কমিশন (রাজয় কমিশন ১৯৬৭) সুপারিশে বিভিন্ন স্তরের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, ঐ সব সুপারিশ কার্যকর করার কোন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। এর পরিণামে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে হতাশা ও ক্ষোভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪ গ্রন্থাগার কর্মীদের শ্রেণী বিভাগ

গ্রন্থাগারের কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কর্মীদের মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

৪১ বৃত্তিকুশলী—গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, ডকুমেন্টেশন এবং তথ্য বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ বিদ্যা (সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা, ব্যাচেলার ডিগ্রী, মাষ্টার ডিগ্রী প্রভৃতি কোর্সের মাধ্যমে, প্রয়োগের মাধ্যমে) গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজকে যারা সংগঠিত করেন বা গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত। এই স্তরের গ্রন্থাগারের কর্মীদের কাজের ক্ষেত্র হল, সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালনা এবং এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত কার্যক্রম নির্ধারণ, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের পরিচালনা, নানা ধরণের বৃত্তিমূলক কাজে অংশ গ্রহণ, যথা গ্রন্থাগারের প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের পাঠাগ্রন্থ, দৃশ্য বস্তুর নির্বাচন, পরিগ্রহণ, সূচীকরণ, বর্গীকরণ এবং সংরক্ষণের বন্দোবস্ত করা, গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সেবামূলক কাজ সংগঠিত করা, যথা পুস্তক লেন-দেন ব্যবস্থা, পাঠককে পুস্তক সাজানো গোছানো, রেফারেন্স কাজ, ডকুমেন্টেশন কাজ, আন্তঃগ্রন্থাগার সহযোগিতার কাজ, গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতি বিস্তারের কাজ প্রভৃতি।

৪২ কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞ দক্ষকর্মী—কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারের সেবামূলক ব্যবস্থাসমূহ চালু রাখার ব্যাপারে যারা বৃত্তিকুশলীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন, যথা সার্কুলেশন, পাঠকক্ষ প্রভৃতি বিভাগে সহকারী বা এ্যাটেণ্ডান্ট এর কাজ।

৪৩ অবৃত্তি কুশলী—যে সব কর্মী গ্রন্থাগারের অবৃত্তিমূলক কাজে সাহায্য করেন, যথা, অফিসের কাজ, টাইপের কাজ, সিকিউরিটি গার্ড, মালী, ড্রাইভারের কাজ ইত্যাদি।

৪৪ টেকনিক্যাল ও বিশেষজ্ঞ কর্মী—কিছু কিছু বড় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাদির ফটো কপি করার জন্য রেপ্রোগ্রাফার, পুস্তক সংরক্ষণ বিভাগের জন্য রাসায়নিক, বাইণ্ডার, অনুবাদক, প্রাচীন ভাষায় প্রকাশিত পাণ্ডুলিপি সূচীকরণ ও সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ কর্মী প্রভৃতি এমন কর্মী আছেন যাদের হয় তাদের সংশ্লিষ্ট কারিগরী বিষয়ে জ্ঞান আছে অথবা তাদের ভাষাগত ব্যুৎপত্তি আছে।

৫ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্ধারণের মূলনীতি

গ্রন্থাগার মূলত একটি শিক্ষামূলক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠান। কি আনুষ্ঠানিক শিক্ষার কাজে, কি গবেষণার ক্ষেত্রে, কি জীবনব্যাপী জ্ঞান অর্জন, সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন বা চিত্ত বিনোদনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অপরিসীম। আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভ যাঁরা করেছেন বা করেন নি বা যাদের শিক্ষা একটি বিশেষ স্তরে শেষ হয়ে গেছে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই জীবনব্যাপী জ্ঞান ও তথ্য বিতরণের সর্বব্যাপক সামাজিক প্রতিষ্ঠান হল গ্রন্থাগার।

উন্নত এবং উন্নতিকামী উভয় ধরণের দেশের ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের ভূমিকা যে কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অনেক ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশে গ্রন্থাগার কর্মীদের কাজকে শিক্ষামূলক কাজ বিবেচনা করে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হয়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্টে এই ধরণের সুপারিশ করা হলেও আজও পর্যন্ত তা কার্যকর করা হয় নি।

যে কোন স্তরের কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্দ্ধারণের বিজ্ঞানসম্মত নীতি হল প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের নীতি (need based minimum wage)। পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে এই নীতি স্বীকৃত হয়েছে, যদিও আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও বেতন কাঠামো নির্দ্ধারণের মূল নীতি হওয়া উচিত ছিল প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন। সর্বনিম্ন-স্তরে এই প্রয়োজনভিত্তিক বেতন কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাজের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য, কাজের ঝুঁকি, গ্রন্থাগারের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে একটি বিজ্ঞান সম্মত সুষ্ঠু মাত্রার বেতন কাঠামো প্রণয়ন করা উচিত।

এখানে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন বিষয়টি কি সে বিষয়ে কিছু আলোচনা প্রয়োজন। ১৯৪৭ সালে ভারত সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে (ত্রিপক্ষীয় সম্মেলন) এই প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের নীতি গৃহীত হয়েছে। এই প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে :

(ক) প্রয়োজনভিত্তিক বেতন নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে একটি পরিবার অর্থে তিন জনের একটি Consumption Unit ধরা হয়েছে। ২ জন প্রাপ্ত বয়স্ক ও ২ জন অপ্রাপ্ত বয়স্ক নিয়ে ৩ জনের consumption unit হয়েছে।

(খ) ডঃ এ্যাকরয়েডের সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ কাজে নিয়োজিত একজন ভারতীয়ের জন্য দৈনিক ২৭০০ ক্যালরী খাদ্যের প্রয়োজন।

(গ) একজন ভারতীয়ের জন্য বাৎসরিক ন্যূনতম ১৮ গজ বস্ত্রের প্রয়োজন।

(ঘ) ঘরভাড়া বাবদ যে ভাতা দেওয়া হবে তা হবে স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের জন্য Subsidised Industrial Housing Scheme-এ ক্ষেত্রে সরকার যে ন্যূনতম ঘর ভাড়া আদায় করেন তার সমতুল।

(ঙ) আলানী, লাইট এবং অন্যান্য বিবিধ খরচ প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের শতকরা ২০ ভাগ করতে হবে।

এই ভিত্তিতে হিসেব করে কিছুদিন পূর্বে ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ দেখিয়েছেন যে বর্তমানে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন হওয়া উচিত ৫২৬·১২। এই হিসেবও বর্তমানে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কেননা মূল্যমান কখনই স্থির থাকছে না। প্রতিদিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এই ন্যূনতম বেতন নির্দ্ধারণের যে হিসেব প্রকাশিত হয়েছে তা হল :

(১) জনপ্রতি ২৭০০ ক্যালরি হিসেবে তিন জনের একটি পরিবারের আহারাদির জন্য মাসিক ব্যয় ৩৫৪·১৯ টাকা।

(২) স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের উপর ধার্য ঘরভাড়ার অনুরূপ মাসিক ঘরভাড়া ৫০·০০ টাকা।

(৩) বার্ষিক মাথা পিছু ১৮ গজ হিসেবে বস্ত্রাদির জন্য একটি পরিবারের মাসিক ব্যয় ৩৪·২৫ টাকা।

(৪) আলানী, লাইট ইত্যাদি বিবিধ খরচ যা উপরোক্ত তিনটি খরচের মোট ২০% হবে—৮৭·৬৮ টাকা মোট মাসিক ব্যয় টাকা ৫২৬·১২।

বেতন কাঠামো নির্দ্ধারণের বিজ্ঞানসম্মত নীতি হল এই প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের উপর ভিত্তি করে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা, কাজের বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব কাজের ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের

বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিবেচনা করে বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের বেতন কাঠামো নির্দ্ধারণ করা।

৬ প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন কাঠামো প্রবর্তন সাপেক্ষে কয়েকটি বিচার্য বিষয় :

প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের উপর ভিত্তি করে বেতন কাঠামো নির্দ্ধারণ সাপেক্ষে গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতন কাঠামো নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি সুপারিশ করা হল :

(ক) যেহেতু গ্রন্থাগারের কাজ মূলত শিক্ষামূলক যেহেতু বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের অনুরূপ বেতনক্রম দিতে হবে ;

(খ) অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দক্ষ গ্রন্থাগার কর্মী যারা গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদের ক্ষেত্রেও যথাযথ বেতনক্রম প্রবর্তন করতে হবে।

(গ) অবৃত্তিকুশলী এবং টেকনিক্যাল ও বিশেষ গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রেও যথাযথ বেতনক্রম প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) মহার্ঘভাতাকে বেতনক্রমের সাথে যুক্ত করতে হবে এবং পরবর্তী মূল্যমান বৃদ্ধির সঙ্গে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(ঙ) বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির পরিমাণ ন্যূনতম বেতনের শতকরা ৪% ভাগ করতে হবে।

(চ) কোন বেতনক্রমের সর্ব্বোচ্চ বেতন প্রারম্ভিক বেতনের দ্বিগুণের কম করা চলবে না এবং বেতনক্রমের বিস্তার ২০ বছরের অধিক করা চলবেনা।

(ছ) জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের ক্ষেত্রে গৃহভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, সন্তান সন্ততির শিক্ষার সুযোগ, পাহাড়াঞ্চলের ভাতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমতা আনতে হবে, এবং উক্ত সুযোগ সুবিধাগুলি সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে দিতে হবে।

(জ) বেতনক্রমের সংখ্যা কম করতে হবে এবং সর্বনিম্ন বেতনক্রম এবং সর্বোচ্চ বেতনক্রমের মধ্যে পার্থক্য হ্রাস করতে হবে।

(ঝ) গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বৃত্তিকুশলীপদের নামের ক্ষেত্রে যে নানাধরণের বৈষম্য এবং ত্রুটিপূর্ণ পদ-নাম আছে তার অবসান করে সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগারে একই ধরণের পদ-নাম প্রবর্তন করতে হবে।

(ঞ) বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পদের জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার যে সুপারিশ করা হচ্ছে তা নূতন নিয়োগের ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে হবে, কিন্তু বর্তমানে কর্মরত কর্মীদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম যোগ্যতা না থাকলেও তাদের অভিজ্ঞতার জন্য ন্যূনতম বেতনক্রমের সুযোগ দিতে হবে।

(ট) গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বৃত্তিকুশলী পদে নিয়োগে বয়সের সীমা রাখা চলবে না।

৭ গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন স্তরভিত্তিক জাতীয় বেতন কাঠামো

গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতন কাঠামো সুপারিশ-কালে দুটি প্রসঙ্গ মনে রাখতে হবে—(১) কর্মীদের কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী স্তর নির্দ্ধারণ ও গ্রন্থাগারগুলির কাজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গুরুত্ব নির্দ্ধারণ। এই দুই প্রসঙ্গ সামনে রেখে কর্মীদের নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ;

(ক) **গ্রন্থাগার পরিচালক**—মুখ্য গ্রন্থাগার পরিচালক, গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ-নামে নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী কর্মীরা হলেন গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন পরিচালক। বিভিন্ন ধরণের ও স্তরের গ্রন্থাগার ভেদে এঁদের কাজ, কাজের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। তাই কাজের গুরুত্ব, দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন বেতনক্রম সুপারিশ করতে হবে।

(খ) **বৃত্তিকুশলী সহকারী**—বিভিন্ন ধরণের ও স্তরের গ্রন্থাগারে এঁরা বৃত্তিগত কাজে নিযুক্ত আছেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে এদের পদ-নাম ও বিভিন্ন, যথা লাইব্রেরী এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, জুনিয়ার টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, সিনিয়র টেকনিক্যাল এ্যাসিস্ট্যাণ্ট, রেফারেন্স এ্যাসিস্ট্যাণ্ট

ক্যাটলগার ইত্যাদি। এইসব পদে কর্মরত কর্মীরা বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগারে মোটামুটি একই ধরণের কাজ করেন। হয়ত কাজের গুরুত্বের দিক থেকে বা পরিমাণের দিক থেকে কিছু পার্থক্য আছে। এই কারণে এই ধরণের কর্মীদের ক্ষেত্রে একই বেতনক্রম প্রবর্তন হওয়া উচিত। কিন্তু এদের পদ-নাম, ন্যূনতম যোগ্যতা, কাজের ক্ষেত্র সম্পর্কে যে বৈষম্য আছে তার অবসান প্রয়োজন।

(গ) **অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দক্ষ গ্রন্থাগার কর্মী**—বিভিন্ন ধরণের ও স্তরের গ্রন্থাগারে এদেরও কাজের বৈশিষ্ট্য মোটামুটি এক রকম। বিভিন্ন গ্রন্থাগারের এই পদে নিযুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন পদ-নাম আছে, যথা লটার, লাইব্রেরী লটার, লাইব্রেরী এ্যাটেণ্ডেন্ট ইত্যাদি। এদের ক্ষেত্রেও একই পদ-নাম, বেতনক্রমের সুপারিশ থাকা উচিত।

(ঘ) **গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অ-বৃত্তিকুশলী অথচ টেকনিক্যাল ও বিশেষজ্ঞ কর্মী**—এই শ্রেণীর কর্মীদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরণের স্তরের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন পদ-নাম এবং বিভিন্ন ধরণের বেতনক্রম রয়েছে। আধুনিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই শ্রেণী কর্মীর ভূমিকা ও বড় গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদিও বেতনক্রমের প্রশ্নে এরা চরম অবহেলিত। এই কর্মীদের ক্ষেত্রেও যথাযথ বেতনক্রম প্রবর্তন করতে হবে।

৭১ গ্রন্থাগার পরিচালক

স্তর	গ্রন্থাগারের নাম	পদের নাম	পদের দায়িত্ব	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন ও মর্যাদা
১	জাতীয় গ্রন্থাগার	ডাইরেক্টর বা মুখ্য গ্রন্থাগারিক	সার্বিকভাবে জাতীয় গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব।	মাষ্টার ডিগ্রী+গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী+১০ বছরের গ্রন্থাগার পরিচালনার অভিজ্ঞতা+ গবেষণামূলক কাজের স্বীকৃতি।	বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন ও মর্যাদা।
	ঐ	গ্রন্থাগারিক	ডাইরেক্টর বা মুখ্য গ্রন্থাগারিকের অধীনে একই কাজের দায়িত্ব	ঐ	বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন ও মর্যাদা
	জাতীয় গ্রন্থাগার ও সেন্ট্রাল রেফারেন্স লাইব্রেরী	জাতীয় গ্রন্থাগারের উপগ্রন্থাগারিক ও সে. রে. লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক	ঐ	ঐ	বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন ও মর্যাদা
	ঐ	সহ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-সম্পাদক	ঐ	ঐ+৭ বছরের অভিজ্ঞতা (১০ বছরের নহে)	রীডারের সমান মর্যাদা ও বেতন।
	ঐ	টেকনিক্যাল এসিষ্টেন্ট লাব এডিটর	ঐ	ঐ+৫ বছরের অভিজ্ঞতা	কলেজ শিক্ষকদের সমান বেতন ও মর্যাদা।

স্তর	গ্রন্থাগারের নাম	পদের নাম	পদের দায়িত্ব	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন ও মর্যাদা
২	(ক) বিশ্ববিদ্যালয় ও সমস্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার,	গ্রন্থাগারিক	পরিচালনা	ঐ + ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা	অধ্যাপকের সমান মর্যাদা ও বেতন
		উপ-গ্রন্থাগারিক	ঐ	ঐ + ৭ বছরের অভিজ্ঞতা	রীডারের সমান বেতন ও মর্যাদা
	(খ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	সহ-গ্রন্থাগারিক	ঐ	ঐ + ৪ বছরের অভিজ্ঞতা	কলেজ শিক্ষকের সমান বেতন ও মর্যাদা
	(গ) এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য বৃহৎ গবেষণা মূলক গ্রন্থাগার (১২১, ১২২ এবং ১৩ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত)				
৩	(ক) কলেজ গ্রন্থাগার (খ) পলিটেকনিক গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারিক	পরিচালনা	মাষ্টার ডিগ্রী + গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী	কলেজ শিক্ষকের সমান বেতন ও মর্যাদা + অতিরিক্ত ১০০ টাকা
	(গ) জেলা গ্রন্থাগার (ঘ) উক্ত গ্রন্থাগার সমূহের সমতুল বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও বিশেষজ্ঞ গ্রন্থাগারিক	সহ-গ্রন্থাগার	ঐ	ঐ	কলেজ শিক্ষকের সমান মর্যাদা ও বেতন
৪	(ঙ) সহর গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার বিদ্যালয় গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারিক	পরিচালনা	স্নাতক + গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী	বিদ্যালয় শিক্ষকের সমান বেতন ও মর্যাদা এম এ বা অনার্স হইলে অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট বা, অনার্স / এম এ শিক্ষকের সমান মর্যাদা ও বেতন
	ঐ	সহ-গ্রন্থাগারিক	ঐ	ঐ	ঐ

স্তর	গ্রন্থাগারের নাম	পদের নাম	পদের দায়িত্ব	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন ও মর্যাদা
৪	(ক) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (খ) ব্লক গ্রন্থাগার (গ) গ্রামীন গ্রন্থাগার (ঘ) কমিউনিটি সেন্টার গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারিক	পরিচালনা	স্কুল ফাইনাল পাশ +গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অন্যূন ছ' মাস শিক্ষণের সার্টিফিকেট	প্রাথমিক শিক্ষকের সমান বেতন ও মর্যাদা+২৫ টাকা অতিরিক্ত

৭২ বৃত্তি কুশলী সহকারী (প্রফেশনাল এ্যাসিষ্টেন্ট)

পদ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কাজের দায়িত্ব	বেতনক্রম
প্রফেশনাল এ্যা-১	স্নাতক+গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী	গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজ যথা গ্রন্থনির্বাচন, বর্গীকরণ, সূচীকরণ, রেফারেন্স ; সার্কুলেশন ডকুমেন্টেশন কাজ ইত্যাদি	৬৫০-১২০০ টাকা
	স্নাতক+গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছ' মাসের প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট	বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজে প্রফেশনাল এ্যাসিষ্টেন্টদের সহায়তা করা	৫৫০-৯০০ টাকা

৭৩ গ্রন্থাগারের কাজে অতিরিক্ত দক্ষ বাহিনী

প্রফেশনাল এ্যাটেণ্ডান্ট ১	স্কুল ফাইনাল পাশ + গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ছ'মাস প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট	গ্রন্থাগারের পুস্তক সাজানো, খুঁজে দেওয়া ইত্যাদি	৩৮০-৬৪০
প্রফেশনাল ২	স্কুল ফাইনাল স্তর পর্যন্ত পড়া	ঐ	৩২০-৫৬০

[প্রবন্ধটির রচনায় দায়িত্বে ছিলেন প্রবীর রায় চৌধুরী, সহযোগিতা করেছেন : সত্যব্রত সেন, সুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুষার কান্তি সাহানা, রামকৃষ্ণ সাহা।

প্রবন্ধটি গ্রন্থাগারে কর্মরত সমস্ত শ্রেণীর কর্মীদের নিকট বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হল।, এ সম্পর্কে মতামত বা সংশোধনী যদি কেউ পাঠাতে ইচ্ছুক হন তবে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিষদ ভবনে পাঠাতে হবে।]

—সম্পাদক

পঞ্চদশ ভারতীয় মানক সম্মেলন, কোয়াম্বাটোর : (২)
পুস্তক প্রকাশনের মান
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

পূর্ববর্তী প্রবন্ধে কোয়াম্বাটোরে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ মানক সম্মেলন যে গ্রন্থাগারিকদের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল সে কথার উল্লেখ করা হয়েছিল। কারণ, এই সম্মেলনের একটি টেকনিক্যাল অধিবেশনে 'পুস্তক প্রকাশনের মান' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। বর্তমান নিবন্ধে ঐ অধিবেশনের একটি বিবরণ দেওয়া হল।

১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭৩ সকালে পি এস জি আর্টস কলেজের সুপ্রশস্ত লাইব্রেরী হলে পুস্তক প্রকাশনের মান সংক্রান্ত টেকনিক্যাল অধিবেশন (S—3) বসে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন 'মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ'—এর ডিরেক্টর ডঃ ম্যালকম এস. আদিসেষিয়া। সেক্রেটারীর কাজ করেন ISI-এর চীফ এডিটর এবং ডিরেক্টর (পাবলিকেশন্স) শ্রী রাম ডি তানেজা। ISI-এর ডিরেক্টর—জেনারেল শ্রী এস কে সেনও এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

পুস্তক প্রকাশনের মান সংক্রান্ত এই টেকনিক্যাল অধিবেশনের আলোচনার লক্ষ্য ছিল পুস্তক প্রকাশন শিল্পের বিভিন্ন দিক এবং সমস্যাবলী উপস্থিত করে প্রকাশন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে জাতীয় মান স্থাপন করা। প্রকৃতপক্ষে এই অধিবেশনে আলোচনার জন্য যে সকল প্রবন্ধ উপস্থিত করা হয় তা আলোচনা করে এই অধিবেশন মত প্রকাশ করেছেন যে পুস্তকের লে-আউট, টাইপোগ্রাফী, ইলাস্ট্রেশন, বাইন্ডিং, ইংরেজির ইত্যাদি বিষয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী সম্ভব। এইসব বিষয়ে ষ্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী হলে প্রকাশনের সঙ্গে জড়িত সকলের দৈনন্দিন কাজ যেমন সহজ হয়ে উঠবে তেমনি একদিকে পুস্তকের গুণ, প্রকাশন ও প্রকাশনের মানের উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং অন্যদিকে প্রকাশনের ব্যয়ও কমবে।

অধিবেশনের উদ্বোধন করে ডঃ ম্যালকম এস, আদিসেষিয়া বলেন, আমাদের দেশে প্রকাশন শিল্পে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের কোন ব্যবহারিক শিক্ষা নাই। কিন্তু এরূপ শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। মুদ্রণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং উপকরণেরও যথা, কী-বোর্ড, পাঞ্চ মেসিন, প্রসেস এনগ্রেভার ইত্যাদির ষ্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করা প্রয়োজন। আমাদের পরনির্ভরতা ঘোচাতে হলে দেশেই এগুলির উৎপাদন শুরু করতে হবে এবং উন্নত মানের যন্ত্রপাতি দেশে তৈরী হলে বিদেশ থেকে এগুলি আমদানি করার আর প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া বইয়ের আকার এবং বাঁধাই-এর ক্ষেত্রে ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপিত হলে প্যাক করা, গুদামজাত করা এবং শো-রুমে ডিসপ্লেয় (প্রদর্শনী) পক্ষে তা সুবিধাজনক হবে।

এই অধিবেশনে আলোচনার জন্য সর্বমোট ৪১টি প্রবন্ধ পাওয়া যায়। (১) এই প্রবন্ধ বা পেপারগুলিকে সাতটি গ্রুপে ভাগ করে প্রত্যেক গ্রুপের একজন করে লিডার ঠিক করা হয়েছিল। এই গ্রুপ লিডাররা তাঁদের গ্রুপের প্রবন্ধগুলি উপস্থিত করেন এবং তারপর প্রতিনিধিরা সেগুলির ওপর আলোচনা করেন। ঐ সাতটি গ্রুপ ছিল নিম্নরূপ :

[১] পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতীকরণ (manuscript preparation) লীডার : শ্রীস্যামুয়েল ইসরায়েল [ডিরেক্টর, ভাসনাল বুক ট্রাষ্ট, নয়াদিল্লী]

[২] সূচী ও সারসংক্ষেপ (indexing and abstracting) লীডার : শ্রী এম.এ. গোপীনাথ (লেকচারার, ডকুমেন্টেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং সেন্টার, ব্যাঙ্গালোর)।

[৩] মুদ্রণ, চিত্রণ ও বইয়ের আকার (typography, graphics and format) লীডার : শ্রী ডি. এস. ডোজেরকেরী (প্রোডাকশন ম্যানেজার, ইণ্ডিয়া ট্যুরিজম ডেভেলপমেণ্ট করপোরেশন, নয়াদিল্লী)।

[৪] বই বাঁধাই (book binding) লীডার : শ্রী ভি. ও. ওস্মান (ডেপুটি ডিরেক্টর (নর্মস), চীফ কণ্ট্রোলার অব প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড ষ্টেশনারী, নয়াদিল্লী)।

[৫] মান নির্দ্ধারণের সমস্যাবলী (standardization problems) লীডার : শ্রী এন. চক্রবর্তী (হেড, পাবলিকেশন ইউনিট, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেইনিং, নয়াদিল্লী)।

[৬] পুস্তকের উন্নয়নকল্পে শিক্ষণ ব্যবস্থা (training in book development) লীডার : শ্রী ডি. রাঘবন (লেকচারার বলেজ অব ভোকেশনাল স্টাডিজ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)।

[৭] সাধারণ - এই বিষয়ে একটি মাত্র পেপার ছিল ডঃ পি. এস. রাও-এর। সুতরাং কোন গ্রুপ লীডার করা হয় নি। প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল একটি সরকারী ডিপার্টমেণ্টাল প্রেস স্থাপন সম্পর্কে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই টেকনিক্যাল অধিবেশনে গ্রন্থাগারিক, ইনফরমেশন সায়েন্টিস্ট এবং ডকুমেণ্টালিস্টরা ছাড়াও পুস্তক প্রকাশনের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য শ্রেণীর লোক যথা লেখক, মুদ্রক, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা, এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত লোকেরাও যোগ দিয়েছিলেন।

উপরে বর্ণিত টেকনিক্যাল পেপারগুলির শ্রেণী বিন্যস্তভাবে উপস্থাপনের পরিকল্পনা পেশ করে সেক্রেটারী শ্রী রাম ডি তানেজা বলেন, আলোচনার জন্য সর্বাধিক সময় যাতে পাওয়া যায় সেজন্য প্রত্যেক গ্রুপ লীডার প্রবন্ধে তার গ্রুপের পেপারগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবেন এবং তার ওপর আলোচনা হবে। আলোচনার সমাপ্তি করবেন চেয়ারম্যান আলোচনার সারাংশ এবং ঐ বিষয়ে তার নিজের বক্তব্য পেশ করে। এখন যে-ভাবে প্রত্যেক গ্রুপ লীডার তাদের পেপারগুলি উপস্থিত করেন এবং তার ওপর আলোচনা এবং চেয়ারম্যানের মন্তব্য নীচে দেওয়া হল।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিকরণ

শ্রী সামুয়েল তাঁর গ্রুপের ১৩টি প্রবন্ধের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করেন। শ্রী মদন গোপালের প্রবন্ধে লেখক-সম্পাদক-প্রকাশকের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং অপর ১২টি প্রবন্ধে মোটামুটিভাবে ষ্টাইল ম্যানুয়াল অর্থাৎ কীভাবে প্রেস কপি প্রস্তুত করা হবে এই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ডঃ জে. ডি. এস. আর অজনেয়লু এবং শ্রী জি এস. শর্মা (ডিরেক্টর সায়েন্টিফিক ইনফরমেশন এ্যাণ্ড ডকুমেণ্টেশন সেণ্টার, দিল্লী) Editor's key role and book production প্রবন্ধে বলেছেন, ষ্টাইল ম্যানুয়াল অনুযায়ী কপি এডিটিং-এর কাজ সম্পাদকীয় কাজ নয়, এটা হল প্রকাশনের অন্তর্ভুক্ত কাজ।

শ্রী দিলীপ সেনগুপ্ত (Copy editing and design of books) শ্রী হরকিষাণ সিং (Standards in copy writing) এবং শ্রী প্রদ্যুম্ন কে. দীক্ষিত (Production of manuscripts) তাঁদের প্রবন্ধে হাফ-টাইটেল থেকে ইনডেক্স পর্যন্ত প্রেস কপি তৈরী করতে যে সকল অংশ পড়ে তার তালিকা করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। অন্যান্য প্রবন্ধেও এসবের উল্লেখ রয়েছে।

শ্রী এন. আর. সুব্রাহ্মনিয়াম (The reverse of the title page) প্রবন্ধে টাইটেল পেজ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং টাইটেল পেজ-এর জন্য একটা মান নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন।

শ্রী জে. জি. কৃষ্ণায়া (Micro-form storage and retrieval its implications for book production

standards) প্রবন্ধে টাইটেল পেজের বিপরীত দিক (verso) নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই পাতার বিবরণগুলি নির্দিষ্ট রূপের এবং পূর্ণাঙ্গ হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে মন্তব্য করেন। এজন্য রবপিউটর বা অনুরূপ যন্ত্রের সাহায্যে একটি পুল তৈরী করা যেতে পারে; এইরূপ পুল বিষয় তালিকা, সূচী এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত করার বেলায়ও করা সম্ভব।

শ্রী ডি. রাঘবনের (The need for style manuals in Indian languages) প্রবন্ধে ভারতীয় ভাষায় প্রকাশনগুলির জন্য স্টাইল ম্যানুয়াল প্রস্তুতের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। প্রতিটি ভারতীয় ভাষার প্রকাশন রীতি সম্পর্কে পূর্ণ তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা প্রণয়নের জন্য তিনি একটি বিস্তারিত খসড়াও পেশ করেন।

শ্রী এস. শ্রীনিবাসন, শ্রী এস. দি সিন্‌হা এবং শ্রী জি. পি. পর্শ (citations in books) প্রবন্ধে একাধিক লেখকের যুক্তভাবে লেখা এবং একাধিক ভাষায় প্রকাশিত বই সম্পর্কে আলোচনা করে দেখান যে এইসব পুস্তকের উল্লেখের (citations) বেলায় কোন নির্দিষ্ট রূপ প্রায়ই দেখা যায় না। তাঁরা এইরূপ উদ্ধৃতির একটা নির্দিষ্ট রূপ থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

অধ্যাপক পি. এন. মালহান (Style manual : a key to quality printing) প্রবন্ধে স্টাইল বা প্রকাশরীতির নির্দিষ্ট রূপ সম্পর্কে জোর দেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, প্রকাশভঙ্গিকে বিসর্জন দেওয়া যায় না।

অধ্যাপক এ. নীলমেঘন (Guiding principles for presentation of ideas in technical writing—a system approah) প্রবন্ধে বলেন, কেবলমাত্র পরিভাষা, স্টাইল, এবং গ্রন্থপঞ্জীগত উল্লেখের ক্ষেত্রেই স্ট্যাণ্ডার্ড প্রস্তুত করা সম্ভব। আর সব ক্ষেত্রে, এমন কি ইনডেক্সিং-এর বেলায়ও কতকগুলি নির্দেশক সূত্র (guiding principles) হলেই কাজ চলবে।

ডঃ জে ডি এস আর অজনেয়লু ও শ্রীজি এস শর্মা তাঁদের পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সম্পাদকের কাজের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লেখকের লেখার অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি সম্পাদক দূর করেন। এখানে সম্পাদক একজন বিশেষজ্ঞরূপে বিবেচিত হন। সম্পাদকের কাজ সহজ হয়ে যায় যদি শিক্ষার সর্বস্তরে বলা, বিজ্ঞান বা কারিগরী শিক্ষার বলার বা লেখার মাধ্যমে প্রকাশ সম্পর্কে বিশেষ ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। মূল বক্তব্য ঠিক রেখে কী করে লেখার উৎকর্ষ সাধন করা যায় সে সম্পর্কে তাঁরা আলোচনা করেন।

শ্রীএম ভি আর রাও, (Scientific and technical reports—need for standardization) প্রবন্ধে টেকনিক্যাল রিপোর্ট, তাদের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য এবং একটি নির্দিষ্ট রীতি অনুযায়ী এগুলি লেখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি একটি সুলিখিত রিপোর্টের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করে বলেন, রিপোর্ট হবে যথাযথ, প্রাঞ্জল এবং সংক্ষিপ্ত এর ভাষা হবে একই সঙ্গে সাহিত্যগুণসম্পন্ন এবং যান্ত্রিক। তিনি ডঃ রঙ্গনাথনের আদর্শে টেকনিক্যাল রিপোর্ট তৈরীর পদ্ধতি সম্পর্কে একটি খসড়াও প্রস্তুত করে দেখিয়েছেন।

অধ্যাপক নীলমেঘনের পূর্বোক্ত প্রবন্ধের বক্তব্য কিন্তু শ্রীরাও-এর বক্তব্য থেকে ভিন্ন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে প্রকৃতপক্ষে উদ্ঘাটনের মান (standards of exposition) সম্পর্কে বলেছেন। যেহে উদ্ঘাটনের চারটি স্তরের কথা বলা হয়েছে। (১) মৌলিক উদ্ঘাটন—(Seminal exposition) যার উৎপত্তি প্রজ্ঞা থেকে; এগুলি সহজ বোধ্য নয় এবং অসংখ্য ব্যাখ্যা হতে পারে (২) গবেষণা লব্ধ উদ্ঘাটন (Research exposition) মৌলিক উদ্ঘাটনগুলি অধ্যয়নের ফলে এর উদ্ভব হয় (৩) অবিশেষজ্ঞ উদ্ঘাটন (Non-specialist exposition) (৪) প্রাথমিক উদ্ঘাটন (elementary exposition) এবং (৫) অন্তর্বিষয় উদ্ঘাটন (inter-disciplinary exposition)। যেহের চারটি স্তরের সঙ্গে তিনি পঞ্চম স্তরটি যোগ করেছেন।

অধ্যাপক নীলমেঘনের মতে টেকনিক্যাল লেখার ব্যাপারে যদি কোন লেখক এই স্তরগুলির কথা বিশেষ

ভাবে মনে রাখেন তবে তাঁর লেখা অধিকতর সংগঠিত এবং কার্যকরী হতে বাধ্য।

এইরূপে সংক্ষেপে তাঁর গ্রুপের সব প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থিত করে উপসংহারে শ্রীইস্রায়েল বলেন, উপস্থাপিত প্রবন্ধগুলির লেখকেরা চেষ্টা করলে একটি ঐকমতে আসতে পারেন এবং তাহলে সহজেভাবে একটি স্টাইল ম্যানুয়ালের খসড়া প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। এর ফলে ভারতের প্রকাশকগণ প্রভূতভাবে উপকৃত হবেন এবং এর থেকে একটি জাতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করাও সম্ভব হবে।

অতঃপর এই গ্রুপের প্রবন্ধগুলির ওপর আলোচনা শুরু হয়।

শ্রীপ্রদ্যুম্ন কে দীক্ষিত (সেন্ট্রাল হিন্দী ডাইরেক্টরেট, নয়াদিল্লী) বলেন, এই সম্মেলনের একটি উদ্দেশ্য হল আলোচ্য বিষয়গুলির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানলাভ করা। অধিবেশন কালে আলোচ্য বিষয়ের কোন কোন ক্ষেত্রে স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করা সম্ভব তা স্থির করা প্রয়োজন।

অধ্যাপক পি এন মালহান (ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যাস কমিউনিকেশন, নয়াদিল্লী) বলেন, প্রবন্ধগুলিতে পাঠকদের স্বার্থের প্রতি যথোচিত নজর দেওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এ সম্পর্কে গভীরভাবে অনুসন্ধানের প্রয়োজন রয়েছে।

শ্রীদি ভি সুব্বারাও (ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউট, কলিকাতা) বলেন, প্রবন্ধের শেষে গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয় লেখক প্রবন্ধটি লিখতে যেসব বইয়ের সাহায্য নিয়েছেন তা জানাবার জন্য। ব্যাখ্যা সম্বলিত নোট ফুট নোট, রেফারেন্স ইত্যাদির জন্য কোন সহায়ক নির্দেশিকা নাই। তিনি এসব বিষয়ে কোন সহায়ক নির্দেশিকা তৈরী করা যায় কিনা ভেবে দেখতে বলেন।

শ্রীডি রাঘবন (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন, ভারতীয় গ্রন্থাগার সংস্থার কর্তব্য পুস্তক প্রকাশন সংক্রান্ত স্ট্যাণ্ডার্ডগুলিকে জনপ্রিয় করা। ভারতীয় ভাষাগুলির জন্য স্টাইল ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা অবশ্য কর্তব্য হবে।

ডঃ ভি শ্রীনিবাসন (এম. আর. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ জয়পুর) বলেন, নামকরণে স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপন করা সম্পর্কে আই. এস. আই-এর ভাবা উচিত। প্রত্যেক পাণ্ডুলিপিতে কতকগুলি কী-ওয়ার্ড (keywords) থাকবে যাতে কমপিউটারের সাহায্যে এগুলি সঞ্চয় করে রাখা যায়।

শ্রী এম. ভেঙ্কটরমন (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব অ্যাপ্লায়েড ইকনমিক রিসার্চ, নয়াদিল্লী) বলেন, একজন সাংবাদিককে দিয়ে পুস্তক প্রকাশনের কাজ করান উচিত। তিনি প্রশ্ন করেন, সম্পাদকদের বিজ্ঞানী না সাংবাদিক হওয়া প্রয়োজন?

শ্রী ভি. এম. ভুচার (ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী, নয়াদিল্লী) 'ফুটনোট পৃথকভাবে সন্নিবিষ্ট করা উচিত'— শ্রী দি. ভি. সুব্বারাও-এর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, রেফারেন্স সন্নিবেশের বর্তমান পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকরী। কোন প্রবন্ধের গ্রন্থপঞ্জীতে বর্ষ সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে দেওয়া উচিত, যাতে এ দুটির মধ্যে গোলমালের কোন আশঙ্কা না থাকে।

শ্রী এন. কে. গোয়েল (ইন্সটিটিউট অব ইকনমিক গ্রোথ, নয়াদিল্লী) বলেন, আই. এস. আই-এর ইণ্ডেক্সিং প্রকল্পের জন্য সহায়ক নির্দেশিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পাঠ্য পুস্তকের গ্রন্থপঞ্জীর রূপ হবে ভিন্ন।

শ্রী এস. কে. নিয়োগী (অ্যাসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স, কলকাতা) বলেন, প্রোজেক্ট রিপোর্ট এবং বিভিন্ন ব্যাপের ইণ্ডেক্স তৈরী করতে তারা বর্তমানে যথেষ্ট অসুবিধা বোধ করেন। তিনি আই. এস. আইকে এই ব্যাপারে সহায়ক নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে অনুরোধ করেন।

অধিবেশনের চেয়ারম্যান ডঃ আদিসেষিয়া সকলের বক্তব্য শুনে মন্তব্য করেন, আই. এস. আই-এর প্রকাশক পাঠক-লেখক-সম্পর্ক সম্পর্কে কতকগুলি নিয়মাবলী প্রয়োগ করা উচিত, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার প্রকাশনের জন্য স্টাইল ম্যানুয়াল এবং বইয়ের টাইটেল পেজের অপর পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট তথ্যের জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড হওয়া উচিত।

তিনি মনে করেন চাক্ষুষ প্রচারের ক্ষেত্রে আরও কাজ করবার রয়েছে।

সূচী ও সার সংক্ষেপ

শ্রী গোপীনাথ তাঁর গ্রুপের ছয়টি প্রবন্ধের বক্তব্য উপস্থিত করে বলেন, সূচী ও সারসংক্ষেপ প্রণয়নের কাজ বর্তমানে খুব গুরুত্ব লাভ করেছে। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যার ক্ষেত্রে বিপুল তথ্য প্রতিদিন প্রকাশিত হয়ে চলার তথ্য বিস্ফোরণ ঘটেছে। লিপিবদ্ধ তথ্যের সংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে, যে পদার্থ বিদ্যার 'লেসারের' মত একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের ওপর প্রকাশিত সকল তথ্য সম্পর্কে খোঁজ রাখা কোন একজন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রী ধনপত রাই (Documentation production : producer-cum-user cognitive approach) প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে কোন এক বিশেষ মুহূর্তে একজন লোকের যে তথ্যের প্রয়োজন হয় তা একটি অতি ক্ষুদ্র ভাব যাকে 'মাইক্রো-থীম' বলা যেতে পারে। এগুলি একটা মোটা বইয়ের ভেতর অথবা পত্র-পত্রিকার হয়তো কোন একটি বিশেষ অধ্যায় বা প্যারার অথবা কোন একটি ছত্রে লুকিয়ে থাকতে পারে এবং এই অতি ক্ষুদ্র ভাবটি খুঁজে বার করবার জন্য নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

আলোচ্য গ্রুপের চারটি প্রবন্ধে ডকুমেন্টের ইণ্ডেক্সিং সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে যে প্রত্যেক বই, পত্রিকা অথবা রিপোর্টের সূচীর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

শ্রী এম. কে. সোয়েলের মতে (Index preparation : need for standard guidelines) যাতে বইয়ের শেষে একটি ভাল নির্ঘণ্ট দেওয়া হয় সেটা প্রকাশকদেরই দেখা উচিত কিন্তু শ্রী পি. বি. রায়ের মতে ইউ. এন, ইউনেস্কো এবং ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত অনেক বইতেও ইণ্ডেক্স থাকে না। তিনি বলেন এটা যে শুধু অর্থের অভাবের জন্যই ঘটে থাকে তা নয়।

ইণ্ডেক্সের গুরুত্ব সম্পর্কে জোর দিয়ে শ্রী গোয়েল, শ্রী রায় এবং শ্রী গোপীনাথ তাঁদের প্রবন্ধে বলেন, ইণ্ডেক্স সময় এবং পরিশ্রম বাঁচায় এবং এর দ্বারা ডকুমেন্টের সমগ্র অংশের উপযোগ সম্ভব হয়।

এই চারজন প্রবন্ধ লেখকই ভালো নির্ঘণ্ট কিরূপ হওয়া উচিত তার খসড়া দিয়ে বলেন, ইণ্ডেক্সিং-এর জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড স্থির করা অবশ্য প্রয়োজন।

শ্রী ধনপত রাই ডকুমেন্টের অন্তর্গত মূল অংশ (text) কেও সংশোধিত করার ওপর জোর দেন। ডকুমেন্ট থেকে কার্যকরী ভাবে তথ্য নিতে হলে প্রকাশকের ভাষার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন অথবা এই শব্দাবলীর 'থেসারাস' তৈরী করা দরকার। তাছাড়া তিনি প্রত্যেক বিষয়ের ওপর সতর্কভাবে চয়িত নিয়ন্ত্রিত শব্দাবলী ব্যবহারের প্রস্তাব করেন। এতে একদিকে ডকুমেন্টে বর্ণিত বিষয় এবং নির্ঘণ্টের যেমন উন্নতি হবে অন্যদিকে পরিভাষার মান নির্দ্ধারিত হয়ে প্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি পাবে।

বিশেষ বিষয় যতোই বিশেষত্ব হয়ে থাকে প্রকাশকের ততই সেই পরিমাণ শব্দাবলী ব্যবহার করতে হয়। তিনি সূক্ষ্ম ভাবনা বিষয়ের শব্দাবলী এবং ইণ্ডেক্স ও সূচীপত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর ওপর সম্পাদকীয় নিয়ন্ত্রণ রাখার পক্ষপাতী।

শ্রী রায় (Index : need for provision in standard) বইয়ের মূল অংশের অধ্যায়গুলি প্যারাগ্রাফ এবং তার উপবিভাগগুলিকে দশমিক ভগ্নাংশ চিহ্ন দ্বারা নম্বর দেওয়ার কথা বলেন। তাতে ইণ্ডেক্স তৈরীর পক্ষে সুবিধা হবে; এমন কি বই ছাপার আগেই এটা করা সম্ভব হবে। তাহলে প্রকাশকরা তখন আর ইণ্ডেক্স তৈরী করতে সময় লাগবে বলে ইণ্ডেক্স বাদ দিয়েই বই ছেপে দেবে না। তাছাড়া যদি পৃষ্ঠা সংখ্যার কোন অদলবদল করতে হয় তাতে ইণ্ডেক্স নম্বরে কোন বেশীরকম অদল-বদল করতে হবে না।

শ্রী গোপীনাথ (Guiding principles for choice of index terms for subject index of a book : facet-analysis approch) ইণ্ডেক্সে ব্যবহৃত শব্দাবলী চয়নে

ডঃ রঙ্গনাথনের ফ্যাসেট অ্যানালিসিস পদ্ধতির প্রয়োগের কথা বলেন। এই পদ্ধতির সাহায্যে একটি বইয়ের বিষয় — নির্ঘণ্ট তৈরী কীভাবে করতে হবে তার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ফ্যাসেট-অ্যানালিসিস, চেইন-ইণ্ডেক্সিং এবং DRTC-তে কমপিউটার সফট্‌ওয়্যার সিস্টেম-এ তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতি ব্যবহৃত হলে সূচী প্রস্তুতের ব্যাপারে দ্রুত উন্নতি হবে।

শ্রী গোয়েলের বক্তব্য হল সূচী প্রস্তুত করবে বৃত্তি-কুশলী সূচী প্রস্তুত কারকগণ, লেখকরা নন।

শ্রী পি. বি রায় যাতে প্রত্যেক ডকুমেন্টে ইণ্ডেক্স বা সূচী প্রস্তুত করার ব্যবস্থা রাখা হয় সেজন্য প্রস্তাব করেছেন।

(১) ইণ্ডেক্স ডকুমেন্টের অত্যাবশ্যক অংশ বলে গণ্য করা উচিত (২) বিভিন্ন প্রকার ইণ্ডেক্স তৈরীর জন্য সহায়ক নির্দেশিকা থাকা প্রয়োজন (৩) ইণ্ডেক্সগুলি যাতে নির্দিষ্ট স্থানের হয় তা দেখা (৪) কোন ডকুমেন্ট ইণ্ডেক্স ছাড়াই প্রকাশিত হলে বৃত্তিগতভাবে এবং জনমত সৃষ্টি করে তার প্রবল প্রতিবাদ জানাতে হবে। (৫) বিভিন্ন প্রকার ইণ্ডেক্স তৈরীর জন্য বিধিবদ্ধ অধ্যয়ন ও গবেষণায় উৎসাহ দিতে হবে।

শ্রী গোয়েল ও শ্রী গোপীনাথ তাঁদের প্রবন্ধে ISI, পুস্তক প্রকাশনের সঙ্গে জড়িত এবং পুস্তক ব্যবহারকারী-দের নিয়ে একটি গ্রুপ করে তাঁদের ওপর ইণ্ডেক্সিং-এর জন্য সহায়ক নির্দেশিকা তৈরী করার ভার দিতে বলেন।

কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের একজন সহঃ সম্পাদক শ্রী সি, এন, ভেঙ্কটাচারী মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকার ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭০ তারিখের এক চিঠিতে সেমন-এর কাছে সূচী প্রস্তুত কারকদের সমিতি গঠন করার যে আহ্বান জানান তা এখানে উল্লেখ করা হয়।

শ্রী এস. এ. গোপীনাথ ও শ্রী এস. সীতারাম (Guidelines for preparing an abstract of a document) প্রবন্ধে ISO এবং ISI সারসংক্ষেপের প্রস্তুতের জন্য যে স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপন করেছেন তার প্রশংসা করেন। তবে IS : 795-1956 canons for making abstracts-কে আরও ব্যাপক করার জন্য তাঁরা এটির সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করা উচিত বলে মনে করেন।

শ্রী সি. ভি সুব্বারাও (Compilation of reference works : Indian packing directory). প্রবন্ধে ISI-কে বিভিন্ন শিল্পসংস্থার জাতদ্রব্যের ডাইরেক্টরী প্রণয়নের জন্য সহায়ক নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে বলেন। তাঁর প্রবন্ধের এর একটি খসড়া দেওয়া হয়েছে।

আলোচনা

ডঃ ভি. শ্রীনিবাসন (এস. আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জয়পুর) প্রস্তাব করেন, সারসংক্ষেপ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়া উচিত। ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ্যবইয়ে সূচীর অভাবের উল্লেখ করে তিনি বলেন ISI-এর উচিত সূচী প্রস্তুতের নিয়মাবলী প্রস্তুত করা।

শ্রীলাল সি বর্ধন (ISI-এর ভূতপূর্ব ডিরেক্টর জেনা-রেল) বলেন, সূচী প্রস্তুতের মূলনীতি, হবে ব্যাপক এবং লেখকরা যাতে সূচী প্রস্তুত করতে পারেন তার জন্য সহায়ক নির্দেশিকা দিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। এজন্য ISI-এর একটি শিক্ষণ কর্মসূচী প্রবর্তন করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

শ্রীগোয়েল দু'রকম সূচী প্রণয়নের উদাহরণ দেন এবং বলেন- সূচী প্রণয়নকারীর বিষয়গত শিক্ষা এবং ঝোঁক দুইই থাকা প্রয়োজন। লেখকদের সূচী প্রণয়নের ভার করা উচিত নয়।

চেয়ারম্যান এস সীতারাম এবং এস গোপীনাথের প্রবন্ধে সূচী প্রণয়নের জন্য যে সহায়ক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে তার প্রতি শ্রীগোয়েল এবং অন্যান্য প্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ডঃ জে. বি রাও (সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মাদ্রাজ) বলেন, বইয়ের অন্তর্গত বিষয়ের সূচীকরণে প্রায়ই কোন সমতা থাকে না। সারসংক্ষেপ বই প্রকাশের পূর্বেই প্রস্তুত করা উচিত তাতে অনেক সুবিধা হয়। তবে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সর্বজনগ্রাহ্য সহায়ক

নির্দেশিকা করে দেবে সে ভরসায় না থেকে এব্যাপারে একটা কিছু করা উচিত।

অধ্যাপক মালহান জানতে চান, সাংবাদিক না বিজ্ঞানী, কে সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করবে?

চেয়ারম্যান ডঃ আদিশেষিয়া জবাবে বলেন, এঁরা কেউই একে অপরের কাজ করতে পারেন না; কিন্তু সমস্যা অন্ততঃ থেকেই যায়।

শ্রী এস. সীতারাম (ডকুমেন্টেশন রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেইনিং সেন্টার, ব্যাঙ্গালোর)—বৃত্তিকুশলী সারসংক্ষেপ প্রণয়নকারীগণ একটি দল তৈরী করে ISI-কে সহায়ক নির্দেশিকা প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারেন।

ডঃ আদিশেষিয়া বলেন, রিপোর্টের বেলায় কোন সারসংক্ষেপের প্রয়োজন হয় না; কেন না, সাধারণতঃ এগুলির শেষে সুপারিশগুলি দিয়ে দেওয়া হয়।

সুপারিশসমূহ

সমস্ত আলোচনার একত্রীকরণ করে ডঃ আদিশেষিয়া বলেন, সূচী প্রস্তুতকারীদের একটি সমিতি স্থাপন করা উচিত এবং এই বিষয়ে শিক্ষণের প্রবর্তন করা প্রয়োজন। বর্ণানুক্রমিক সূচী প্রণয়নের সর্বাধুনিক পদ্ধতি প্রকৃতি অনুধাবন করে ISI-এর উচিত এর নিয়মাবলী সংশোধন করা; তিনি মনে করেন, শ্রীসীতারাম ও শ্রীগোয়েলের প্রবন্ধে সারসংক্ষেপের যে সহায়ক নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে তা বিবেচনা করে দেখতে একটি কমিটি গঠন করা উচিত।

মুদ্রণ, চিত্রণ ও বইয়ের আকার সম্পর্কে গ্রুপ

গ্রুপ লীডার শ্রী ভি. ইউ. ডোমেরকেরী বলেন, ভারত স্বাধীনতার পূর্বে বৃটেনে এবং অন্যান্য দেশে প্রকাশিত বিজ্ঞান ও কারিগরী বইয়ের জন্য নির্ভর করত। পরীক্ষার জন্য পাইড বুক অবশ্য কম দামে দেশেই পাওয়া যেত। স্বাধীনতার পরে ভাল পাঠ্যবই প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। শিক্ষামন্ত্রক এ বিষয়ে কতকগুলি পরিকল্পনা করেছেন কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকাশকদেরও এ ব্যাপারে কিছু করণীয় আছে।

শ্রীপদ্মনাভন (Textbook publishing in India with special reference to scientific and technical books) প্রবন্ধে বলেন, ISI ভারতে প্রকাশিত বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে বিবেচনা করা উচিত। ভারতীয় প্রকাশকদের ক্ষেত্রে বৃত্তিকুশলতার যে অভাব দেখা যায় তা শিক্ষণ সূচীর মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। শিক্ষণ কার্যক্রম ব্যক্তির উপর জোর দেন এ ব্যাপারে প্রতিটি প্রকাশক, বণিক সংঘ, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারী দপ্তর এবং ISI-এর ভূমিকার কথা বলেন।

শ্রী এস রামুর (ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, টাটা প্রেস, বোম্বাই) 'Book production—graphics and format'—প্রবন্ধে মত প্রকাশ করা হয়েছে যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্ষেত্রে স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপিত হলে প্রকাশনের তাতে উৎকর্ষ সাধনই হবে। এমন একটা ধারণা হয়েছে যে, এসব ক্ষেত্রে স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী হলে উদ্ভাবনীশক্তিহীন কতকগুলি প্রকাশনের সৃষ্টি হবে তা ঠিক নয়। তাঁর মতে, প্রত্যেক বইয়ের ডিজাইন হবে সুপরিকল্পিত; একটি বইয়ের পরিকল্পনা একটি গৃহনির্মাণের পরিকল্পনার মতই নমুনা অনুযায়ী নির্মিত হয়ে থাকে। একটি সুদৃঢ় গৃহ যেমন নির্দিষ্ট মানের ও নমুনা অনুযায়ী উপকরণে নির্মিত হয়, তেমনি একটি সুন্দর বইয়ের প্রকাশনেও যথোচিত মার্জিন টাইপ সাইজ এবং স্পেস ব্যবহার করতে হয়। এজন্য সমস্ত সৌন্দর্যজ্ঞান বিসর্জন দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। অপরপক্ষে স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপনের দ্বারা দিয়ে সৃজন মূলক এবং ব্যবহারিক দিক এই দুয়ের সমন্বয়ে প্রকাশনের উন্নতিই হবে। তিনি বইয়ের ডিজাইনের ভারতীয়করণের ওপর জোর দেন। ভারতে অতীতে তালপাতার ওপরে হাতে লেখা বই যে মূলনীতিতে লেখা হত গবেষণা করে তা বার করতে হবে এবং ভারতীয় পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য 'ডিজাইন' আধুনিক উপকরণের সাহায্যে ধরতো করা সম্ভব হবে। পুস্তকের ক্রমবিকাশ এবং বর্তমান প্রচার মাধ্যমের ওপর তার প্রভাব খুঁটিয়ে বিচার করতে হবে এবং তাতে হয়তো ভবিষ্যতের বই কেমন হবে তার নির্দেশ পাওয়া যাবে।

শ্রী বি পি নরবাল্ল উরস (ডিরেক্টরেট অব প্রিন্টিং ষ্টেশনারী অ্যাণ্ড পাবলিকেশন্স, গভর্ণমেণ্ট অব কর্ণাটক), 'Typography for children's books' প্রবন্ধে ছোটদের জন্য বই প্রকাশের ব্যাপারে মুদ্রণের যেসব সমস্যা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেন, বাল্যকাল এমনই একটা সময় যখন ভাল বই এবং শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ছোটদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। পাঠ্যপুস্তক উৎপাদনের জাতীয়করণ হবার পরে স্কুল পাঠ্য পুস্তকের বিষয় বস্তুর পরিবর্তন ঘটেছে কিন্তু বইয়ের বহিরঙ্গ অর্থাৎ বইয়ের আকৃতি এবং ছাপা সম্পর্কে বিশেষ অবহেলা দেখানো হচ্ছে। বইয়ের বহিরঙ্গের রূপ ছোটদের আকর্ষণ করতে পারে অথবা বইয়ের প্রতি বিরাগ সৃষ্টি করতে পারে। এজন্যই এই শ্রেণীর বইয়ের ডিজাইনের খুব গুরুত্ব রয়েছে। যে বই ছোটদের কাছে অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে তার টাইপবিন্যাস, মুদ্রণ, চিত্রণ ইত্যাদি তাদের রুচি অনুযায়ীই হওয়া উচিত, প্রকাশকদের রুচি অনুযায়ী নয়। শিশুদের বয়স অনুযায়ী তাদের বইয়ের টাইপের পয়েন্ট ব্যবহার করা প্রয়োজন এবং প্রতি লাইনে দশ থেকে বারোর বেশি শব্দ থাকা উচিত নয়।

শ্রীএম এন রাও (এম. শেষাচলম অ্যাণ্ড কোং, মাদ্রাজ) 'Problems in book publishing : scope of standardization' প্রবন্ধের বক্তব্য হল, এক এক বইয়ের ক্ষেত্রে এক এক রকম প্রকাশনের রীতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে এবং পুস্তক প্রকাশন শিল্প সৃজনমূলক ; সুতরাং এসব ক্ষেত্রে কখনো একরকম স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করা সম্ভব নয়। সম্পাদক, ডিজাইনার বা মুদ্রক প্রভৃতি প্রকাশন শিল্পের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের টাইপবিন্যাস, টাইপোগ্রাফী, ডিজাইন, প্রুফন ; এডিটেড করা এবং লিথিউলিং ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পুস্তক প্রকাশনে যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে সম্পাদকের কাজ। ডিজাইন করা এবং অন্যান্য যান্ত্রিক এবং ব্যবসায়িক বিষয়গুলির ধরতো স্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করা সম্ভব। বইয়ের আকারের স্ট্যাণ্ডার্ড হলে উৎপাদনের ব্যয়ও ধরতো কমবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে অন্যান্য ব্যবসায় থেকে পুস্তক প্রকাশনের ব্যবসায় সম্পূর্ণ আলাদা। প্রকাশন ব্যবসায়ের কোন ক্ষেত্রে স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপিত হলে অবশ্য উপযুক্ত সময়ে, স্থান দানে, যথাযোগ্য বই প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

শ্রীওয়াই আর ছাদ্দা এবং শ্রীআর এন, শর্মা (পাবলিকেশনস্ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন ডাইরেক্টরেট, সি এস আই আর, নয়াদিল্লী) 'Scientific and technical publications : some production bottlenecks' প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক বইপত্রের প্রকাশকদের অসুবিধার কথা বলেন।

পশ্চিমী দুনিয়ায় যখন প্রতি সেকেণ্ডে ৬০০০ অক্ষর সেট করা হচ্ছে তারতের মুদ্রণ শিল্প তখন সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু বিজ্ঞান সংক্রান্ত রচনাবলী যে হারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কম্পিউটারের সাহায্যে কম্পোজ করা ছাড়া এ অসুবিধা দূর করার কোন পথ নেই. তাঁরা অন্যান্য ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের যেরূপ ব্যবস্থা রয়েছে সেই ধাঁচে মুদ্রণ শিল্পেও আধুনিকীকরণের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষাদানের প্রবর্তন হওয়া উচিত বলেও তাঁরা মনে করেন। উচ্চতর বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষায় প্রকাশন শিল্পের কলা-কৌশলও শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপকরণ, বিশেষ করে কাগজ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করার কথাও তাঁরা বলেন।

শ্রীইন্দার এস এল ভাসিন (পাঞ্জাব ভাসনাল ব্যাঙ্ক, দিল্লী) 'Choice of typography' প্রবন্ধে বইয়ের 'লে-আউট' প্রস্তুতের সময় টাইপোগ্রাফীর জ্ঞান এবং টাইপের পয়েন্ট ব্যবহারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা উচিত বলে মত প্রকাশ করেন। ছাপার কাজের উৎকর্ষ সাধন এবং একে আকর্ষণীয় করার জন্য পছন্দমত কাগজ ও টাইপ ফেসের ব্যবহার, বইয়ের সাইজ ঠিক করা এবং চিত্রণের যথোপযুক্ত প্রয়োগ এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে সমতা রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। তাছাড়া ছাপার নানারকম 'কৌশল' যেমন কোন রকে না রেখে শুধুমাত্র বিভিন্ন

ফেসেস টাইপ ব্যবহার করে, স্যাজিনের সাহায্যে বা সাদা ফাঁক রেখে ছাপাকে আকর্ষণীয় করা যায়। মোট কথা, সুন্দর ও পরিপাটি ছাপার জন্য বইয়ের 'লে আউট' এবং 'ডিজাইন' নিখুঁত হওয়া প্রয়োজন।

শ্রীএন চক্রবর্তী (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যাণ্ড ট্রেনিং, নয়া দিল্লী) 'Development of type faces for Indian languages' প্রবন্ধে ভারতীয় ভাষাগুলিতে টাইপ ফেসের বৈচিত্র্যের অভাব সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অধিকাংশ ভারতীয় ভাষায় বুক-ওয়ার্কের জন্য কোন টাইপ ফ্যামিলিরই তিনটির অধিক টাইপ ফন্ট নেই। কাজেই ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশনে বৈচিত্র্য আনা যায় না। মুদ্রণে এই দৃষ্টির সীমাবদ্ধতার জন্য ভারতীয় ভাষায় মুদ্রণের ক্ষেত্রের এই দৈন্য দশা। তিনি প্রস্তাব করেন বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় পুরাতন লিপি থেকে সাহায্য নিয়ে তালপাতায় যে ভাবে লেখা হত সেইরূপ রীতির নতুন নতুন টাইপ ফেসের উদ্ভাবনে উদ্যোগী হতে হবে সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে। নতুন নতুন টাইপের নক্সা ঢালাইয়ের উপকরণের অতিরিক্ত খরচ পড়বে এজন্য সরকারের সাহায্য করাও প্রয়োজন।

উপরোক্ত পাঁচটি প্রবন্ধের সারসংক্ষেপ দিয়ে শ্রীডোজের কেরী বলেন, এই প্রবন্ধগুলি থেকে যে বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে তাতে দেখা যায় মুদ্রণ, চিত্রণ এবং বইয়ের আকৃতি হবে খরচ, ব্যবহারিক এবং সৌন্দর্যের দিক দিয়ে কার্যোপযোগী।

(ক) টাইপোগ্রাফী—কেতাদুরস্ত এবং চটকদার ছাপাই এর বদলে পরিষ্কার, ঝরঝরে ছাপাই আদর্শ স্থানীয়। ভারতীয় ভাষার ফটো-কম্পোজিশন ও টাইপোগ্রাফীর উন্নতি হওয়া উচিত এবং এজন্য বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় লিপির নক্সা উন্নয়নের সময়ে ভারতীয় ভাষার লিপ্যান্তরীকরণের কথাও চিন্তা করতে হবে যাতে সহজে এবং দ্রুত ভাব বিনিময় করা সম্ভব হয়। শ্রীমল্লরাজ উরস-এর প্রস্তাবমতো প্রতিটি লিপির জন্য জাতীয় স্তরে কমিটি করা উচিত।

(খ) গ্রাফিকস্—'গ্রাফিক' কথাটা এসেছে, গ্রীক শব্দ 'গ্রাফিকোস' থেকে যার অর্থ লিখিত বস্তু। এখন এর অর্থ, চিত্রণ, বা ইলাস্ট্রেশন অর্থাৎ লিথোগ্রাফ, উডকাট, প্রিন্ট, সিমল এমন কি ফোটোগ্রাফ পর্যন্ত এবং প্রকাশন এইসব গ্রাফিকের সবই কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব।

ফরম্যাট – অর্থাৎ বইয়ের সাইজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড হলে তাকে বই রাখার পক্ষে সুবিধে হয়। কিন্তু তা বলে সব বইয়ের সাইজ কি ষ্ট্যাণ্ডার্ড মাফিক করা সম্ভব? বইয়ের বহিরঙ্গ সজ্জা আকর্ষণীয় হওয়া প্রয়োজন। পরিশেষে বলা যায় টাইপোগ্রাফী, গ্রাফিকস এবং ফরম্যাট যেমন তেমনি এর খরচ, ব্যবহারিক দিক এবং পরিপাট্যের দিকও হবে প্রতিটি মুদ্রক এবং প্রকাশকের ব্যক্তিগত মেজাজ ও মূল্যবোধ অনুযায়ী। এবং ভাষাদর্শ, সংস্কৃতিগত শিক্ষাগত এবং ব্যবসায়িক সাফল্য ইত্যাদির গুরুত্বের ওপর নির্ভরশীল।

এই গ্রুপের আলোচনার উদ্বোধন করে ডঃ আদিশেষিয়া বলেন, এই ক্ষেত্রে ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রস্তুতের দিকগুলি খুবই সীমাবদ্ধ। তিনি প্রতিনিধিদের এই ব্যাপারে তাদের প্রস্তাব দিতে বলেন

শ্রীমদনগোপাল মন্তব্য করেন, শিল্পী, মুদ্রক, লেখক এবং আরও অনেকে যারা মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত তাঁদের অবদান ছাড়াও ভালো ডিজাইনের পুস্তক প্রকাশনের খরচের কথা চিন্তা করতে হবে। ছোটদের উপযোগী বইকে আকর্ষণীয় করতে হবে।

শ্রী ডি রাঘবন বলেন, সরকারী উদ্যোগের সঙ্গে বেসরকারী উদ্যোগের তুলনা করা চলেনা। সরকারী উদ্যোগে কোন মুনাফার প্রশ্ন ওঠেনা। আর বেসরকারী ক্ষেত্রে সরকার যদি অনুদানের ব্যবস্থা করেন তবে অনেক উন্নতি হওয়া সম্ভব।

শ্রী এস. কে ধাবা (সাউদার্ন লাম্বুবেজ বুক ট্রাস্ট, মাদ্রাজ) বলেন, সরকারী অনুদান বাতীত শিশুদের বইয়ের ডিজাইন প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

শ্রীরামুদেশ ইশ্রাবেল বলেন, ভালো ডিজাইনের বইয়ের প্রকাশ সম্পর্কে ISI-এর অনুসন্ধান করা উচিত এবং প্রতি লাইনে কত শব্দ থাকা উচিত, প্রতি পাতায় কত লাইন থাকা উচিত, দুই লাইনের মধ্যে কতটা স্পেস থাকা উচিত এবং কিরূপ টাইপের ডিজাইন, সারফেস, মার্জিন, কালির প্রকৃতি এবং রঙ হবে সে সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন।

ডঃ লাল দি বর্মন বলেন, বইয়ের স্পাইনে বইয়ের নাম এবং লেখকের নাম যেরূপ যাপছাড়া ভাবে দেওয়া হয় তাতে শেলফ থেকে বই খুঁজে বার করতে খুবই অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করতে একটি ছকে বাঁধা পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উপসংহারে ডঃ আদিমেথিয়া আলোচনার সার সংক্ষেপ দিয়ে বলেন, ভারতীয় ভাষাগুলিতে লিপান্তরীকরণ সম্পর্কে একটি কমিটি গঠন করা উচিত। মুদ্রণ শিল্পের ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে যাতে ভারতীয় ভাষায় নতুন নতুন টাইপ এবং নতুন কলাকৌশলের উদ্ভাবন হতে পারে।

গ্রন্থন বা বই বাঁধাই

এ পলীডার শ্রী ভি ও ওম্মান 'The finished book' এবং শ্রী এন দি চক্রবর্তীর (অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব বুক বাইণ্ডিং অ্যাণ্ড ডিজাইনিং) নয়াদিল্লী, Book binding technology এই দুটি প্রবন্ধ উপস্থিত করে বলেন, তাঁরা এখেনে ব্যবহৃত হয় গ্রন্থন বিষয়ের কতকগুলি পরিভাষা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন, যেমন, হেড বাইণ্ডিং, পেপার বাইণ্ডিং, স্পাইরাল বাইণ্ডিং ওয়্যারহাউস ষ্টাইল স্পাইরাল ওয়্যারিং, প্লাস্টিক বাইণ্ডিং, সুজনিক লেটারপ্রেস বাইণ্ডিং ইত্যাদি। কভারের বিভিন্ন উপকরণ নিয়েও আলোচনা হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে অধিকাংশ বাঁধাইয়ের কাজ হয় সস্তা স্পাইরাল ওয়্যারিং এবং প্লাস্টিক-এর সাহায্যে। ভালো বই বাঁধাই করতে গেলে এই পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার বই এবং অন্যান্য প্রকাশন, পত্রিকা, উপন্যাস ইত্যাদির জন্য কি বিকল্প বাঁধাইএর ব্যবস্থা করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা হয়।

বাঁধাই-এর জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে অবশ্য ইতিমধ্যেই দেশে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি তৈরী হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু এগুলির ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থিরীকরণ প্রয়োজন। বিশেষ করে সেলাই মেশিনের ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপিত হলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে। ছোট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ছাপা ও বাঁধাইয়ের ক্ষেত্রে চালাও উৎপাদনের সুযোগ কম, কেবল বড় কারখানাগুলির প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি রয়েছে। পুস্তক গ্রন্থন শিল্পের এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হবে।

এই দুজন প্রবন্ধকারই ভাল কোয়ালিটির শক্ত কভার ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। ISI ১২৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত স্টেপ্‌ল্ করা এবং ১২৮ পৃষ্ঠার ওপরে বই স্টিচ করার সুপারিশ করেছিলেন। তাঁরা বই বাঁধাই এর জন্য এবং বাঁধাইয়ের উপকরণের নমুনার জন্য ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থিরীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

এই গ্রুপের আলোচনা আরম্ভ করে ডঃ আদিমেথিয়া বলেন, এই দুটি প্রবন্ধে সমস্ত গ্রন্থন শিল্প সম্পর্কে জ্ঞাতব্য প্রচুর তথ্য রয়েছে। তিনি বলেন, ISI ইতিমধ্যেই এ সম্পর্কে একটি ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রকাশ করেছেন: Code of practice for reinforced binding of library books and periodicals (IS : 3050—1965).

শ্রী এম এন নাগরাজ (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা) বলেন, লাইব্রেরীতে রিপোর্ট ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য বাঁধাইয়ের উপকরণ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে ষ্ট্যাণ্ডার্ড তৈরীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শ্রী এন দি চক্রবর্তী শ্রীনাগরাজের প্রশ্নের জবাবে বলেন, যে তিনি তাঁর প্রবন্ধে সমস্ত প্রকার বই, পত্রিকা,

রিপোর্ট ইত্যাদি বাঁধাই-এর সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্ন বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন।

ডঃ ভি শ্রীনিবাসন (এম আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জয়পুর, বলেন ছোটদের বই বিশেষ করে নীচু ক্লাসের এমন হওয়া উচিত যাতে খুব খারাপ ভাবে ব্যবহার করলেও তা ছিঁড়ে না যায়। এজন্য এসব বইয়ের বাঁধাই খুব শক্ত হওয়া প্রয়োজন। তিনি মনে করেন এ ব্যাপারে ISI-এর যে ষ্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী করা হবে তাতে এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

শ্রীএস রায়ু বলেন, ছোটদের বইয়ের জন্য বিশেষ-বিশেষ রকমের শক্ত কাগজ ব্যবহার করা হয়।

শ্রীআর ভেঙ্কটেশ্বরণ (অল ইণ্ডিয়া কেডারেশন অব মাষ্টার প্রিন্টার্স, মাদ্রাজ) বলেন, বই বাঁধাইয়ের খরচ একটি প্রধান সমস্যা। তিনি এ ক্ষেত্রে প্লাষ্টিক কভারের প্রস্তাব করেন- তাহলে ছাঁইয়ের সমস্যা হবে তেমনি টেকসইও হবে।

শ্রীসি এস এন শেট্টী (কেরালা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এণ্ড টেকনিক্যাল কনসালটেন্সি অরগাইজেশন) বলেন, ছোটদের বইএর জন্য প্লাষ্টিক জ্যাকেট ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে খরচ বেশী হবে কিন্তু কতগুলি সুবিধেও এতে হবে।

অধ্যাপক পি এন খান্ডেলিয়া বলেন, ছাত্রদের আগামী দিনের এবং যাঁরা গ্রামে বাস করেন তাঁদের প্রয়োজনের কথা স্মরণ রেখে ঠিক করতে হবে বইয়ের বাঁধাই কিরকম হবে। ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ এণ্ড ট্রেইনিং এবং অন্যান্য অনুরূপ সংস্থার বইয়ের টেঁকসই জ্যাকেট সম্বন্ধে গবেষণা করে কোন একটা কিছু বার করা উচিত। এ গ্রুপে আলোচিত সব বক্তব্যের সার কথা উল্লেখ করে ডঃ আন্দিসেদিয়া বলেন, বইয়ের কভার তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় স্পেসিফিকেশন এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের জন্য বিভিন্ন প্রকার বাঁধাইয়ের উপকরণের এবং কলা কৌশলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থির করা উচিত।

ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থিরীকরণের সমস্যাবলী

এ গ্রুপলীডার শ্রীএন. চক্রবর্তী (ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ আণ্ড ট্রেইনিং, নয়াদিল্লী) তার গ্রুপের ৮টি প্রবন্ধ উপস্থিত করতে গিয়ে বলেন, কোন কাজে যখন পরস্পর বিরোধী, ভুল, অপরিচ্ছন্ন কর্মপদ্ধতি এবং ভাবনা দেখা যায় তখন ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থির করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আলোচ্য প্রবন্ধগুলি পাঠ করে তাঁর দুঃখের সঙ্গে মনে হয়েছে যে প্রবন্ধকারদের কেউ কেউ প্রকাশন ও মুদ্রণ সংক্রান্ত ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে অবহিত নন। ISI এর সম্পাদনা, রেকারেন্স, লাইব্রেরী/ ডকুমেন্টেশন এবং মুদ্রণ সম্পর্কে ১৬ থেকে ২০টি এবং কাগজ ও কাগজ উৎপাদন সংক্রান্ত ২৭ থেকে ৩০টি ষ্ট্যাণ্ডার্ড রয়েছে। প্রবন্ধকারদের কোন প্রস্তাব দেবার আগে সেই ষ্ট্যাণ্ডার্ড-গুলি ভালো করে পড়ে দেখা এবং আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড-গুলির সঙ্গে এগুলির তুলনা করে দেখা উচিত ছিল।

এ থেকে মনে হয় এপর্যন্ত যে সব ষ্ট্যাণ্ডার্ড তৈরী হয়েছে তা সেই বৃত্তির লোকেরাও প্রচারের চেষ্টা করেন নি। এর কারণ ভারতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ব্যবহার করতে সুপারিশ করা হয় কিন্তু এটা কখা বাধ্যতামূলক নয়। তিনি প্রস্তাব করেন, সমস্ত সম্পাদক, মুদ্রক, প্রকাশক, এবং প্রকাশন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কাছে ISI ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিনামূল্যে পাঠানো উচিত। এতে ষ্ট্যাণ্ডার্ডগুলির প্রবর্তনে যেমন সহায়তা করবে তেমনি এইসব বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তাঁদের অভিমত পেলে এগুলির আরও উন্নতি হবে। এতে করে নানা স্তরে ষ্ট্যাণ্ডার্ডের প্রয়োগ হতে থাকবে।

শ্রীরাম ভি ভানেজা এবং শ্রীসি ভি গোপালকৃষ্ণন, ('Standards in book production'-national and international—a review) প্রবন্ধে এপর্যন্ত প্রকাশনের যেসব ক্ষেত্রে ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপিত হয়েছে তার উল্লেখ করে বলেন বইয়ের সংখ্যা দেবার জন্য একটি জাতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড পুস্তক সংখ্যা থাকা প্রয়োজন। এই সংখ্যা অনুরূপ আন্তর্জাতিক সংখ্যার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করবে।

ভারতে ছাপা ভারতীয় ভাষার বইগুলি এবং ইংরাজী বইয়ের নম্বর দেবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য একটি কমিটি হওয়া উচিত। এই কমিটি বইয়ের নম্বরের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাণ্ডার্ড তৈরীর উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সংস্থা স্থাপনের পরামর্শ দিতে পারবে। এই প্রবন্ধে পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপনের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং প্রকাশক, সম্পাদক, মুদ্রক সকলকে এই ষ্ট্যাণ্ডার্ড যাতে চালু হয় তার প্রতি নজর রাখতে আবেদন জানিয়েছেন।

শ্রী এম এম দাণ্ডেকর এবং আর এম আদভানী (এম-আর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জয়পুর) 'Production of technical books : need for standards' প্রবন্ধে ভারতে এবং বিদেশে প্রকাশিত টেকনিক্যাল বইয়ের বিভিন্ন প্রকার সাইজের স্থলে একটি স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ হওয়া প্রয়োজন বলে যুক্তি দেখান। এছাড়া ইউনিট, সিম্বল, কর্ভ লিনা ইত্যাদির ব্যাপারে এবং বক্তব্য বলার রীতি, লে আউট এবং বিষয় বস্তু সম্পর্কে স্ট্যাণ্ডার্ড থাকা প্রয়োজন বলে মনে করেন।

প্রকাশক এবং মুদ্রকের ভাষা বুঝতে পারে এমন কিছু সুশিক্ষিত টাইপিস্ট পাওয়া গেলে বৃত্তিকুশলীদের দৈনন্দিন কাজের অনেক কিছুই সহজ হয়ে যেত। যেমন তেমন করে লেখা বা টাইপ করা অসংখ্য পাণ্ডুলিপি সম্পাদক, কম্পোজিট এবং প্রুফ বিভাগের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করে। যদি প্রকাশনের জন্য প্রয়োজনীয় টেকনিকে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা হয় তবে এঁদের অনেক সময় বেঁচে যায়।

এ সকল কথা চিন্তা করে এই বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়োজিত লোকদের শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রী আর কৃষ্ণমূর্তি, (প্রিন্টার্স ইণ্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, বাঙ্গালোর) 'Standardization of paper sizes : problems and remedies' প্রবন্ধে কাগজের সাইজ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যবহারে সুবিধার কথা বলেন। A সিরিজের A^1 এবং A^2 সাইজ যতদিন না প্রিন্টিং মেশিনের মেট্রিক ইউনিটে পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত স্ট্যাণ্ডার্ড হিসেবে ব্যবহার করা চলে। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা হয়েছে। মুদ্রক এবং কাগজের কলগুলির স্বার্থ চিন্তা করে পরিবর্তনকালীন সময়ে ISI বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন। লেখকরা ১৯ ভাগ মুদ্রক এবং কাগজের কল যে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করেন তা ফিফ ইউনিটের (অর্থাৎ মেট্রিক ইউনিটের পূর্বে প্রচলিত) উপযোগী। এই যন্ত্রপাতিগুলিকে রাতারাতি মেট্রিক ইউনিটে পরিবর্তিত করে বাতিল করে দেওয়া দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক সঙ্কটে মোটেই ঠিক হবে না।

শ্রী পি এম আশ (সেন্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ধানবাদ) 'Some thoughts on standards in book production' প্রবন্ধে বলেন স্ট্যাণ্ডার্ডের মধ্য দিয়ে প্রকাশন পূর্ণতা লাভ করবে। তিনি এই প্রবন্ধে প্রকাশনের সমস্যাবলী যথা, বইয়ের দাম, প্রচ্ছদ, লে-আউট, পুস্তক উৎপাদনের খরচ এবং এর সঙ্গে জড়িত দেশের শিক্ষিত সমাজের এবং সংঘবদ্ধ ও সাধারণ মুদ্রকদের সমস্যাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। পরিশেষে এই মন্তব্য দিয়ে প্রবন্ধ শেষ করেছেন, শিল্প, কারুকৃতি দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা এ সকলের সমন্বয়ে প্রস্তুতি ও উৎপাদন পুস্তক প্রকাশে পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারে। শ্রী আর পি ইশ্বার (ডাইনাস ইন্সটিটিউট অব কাউন্সী অ্যাণ্ড কোরল টেকনোলজী, রাঁচি) 'Standardization of book production system' প্রবন্ধে অনেকগুলি ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ড সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এগুলির সংশোধন ও উন্নয়নের জন্য কতকগুলি প্রস্তাব করেছেন। IS : 382-1952 Practice or alphabetical arrangement থেকে তিনি বিস্তৃত ভাবে উদাহরণ দিয়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন সম্পর্কে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শ্রী এম এন নাগরাজ (জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা) 'Standards in book production' প্রবন্ধে গ্রন্থাগারিকদের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাল বই প্রকাশের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, জনসাধারণের উপকারার্থে লেখকদের ভালো বই প্রকাশে উৎসাহিত করা উচিত।

শ্রী জে সি মেহতা (দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী) 'Book production with special reference to Indian languages : problems ও Libraries' প্রবন্ধে প্রকাশনের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করে বিজ্ঞান ও কারিগরী বিষয়ে এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য বইয়ের অভাবের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। গ্রন্থাগারিকরা ভারতীয় ভাষায় বই কিনতে গিয়ে যে অসুবিধায় সম্মুখীন হন সেকথারও তিনি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে তিনি কতকগুলি প্রস্তাবও করেন, যেমন পেপারব্যাক সংস্করণ প্রকাশ বইয়ের ভুল সেলাই এবং জ্যাকেটের নানা প্রকার ত্রুটি এবং বইয়ের মান উন্নত করতে হলে দীর্ঘায়ু করতে স্পেসিফিকেশন ও সরকার নির্দেশিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বেরী (হিন্দী প্রচারক সংস্থা, বারাণসী) 'Standards in book production' (মূল প্রবন্ধ হিন্দীতে লিখিত) প্রবন্ধে প্রকাশকের দৃষ্টিকোণ থেকে পুস্তক প্রকাশনের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। পাণ্ডুলিপি থেকে শুরু করে ছাপা বইয়ের বিক্রির ব্যবস্থা করা পর্যন্ত প্রকাশনের প্রতিটি স্তরে ধীরে ধীরে যে উন্নতি হয়েছে তা বিবৃত করেন। প্রকাশকরা সমাজের বিশেষ প্রভাবশালী এবং দায়িত্বশীল লোকেদের অন্তর্ভুক্ত প্রকাশন শিল্পে দুর্নীতি দূর করার জন্য আইন প্রণয়ন করা উচিত। লেখক এবং উদ্যোগী প্রকাশকের স্বার্থ রক্ষার জন্য কপিরাইট আইন মানা হচ্ছে কিনা দেখা উচিত। গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় কিছু কিছু অনুবাদ বাদে নামমাত্র মূল্যে কপিরাইট বিক্রয়ের প্রথা আইন করে বন্ধ করা উচিত

শ্রী চক্রবর্তী উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি উপস্থিত করে উপসংহারে বলেন, মুদ্রণ ও প্রকাশনের কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপিত হলে হিন্দী এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশন মান উন্নত হবে।

অতঃপর এই গ্রুপের আলোচনা শুরু হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ রাও অন্ধ্র প্রদেশ স্টেট গভর্নমেন্ট টেক্সট বুক প্রেস, হায়দ্রাবাদ বলেন, ছোটদের পাঠ্যবইয়ের সাইজ স্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন। তিনি মুদ্রণ সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণেও স্ট্যাণ্ডার্ড স্থাপনের কথা বলেন।

ডঃ ভি এস ভাট (ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ওসানোগ্রাফী, গোয়া) বলেন যে এই গ্রুপের প্রবন্ধগুলিতে কার্যকরী প্রস্তাব আছে এবং ISI-এর পক্ষে সম্ভব হলে এগুলি বই আকারে ছাপা উচিত এবং বিদেশে এর প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শ্রীএন মুখার্জী (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ অ্যাণ্ড ইনফরমেশন সেন্টার, কলিকাতা) IS : 250-1958 'Proof correction for printers and authors স্ট্যাণ্ডার্ডটির উল্লেখ করে বলেন, এই ভারতীয় স্ট্যাণ্ডার্ডটিতে প্রুফ সংশোধনের জন্য অনেক আন্তর্জাতিক চিহ্ন আছে কিন্তু ভারতবর্ষে এমন বর্তমানে যেসব চিহ্ন ব্যবহৃত হচ্ছে তা নেই অথবা বলা যেতে পারে এই জাতীয় স্ট্যাণ্ডার্ডটির সবটাই আন্তর্জাতিক

শ্রীমদন গোপাল (পাবলিকেশনস্ ডিভিশন) বইয়ের সাইজের ষ্ট্যাণ্ডার্ড স্থির করা প্রসঙ্গে বলেন, কেবলমাত্র কতকগুলি ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে মূল্যায়ন প্রয়োজন যেমন, উপন্যাস ইত্যাদি। তিনি প্রস্তাব করেন ISI—শিক্ষা দপ্তরকে বইয়ের সাইজ সম্পর্কে পরামর্শ দেবে এবং প্রেস ও মুদ্রকদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাগজের সাইজ এবং প্রকাশনের টেকনিক সম্পর্কে পরামর্শ দেবে।

প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ কেউ যে কাগজ সাইজ মতো কাটার সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন, শ্রী বি. সি. মল্লরাজ উরস সে প্রসঙ্গে বলেন, কর্ণাটক রাজ্যে অবশ্য এরকম কোন সমস্যা নেই। কারণ প্রয়োজন মত সাইজের কাগজ ডি জি এস এণ্ড ডি (D. G. S. & D.) এবং খোলা বাজার থেকে পাওয়া যায়।

শ্রী এস রামু বলেন বড় বড় কাগজের রোল থেকে সাইজ মতো কাগজ কাটার কোন সমস্যা থাকতে পারে না। তিনি বইয়ের জন্য ৬ ও ১০০ গ্রাম ওজনের থেকে আরম্ভ করে চার রকম মাপের কাগজ কাটার কথা বলেন।

এই অধিবেশনের সেক্রেটারী শ্রী রাম ডি তানেজা শ্রীরামকৃষ্ণ রাও কাগজের সাইজ সম্পর্কে যা বলেছেন তার উত্তরে বলেন—যে কাগজের সাইজ নিয়ে গত কয়েক বছর ধরেই জোর বিতর্ক চলেছে কিন্তু কাগজের

অভাবের জন্য কোন সমাধানই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বলেন ISI কাগজ কিনবার সময় আন্তর্জাতিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী সাইজ দেখে কাগজ কিনে এবং এ পর্যন্ত ঐরকম কাগজ পাওয়ার কোন অসুবিধা হয়নি। তিনি অন্যদের অনুরূপভাবে কাগজ কিনে মান নির্দ্ধারণে সহায়তা করার পরামর্শ দেন।

শ্রী এন মুখার্জীর বক্তব্যের অভাবে শ্রী ভানেজা বলেন, রঙ কন্ট এবং অন্যান্য যেসব চিহ্নের কথা শ্রীমুখার্জী উল্লেখ করেছেন তা প্রুফ সংশোধন সংক্রান্ত এই ষ্ট্যাণ্ডার্ডে রয়েছে এবং বরাবরই ছিল. উনি হয়তো সেগুলি দেখতে পাননি।

এইসব বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করে ডঃ আদিসেষিয়া তাঁর সুপারিশে বলেন, সম্পাদকীয় এবং প্রকাশনের বিভিন্ন টেকনিক নিয়ে প্রস্তুত ষ্ট্যাণ্ডার্ডগুলিকে ISI-এর অনুমোদন করার চেষ্টা করা উচিত। তিনি মনে করেন জাতীয় স্তরে একটি জাতীয় ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক এজেন্সি হওয়া উচিত এবং ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন রিসার্চ এণ্ড ট্রেইনিং এই দুটি সংস্থাকে গবেষণা ও উন্নয়ন (R & D) কাজের জন্য বলা হোক যাতে করে পুস্তক প্রকাশনের নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবিত হয়। পাঠ্যপুস্তক ও টেকনিক্যাল বইয়ের সাইজ লে-আউট সম্পর্কেও স্ট্যাণ্ডার্ড স্থির করা প্রয়োজন।

পুস্তকের উন্নয়ন কল্পে শিক্ষণ

গ্রুপ লীডার শ্রী ডি রাঘবন (লেকচারার, কলেজ অব ডোকেশনাল ষ্টাডিজ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রবন্ধগুলির একটি সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করেন।

শ্রী ডি এল মালহোত্র (কলেজ অব ডোকেশনাল ষ্টাডিজ, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়) University syllabi for training in book development' প্রবন্ধে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. (পাস) কোর্সের পাঠ্যসূচীতে পুস্তক প্রকাশনকে যেভাবে পড়ানো হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এই প্রচেষ্টাই প্রথম এবং প্রকাশনের ক্ষেত্রে মুদ্রণ ও প্রকাশন শিল্পে বৈজ্ঞানিক প্রথায় শিক্ষিত লোকের চাহিদা বেড়ে যাওয়াই এরূপ শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই কোর্সটি সম্প্রতি খোলা হয়েছে এবং এই কোর্সের সাফল্য দেখে পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কোর্সও খোলা হবে।

শ্রী আবুল হাসান (মিনিষ্ট্রী অব এডুকেশন অ্যাণ্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, নয়াদিল্লী) Training of book development' প্রবন্ধে পুস্তক প্রকাশন সম্পর্কে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কারণ হিসেবে বলেন, এই শিল্পে যাঁরা নিযুক্ত রয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগেরই কোন ব্যবহারিক শিক্ষা নেই। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে এরূপ শিক্ষার তো প্রবর্তন করতে হবেই তাছাড়া নানা ধরণের অল্পমেয়াদী কোর্স এবং ওয়ার্কশপ-এর প্রবর্তন করতে হবে। বর্তমান বিশ্বে প্রকাশন শিল্প তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন সুতরাং ষ্ট্যাণ্ডার্ড এই শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেবে এবং পুস্তক প্রকাশন সংক্রান্ত এই শিক্ষণ হবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও কার্যোপযোগী। তিনি এ ব্যাপারে পরনির্ভরশীলতা ত্যাগ করে দেশীয় কলাকৌশলের উন্নতি করা উচিত বলে মনে করেন।

শ্রী রাঘবন বলেন পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পুস্তক প্রকাশন শিল্পে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য একটি সর্বভারতীয় সংস্থা গঠন করা হবে এবং এজন্য ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রী সদানন্দ ভাটকল বলেন, বর্তমানে সব উন্নত দেশেই প্রকাশন শিল্প সম্পর্কে শিক্ষণ পাঠ্যক্রম সাংবাদিকতার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

ডঃ আদিসেষিয়া বলেন, ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ,দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তক উন্নয়নের এই পরীক্ষামূলক শিক্ষণ পাঠ্যক্রমের দিকে সাগ্রহে নজর রাখছে। এই গ্রুপের সকলের বক্তব্যের মূলকথা থেকে নিয়ে তিনি সুপারিশ করেন :

প্রকাশন সম্পর্কে পাঠ্যক্রম চালু করা ছাড়া পুস্তক প্রকাশনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্বল্প সময়ের শিক্ষণসূচী চালু করা উচিত। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য প্রস্তাবিত

এক কোটি টাকা দিয়ে প্রকাশন শিল্প সম্পর্কে গবেষণা ও উন্নয়নের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির চেষ্টা করা উচিত হবে। স্কুল এবং কলেজের শিক্ষাক্রম আরও সহজবোধ্য করতে হলে প্রকাশনের কারিগরী সংক্রান্ত ISI ষ্ট্যাণ্ডার্ডগুলিকে ঐ সব পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সাধারণ গ্রুপ

সাধারণ গ্রুপে একটিমাত্র প্রবন্ধ শ্রী পি এম রাও (ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব মাইনস, নাগপুর) A departmental press for faster publications' পঠিত হয়েছে বলে নেওয়া হয়। প্রবন্ধ লেখক বিজ্ঞান, কারিগরী এবং শিল্প সংস্থাগুলির মুদ্রণের কাজের জন্য ডিপার্টমেণ্টাল প্রেস স্থাপনের পরামর্শ দেন এবং এজন্য তিনি একটি ব্লু-প্রিণ্টও দিয়ে দিয়েছেন।

উপসংহার

অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে ডঃ আদিশেষিয়া বলেন প্রকাশনের মান সংক্রান্ত অধিবেশনের আলোচনা থেকে তিনি নিজে অনেক জ্ঞানলাভ করেছেন। তিনি আশা করেন, ISI এই অধিবেশনের প্রস্তাব এবং সুপারিশগুলি কার্যকরী করতে চেষ্টা করবেন। প্রতিনিধিরা যেরূপ আগ্রহের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দিয়েছেন সেজন্য তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান।

এই ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা চলে বেশ কিছুক্ষণ; প্রতিনিধিদের তরফ থেকে শ্রীসদানন্দ ভাটকল ISI-এর ডিরেক্টর-জেনারেল ডঃ এস কে সেন এবং শ্রীরাঘ ভি ভানেজাকে (চীফ এডিটর অ্যাণ্ড ডিরেক্টর, পাবলিকেশনস) পুস্তক প্রকাশন সংক্রান্ত এই অধিবেশনের আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ডঃ এস কে সেন ডঃ আদিশেষিয়াকে অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত এই অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য এবং যে সকল প্রবন্ধ লেখক অধিবেশনের জন্য এইসব মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

উপসংহারের পরে

এই দীর্ঘ বিবরণের উপসংহারের পরেও অন্য কিছু লিখতে স্বভাবতঃই সঙ্কোচ হয়। এই বিবরণ দীর্ঘ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা যায়, ৪২টি প্রবন্ধের শুধু সারসংক্ষেপ দিলেও অনেকখানি জায়গা লাগত। তাছাড়া একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং তাঁদের মতামতের যথেষ্ট মূল্য রয়েছে। অধিবেশনের এই বিবরণ সঙ্গে সঙ্গে স্টেনোগ্রাফাররা লিখে নিয়েছেন। বিবরণের এই সবটাই এই রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে লিখিত (দ্র: ISI Bulletin Vol. 26, Feb., 1974, pp. 73-83)।

অধিবেশনের চেয়ারম্যান ডঃ আদিশেষিয়ার মত আমিও বলি, সম্মেলনের এই অধিবেশনে যোগদান করে আমারও যথেষ্ট জ্ঞানলাভ হয়েছে। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলি থেকে এই সম্মেলন বহুগুণ বেশী সংগঠিত। সম্মেলনের এই অধিবেশনের আলোচনায় যেসব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছিল, তার সবই যে এই প্রথম উচ্চারিত হল তা অবশ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রকাশনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বৃত্তির লোকেদের এবং গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনেও এসব কথা কিছু কিছু নানা সময়ে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু প্রকাশনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে এরকম কার্যকরী অধিবেশন হয়তো খুব বেশী হয়নি। তবে এই অধিবেশনের বিভিন্ন সুপারিশ এবং প্রস্তাব যে পরবর্তী কালে ISI-এর নতুন নতুন ষ্ট্যাণ্ডার্ডে রূপান্তরিত হয়ে আসবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার পরিষদগুলি পরিচালিত পত্রিকাগুলির মান উন্নয়নের কথাও আমাদের ভাবা উচিত। মনে রাখতে হবে ডঃ রঙ্গনাথন যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সংক্রান্ত অর্ধশতাধিক বই এবং অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন, তেমনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন। এই সকল পত্রিকার মান উন্নয়নের সমস্যা সর্বদাই তাঁর মনে ছিল, যেগুলির প্রতিফলন দেখা গেছে ISI-এর সংশ্লিষ্ট ষ্ট্যাণ্ডার্ডগুলিতে। আমাদের 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা এবং IASLIC Bulletin এই পত্রিকা দুটির প্রকাশনের ক্ষেত্রেও যে ISI ষ্ট্যাণ্ডার্ড প্রয়োগে উন্নয়নের অনেক সুযোগ রয়েছে একথা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করবেন।

Ref:

Fifteenth Indian Standards convention, Coimbatore: Papers for technical sessio, S-3: Standards in book production; New Delhi, Indian Standards Institution, 1973.

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

[একত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের এবার স্থান নির্বাচিত হয়েছে কার্শিয়াং এর ব্লুবেল্ড মাল্টিডিসিপ্লিনারী লাইব্রেরী। এই সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থাগারিকরা যাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন এ মর্মে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অনুমতি পত্র ও অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থার জন্য পরিষদের তরফ হতে অনুরোধ করা হয়েছিল। তারই ফল হিসাবে সরকারী অনুমতি পত্রের অনুলিপি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে এসেছে. আমরা প্রত্যেকের অবগতির জন্য সেটি প্রকাশ করলাম।]

— সম্পাদক, গ্রন্থাগার

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Education Directorate

Memo. No. 4176 SC/P (16) / 00C-1P-72 Calcutta, the 13th August, 1974.

From : The Director of Public Instruction, West Bengal.

To The District Social Education Officer,

Sub 31st Bengal Library Conference at Kurseong on and from 28th to 30th September

The Bengal Library Association has proposed to hold their 31st Bengal Conference at Bloom Field S. D. L. Kurseong, P. O. Kurseong, Dist. Darjeeling. He/She is requested to depute one member of the staff from each of Rural Library and two members of the staff from each of District Library under his/her control to attend the aforesaid conference.

The T. A. on account of their attendance to the conference may be met from the contingency fund of the Library.

The absence of the participating personnel attending the Conference including the period spent on journey may be treated as on duty.

Sd/- A. K. Sen
for Director of Public Instruction,
West Bengal

No. 4176/1 (1) SC/P Calcutta, the 13. 8. 74.

Copy forwarded to the Secretary, Bengal Library Association, P-134, C. I. T. Scheme, No. 52, Calcutta-14, for information and necessary action.

Sd/- A. K. Sen
for Director of Public Instruction.
West Bengal.

অন্ত গ্রন্থাগার কথা

বৈদেহ

[বক্তব্যের জন্য সম্পাদক দায়ী নন]

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান এযুগের অন্যতম বিশিষ্ট বৃত্তি-কুশলী বিদ্যা। খুব গম্ভীর চালে কথাটা আমরা বলে থাকি। আমরা, অর্থাৎ যারা গ্রন্থাগারগুলিতে কাজ করি এবং পাঠক ও কর্তাব্যক্তিদের তোয়াজ করতে দিবসিম খেয়ে যাই। কিন্তু গ্রন্থাগারের আবার বিজ্ঞান কী হে বাপু? তবে তো লটকনার সরবরাহ বিজ্ঞানও আছে বুঝি, কিম্বা আতুরদারের মজুতি বিজ্ঞান? আমরা কলাও করে বলে থাকি, এই বিজ্ঞানকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন পৃথিবীখ্যাত ভারতীয় গ্রন্থাগারবিদ রঙ্গনাথন। ভারত সরকারও তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধি দিয়ে রেখেছিলেন, পেয়ে গিয়েছিলেন আইনের অধ্যাপকের মর্যাদাও। সম্ভবত চক্ষুলজ্জার খাতিরে। বিদেশে তাঁর কিঞ্চিৎ নাম হয়ে গিয়েছিল যে।

আজ তিনি মৃত। তাঁর আত্মা গুটিকতক আদর্শবাদী গ্রন্থাগার প্রেমীর মধ্যেই শুধু ঘুরে ফিরে কেঁদে মরছে। নচেৎ, তিনি যে এত সব বক্তৃতা করলেন, প্রবন্ধ লিখলেন, পরিকল্পনা তৈরী করলেন, প্রচুর ঘটা-পটার মধ্যে ভারতের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতিতে আহুত হয়ে নানাবিধ ফরমুলা দিলেন সেগুলোর কী হাল হল মশাই? কেবলমাত্র কাগজের মধ্যেই থেকে গেল? যাঁরা—গ্রন্থাগারের জন্য একটা কিছু করে ফেলা যাক—এই আকস্মিক উত্তেজনার বশে এসব ঘটালেন তাঁরাও কেমন চুপ মেরে গেলেন দেখুন। বেশ গুটিকতক কমিটি বসল ভাবড়া ভাবড়া সব নামের লিষ্টি—ফল হল না কিছুই কমিটি গঠনটাই তো কাজ—আসল কাজকে ডাকে তুলে রাখার সোক্ষম যন্ত্র। তাই আমরা শুধু নাম পেলাম কাম পেলাম না। বৃন্দা দূতীর মতো বলা চলে, 'দেখে এলাম শ্যাম তোমার বৃন্দাবন ধাম, কেবল নাম আছে'। বেশ ডাকসাইটে সব দপ্তর মহারথীদের নাম। রঙ্গনাথনের উপরে ও তাঁদের মধ্যে উচ্চ-রঙ্গ-নাথরা আছেন তো, স্বভাবতই তাঁরা আরো সেয়ানা। আছে বাপু, ফরমুলা তো থাকেই, কিন্তু টেষ্ট টিউবে চড়ালেই কি সব ফরমুলার কর্মা ঠিক থাকে? আদর্শ তো সামনে থাকেই, কিন্তু তার বাস্তব রূপায়ণ কোথায় কোন অংশে কোন খাতে ঠিক ঠিক হচ্ছে মশাই? আমাদের শেছনেই শুধু লাগেন কেন?

রঙ্গনাথন তো শুধু নামে—কামে ছিলেন, কিন্তু তাঁর পরে? তিনি ছাড়া? নীহাররঞ্জন রায়, যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী প্রভৃতিরা অনেকেই গ্রন্থাগারকে শাখ কাটিয়ে বৃহত্তর বিদ্যার ক্ষেত্রে শিটটান দিয়ে বেঁচেছেন। ভালোই করেছেন। আমরা বিশিষ্ট পণ্ডিত ও অধ্যাপক পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু গ্রন্থাগারিক পাইনি। হুদো একটিমাত্র নাম করতে পারেন, কেশবন। কিন্তু তিনিও সম্ভবত এঁটে উঠতে পারেন নি। ফলে এখন দেখতে পাচ্ছি, রঙ্গনাথন অত্রাস্ত বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ, অর্থাৎ ইউ. জি. সি.-ওয়ালাদের যদিবা বোঝাতে পেরেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিতে যাঁরা কাজ করবেন তাঁদের মানটা মর্যাদাটা অধ্যাপকদের সমকক্ষ না হলে গুণী ব্যক্তিরা যেমন আসবে না তেমনি কাজে-কর্মে নিপুণতা প্রত্যাশা করা যাবে না। আপনি আমি তো দেখতেই পাচ্ছি ভালো ভালো ছাত্রগুলিকে সেই বিনিদ্র আখোল থেকেই রাজনৈতিক ও জাগতিক সোক্ত দেখিয়ে ছেঁকে তুলে নিয়ে রাজ-ভক্তে বসানো চলেছে অফিসার-টফিসার বানানো হয়েছে। কড়ুতি পড়ুতি কিছু ভালো ছাত্র শুধু ছিলেন যাঁরা অধ্যাপনায় লিপ্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত বাধ্য হয়েই। বাইনের জোরই আসল জোর : তার সঙ্গে

যদি ম্যাজিষ্টরি ইত্যাদির প্রতাপ যুক্ত থাকে তবে তো কথাই নেই। তাই নেহাৎ দায়ে পড়লেই তবে অধ্যাপক পদ বরণীয়। বিয়ের বাজারে দেখুন না, বর নির্বাচনে প্রথম পছন্দই উক্ত অফিসার বর্গ—পর্যায়ক্রমে আই. সি. এস., আই. এ. এস থেকে মুনসিফ পর্যন্ত গড়ানো। নচেৎ দারোগাও সই। এই তো সেদিনের এক পরিসংখ্যানেও (পত্নী-সংখ্যান) দেখা গিয়েছে জাঁদরেলদের থেকে শুরু করে বিজনেছ-ম্যান পর্যন্ত বর হিসেবে বরণীয় মেয়েদের কাছে। কিন্তু অধ্যাপক? দায়ে না পড়লে নয়। অবিশ্যি জানিনা, সম্প্রতিক বেতন মান প্রবর্তনের ফলে কন্যা-মন পরিবর্তিত হবে কিনা তবে গ্রন্থাগারিকদের কোনো আশা ভরসা নেই। রজনাথনের সুবাদে শিকেটা যদিবা একটু আলগা হয়েছিল এখন অতি-রজ-নাথদের দৃষ্টিপাতে সেখানে বজ্র আঁটুনি। ফোন (সেন?) দৃষ্টি। সুতরাং ক্ষীণতম আশা যদি বা ছিল যে কিছু দক্ষ ছাত্র গ্রন্থাগারের সেবায় এসে যাবে, সে আশাও গেল এতকাল ধরে তো কোথাও কিছু না জুটলে গ্রন্থাগারে 'ঢুকে পড়া'র চেষ্টা হত, সেটাই বহাল রইল। তারত তার ঘোষিত নীতি থেকে কখনো বিচ্যুত হয় না—তা তো মশাইদের জানাই আছে।

কাঁটাটা কোথায় আরো বেশি খচখচ করে জানেন? সেই যে বলেনা, লঙ্কায় যে যায় সেই হেন কী—আমাদের গ্রন্থাগার দরদের বেলাতেও তাই ঘটেছে। নইলে সরকারী আমলাদের মধ্যে, এমন কি শিক্ষা তথা গ্রন্থাগার নীতি নির্ধারকদের মধ্যেও এককালীন কিছু গ্রন্থাগারসেবী তো ঠাঁই পেয়েছেন। তাতেই বা হয়েছে কী। রাবণে রাবণে দুজনেই আমাদের সাবাড় করছে। সমাবর্তনে বা জন-সমাবেশে, নানাবিধ বক্তৃতায় এবং লপথে বা লেখায় ভোট-রজ-নাথরা জাহির করেন গ্রন্থাগারই শিক্ষার কেন্দ্র-বিন্দু, জনশিক্ষা প্রসারে বা জনচেতনা সঞ্চারে গ্রন্থাগারের অবদান নাকি অনস্বীকার্য, বিশ্ববিদ্যালয় বলতেই নাকি তার গ্রন্থাগারের ঐশ্বর্য বোঝায়। একেকটি জনগ্রন্থাগার আসলে একেকটি জন-বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু বাচ্যার্থে বিশ্ব-বিদ্যা লব্ধপ্রাপ্ত হয় যেখানে তাই বিশ্ববিদ্যালয় যেমন, তেমনি গ্রন্থাদি লব্ধপ্রাপ্ত হবার স্থান 'গ্রন্থালয়' (রজনাথন লাইব্রেরির সার্থক নামকরণ করেছিলেন 'গ্রন্থালয়')। তাই দেখতে পাই অধ্যাপকবৃন্দ যেমন চান না বা মানেন না যে গ্রন্থাগারিক-টারিকরা তাঁদের সমান পর্যায়ের ব্যক্তি হোন, তেমনি অনধ্যাপক কর্মী—অর্থাৎ দপ্তর ধারকরাও চান না বা মানেন না যে এঁরা তাঁদের চেয়ে উচ্চ মানের যোগ্য। বই আসলে বলে আছে বলেই বুঝি ব্যাটারা আমাদের থেকে এক কাঠি সরেস হয়ে যাবে নাকি। গ্রন্থাগার বিদ্যা আবার বিশেষ বিদ্যা কিসের? এটা কি কারিগরি? অধ্যাপকরা যদি পাশ করেই ছাত্র ধারনে রত হতে পারেন, কর্মীরা যদি করণিক পদ পেয়েই দপ্তর-কর্মে রত হতে পারেন তাহলে শুধু গ্রন্থাগারের বেলাতেই স্বাতন্ত্র্য কিসের? আপনি আমি যে বই-এর লেনদেন বা খবরদারি ছাড়াও বেশ বিশেষ কাজ, যুক্তই কাজ করে পঠন পাঠনে সাহায্য করতে পারি বলে মনে করি সেটা আমাদের আত্মগরিমা প্রচারের প্রচেষ্টা। এসব মুলুক সন্ধানের কাজ কারবারের জন্য আপনি যতই চিন্তা করুন না কেন, আসল চিন্তাবনিরা নিজেরাই চিনি জোগাড় করেন; আপনি যে তাঁদের চিনির পারমিট বা লরবরাহের ব্যাপারটা সরল করে দিতে পারেন তাঁরা সেটা মানেন না।

আর জনগ্রন্থাগার? সে তো কালিদাসের মতো শুধু নামেই আছে। রজনাথন যাই বলে থাকুন না কেন, ওদের বাড়বাড়ন্ত করতে গেলে বোধ করি বিপদ আছে। সবাই রাজা হয়ে বসতে পারে। মুখে না হয় বলতে পারেন যে শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে একটি দেশবাসী-কেও বঞ্চিত রাখা, সমাজতন্ত্র বা গণতন্ত্রকে হত্যা করা, কিন্তু ওদিকটা ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললে শেষে যদি কর্তাদের শিল নোড়া নিয়ে তাঁদেরই দাঁত ভাঙতে বসে? মূর্খ মিত্রের চেয়ে বুদ্ধিমান শত্রুও ভালো যাঁরা বলেন তাঁরা মুখের স্বর্গে বাস করেন। জনগ্রন্থাগারের উন্নয়নে সরকারী বদান্যতায় ইতি-উতি যেটুকু যা কাজ হয়েছে তার মধ্যে আপনার আমার কোনো ভূমিকা নেই। ভূমিকা শুধু ওজীবাহকের। আপনার উপরে ভরুভার, অর্পণ করতে

পারেন, কিন্তু ভারের গুরু কর্তারাই। আপনি ভেবে মরলেও ভাববার দায়িত্ব আপনার নয়। কিন্তু দুর্নামের দায়টা আপনার। দায়িত্ব না নিলতে পারে, দায়ের বোঝা তাই বলে কি আপনি বইবেন না? সেকালের গৃহ বধূর মতো, একালের গৃহ কর্তার মতো, একদালি ভৃত্যের মতো আপনাকে সহস্রভুজ সহস্রচক্ষু হতে হবে। একাই দশজনের কাজ করবেন। কর্তাদের অন্যান্য দপ্তরের সঙ্গে তুলনা করতে যাবেন না। ওঁরা তুলনা টেনে জ্ঞান দান করলেও না। গ্রন্থাগার শিক্ষার অঙ্গ কি না তা ভাবতে যাবেন না। অবিশ্যি অবাক বিস্ময় মনে করতে পারেন শিক্ষাবিভাগের কর্ণধারবৃন্দ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য আদি কর্তাব্যক্তিরা কেন গ্রন্থাগারের বিশেষত্বটা বোঝেন না। ভাবতে পারেন, তাঁরা তো এইসব গ্রন্থাগারেই পঠন পাঠন করে শীর্ষে আরোহণ করেছেন, তবুও তাঁরা কেমন করে গ্রন্থাগার বিমুখ হন। পড়েছেন বলেই তো বিমুখ হবেন মশাই। হাড়ে হাড়ে জেনেছেন যে। আপনি তো গ্রন্থাগারকর্মী হিসেবে হামেশাই দেখেছেন যে গ্রন্থাগারের আনাচে কানাচে ছাত্ররা প্রায়ই প্রয়োজনীয় বইটি লুকিয়ে রাখে, কিম্বা একবার বই নিলে আর ফেরৎ দেয়না, অথবা—আরো লাখেক যারা তারা প্রয়োজনীয় অংশটুকু বই থেকে চাকু চালিয়ে সাফ করে নেয়,—পাছে অন্যরা ওটি পড়ে ফেলে এবং প্রতিযোগী হয়ে দাঁড়ায়। এই ব্যাপারটাও বোধকরি সেই রকম কিছু। স্মরণ করুন, প্রমথ চৌধুরী 'অশিক্ষিত লোককেই সুশিক্ষিত' বলে অভিহিত করেছেন, এবং বলেছেন, 'লাইব্রেরির মধ্যেই আমাদের জাত মানুষ হবে'। কর্তারা বোধ করি সেটিকে আরো সরল করে দিতে চান। লোকগুলো যখন সুশিক্ষিতই হবে তখন আর পরস্ব গ্রন্থাগারের কী প্রয়োজন। স্ব স্ব মতলব মোতাবেক বই তারা নিজেরাই জোগাড় করে পড়ে নেবে 'খন। বৈদগ্ধ্য লাভ করবার জন্য নিশ্চয় ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বই বহু করা কাম্য। এক সকলকাম প্রচুর উপার্জনশীল বিলিতি ব্যারিস্টারের কথা বলেছেন প্রমথ চৌধুরী যিনি নাকি আইনের বই বস্তু করতে গিয়ে অন্যান্য ওয়াইল্ড্ পড়বার সুযোগ পাননি বলে নিজেকে দংস্কৃতি ছুট মূর্খ ব্যক্তি বলে মনে করে দুঃখিত ও লজ্জিত ছিলেন, নিজেকে বিদগ্ধ বলে ভাবতে পারেননি। এই সূত্রে প্রমথ চৌধুরী মন্তব্য করে বলছেন, 'এরকম ব্যক্তিকে এদেশে আমরা একসঙ্গে রাজনীতির নেতা এবং সাহিত্যের শাসক করে তুলতুম'। আমাদের নেতা শিক্ষাব্রাতাগণ বোধকরি এই দই-দম ভাবেই সম্যক বিদগ্ধ।

তাই বলছিলাম, আপনি কি মনে করেন যে গ্রন্থাগারকর্মীদের দরুণই গ্রন্থাগারকে বাঁচিয়ে রাখে? গ্রন্থাগার দরদ আবার কী বস্তু? দরদ তো চাকরির। চাকরি করছেন, মাইনে পাচ্ছেন। কর্মের শুচিতা, কর্তব্যে নিষ্ঠা, পরার্থে আত্মোৎসর্গ—এসব কাজুকে কীর্তন কর্তারা গেয়ে যাবেনই এবং আপনি তা শুনবেনই। যন্ত্রীচক্রীদের আমরা এই জন্যই ভোট দিয়ে প্রতিনিধি খাড়া করি। আর আমলারা তাঁদের বাজী প্রচার করেই খাড়া-খাকেন। আপনি গ্রন্থাগারিক মাত্র, উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল হবার জন্য উচ্চতম উপাধি নেবেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের (!) বিশেষ উপাধিও নেবেন, কিন্তু তার জন্য উচ্চ মান ও মর্যাদা চাইবেন না। আপনি ক্ষমা ও প্রীতির আদর্শে সেবা ও প্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবেন, কিন্তু বিশিষ্টতার কথা বলতে যাবেন না। মর্যাদা যদি সকলেরই সমান হয়ে যায় তাহলে তো মর্যাদারই মর্যাদা হানি। কেন যে গ্রন্থাগার সমূহের কর্মীবৃন্দ আর গ্রন্থাগার পরিষদ এটা বোঝেন না সেটাই আশ্চর্য। লোকগুলোর কাজ তো কিছু নেই তাই মুখের কথায় খৈ ভাজতে বসেছে। ব্যাপার আনছে কর্তাদের বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের চিন্তায়, মহত্তর কর্তব্যপালনের প্রচেষ্টায়। দেশটা যে এখন জীবন মরণের সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে বোঝেন না? সুবুধান মন নিয়ে কর্তব্যে অটল থাকুন। কোনো প্রশ্ন তুলবেন না। আপনারাই তো বলেন গ্রন্থাগারিকের মূল সূত্রই জনসেবা। সেজন্য নিজেকে উৎসর্গ (উচ্ছুগ্ত) করে দিন। জয় হিন্দ্।

National wage policy for the Library workers : Draft resolutions
(Main Paper for discussion in the 31st Bengal Library Conference to be held at Kurseong, 28-30 Sept. 1974).

The Salient Features of the topic have been organised under the following headings :

A West Bengal Library structure

Enumerates the different types of libraries and their numbers. It is estimated that there are about 6285 libraries and about 5000 library workers excluding voluntary workers.

B Different categories of library workers in West Bengal and their conditions.

Mentions that pay scales of the professionally qualified Library workers are far from satisfactory. In the universities UGC recommended pay scales (at par with teachers) have not been implemented except solitary cases. Same situation is found in case of colleges. Govt. College library workers being outside the scope of UGC, in certain cases, getting hundred rupees less than the non-Govt. College Libary workers.

The Principle of parity with that of teachers in the pay scales has not been followed in cases of Govt. sponsored libraries, Departmental or Research libraries, and the School libraries.

Even in the implementation of the recommendations of the 3rd Pay Commission complexition have been created, as a result, a large number of Govt. Departmental library workers are being deprived.

Though the different Commissions and Committees appointed at different times have advocated the principle of parity in pay scales of library workers with that of the Teachers, their recommendations have not been duly considered.

C Categorisation of Library workers.

States, that Library wokers may be boradly categorised as, 1 Professional, 2 Experienced, 3 Non-professional and 4 Technical specialist workers.

D Main principles to be followed for recommending the wage structure of library workers.

Points out that the Principle of need based minimum wage, accepted at the 15th Indian Labour Conference, should be the basic principle for recommending the wage structure of the library workers. If then presents the relevant features of this issue.

E Points for consideration.

Subject to the implementation of the need based minimum wages, it mentions certain major points which deserves due consideration.

F Wage structure for different cadres of Library Workers.

Emphasises that two important factors, e. g. 1 Nature of work and 2 the type of services rendered by the libraries should be remembered in recommending the wage structure of the library workers. It then mentions in detail in a tabular form the different categories, names of the posts, job specifications, minimum educational qualifications and the pay and status commensurate with the responsibilities and qualifications of the posts.

[The paper was drafted by Sarvasri M. P. Sinha, P. Roy Chowdhury, Satyabrata Sen, Sudhendu Bhusan Bandopadhay, Tushar Kanti Sanyal, Ramkrishna Saha] —EDITOR

The Fifteen Indian Standard Convention, Coimbatore, 1973

In the previous issue a brief report of the convention was published in which topics like Dr Ranganathan's role in making some Indian Standards regarding library and documentation, an account of the ISI and its way of achieving standards, the aim of standradization and quality control, the venue of the convention and a short economic, political and historical account of the place were also discussed.

In this part the proceedings of the technical session S-3 : Standards in book production is given. Dr. Malcolm Adiseshiah, Director, Madras Institute of Development presided over. In all forty two papers presented in this session and these were divided into seven groups as 1) Manuscript preparation, 2) Indexing and abstracting 3) Typography, graphics and formats 4) Book binding 5) Standardization problem 6) Training in book development and 7) General.

The papers in each group were presented by the group leaders and after discussion from the delegates some recommendaton were made from each group.

The General consencious of the session was that there is need for preparation of standards for layout, typography, illustrations, binding, indexing etc of books to achieve consistency and efficiency and overall economy.

ইয়াসলিকের নবনির্মিত ভবন প্রসঙ্গে একটি আবেদন

গ্রন্থাগারবৃত্তির লোকেরা জেনে আনন্দিত হবেন যে কলকাতা শহরে কাঁকুরগাছিতে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের (ইয়াসলিক) একটি একতল ভবন সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিজস্ব ভবন যেমন আমাদের গৌরবের বস্তু তেমনি ১৯৪৪ সালে কলকাতায় স্থাপিত ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের এই ভবনটিও নিশ্চয়ই আর একটি গৌরবের বিষয় হল।

ইয়াসলিকের কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকদের কাছে এক আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে পরিষদের ভবন তৈরী করতে গিয়ে তাঁরা বিপুল ঋণের দায়ে পড়েছেন। এছাড়া তাঁদের অন্যকোন উপায় ছিল না। এখন গ্রন্থাগারবৃত্তির লোকেরা সাহায্য করতে এগিয়ে না এলে তবে এ থেকে উদ্ধারের কোন আশা নেই এবং সংগঠনটির টিঁকে থাকাই কঠিন হবে।

সুতরাং গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের নিকট আবেদন, তাঁরা যেন কলকাতা শহরে বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদের এই ভবন নির্মাণের জন্য মুক্তহস্তে সাহায্য করেন।

সাহায্য পাঠাবার ঠিকানা :—

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলিকাতা—১২. বৈকাল ৫-৯ টা।

—সম্পাদক গ্রন্থাগার

সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

প্রায় হাজার বছরের বাঙলার সামাজিক ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান বাঙালী মানসকে বুঝতে হলে এই বই অপরিহার্য। কয়েকটি বিরল মানচিত্র। [১৫·০০]

কালিকট থেকে পলাশী

পাশ্চাত্য বণিকের দল ভাগ্যান্বেষণে এসেছিল ভারতে, পূর্বপ্রান্তে। অবশেষে ভারত অধিকার করল ইংরেজ। সাবলীল লেখা। ১০টি বিরল মানচিত্র। [৭·৫০]

সাহিত্য রত্ন ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের

বাঙলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

কীর্তনের উদ্ভব, ইতিহাস, ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের জীবনালেখ্য। কয়েকটি ছবি। [১০·০০]

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

বাঁকুড়ার মন্দির

বাঁকুড়ার তথা বাঙলার মন্দিরগুলির ইতিহাস ও স্থাপত্যশৈলী আলোচিত। ৬১ আর্টপ্লেট। [১৫·০০]

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

উদ্বাস্তু

উদ্বাস্তু স্বাধীনতা উদ্বাস্তু সমস্যার ইতিহাস ও সমাধান প্রচেষ্টার তথ্যচিত্র। বাঙলার একমাত্র বই। [১০·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৫ | ১৩৮১, ভাদ্র

জন্মশতাব্দে মুনীন্দ্র স্মৃতিতর্পণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদিপর্বের ইতিহাস ও কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের নাম একার্থে উচ্চারিত হয়ে থাকে। সূচনাকালে আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন ধারা ও মন্থর গতিকে সংযুক্ত ও বেগবান করে তোলার আদর্শে যে সব কর্মী উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা প্রবীণ ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সমাজসেবী মুনীন্দ্র দেবরায়কে নেতৃত্বের পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু নেতৃত্বের শোভাবর্ধন কিংবা মৌখিক উৎসাহ দিয়ে ক্ষান্ত থাকা কোনোদিনই তাঁর ভূমিকা ছিল না। বিত্ত, বয়স, খ্যাতি কিংবা পদমর্যাদার অভিমানকে আদৌ কোনো প্রশ্রয় না দিয়ে তিনি সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে মিলে গিয়ে সমান উৎসাহে সকল কাজে সক্রিয় থাকতেন। রঙ্গনাথন তাই লিখেছেন :

'for an aged member of the landed aristocracy and a member of the legislature to set aside his normal business and to spend money and time on this affair was something quite out of the way'.

উল্লেখ্য যে রায় মহাশয় যখন গ্রন্থাগার আন্দোলনে যোগ দেন তখন তাঁর জীবনের প্রথম পঞ্চাশটা বছর কেটে গেছে। এবং নিজের বৈষয়িক কর্মব্যস্ততার সঙ্গে নানা ধরণের সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রে যখন তাঁর কর্মবহুল জীবন পল্লবিত তখন তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনকেই বেশি প্রাধান্য দিলেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনে উত্তেজনা ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং যশলিপ্সা ও সহজসিদ্ধি লাভের অবকাশ সেদিনও ছিল না, আজও তেমনি নেই। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ের যথোচিত বিকাশ ও উন্নয়ন তাঁর চিন্তা ও সাধনার মুখ্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়।

পেশা হিসাবে গ্রন্থাগারিকতা রায় মহাশয়ের আমলে সবে ধানা বাঁধতে শুরু করেছে। কিন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পত্তন তখন পাঞ্জাব ও বরোদা ছাড়া আর কোথাও বিশেষ হয় নি। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত শিক্ষণ ব্যতিরেকে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা যে যায় না সেকথা তিনি উপলব্ধি করেন। তাই শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসুকে বরোদায় শিক্ষণ গ্রহণের জন্যে পাঠানোর ব্যাপারে রায় মহাশয়ের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায়। বরোদা থেকে শ্রীবসুর ফিরে আসার পরে রায় মহাশয় তাঁর সাধ্যমো বাঁশবেড়িয়াতে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের এক সাময়িক আয়োজন করেন (জুন, ১৯৩৪)। পরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রবর্তন (এপ্রিল, ১৯৩৭) রায় মহাশয়ের পূর্ব প্রচেষ্টার স্থায়ী পরিণতি বলা চলে। বৃত্তিকুশল গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে তিনি সরকারের দৃষ্টিগোচর করেন। কিন্তু পেশাদার কর্মীরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিষয়ে উদাসীন থাকতেন বলে রায় মহাশয় পরিষদের এক বার্ষিক সাধারণ সভায় (১৯. ৮. ৩৫) আক্ষেপ করে বলেন :

'The indifference of professional librarians towards the library movement is a matter which requires careful consideration. Perhaps it may be due to their ignorance about the aims and objects of the movement or natural apathy inherent in this country for anything new or because it may, not bring about any direct benefit to them.

গ্রন্থাগার বিষয়ক চিন্তাভাবনা ও কর্মতৎপরতার বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকার জন্যে যথোচিত অনুশীলন এবং একটি বিদেশী পত্রিকাসহ অনূন দুটি করে গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রিকা রাখার জন্যে তিনি সহকর্মীদের পরামর্শ দিতেন। নিজেও গ্রন্থাগার সম্পর্কে দুটি বই লিখেছেন এবং একাধিক গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদনায় তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের কাছে শোনা যায় যে মুনীন্দ্র দেবরায় একসময়ে মেসার্স ডিউইর সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন। এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায় যে তিনি আমেচারি মেজাজে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে দেখতেন না। তিনি চাইতেন পঠনপাঠনের নির্দিষ্ট একটি ধারা হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, গবেষণা বিকাশ ও প্রসূক্তি। রঙ্গনাথনের একটি উক্তি থেকে রায় মহাশয়ের মনোভঙ্গির পরিচয় মেলে :

'His enthusiasm's greatest reach I witnessed in 1933 when I was delivering a course of University Lectures in Madras on School library work. To my great surprise, Kumar Munindra Deb Roy Mahasay arrived there in time to attend all lectures. (IASLIC Bulletin. No. 4, 1967)

গ্রন্থাগার আন্দোলনকেও তিনি প্রচলিত বদান্যতার দৃষ্টিতে দেখেন নি। গ্রন্থাগার যে সমাজ জীবনের লোভনীয় অলঙ্কার নয়, বরং দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য একটি অঙ্গ সে- বিষয়ে তাঁর স্থিরপ্রত্যয় ছিল। বার দুয়েক ইউরোপ পর্যটনে (১৯৩৪ ও ১৯৩৮) তাঁর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল প্রতীচ্যে গ্রন্থাগার পরিচালন ব্যবস্থাটা ভাল করে দেখে আসা। ইউরোপে দেখা উন্নত বিধিব্যবস্থা ও মানসিকতা এদেশে সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। কারাগার ও হাসপাতাল গ্রন্থাগার স্থাপনে তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য কিছুটা সেসময়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন অধিবেশনে সুযোগ পেলেই তিনি গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন। আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পত্তনে তিনি ব্যর্থ হন বটে, কিন্তু প্রদেশের বিভিন্ন জেলার স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মিউনিসিপ্যালিটি, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি যাতে গ্রন্থাগারগুলিকে অনুদান দিতে সক্ষম হয় তার আইনগত আর্থিক বাধা তাঁর চেষ্টায় অপসারিত হয়।

গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়েই তাঁর আগ্রহ ছিল সমান। হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রামে ও শহরে গ্রন্থাগার সমীক্ষার প্রথম যে প্রয়াস সাফল্য লাভ করেছিল তার প্রেরণা ও নির্দেশনের উৎস ছিলেন স্বয়ং রায় মহাশয়। সমীক্ষানুসারেই বাংলাদেশের প্রথম লাইব্রেরী ডাইরেক্টরি (১৯৪২) প্রকাশিত হয়েছিল। জেলাভিত্তিক পরিষদের শাখা সংগঠনের উপযোগিতা ও গুরুত্বের কথা তাঁর বিভিন্ন ভাষণে পাওয়া যায়। অপরাপর বিষয় যথা নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকার (বুলেটিন) প্রকাশনা, বক্তৃতা ও আলোচনা সভার আয়োজন এবং প্রতি বছরে সম্মেলনের ব্যবস্থা তৎকালীন কর্মীদের এবং রায় মহাশয়ের প্রাগ্রসর চিন্তা ও রুচিবোধের সাক্ষ্য বহন করে। পরিষদের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের কথা প্রথম তিনিই উত্থাপন করেছিলেন। বহুকাল পরে সেই ভাবনাকে রূপায়িত করতে যিনি সবচেয়ে বেশি তৎপর হন তিনি হলেন রায় মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী তিনকড়ি দত্ত।

বাঁশবেড়িয়াই ছিল রায় মহাশয়ের যাবতীয় চিন্তা-ভাবনা এবং অভিজ্ঞতার প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্র। গ্রন্থাগার ও আন্দোলন সূত্রে তাঁর কর্মপরিধির জন্যে জেলা ও প্রদেশের গণ্ডী অতিক্রম করে। ভারতের বাইরে গ্রন্থাগার জগতের সঙ্গে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংযোগ তিনিই প্রথম স্থাপন করেছিলেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের অপরিণত অবস্থায় তাঁর চিন্তা-ভাবনা তখনকার সময়ের বিচারে অনেকাংশেই অগ্রবর্তী কল্পনাশক্তি ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয়। সেই ধরণের চিন্তা ও কাজের অবকাশ আজ সময়ের ব্যবধানে অনেকাংশে বিকশিত এবং পরিবর্ধিত হয়েছে; কিন্তু অচল হয়ে যায়নি। রায় মহাশয়ের আরব্ধ ও পরিকল্পিত অনেক বিষয় আজ রূপায়িত হয়েছে। যেসব কাজ আজও রূপায়ণের অপেক্ষায় রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল এই রাজ্যে আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এ রাজ্যের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মৃত্যুর পূর্বাবধি প্রেরিত প্রতিটি শুভেচ্ছা বাণীতে রঙ্গনাথন বারংবার মুনীন্দ্র দেবরায়ের সেই প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্তনের জন্যে কর্মীদের নিরলস ভাবে সচেষ্ট থাকতে অনুরোধ জানাতেন। গ্রন্থাগার কর্মী সকলের মিলিত প্রয়াসে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের সাফল্যই হবে উত্তম মনীষীর প্রতি স্মৃতিতর্পণের শ্রেষ্ঠ উপচার।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়

প্রমীল চন্দ্র বসু

শোনা যায় 'নর গজ বিংশে শর, তার অর্ধেক বাঁচে হয় ; বাইশ বলদে তের ছাগলা, বলে গেছে বরা পাতর।' —এই পরিচিত বাংলা প্রবচনের ভিত্তি নাকি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহের কোন উক্তি। প্রবচনটির অর্থ সহজবোধ্য। নর এবং গজের আয়ু একশ' বিশ বছর, অশ্বের আয়ু তার অর্ধেক অর্থাৎ ষাট বছর। বলদ বাইশ পর্যন্ত বাঁচে আর ছাগল বাঁচে তের বছর। বাস্তব জীবনে একশ' বছর বয়সের জীবিত মানুষের সন্ধান বেশী পাওয়া যায় না। তবে একশ' বছরের আয়ুলাভ বোধ হয় অনেক মানুষের কাম্য এক আকাঙ্খিত লক্ষ্য। কারণ দেখা যায় প্রণামের উত্তরে গুরুজনেরা প্রায়ই 'শতায়ু হও' ব'লে আশীর্বাদ করে থাকেন। বরদেহে বেশি লোক একশ বছর জীবিত না থাকলেও পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের মধ্যে অল্প কয়েক জন লোক নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অথবা স্মরণীয় কার্যকলাপের জন্য মানুষের স্মৃতিতে এবং ইতিহাসে দীর্ঘকাল বেঁচে থাকেন। আমাদের দেশে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে স্মরণীয় এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে একজন হচ্ছেন কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়।

একশ' বছর পূর্বে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট তারিখে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার অভিজাত জমিদার বংশে মুনীন্দ্র দেবরায় জন্মগ্রহণ করেন। শোনা যায় তাঁর কোন পূর্বপুরুষ রাজা উপাধি ভূষিত ছিলেন। রাজা উপাধিধারী ব্যক্তির জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকার সূত্রে বংশ পরম্পরায় রাজা উপাধি ব্যবহারের অধিকারী এই রীতি চ'লে আসছিল। সেই সূত্রে মুনীন্দ্র দেবের পিতার 'রাজা' উপাধি ছিল। পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র না হওয়ায় মুনীন্দ্রদেব 'কুমার' আখ্যায় পরিচিতি ছিলেন। তাঁর অগ্রজ কিতীন্দ্র দেবরায় মহাশয় 'রাজা' আখ্যা লাভ করেছিলেন। তাঁদের বংশগত উপাধি দেবরায় 'মহাশয়' শব্দটির সম্মান সূচক পরিচয় হিসাবে তাঁদের বংশগত উপাধির শেষে যুক্ত। কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে প্রায় উনত্রিশ বৎসর পূর্বে, ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নভেম্বর তারিখে। তাঁর জন্মের একশ' বছর পরে আজ আমরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে স্মরণ করছি কেন ? তার উত্তর এই যে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব থাকলেও প্রধানতঃ আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ ও পুরোধা হিসাবে এবং এই আন্দোলনে তাঁর অবদানের জন্য তিনি আমাদের স্মরণীয়। তাই তাঁর জন্মদিনে আমরা শ্রদ্ধাসহ স্মরণ করছি।

ধনী গৃহের প্রাচুর্যের মধ্যে লালিত পালিত ও বর্ধিত হ'লেও মুনীন্দ্র দেব বিলাসে মগ্ন থেকে অলস ও কর্মবিমুখ না হয়ে যথাযোগ্য শিক্ষা ও নানা সৎগুণ অর্জন করেছিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি কলকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থা থেকে তাঁর সাহিত্য চর্চার ঝোঁক ছিল। 'পূর্ণিমা' নামে সাময়িক পত্রিকার সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাঁর মধ্যে আদর্শবাদ এবং বিভিন্ন মুখী অসাধারণ কর্মপ্রেরণা ছিল ; যার ফলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজের নানাক্ষেত্রে তাঁর প্রগতিমূলক সক্রিয়তা সর্বত্র প্রকাশ পেত।

তাঁর পৈত্রিক বাসস্থান বংশবাটি বা বাঁশবেড়িয়া শহরের পৌর প্রতিষ্ঠানের তিনি বহুদিন পৌর প্রধান বা 'চেয়ার ম্যান' ছিলেন। পৌর প্রধান হিসাবে ঐ শহরের রাস্তাঘাট, নর্দমা ইত্যাদির সংস্কার এবং নানাবিধ নাগরিক সুখ সুবিধার সৃষ্টি ও উন্নয়ন করেছিলেন। তিনি একজন 'অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট' এবং হুগলী জেলা বোর্ডের

একজন সদস্য ছিলেন। স্বাস্থ্য শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আগ্রহ এত বেশী ছিল যে বিদেশের পৌর সভাদির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিণত বয়সে ১৯৩৮ সালে তিনি পাশ্চাত্য দেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ঐ সময়ে তিনি শেফিল্ড, ডাবলিন, লিভারপুল, ম্যাঞ্চেষ্টার, লণ্ডন প্রভৃতি শহর পরিদর্শন করেন এবং ঐ সকল স্থানে সম্মানের লাভ করেন।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভা, জমিদার সভা, বিভিন্ন শিক্ষা সংস্থা প্রভৃতি নানা প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কায়স্থ সভার মুখপত্র 'কায়স্থ পত্রিকা'র সম্পাদনাও কিছুদিন করেছিলেন। 'রবিবাসর' নামে সাহিত্যিকদের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। এক সময়ে কলকাতার বাস কর্মীদের সংঘের তিনি সভাপতি ছিলেন। সাংবাদিক মহলেও তিনি সুপরিচিত ছিলেন। একাধিক গ্রন্থেরও তিনি লেখক।

হুগলী জেলার পৌর এলাকার অমুসলমান নির্বাচন কেন্দ্র থেকে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন হয়ে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার (Legislative Council) সদস্য হয়েছিলেন এবং ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ঐ সভার সদস্য ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসাবে তিনি সর্বদা সক্রিয় ছিলেন। শিক্ষা, স্বায়ত্তশাসন, কারাবিভাগ, পুলিশী ব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বিশেষতঃ গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় সকল বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় তিনি নিরলসভাবে নিরন্তর প্রশ্ন, দাবী, 'বিল', প্রস্তাব ইত্যাদি উত্থাপন দ্বারা গঠনমূলক ভাবে ঐ সকল বিষয়ের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট ছিলেন।

সমাজের নানাধরণের বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত থেকে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণ করায় জীবিতকালে তিনি জনসমাজে সুপরিচিত ছিলেন। বহু প্রকার উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর অদম্য উৎসাহ ও কর্মতৎপরতা প্রকাশ পেলেও তাঁর সকল কাজকর্মের শীর্ষদেশে স্থান ছিল গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কীয় কাজকর্ম। বাংলাদেশে তথা সারা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চস্তরে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বয়সে গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর অদম্য উৎসাহের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হত।

নিজ বাসস্থান বাঁশবেড়িয়ার 'পাবলিক লাইব্রেরী'র তিনি দীর্ঘকাল সভাপতি ছিলেন। ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটিকে আধুনিক গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করার জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল অক্লান্ত। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উৎপত্তিকাল (১৯২৫ খৃষ্টাব্দ) থেকে বাংলাদেশের সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট নেতা। পরিষদের প্রারম্ভিক কাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির পুনর্গঠনের উদ্যোগকাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ছিলেন সহকারী সভাপতি। অতঃপর পরিষদের পুনর্গঠনের উদ্যোগকাল (১৯৩৩) থেকে তাঁর মৃত্যুকাল (১৯৪৫) পর্যন্ত মাত্র একবৎসর (১৯৪১-৪২) ব্যতীত এই দীর্ঘকাল তিনি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পরিষদের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সভাপতি শুধু নামেই ছিলেন না। পরিষদের এবং কার্য সমিতি ও কাউন্সিলের প্রায় সকল অধিবেশনে উপস্থিত থেকে সভার কার্য পরিচালনা করতেন। ১৯৪১-৪২ সালে পরিষদের পরিবর্তিত গঠন বিধিতে নূতন ভাবে গঠিত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৪ সালের নভেম্বর মাসের (২৪শে ও ২৫শে) বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সপ্তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও সম্মেলনে তিনি উপস্থিত ছিলেন। বর্ধমানের মহারাজা সম্মেলনের উদ্বোধক ছিলেন। মহারাজার উদ্বোধনী বক্তৃতার মধ্যে মুনীন্দ্রবাবু হঠাৎ বেশী রকম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন সম্মেলনের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য মহারাজাকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মহারাজার পক্ষে অবশ্য নিজে

সম্মেলন পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি। অন্য একজন কর্তৃক মুনীন্দ্রবাবুর লিখিত অভিভাষণ পঠিত ও সম্মেলনের কার্য পরিচালিত হয়। বর্ধমানের সম্মেলনের উপস্থিতি নিজগৃহে বাইরে অনুষ্ঠিত সভায় তাঁর জীবনে শেষ উপস্থিতি। সম্মেলন থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি শয্যা গ্রহণ করেন এবং সে শয্যা তিনি আর ত্যাগ করেন নি। ১৯৪৫ সালের ২৬শে আগষ্ট কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের দ্বিসপ্ততিতম জন্মদিবস উপলক্ষে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে তাঁর শয্যা পার্শ্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁকে সম্বর্ধনা জানান হয়। অতঃপর ১৯৪৫ সালের ২০শে নভেম্বর তারিখে তিনি পরলোক গমন করেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের নানাদিকে তিনি পথিকৃৎ ছিলেন। হুগলী জেলা গ্রন্থাগারে পরিষদেরও তিনি সভাপতি ছিলেন। সে সময়ে ১৯৩৪ সালের জুন মাসে বেসরকারী ভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহায়তায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের নামে ও উদ্যোগে বাঁশবেড়িয়াতে অবিভক্ত বাংলাদেশের সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়। তাঁর সুব্যবস্থাপনায় ঐ শিক্ষা কেন্দ্রের কার্য সাফল্যের সাথে সমাপ্ত হয়। অনুরূপ ভাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহায়তায় ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে পূর্ণ একমাস ব্যাপী সমগ্র হুগলী জেলায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারের অবস্থা সম্বন্ধে এক সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এই সমীক্ষার ব্যবস্থা এবং ঐ জেলার দূরপ্রান্তে প্রায় অগম্য স্থানেও সমীক্ষার আয়োজন করা তাঁর চেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছিল। এই সমীক্ষা ও বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সম্পর্কে সুচিন্তিত ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে সমীক্ষা পরিচালনার সর্বপ্রথম প্রয়াস। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। এই সময় তিনি বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের অবস্থার উন্নতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারকল্পে ব্যবস্থাপক সভায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তৎকালীন লোকাল বোর্ড এবং ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃক গ্রাম অঞ্চলের গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হলে সরকারি অডিট রিপোর্টে আপত্তি উত্থাপিত হ'লে গ্রন্থাগারগুলি অর্থ সাহায্যে বঞ্চিত ছিল। মুনীন্দ্রবাবুর উদ্যোগে ও চেষ্টায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বায়ত্ত শাসন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কীয় আইনের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং আইনের এই সংশোধনের ফলে সাহায্যদানের এই বাধা অপসারিত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে সরকারি নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় সরকারকে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সর্বদা নানাধরণের বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলতেন। গ্রন্থাগারের সুব্যবস্থা ও উন্নয়ন কার্যে সরকার যাতে অবহিত হন সেই উদ্দেশ্যে সভায় এসম্বন্ধে প্রস্তাব ও দাবী উত্থাপন ক'রতেন। গ্রন্থাগারিকদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সরকারি নিয়ম কানুন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অথবা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখার জন্য এবং শিক্ষক শিক্ষণ সূচক পাঠক্রমে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিচালন বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তিনি ব্যবস্থাপক সভায় অনেক চেষ্টা করেছেন। হাসপাতালে রোগীদের জন্য সরকারি ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের আয়োজন রাখার প্রশ্নও তিনি সভায় উত্থাপিত ক'রেছেন। সরকারি উদাসীনতার জন্য গ্রন্থাগারের উন্নতি ও গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর কার্যাবলী সব সময়ে সাফল্য লাভ না ক'রলেও সভার অভ্যন্তরে ও বাইরে গ্রন্থাগার আন্দোলনের অনুকূলে জনমত সৃষ্টি হয়েছে। এক সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমস্ত অনুসন্ধানান্তর গ্রন্থাগারের অবস্থা ও ব্যবস্থার উন্নয়ন মূলক এক পরিকল্পনা রচনার উদ্দেশ্যে এক কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব তিনি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করেন। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব প্রধানতঃ ও প্রত্যক্ষভাবে সরকারের নয় এই অজুহাতে এবং সরকারের আর্থিক অপ্রতুলতার দোহাইএর ভিত্তিতে সরকার ঐ প্রস্তাব গ্রহণে স্বীকৃত হন নি। আইন প্রবর্তন

যায়। গ্রন্থাগারের সু-ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার আইনের এক খসড়া রচনা করে সেই খসড়া বা বিল ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপনের চেষ্টাও তিনি ক'রেছিলেন। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের এই প্রয়াস সারা ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম প্রয়াস। দুঃখের বিষয় সরকারের এবিষয়ে অনভযোগিতার জন্য ঐ বিল সভায় উপস্থিত করা সম্ভব হয়নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম আন্তরিক এবং সহজাত আকর্ষণ ছিল। তিনি সকল সময়ে এবং সর্বাবস্থায় এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন। আন্দোলনের অগ্রগতির জন্যে এবং আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে তিনি নিজের দৈহিক এবং আর্থিক অসুবিধাকে কখনও গ্রাহ্য করেন নি। আন্দোলনের প্রসারের জন্য শহর বা দূরবর্তী গ্রাম্য অঞ্চলের যেখান হতে যখনই আহ্বান এসেছে তিনি সর্বত্র সে আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং এজন্য দুর্গম স্থানে যেতেও কুণ্ঠিত হননি। বাংলাদেশের বাইরেও গ্রন্থাগার সম্মেলনাদিতে তিনি যোগ দিতেন। ১৯০৫ সালে গয়া শহরে বিহার প্রদেশের প্রথম গ্রন্থাগার সম্মেলনে মুনীন্দ্র বাবু সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৬ সালে মাদ্রাজে আয়োজিত সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার সম্মেলনের অধিবেশনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৮ সালে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত সর্ব এশিয় শিক্ষা সম্মেলনের শাখা হিসাবে যে গ্রন্থাগার সম্মেলন হয় সে সম্মেলনেও তিনি যোগদান ক'রেছিলেন। সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই উভয় পরিষদের সাথেও তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫ সালে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জীর সম্মেলন হয়। সেখানে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনে তাঁর প্রতি সমাদর দেখান হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর এত বেশী উৎসাহ ছিল যে বৃদ্ধ বয়সেও ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চার তলার অবস্থিত গ্রন্থাগারে বসীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নানাবিধ সভায় উপস্থিত হবার সময় অনেক সময়ে 'লিফট' অচল থাকায় তিনি যুবজনোচিত উৎসাহে সিঁড়ি ভেঙে চার তলায় সভায় উপস্থিত হতেন। 'গ্রন্থাগার' ও 'দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার' নামে দু'খানি গ্রন্থের তিনি লেখক। বস্তুত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে তিনি এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন যে সে যুগে গ্রন্থাগার আন্দোলন বলতে বাংলাদেশের লোক মুনীন্দ্র দেব রায়কে মনে ক'রতেন এবং মুনীন্দ্র দেব রায় বলতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে বুঝতেন।

মানুষ হিসাবে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় সকলের মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সরল, অনাড়ম্বর বিলাসহীন জীবন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতো এবং ভদ্র, অমায়িক সৌজন্যপূর্ণ আচরণ ও ব্যবহার সকলকে মুগ্ধ করতো। জাতি, ধর্ম, শ্রেণী নির্বিশেষে তিনি সকলের সাথে সমান ব্যবহার করতেন এবং অতি সাধারণ লোককেও তিনি তাঁর সমস্তরের লোকের মর্যাদা দিয়ে তাঁদের সাথে আলোচ্য বিষয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। এমন কি বয়সে তাঁর এবং আমাদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান এবং নানা বিষয়ে বিশেষ অমিলতা সত্ত্বেও তিনি কখন তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেননি বা তাঁর এবং আমাদের মধ্যে পার্থক্যবোধের আভাস মাত্র দেননি। অভিজাত বংশের ঐতিহ্য বহনকারী মুনীন্দ্র দেব বিশেষ অতিথি পরায়ণ ছিলেন। তাঁর গৃহে কোন সভাদির ব্যবস্থা হ'লে উপস্থিত সকলকে তিনি মিষ্ট ব্যবহার এবং অকৃত্রিম যোগে সর্বদা আপ্যায়িত করতেন। পরিচিত ব্যক্তিরা যখনই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর গৃহে তাঁর সাক্ষাৎ দেখা করতে গিয়েছেন তখনও তাঁর গৃহে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। অন্তরের প্রসন্নতা ও উদারতা ছিল তাঁর অসীম। তাঁর চরিত্রে এই সকল মহৎ গুণ থাকা সত্ত্বেও কখন কখন কোন কোন লোক ঈর্ষা বশতঃ অথবা তাঁদের নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি হানির আশঙ্কায় তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করবার অথবা তিনি যে প্রতিষ্ঠানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত তার প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের প্রতিও তিনি কখন বিরাগ পোষণ করেননি। ঘৃণা, অবজ্ঞা অথবা অশ্রদ্ধার ভাব দেখাবার পরিবর্তে পরম উদারতা সহকারে তিনি সব সময়ে তাঁদের প্রতি তাঁর সহযোগিতার হাত সম্প্রসারণ করেছেন।

কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের পরলোক গমনে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জগতে বিশেষতঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল তা পূরণ হওয়া দীর্ঘকালসাপেক্ষ। নশ্বর দেহে চিরদিন বর্তমান থাকা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব না। তবু নশ্বর দেহে না হ'লেও নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এবং কৃত কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ ও পুরোধা হিসাবে আজও আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। তাই আজ আমরা তাঁর জন্মের শততম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এবং তাঁর আরব্ধ কাজ সর্বদা অগ্রগতির পথে অগ্রসর হোক এই কামনা করছি। আরও কামনা করছি কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় চিরজীবি হোন !

পরিষদ সংবাদ

গত ২৪. ৬. ৭৪ তারিখে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের জন্য ইউ. জি. সি. বেতনক্রম চালু করা সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা প্রতিনিধিবৃন্দ শিক্ষামন্ত্রীর গোচরে আনেন।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নিম্নলিখিত বিষয়ে সুবিবেচনার আশ্বাস দেন।

১। যে সব গ্রন্থাগারিক বর্তমানে অ্যাড হক পাচ্ছেন তাঁদের কিভাবে নিয়মিত করা যায় তা বিবেচিত করা হবে।

২। যে সব ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগারিক/উপ-গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিক ১. ৪. ৬৬ এর পরে যোগদান করেছেন তাঁদের ইউ. জি. সি বেতনক্রমের আওতায় আনা হবে।

৩। ১. ৪. ৬৬ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত উপ-গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিকদের ইউ. জি. সি বেতনক্রমের আওতাভুক্ত করার জন্য যথাযথ সারসংক্ষেপ পাঠানো হবে।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষে ছিলেন সমিতির সভাপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য ও সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে ছিলেন সর্বশ্রী সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, কুমার শাস্তাল, রামকৃষ্ণ সাহা, সুবীর ঘোষ ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিজনের মনে প্রাকৃত জনের চিন্তা

শ্রীশুকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সৃষ্টির আদিকাল হইতে পৃথিবীতে মানুষ, পশুপক্ষী, কীট, পতঙ্গের গতাগতি চলিতেছে। ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষই সর্বপ্রধান। মনুষ্যেতর জীবদের গতাগতি সম্পর্কে তো মানুষ কোন খবরাখবরই রাখে না। বাসস্থান আহারে, প্রকৃতিতে, জীবনযাত্রায় তাহাদের সঙ্গে মানুষের রহিয়াছে আকাশ পাতাল পার্থক্য। মানুষের সহিত মানুষের জনমে মরণে, আচারে বিচারে, চলনে বলনে একটা ঐক্য আছে বলিয়াই পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা আছে। পৃথিবীতে কত মানুষই তো আসে যায়। কে তাহার খবর রাখে? কিন্তু সময়ে সময়ে এমন এক এক কীর্তিমান পুরুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, নিজেদের কর্মগুণে এমনভাবে জনমনে একটা রেখাপাত করিয়া যান যে তাঁহাদের কথা জনগণ ভুলিতে পারে না, ভোলে না। তাঁহারা মরিয়াও ঐহিক অমরতা লাভ করিয়া থাকেন।

আজ হইতে শতবর্ষ পূর্বে আমরা এমনই একজন মানুষকে আমাদের মধ্যে পাইয়াছিলাম। যিনি অন্তর্হিত হইয়াও আমাদের হৃদাসনে আসীন হইয়া আছেন। হুগলী জিলার বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবারে সেই খ্যাতিমান পুরুষটির জন্ম হইয়াছিল। মানুষ যেদিন ধরাধামে প্রথম অবতীর্ণ হয় সেদিন কে আসিল তাহা আমরা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু কালাতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কর্মধারাই তাহাকে আমরা সম্পূর্ণরূপে চিনিতে পারি। কুমার মুনীন্দ্র দেব রায়মহাশয় যেদিন বাঁশবেড়িয়ার দেবরায় পরিবারে প্রথমে ধরার আলোক দেখিতে পাইলেন সেদিন কি কেহ ভাবিয়াছিল যে কালক্রমে তাঁহার নিজ কর্মগুণে জনমনে তিনি একটি স্থায়ী আসন লাভ করিবেন?

মোগল আমলে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দেবরায় পরিবারের এক ব্যক্তিকে রাজা মহাশয় উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই তাঁহার অপত্য বলিয়া পরবর্তী বংশধরেরা কুমার মহাশয় বলিয়া আখ্যাত হইতেন। কুমার মুনীন্দ্র ছিলেন আদালের ঘরের দুলাল। সাধারণতঃ দেখা যায় আদালের ঘরের দুলালেরা প্রাচুর্যের ঘরে লালিত পালিত হইয়া বিলাসব্যসনে মত্ত থাকিয়া জীবনের দিনগুলি কাটায়।

মানব জীবনে বংশধারা ও পরিবেশ প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু পূর্ব সংস্কার বলিয়া মানব জীবনের আর একটি দিকও আছে। তাহার অস্তিত্বের কথা কোন রকমেই অস্বীকার করা যায় না। মানুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিকাশলাভ হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া পূর্বসংস্কারের বশে মানুষ নিজের জীবনকে চালিত করে। এই ধরণের লোককে আমরা বলি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বা প্রহ্লাদকুলে দৈত্য। পরিবারের বিরুদ্ধ গুণের অস্তিত্ব দেখিলেই এই কথা বলা হয়।

কুমার মুনীন্দ্রের জীবনের কার্যাবলী হইতে দেখা যায় তিনি ছিলেন প্রফুল্লমনা মার্জিত রুচিসম্পন্ন লোক। বড় ঘরের বড় মনের পরিচয় তাঁহার জীবনে পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীর সহিত সরস্বতীর মিলন অনেক সময় দেখা যায় না। তিনি ধনীর ঘরের ছেলে হইয়া বিদ্যার্জনে বিমুখতা দেখান নাই। তিনি একাধারে ছিলেন বিদ্বান, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সমাজসেবক, বিদ্যোৎসাহী ও রাজনীতিচর্চায় আগ্রহশীল। তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে তিনি তাঁহার পরিবারের ঐতিহ্যের ঊর্দ্ধে উঠিয়া জীবনকে একটা নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। শুধু দেখেনই নাই, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া, নিজের জীবনকে চালিতও করিয়াছিলেন। অভিজনের ঘরে জন্মগ্রহণ

করিয়া অভিজনোচিত আর্থ সম্ভানের, বিলাস ব্যসনের ইন্ধন যোগাইয়া জীবন যাপন করিতে তিনি কোন তৃপ্তি পান নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল প্রাকৃত জনের দুর্গতি মোচনের দিকে, দুর্দশাগ্রস্ত দেশের উন্নয়নের দিকে, অজ্ঞতার আচ্ছন্ন জনগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের দিকে, অনর্থার্থের প্রতি উদাসীন রাজশক্তির চৈতন্য সম্পাদনের দিকে। তাঁহার পূর্ব সংস্কারই তাঁহাকে এই পথে ধাবিত করিয়াছিল। তিনি তাঁহার জীবনে বিভিন্নমিষ্ট কার্যই সম্পন্ন করিয়া নিজের জীবনকে মহীয়ান করিয়াছেন, দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া জীবনের শেষ দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন।

দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার সাধনের ব্যাপারে তাঁহার দান ছিল অপরিসীম। একদিকে দেশের গ্রন্থাগারের প্রসার সাধন ও অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকারের নিকট আবেদন নিবেদন করিয়াছিলেন অন্য দিকে জনগণকে স্বকীয় চেষ্টায় গ্রন্থাগারের সম্ব্যবহার ও উন্নতি সাধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে প্রয়াসও পাইয়াছিলেন। বেশ পরিণত বয়সেই তিনি বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িত করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্য প্রচারার্থ কলিকাতার আশেপাশে সভা করিয়া বেড়াইতেন। ইহাতে ছিল তাঁহার অনাবিল আনন্দ। কর্মের নেশায় মত্ত হইয়া তিনি কায়িক শ্রমকে গ্রাহ্য করেন নাই।

তিনি অনেকদিন বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। কর্মের খাতায় নাম লিখাইয়া আইন সভায় নামেমাত্র সদস্য থাকিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি আইন সভায় গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধনের জন্য প্রস্তাব আনিয়া, বক্তৃতা করিয়া সরকারের ঔদাসীন্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হইলে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন কারাগারে আবদ্ধ সত্যাগ্রহীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। সেই সময় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হইতে সরকারের নিকট দরবার করিয়া কারাগারে যাহাতে বন্দীরা বই পড়ার সুযোগ পায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই দিক দিয়া তাঁহার চেষ্টা যে অনেকটা ফলপ্রসূ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের আন্তর্জাতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে তাঁহাকে ভারতের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করা হইয়াছিল। নির্বাচন যে নিরর্থক হয় নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই সুযোগ পাওয়ার ফলে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশসমূহের গ্রন্থাগারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার একটা বড় সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতেও তিনি বিন্দুমাত্র চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার প্রণীত দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার পুস্তকখানা গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আগ্রহশীল ব্যক্তিদের চিন্তার খোরাক ও এই সম্পর্কে কর্মের প্রেরণা যোগাইয়াছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়?

তখনকার দিনে গ্রন্থাগার পরিচালন করা খুব সহজ সাধ্য কাজ ছিল না। পাঠকদিগকে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভে উদ্বুদ্ধ করার জন্য স্থানে স্থানে গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালন করা দেশকর্মীদের একটা প্রধান কার্যক্রম ছিল। তাই তাঁহারা সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগের নিকট সংযোগ ঘটাইবার ব্যবস্থা করিতেন। কোন গ্রন্থাগারে এই নিষিদ্ধ পুস্তক পাওয়া গেলে গ্রন্থাগার কর্মীরা আইনত দণ্ডিত তো হইতেনই অধিকন্তু গ্রন্থাগার তল্লাসী করিয়া এমন একটা ত্রাসের সঞ্চার করা হইত যে পাঠকরা ভয়ে ভয়ে গ্রন্থাগারের সীমানা মাড়াইতে সাহস পাইত না। অভিভাবকরাও গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য তাহাদের ছেলে-দিগকে গ্রন্থাগারে যাইতে উৎসাহ দিতেন না। ফলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা দূরে থাকুক গ্রন্থাগার জনগণের নিকট একটা ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল।

রাজনৈতিক আন্দোলন স্তিমিত হইলে এবং সরকারের দমনমূলক নীতি প্রয়োগের ফলে আমরা রাজনৈতিক

কর্মীরা অন্ত প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জনগণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার একটা পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলাম। ইহার ফলে ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে আমরা এক গ্রন্থাগার সম্মেলন আহ্বান করি। সম্মেলন করিবার মত আর্থিক সম্বল আমাদের ছিল না। তথাপি আমরা আমাদের দৈন্যের কথা অকপটে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আমাদের সম্মেলনের সভাপতির পদ গ্রহণ করিবার জন্য সাদর ও সবিনয় আহ্বান জানাই। এই কথাও তাঁহাকে লিখি যে তাঁহার যাতায়াতের ব্যয়ভার বহন করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। তিনি যদি নিজ ব্যয়ে আমাদের সম্মেলনে যোগ দিতে পারেন তবে সবচেয়ে ভাল হয়। কলিকাতা ও হুগলী ছাড়া তখনকার দিনে মফঃস্বলে এই প্রচেষ্টা দেখিয়া তিনি স্বভাবতই সহানুভূতি ও সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া আমাদের সাদর আহ্বান গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। এদিকে সরকার পক্ষ হইতে আমাদের এই সম্মেলনের প্রতি বেশ কড়া নজর রাখা হইতেছিল। অবশেষে আমরা তাঁহার সভাপতিত্বে সম্মেলন করি। অন্যান্য প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের একটি প্রধান প্রস্তাব ছিল যে নিষিদ্ধ পুস্তকের সন্ধানে সম্প্রতি সরকার যে দমনমূলক নীতি প্রয়োগ করিতেছে তাহাতে গ্রন্থাগারের পরিচালক ও পাঠকবর্গের মধ্যে এক মহা আলের সঞ্চার হইয়াছে। ইহার ফলে গ্রন্থাগারগুলি দুর্দশাগ্রস্ত হইতেছে এবং পাঠকবর্গ গ্রন্থাগারের সহিত সম্পর্ক রাখিতে ভয় পাইতেছে। অতএব সরকারকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে কোন্ কোন্ বই পাঠ নিষিদ্ধ তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়া তাহারা যেন গ্রন্থাগারগুলিকে অযথা হয়রানি হইতে অব্যাহতি দেন। সভাপতি কর্তৃকই এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল। কুমার মুনীন্দ্র অতঃপর সরকারের সহিত দরবার করিয়া এই সম্পর্ক সরকারের কঠোর মনোভাবকে কিঞ্চিৎ শিথিল করেন। আবার সরকারও পূর্বপ্রকাশিত তালিকা হইতে একটি বৃহদাকার তালিকা প্রকাশ করিয়া গ্রন্থাগারগুলিকে অল্প মূল্যে সরবরাহ করিলে ক্রমশ জনগণের ভীতি দূর হইতে থাকে। তাঁহার দরবার যে আমাদের গ্রন্থাগারের দুর্দশার নিরসনে অনেক সহায়তা করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

গত ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে, কুমার মুনীন্দ্র আমাদের ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। মানুষ যায় কিন্তু থাকে তাঁহার কর্ম। এই কর্মই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয়। তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ভগবানের নিকট প্রার্থনা আমরা গ্রন্থাগারকর্মীরা যেন তাঁহার সৃজনী প্রতিভা, ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা এবং নিরলস কর্মপ্রয়াসের অধিকারী হইতে পারি।

একটি আবেদন

বিকলাঙ্গ মানুষের কল্যানার্থে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান রিহাবিলিটেশন ইণ্ডিয়া। আপনাদের যাবতীয় বই বাঁধানোর কাজ আমাদের দিয়ে বিকলাঙ্গ মানুষকে সাহায্য করুন। সমস্ত প্রকার খাম ও প্যাকেট আমরা তৈরী করি।

যোগাযোগ করুন :—

Rehabilitation India
P-1/423, Gariahat Road (South)
Jodhpur Park
Calcutta-31　Phone : 44-1778

রায় মহাশয়

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাসের পাতা উল্টে দেখলে বিভিন্ন সময়ের কর্মকর্তাদের তালিকার মধ্যে দুটি নাম বারংবার দেখতে পাওয়া যায়। নাম দুটি হল সভাপতি বা সহ-সভাপতি হিসাবে ৺কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের ও কর্মসচিব হিসাবে ৺তিনকড়ি দত্তের। ৺তিনকড়ি দত্তের সঙ্গে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার বর্তমান পাঠকদের মধ্যে অনেকেই পরিচিত ছিলেন. কিন্তু ৺কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের সঙ্গে সম্ভবতঃ তাঁদের মধ্যে অনেকেরই পরিচয় ছিল না। ঘনিষ্ঠভাবে তাঁকে জানবার ও নানাভাবে তাঁর কর্মধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট গুণাবলীর যে পরিচয় আমি পেয়েছিলাম. সেই সম্পর্কে দুচৌ একটা কথা এখানে নিবেদন করছি।

সে পঞ্চাশ বছরের ও আগেকার কথা। তখন আমরা, the 'Three Musketeers' of Bansberia (৺তিনকড়ি দত্ত, ৺যতীন্দ্রনাথ রুদ্র ও বর্তমান লেখক), একটা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত করার কল্পনা করছিলাম। সে সময়ে আমাদের একজন যোগ্য নায়কের অভাব ছিল। আমাদের, বিশেষ করে তিনকড়ি দত্তের উৎসাহের অভাব ছিল না ; অথচ তখন আমরা তরুণ যুবক মাত্র। শুধু আমাদের কথাতেই কি লোকের প্রত্যয় হবে, বা তাতে কি লোকে গুরুত্ব আরোপ করবে ? এমন একজন নায়ক দরকার যিনি সাধারণের কাছে উপযুক্ত মর্যাদা পাবেন। সম্ভ্রান্ত অনেক লোকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল ; কিন্তু কে আমাদের কল্পনাকে প্রশ্রয় দেবে ও আমাদের নায়কত্ব করতে সম্মত হবে ? তিনকড়ি দত্তের লোক চিনবার প্রতিভা ছিল, সে-ই কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়কে নির্বাচন করে, এবং তাঁকেই 'পুরতঃ স্থাপয়িত্বা' আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

তখন কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। একটু দূর থেকেই তাঁকে আমরা বরাবর দেখে এসেছি, যদিও তিনি ছিলেন আমাদেরই স্বগ্রামবাসী। তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ও সুশিক্ষিত, বাঁশবেড়িয়ার ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধাদি লেখেন, পুরাকীর্তি সম্পর্কে চর্চা করেন—এই পর্যন্ত আমাদের জানা ছিল। কোন রকম চাকুরি বা অর্থকরী পেশা তিনি গ্রহণ করেন নি, তখন বোধ হয় তাঁদের মর্যাদায় বাধত। বেশ দুবার ছিলেন পরিচ্ছন্ন অথচ অনাড়ম্বর, মুখশ্রী ছিল প্রশান্ত ব্যবহার ছিল অমায়িক। অথচ তিনি যে আমাদের বত্তন দশ জনের চেয়ে উর্ধ্বমানের, সেটা সকলেই অনুভব করত। এর কারণ কি ? তাঁর কোন রকম অহমিকা বা যাকে বলা যায় 'চাল', তা ও মোটেই ছিল না। তবুও সান্নিধ্যে একটা সম্ভ্রমের উদ্রেক হ'ত। কেন ?

কারণ, তিনি ছিলেন যথার্থই সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত। উচ্চকুলে তাঁর জন্ম হয় বলেই যে তিনি অভিজাত ছিলেন তা নয়, মানসিক ও চারিত্রিক নানা সহজাত গুণের জন্যেই তিনি 'অভিজাত' নামের সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। 'কুলীন' শব্দের মৌলিক অর্থ বিচার করলেও তাঁকে কুলীন বলা যায়, কারণ 'আচারো বিনয়ো বিদ্যা' ইত্যাদি কুললক্ষণ তাঁর চরিত্রে ছিল। এখন democracy র যুগ, aristocracy র উপর সকলেই বিরূপ। কিন্তু aristocracy র আসল অর্থ হ'ল rule of the best কালক্রমে লোকে ভ্রান্তিবশতঃ বিত্তবান্ ব্যক্তিদেরই the best ব'লে মনে করতে আরম্ভ করে, রাজা জমিদার ইত্যাদি শ্রেণীকে aristocracy নাম দেয়। 'The best' মানে যাঁরা সকলের চেয়ে বিদ্বান্ বা বুদ্ধিমান তাঁরা ঠিক ন'ন। যাঁরা চারিত্রিক ও মানসিক শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী তাঁরাই হলেন the best ; তাঁদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও বিত্ত থাকতে পারে, তবে সে সব হ'ল গৌণ ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। পাঠকেরা কেউ কেউ হয়ত মনে কর্তে পারেন যে 'কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়' এই দীর্ঘ নামটা যে তাঁর সম্পর্কে আমরা সর্বদা ব্যবহার কর্তাম, তার কারণ হ'ল আমাদের তাঁর প্রতি অতিভক্তি। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। সম্রাট ঔরংজেব বীরেন্দ্রসিংহদেব রায় দেব পুরুষানুক্রমিক 'রাজা মহাশয়' খেতাব দেন, সেই থেকে তাঁদের বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'রাজা মহাশয়' ও তাঁর অনুজেরা 'কুমার মহাশয়' পদবী ব্যবহারের অধিকারী হন।

কিন্তু মাত্র একটা ইতিহাসমূলক প্রথার অনুসরণ করেই তাঁকে আমরা 'কুমার মহাশয়' বলতাম না। আমরা মনে প্রাণে অনুভব কর্তাম যে তিনি ছিলেন যথার্থ-ই 'মহাশয়', কারণ তাঁর 'আশয়' অর্থাৎ অন্তঃকরণ ও অভিপ্রায় ছিল মহৎ, কোনও নীচতা তাতে ছিল না। তাঁর বিশিষ্ট পরিচয় ছিল বংশগত 'বিনয়ে'। 'বিনয়' কথাটার মূল তাৎপর্য্য হ'ল মানসিক শিষ্টতা ও ব্যবহারে শালীনতা। এই শিষ্টতা হ'ল চিত্তোৎকর্ষের ফল, এবং ব্যবহারিক ভদ্রতায় এর পরিচয়। 'নবধা কুললক্ষণে'র তালিকায় এই 'বিনয়ে'র কথাই বলা হয়েছে। দুঃখের বিষয় এই জাতীয় 'বিনয়'-সম্ভূত ভদ্রতা এখন দুর্লভ হয়ে আসছে। Newman র মতে A true gentleman is he who never wants to inflict pain, যথার্থ ভদ্রব্যক্তির চিত্তে কখনও অপরের মনে আঘাত করার অভিলাষ থাকে না। এই সহজাত ভদ্রতার বোধ ছিল বলেই রায় মহাশয় সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। কেউ বোধ হয় তাঁকে কখনও অসহিষ্ণু বা বিরক্ত হতে দেখেনি; যদিও বিরক্ত হবার কারণ অনেক সময় থাকত। "বিকার হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে / যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ"। রায় মহাশয় ছিলেন এই রকম ধীর।

রায় মহাশয়কে মহাপুরুষ কেউ মনে কর্ত না; তিনি অসাধারণ পণ্ডিত, বক্তা বা জননেতা ছিলেন না। কিন্তু সকলেই মুগ্ধ হ'ত তাঁর সৌজন্যে অর্থাৎ সুজনোচিত বাক্যে ও ব্যবহারে। সকলেরই প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি এবং সকলের মতের প্রতি উদার দৃষ্টি ছিল এই সৌজন্যের ভিত্তি। সৌজন্যকে ইংরেজিতে বলা হয় courtesy; এক যুগে এই courtesy ছিল court বা রাজসভার পরিমণ্ডলে আচারণের বিশিষ্ট লক্ষণ। 'The age of chivalry' চলে গেছে, the age of courtesy ও প্রায় চলে যাবার মতন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয় যে 'সময় যেন তখনকার পর হইতে ক্রমে ক্রমে ইতর হইয়া আসিয়াছে, মনোবৃত্তির অপভ্রংশ ঘটিয়াছে।'

সভাপতি হিসাবে কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সর্বজনপ্রিয়তার মূলেও ছিল তাঁহার সহজাত সৌজন্য। কোন কোন সভাপতি ঈপ্সিত সিদ্ধান্তের আনুকূল্যে সভার মত আনয়নের জন্য কথা বলেন বেশী, কিন্তু রায় মহাশয় সভাপতি হিসাবে নিজে খুব কম কথা বলতেন, প্রত্যেক বক্তাকেই নিজ নিজ বক্তব্য উপস্থাপিত করার সুযোগ দিতেন। তাঁর সম্মুখে কারও কুতর্ক করার প্রবৃত্তি হত না, সকলেই পরস্পরের যুক্তি বুঝে নেবার চেষ্টা কর্ত। ফলে বিভিন্ন বক্তার যুক্তি হত পরস্পরের অনুপূরক, সহজেই একটা consensus বা মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হত। শোনা যায় ইংলণ্ডের প্রখ্যাত Prime Minister Asquith ও cabinet meeting চালাতেন এই ভাবে, এই জন্য তাঁকে আদর্শ Chairman বলা হ'ত। মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়কেও বলা যায় আদর্শ সভাপতি; এই জন্য তাঁর সময়ে লাইব্রেরী আন্দোলনের মধ্যে কোনও দলাদলি ছিল না।

শাস্ত্র মতে যে বয়সে 'বনং ব্রজেৎ' সেই বয়সে তিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর উৎসাহ ও উদ্যম নবীনদের চেয়ে কিছু মাত্র কম ছিল না, ফলে শীঘ্রই গ্রন্থাগার আন্দোলনের অধিনায়ক বলে তিনি সর্বত্র পরিচয় লাভ করেন। কর্মসচিব তিনকড়ি দত্তের সহিত সভাপতি কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের সহযোগিতা মণিকাঞ্চন সংযোগের তায় হয়েছিল, এবং এই সহযোগিতার ফলে লাইব্রেরী আন্দোলন অচিরে প্রসার লাভ করে

এবং সাধারণের ও সরকারের কাছে জনকল্যাণের অন্যতম প্রশংসনীয় উদ্যম ব'লে স্বীকৃতি পায়। দেব রায় মহাশয়ের পক্ষে লাইব্রেরী আন্দোলনের নায়কত্ব তাঁর আত্মশক্তির উদ্বোধক হয়েছিল; তিনি যেন নিজের পথ খুঁজে পেলেন, স্বধর্ম আবিষ্কার কর্লেন। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই ধর্ম পালন কর্তেন। এর জন্য তিনি গ্রামে গঞ্জে ঘুরেছেন, বই লিখেছেন, সুদূর Spainএ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক লাইব্রেরী Congressএ যোগদান করেছেন। যত দিন তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন তিনি এই আন্দোলনের প্রতি অন্যান্য সদস্যদের ও সরকারের সমর্থন সংগ্রহ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন এবং কিছু পরিমাণে কৃতকার্য হয়েছিলেন। তবে সরকারি প্রেরণায় এই আন্দোলনের সূচনা হয় নি এবং সরকারি সাহায্যে এর পুষ্টি হয় নি। এটা বেসরকারি প্রয়াস বলেই বোধ হয়, সম্ভব হয়েছিল এর সাফল্য।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের জন্য নানা ভাবে পরিশ্রম করে রায় মহাশয়ের কি লাভ হয়েছিল? সাংসারিক দিক থেকে দেখলে এ কাজে তাঁর লাভ কিছুই হয় নি, বরং ঘরের পয়সাই তাঁকে খরচ কর্তে হয়েছে। তখনকার দিনের প্রায় সকল কর্মীর পক্ষেই একথা খাটে। অনেকে বল্‌তে পারেন যে এ কাজ ছিল তাঁদের 'নেশা', কেউ হয়ত বলবেন যে এছিল এক ধরণের বাতিক। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে দেশে কিছু বাতিকগ্রস্ত লোকের দরকার আছে। যারা 'লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ, কলহ সংশয়' নিয়ে থাকে তাদের দিকে কোনও বড় কাজ হতে পারে না। তার জন্য দরকার যাকে ইংরেজিতে বলে 'great passion' অর্থাৎ বাতিক। কোনও সৎকার্যের জন্য একটা বাতিক থাকলে ক্ষুদ্র ও সীমিত পরিধির মধ্যেও যে স্থায়ী কিছু করা যায়, তার প্রমাণ দেব রায় মহাশয়ের ও তিনকড়ি দত্তের জীবনে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ তাঁদের পক্ষে লাইব্রেরী আন্দোলন ছিল একটা mission বা ব্রত। আজকাল অনেক trained librarian আছেন, তাঁরা নিশ্চয় library scienceএর অন্তর্গত নানা বিষয় ভাল করেই জানেন ও ভাল ভাবেই স্ব স্ব কার্য নির্বাহ করেন। কিন্তু তাঁদের কাছে ত গ্রন্থাগারিকতা হল একটা পেশা; তাঁরা অবশ্যই উপযুক্ত বেতনের ও সমুচিত উন্নতির জন্য দাবি কর্তে পারেন। কিন্তু যাঁদের কথা বলছি তাঁরা যে শুধু ঘরের খেয়ে-বনের মোষ তাড়িয়ে গেছেন তা' নয়, তাঁরা এই আন্দোলনের gospel বা বাণীও ও আদর্শ প্রচার করেছেন ও লোকের মনে একটা প্রেরণা জাগিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার যে তাঁরা পাদ্রী সাহেবদের মত কোনও বেদী থেকে প্রচার-কার্য চালাতেন না; অতি সহজ ভাবে লোকের সঙ্গে মিশ্‌তেন, সাধারণ সামাজিক ছন্নতাই ছিল তাঁদের সাফল্যের মূলে। বিজয়া সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন তাঁরা কর্তেন, আরও পাঁচটা লাইব্রেরীতে আমন্ত্রণ পত্র পাঠাতেন। সম্মেলনের অধিবেশনে দু' এক জন বক্তাও হয়ত থাকতেন, কিন্তু বক্তৃতা ও প্রস্তাবের (resolution) ব্যাপারটা ছিল গৌণ, খেলা খেলা-ই ছিল মুখ্য। তখনকার দিনেও library conference ছিল আজ কালকার রাজনীতিক সমাবেশ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।

রায় মহাশয়ের মতন লোক এখনকার যুগে বিরল। সমাজ-ব্যবস্থাও পাল্‌টে গেছে, দৃষ্টিভঙ্গি-ও বদ্‌লে গেছে। বংশগত বা চরিত্রগত আভিজাত্যকে কেউ আর আমল দেয় না। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে; 'গেছে যদি, আপদ গেছে"—এই সাধারণ মত। কিন্তু কিছু কি সঙ্গে সঙ্গে আমরা হারাই নি? জমিদারের শোষণ এখন নেই, কিন্তু শোষণের কি শেষ হয়েছে? মজুতদার ও ব্যবসাদার ত আছে। দেশের লোকের প্রতি জমিদারের যে একটা কর্তব্য আছে, সেটা সেকালের জমিদাররা স্বীকার কর্তেন, এবং অনেকেই কম বেশী সে কর্তব্য পালনের চেষ্টা কর্তেন, পাঠশালা, টোল, স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য টাকা দেওয়া তাঁরা কর্তব্য মনে কর্তেন, বার মাসে তের পার্বণের মাধ্যমে তাঁরা সর্ব-

সাধারণের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা কর্ত্তেন। রায় মহাশয়দের কুলদেবী ৺হংসেশ্বরীর ভোগের প্রসাদ উপস্থিত অভ্যাগতেরা পেত, নৈবেদ্যের আতপ চাল দুঃস্থ বিধবাদের মধ্যে বিতরণ করার রীতি ছিল। তখন চালের কালো বাজারি ছিল না। এখন ও সরকার সমস্ত জমিদারি অধিগ্রহণ করেছেন, কিন্তু সরকারি কর্মচারীদের কি সেকালের জমিদারদের মত দান খয়রাৎ করার অধিকার আছে?

রায় মহাশয় স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পারেন নি। হয়ত সেটা তাঁর দুর্ভাগ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর যে ভাবে দেশে চরম স্বার্থপরতা, হিংস্র লোভ আর ভয়াবহ বর্ব্বরতা জেঁকে উঠ্‌ছে, তা' যে রায় মহাশয়কে দেখে যেতে হয় নি, এই তাঁর সৌভাগ্য।

— —

বিদেশে ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম রাষ্ট্রদূত

রতন কুমার দাশ

বহির্ভারতের গ্রন্থাগার জগতের সঙ্গে এদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করেছিলেন কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়। প্রথম পর্বের সেই ক্ষীণ যোগসূত্রটিকে পরবর্তীকালে যিনি সুদৃঢ় করে তোলেন তিনি হলেন ডক্টর রঙ্গনাথন। রায় মহাশয়, বাঁশবেড়িয়ার রাজ পরিবারের গড়বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয়ে পড়া সমাপ্ত করে তিনি হুগলী কলেজ ও পরে কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ও সমাজ সেবামূলক কাজে সুনাম অর্জন করেন ১৮৯৯ সালে তিনি বড়লাটের দরবার বা মজলিসে আমন্ত্রিত ও বড়লাটের সহিত পরিচিত হন। সমাজসেবার জন্য তিনি কিং এম্পারার কাছ থেকে "সিলভার জুবিলি মেডেল" ও করোনেশন মেডেল লাভ করেন।

১৯০২ সাল হতে তিনি হুগলী জেলা বোর্ডের সদস্য এবং হুগলী জেলা জেল ও শ্রীরামপুর মহকুমা জেলের বেসরকারী পরিদর্শক। তিনি বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ার ম্যান ১৯১৯-৩৪, ১৯৩৫-৩৮, ও ১৯৩৯ মোট এগার বৎসর। কুমার মুনীন্দ্রদেব প্রায় ৩০০ বিঘা ভূমি বেনার্স ব্যাঙ্কার্স অ্যাণ্ড কোম্পানীকে ইজারা দিয়েছিলেন। এই ভূমিখণ্ডের ভিতরে কতকগুলি জমি যাতায়াতের পথরূপে ব্যবহৃত হত; সেগুলি ইজারা হতে বাদ দেওয়া হয়েছিল। যখন বাঁশবেড়িয়ায় জলের কল স্থাপিত হয় সেই সময়ে তিনি এই জমিগুলির দাবী মিউনিসিপ্যালিটীর অনুকূলে ত্যাগ করেন। জলের কল স্থাপন করতে একলক্ষ টাকা খরচ হয়। কিন্তু তার মধ্যে ৪০ হাজার টাকা মিউনিসিপ্যালিটীর এই সকল জমি বিক্রয় করে পান। তাতেই জলের কল স্থাপন সম্ভবপর হয়। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায় একটি হাসপাতাল ও প্রসবাগার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর চেষ্টায় ৫৫ হাজার টাকা দান সংগৃহীত হয়। দাতার নামেই এই হাসপাতাল ও প্রসবাগারের নামকরণ হয় এবং রায় মহাশয় এই দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন।

কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি ঘটে এবং বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যাল এলাকায় তিনটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। 'চুঁচুড়া বালিকা বাণীমন্দির ও কতিপয় বালিকা বিদ্যালয়ের বাটী তাঁহার প্রদত্ত অর্থে নির্ম্মিত হয়। তিনি বংশবাটী কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ার ম্যান, কায়স্থ কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের চেয়ারম্যান, তারকেশ্বর কো-অপারেটিভ সেল অ্যাণ্ড লাইফ সোসাইটির ডিরেক্টর এবং বহু প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট এবং হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট লাণ্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদির ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, হুগলী ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তিনি পাবলিক লাইব্রেরী এনকোয়ারী কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিচার ও কারা বিভাগের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য ছিলেন। বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকায় ১৯৩১ সালে যে লোক গণনা হয়েছিল তিনি তার পরিচালনভার পেয়ে ছিলেন। ইউনিভারসিটির গ্রন্থাগারিকগণকে লাইব্রেরী পরিচালন বিদ্যা শিক্ষা দেবার উপায় নির্ধারণ করবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট যে কমিটি গঠন করেন তিনি সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি The Eastern Voice, নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রের, The United Bengal সাপ্তাহিক পত্রের

এবং কয়েক বৎসর 'পাঠাগার' ও পূর্ণিমা' নামক বাঙলা মাসিক পত্রের অন্যতম পরিচালক ছিলেন। মাদ্রাজ প্রদেশের বেজওয়াদা নগরী হইতে প্রকাশিত 'The Indian Library Journal নামক পত্রিকার এবং কিছুকাল বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার মুখপত্র কায়স্থ পত্রিকার তিনি সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১৯০৩ সালের সংশোধিত স্বায়ত্ব শাসন আইনের সংস্কারার্থে এই মর্মে এক প্রস্তাব পেশ করেন যে, জেলা বোর্ড সমূহকে তাহাদের এলাকাভুক্ত পাবলিক লাইব্রেরী ও রিডিং রুমগুলিতে অর্থ সাহায্য দিবার ক্ষমতা দেওয়া হউক।

নিখিল-ভারত-গ্রন্থাগার-সম্মেলন (মাদ্রাজ) নবম অধিবেশনে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। স্পেনে দ্বিতীয় বিশ্বগ্রন্থাগার সম্মেলনে (Second International Congress of of libraries and Bibliograhy) যোগদান করেন। ঐ সময়ে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে লেখেন —"Kumar Munindra Deb Rai Mahasai of the Bansberia Raj, a member of the Bengal Legislative Council and President of the All India Public Library Association, is at present staying in Manchester with the object of visiting the University, the Chief Libraries, and of studying municipal administration here. As chairman of the Bansberia municipalit, he has been the means of providing it with water works, an electricity supply, modern roads, efficient drainage, a maternity clinic a hospital, an education system and two Libraries. In 1935 he was the only delegate from India to the Second International Congress of Libraries and Biblio graphy, held in Spain. One of his achievements in Bengal was to induce the Government to institute prison libraries, an amenity for which too many Political Prisoners of recent times were Grateful. স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ইউরোপীয় গ্রন্থাগার পরিচালন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয়ের অভিলাষে গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেনও ইটালী পরিভ্রমণ করে ১৯৩৫ সালের ২৬শে জুন স্বদেশে ফিরে আসেন।

১৯৩৮ সালের আগষ্ট মাসে রায় মহাশয় শ্রীনিবাস শিমলা শৈলে সরকারী কার্যোপলক্ষে গমন করেন। তথায় একমাস অবস্থান কালে তিনি দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্কল্প করেন। সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করে ২৪শে বোম্বাই রওনা হন। লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার স্যার ফিরোজ খাঁ নুনের নিকট বাঙলার প্রধান মন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হকলেখেন Dear Sir Firoj, This is to introduce to you my friend Kumar Munindra Dev Rai Mahasai of the Bansberia Raj in Bengal. He is going to England on a cultural mission and I shall deem it a great favour, if you wold kindly facilitate his visit to the Universities and other cultural centres in Great Britain and Ireland. He will also require facilities to study the internal administration of the city corporations and county councils. He is the pioneer of the library movement in India and is one of the most prominent public man in his part of the province.

যাত্রার পরে একাদশ দিবসে তিনি ইটালী দেশের নেপলস্ সহরে গমন করেন। পূর্ব্ববারেও তিনি নেপলস্ সহর ভাল করিয়া দেখেছিলেন। দ্বাদশ দিবসে তিনি প্রাচীন জেনেভা সহরে অবতরণ করেন। জেনেভা হতে তিনি সুইজারল্যাণ্ডে গমন করেন; সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। অতঃপর তিনি ফরাসী দেশের প্যারিস্ সহরে গমন করেন। এই স্থানে তিনি ইতিপূর্বে আর একবার এসেছিলেন এবং ফরাসী দেশের বহুস্থান দেখেছিলেন। প্যারিসে এক বেলা অবস্থান করে তিনি বুলং যাত্রা করেন। সেখান থেকে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ফোকস্টন সহরে যান। সেখান হতে তিনি লণ্ডন গমন করেন।

লণ্ডনে পৌঁছিবার পর তিনি পুনরায় কোপেনহেগন সহরে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। ১৪ হইতে ১৬ই অক্টোবর ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের বার্ষিক সম্মেলন হয়। তদুপলক্ষে তিনি কোপেনহেগন গমন করেন। তথাকার লর্ড মেয়র তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করেন। ১৬ই চেবিটন্ লাইব্রেরী গ্রন্থাগারে তিনি ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়া উপস্থিত জনসাধারণের উচ্চ প্রশংসা লাভ করেন। স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা সহরে World Fellowship Club তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং সাধারণ সভায় বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা তাঁহারাই করেন। ডাবলিনের মেয়র তাঁকে মানসন হাউসে বিশেষভাবে লাঞ্চ সম্মেলনে সংবর্দ্ধিত করেন এবং আয়র্লণ্ডের বেলফাষ্ট, কর্ক, ড্রিমারিক প্রভৃতি সহরেও তিনি বিশেষভাবে সংবর্দ্ধিত হয়েছিলেন।

আয়ার্লণ্ড তিনি লিভারপুল সহরে যান। সেখানে লিভারপুল কর্পোরেশনে এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তিনি সংবর্দ্ধিত হন। লিভারপুল হইতে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে গমন করেন। সেখানে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক পত্রের স্বত্বাধিকারী তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের সকল বিভাগে লইয়া গিয়া কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দেন। ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার এবং প্রধান গ্রন্থাগারিক তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন এবং সকল বিভাগে লইয়া গিয়া তাঁহাকে কার্য্যপ্রণালী বুঝাইয়া দেন। ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে তিনি লীডস্ সহরে গমন করেন। সেখানে ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। সিটি হলে মেয়র তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং কর্পোরেশনের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ সকল বিভাগে লইয়া গিয়া কর্ম্মপ্রণালী বুঝাইয়া দেন। লীডস্ হইতে তিনি সেফিল্ড সহরে গমন করেন। সেফিল্ড সহর হইতে তিনি বার্মিংহাম যান সেখানে কর্পোরেশনে তাঁহার সংবর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন, এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও তিনি পরিদর্শন করেন। গ্রন্থাধ্যক্ষ উক্ত বিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। বার্মিংহাম হইতে এবন নদীর তীরে স্বপ্রসিদ্ধ সেক্সপিয়রের জন্মস্থান দেখিতে যান। লণ্ডন হইতে তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র কেমব্রিজ সহরে গমন করেন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নিমন্ত্রিত হন ও সম্বর্দ্ধনা লাভ করেন। ভারতের হাই কমিশনার মিরোজ খাঁ নূন—যাঁহার নামে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী পরিচয় পত্র দিয়াছিলেন—তিনি কানাডা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর তাঁহার সহ কর্ম্মিগণের সহিত তাঁহাকে সাদর সংবর্দ্ধনা করেন।

হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, হলাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, চেকোশ্লোভেকিয়া পরিভ্রমণ করে অষ্ট্রীয়ায় যান, সেখানে Indian Institute of Science & Commerce নামক ভারতবাসীদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে, সেখান হইতে Indian Commercial Gazette নামক একটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ডক্টর অগ্নিহোত্রী তাঁহার সংবর্দ্ধনা ব্যবস্থা করেন। ভিয়েনা হইতে তিনি হাঙ্গেরীর পথে বুডাপেষ্ট সহর দেখিয়া ইটালীর ভিনিস সহরে গমন করেন। ভিনিসের প্রসিদ্ধ Pictures Gallery, Duke Palace, Jaisst Stair-Case বা বৃহৎ সোপান শ্রেণী প্রভৃতি কতকগুলি দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া তিনি ৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য Conterosso জাহাজে আরোহণ করেন। ঐ জাহাজে জার্মান হইতে বিতাড়িত, নির্ব্বাসিত, নিষ্কর্ম্মণ্যতাগ্রস্ত বহু ইহুদী নরনারী যাত্রী ছিল। তিনি তাহাদের মুখে তাহাদের নির্ব্বাসনের মর্ম্মান্তিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে স্বদেশের অভিমুখে যাত্রা করেন।

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের পুস্তক তালিকা

১. গ্রন্থাগার, ২. দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার, ৩. বাঁশবেড়িয়া পরিচয়, ৪. হুগলী কাহিনী, ৫. সিংহল দ্বীপ, ৬. দক্ষিণ ভারত, ৭. উত্তর ভারত, ৮. মথুরা ও বৃন্দাবন, ৯. Benaras and Saranth, ১০. Current Problems ১১. Decadence of Rural Bengal, ১২. Delhi Past and Present, ১৩. Bansberia Past and Present, ১৪. Saptagram, ১৫. Pandua, ১৬. Tribeni, ১৭. Bandel and its Chequered history, ১৮. Hooghly under the Moghuls, ১৯. History made by Rivers.

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়

সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়

হুগলী জেলার মিউনিসিপ্যাল নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন (১৯৩০-৩৭)। ব্যবস্থাপক সভায় তাঁকে আমরা বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক উদ্দেশ্যকে ফলপ্রসূ করতে আগ্রহী দেখি। মানসিক বিচারণ ক্ষেত্র বহুমুখী হলেও রায় মহাশয়ের মনন ও সাধনার বড় অংশটাই ছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনে নিবদ্ধ। ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর ভূমিকাকে স্মরণ করে রঙ্গনাথন লিখেছেন Not a session of the legislature would he allow to pass without raiding the library issue in one form or another—it may be a cut motion, or a resolution or at least an interpellation.

রায়মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে রঙ্গনাথন বেনারসে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনের পর (ডিসেম্বর, ১৯৩০) বাংলাদেশের জন্য একটা খসড়া গ্রন্থাগার আইন তৈরী করেছেন। পরে তিনি শুনেছিলেন রায়-মহাশয় বিলটি উত্থাপনের অনুমতি বড়লাটের নিকট হইতে পাননি। রঙ্গনাথন বলেন—Though it turned out eventually that the permission was refused he has the credit of deaving been the First Indian legislator to give notice Government of a Public Library Bill."(B.L.A. Bulletin vol 6, 1947. p. 3)

রায় মহাশয় প্রকৃত অর্থে গ্রন্থাগার আইনের খসড়া পেশ করেছিলেন কিনা তার সুস্পষ্ট কোনো নজির পাওয়া না গেলেও আইনের দিক লক্ষ্য রেখেই এবং আইনের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ ১৯৩২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী কাউন্সিলে তাঁর সুদীর্ঘ বক্তৃতা তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী স্যার খাজা নাজিমুদ্দীনের চূড়ান্ত প্রশংসা লাভ করে "It is well known to the members of this House what great interest my friend Munindra Deb Rai Mahasai takes in the spread, improvement and extension of libraries in Bengal. The speech which he has delivered just now will prove that he has taken great pains to collcet relevant materials on the subject and there is no doubt that he is very keen and anxious that something should be done to bring about real improvement." তাঁর প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা ও নিষ্ঠার উল্লেখ করেও সেদিন অর্থাভাবের জন্য তাঁকে প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিতে হয়।

কাউন্সিলে গ্রন্থাগার বিল উত্থাপনে ব্যর্থ হলেও প্রতিটি বাজেট সেশনে তিনি গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ বরাদ্দ দাবি করতেন। মিউনিসিপ্যালিটি ইউনিয়ন ও ডিস্ট্রীক্ট বোর্ড যাতে গ্রন্থাগারকে আর্থিক অনুদান দিতে সক্ষম হয় তার জন্যে রায় মহাশয় মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধনে-প্রয়াসী হন এবং এবিষয়ে তিনি সফলকাম হন।

তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় যে গ্রন্থাগার বিষয়ক কোন না কোন দাবী তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রেই করতেন। তাই যখন কারাগার সংক্রান্ত কমিটিতে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তিনি তখন কারাগারে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগের ব্যবস্থা করান। এরপর ইংলণ্ডেশ্বরের রৌপ্যজয়ন্তী উপলক্ষে সংগৃহীত টাকা গ্রামে গ্রামে সাধারণ গ্রন্থাগারের জন্য বরাদ্দ করবার তাঁর অভিনব প্রস্তাব দৈনিক করোনেশন পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লাভ করে :—

"We whole heartedly support the proposal of the Kumar Munindra Deb Rai Mahasai to utilise the occassion of the king's

siliver Jubile for the establishment of public libraries in the towns and villages of India. Public subscriptions to the Jubilee fund, we hope, will be liberally contributed, a portion of which if spent on libraries, can surely remove public ignorance with abiding effect. We are also with him in advocating the establishment of libraries of Jails and Hospitals for the benefit of literate prisoners and patients. (Forward, 26 th December, 1934)

গ্রন্থাগার উন্নয়নের যাবতীয় সমস্যা ও সম্ভাবনার কথা কাউন্সিলের সেইদিনের অধিবেশনে রায় মহাশয়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হত।

প্রসঙ্গত বক্তব্য যে রায় মহাশয়ের জীবন গ্রন্থাগার আন্দোলনে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গীকৃত হলেও সমাজ-উন্নয়নের অন্যান্য দিকেও তাঁর উৎসাহ বা তৎপরতা অব্যাহত ছিল। স্বভাবতঃ তাঁর এই সমাজসেবী মনের প্রতিফলন ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন অধিবেশনে প্রতিফলিত হত। বেসরকারী বিল উত্থাপন কিংবা সরকারী বিলের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনে তাঁর ভূমিকা সেদিনের সংবাদপত্রগুলিতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যতীত অন্যান্য যে সব বিষয় রায় মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার কয়েকটির উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

একাধিকবার ইউরোপ পরিভ্রমণের ফলেই সম্ভবত তিনি মিউনিসিপ্যাল ব্যাঙ্কের কথা ভেবে কাউন্সিলে একটি বিল এনে পরিশেষে বিফল হন, ব্যাঙ্ক বীমা ও পরিবহণে মিউনিসিপ্যালিটির মালিকানা ও পরিচালনার ব্যবস্থা তিনি এদেশে প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের সমান ভোটাধিকারের জন্য তিনি দাবী করেন। তাঁরই চেষ্টায় বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল আইনানুসারে মহিলারা ভোটাধিকার পান। সেদিনের মহিলারা ইতিপূর্বেই স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভোটাধিকার ছিল না, গণতান্ত্রিক জীবনে এই অসঙ্গতি দূরীকরণে তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মর্তব্য। বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর ভূমিকাকে স্বাগত জানান হয়েছিল।

"Kumar Munindra Deb Rai Mahasai introduced a Bill to amend section 15 of the Bengal Municipal Act, 1884. Its object is to remove sex-disqualification for registration on the electoral rolls of municipalities. The women of Bengal were taking in politics and its only fair that they should enjoy the same privilages as men. Under the Calcutta Municipal Act, 1923 women were eligible as voters. There was no reason why that privilage should not be extended to municipalities in the moffisil. (The Statesman, 25th July 1931)

বাংলাদেশের পেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য তিনি সভায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিযুক্ত করার জন্য তিনি স্বয়ং দেশের বিভিন্ন নদী খাল, বিল ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। নিরক্ষর দেশবাসীকে দশ বৎসরের মধ্যে সাক্ষরতাদানের প্রস্তাব তিনি সভার সামনে রাখেন, তাঁর সে প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। এ ছাড়াও দেশে ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধের জন্য তিনি এক কার্যসূচী সভা থেকে পাশ করান। এই কার্যসূচী যাতে ফলপ্রসূ হয় তার আর্থিক সমস্যার কথা ভেবে তিনি বজেট প্রস্তাব রাখেন।

কারাগার কমিটির সদস্যরূপে বন্দীদের আহার্যের উন্নতি বিধান, সাক্ষর বন্দীগণকে পুস্তক পাঠের সুযোগ দান তাঁর বিশেষ অবদান। এছাড়া কারাগারের প্রশাসনিক সংস্কারও তিনি করেন।

জনজীবনের সঙ্গে মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় একান্তভাবে জড়িত ছিলেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে আমরা তাঁর সমাজ সংস্কারক রূপের বিভিন্ন দিক দেখতে পাই। জনহিতকর উদ্দেশ্যমাত্রকেই তিনি ব্যবস্থাপক সভায় আগ্রহের সঙ্গে উপস্থিত করেছেন। ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর অবদান তাই সমাজসেবী কল্যাণব্রতী সংস্কারকের প্রতিলিপিতে।

একটি অসাধারণ বর্ষ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও আমরা

অজয় কুমার ঘোষ

বিগত ২৩শে আগষ্ট, ১৯৭৪ কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের অসাধারণ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে। আমরা আজকের পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিবেশে আমাদের এই বিশিষ্ট অগ্রজদিগের (যা অনেকের মতে পথিকৃত) অসাধারণ বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তাঁকের স্মরণ করেছি ; সভার মাধ্যমে স্মৃতিচারণ করে বা তাঁর বক্তৃতা / লেখা পড়ে।

স্মৃতিসভায় তিন প্রবীণ নেতা, যাঁরা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠারও আগে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে একটা সংগঠিত রূপ দেবার কথা চিন্তা করেছেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা এবং কার্যক্রমে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন, তাঁদের বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁদের সেই বক্তব্য যদিও অনেক সময়েই ব্যক্তি মুনীন্দ্রনাথ বা অন্য ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের আশেপাশে ঘুরেছে (যা কিনা একজন ব্যক্তির অসাধারণ বর্ষের স্মৃতিসভায় একান্তই স্বাভাবিক), তবুও তাই স্মৃতিসভা গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠা-উত্তর এক-দুই দশকের বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিছু খণ্ডচিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল। সে যুগের গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং আমাদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে তখন থেকেই কিছু চিন্তার উদ্রেক, যেগুলি সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার আশায় রাখছি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেদিন এবং আজকের গ্রন্থাগার আন্দোলন, তার অংশগ্রহণকারী শক্তিসমূহ এবং পরিপার্শ্বের কিছু মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই পরিবর্তনে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতালাভ এবং আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াগুলির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।

তখনকার ভারতবর্ষে শাসক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা এবং গ্রন্থাগারের ব্যাপক প্রসার চায়নি—তার শোষিত স্বার্থের সঙ্গে তাল রেখে অত্যন্ত সীমিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং কতিপয় শিক্ষিত 'বাবুদের' জন্য কিছু গ্রন্থাগার—এই ছিল রীতি ; এবং এক ব্যাপক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে জ্ঞান এবং অবশ্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শুভ বুদ্ধি সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার লাভ করুক এটা ছিল নিতান্তই অবাঞ্ছিত। তাই রাজশক্তির রক্তচক্ষু ছিল সে সময়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী। এবং প্রকৃত অর্থে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সংশ্লিষ্ট মানুষের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত নগণ্য এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন ছিল মূলতঃ কিছু উদ্যমী মানুষের ; তার পুঁজি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকেন্দ্রিক আদর্শবাদ।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের অন্যতঃ আইনগতভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং বই-পত্র পরিগ্রহণের ক্ষেত্রে কিছুমাত্র বাধা নেই ; গত কয়েক বছরের সরকারী প্রচেষ্টায় কিছু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ; এর সঙ্গে আরও কিছু সরকারী প্রতিষ্ঠান বা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত গ্রন্থাগার এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার হয়েছে এবং এদের অধিকাংশই বৃত্তিকুশলী কর্মীদ্বারা পরিচালিত। এছাড়া বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য গ্রন্থাগার এবং কিছু কুশলী কর্মী তো আছেনই। ফলে, আজকের পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন একটা বড়ো সংখ্যায় গ্রন্থাগার বৃত্তি সংশ্লিষ্ট কর্মীর অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ। অর্থাৎ, আজকের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিকের সংখ্যা সেদিনের চেয়ে বেশী। এবং একথাও স্বীকার করতে হবে যে তার চরিত্রগত পরিবর্তনও ঘটেছে—সে পরিবর্তন বিশ্লেষণ ও চাহিদার পরিধির জন্য যেমন, তিরিশ-চল্লিশের যুগের সঙ্গে আজকের সামাজিক-অর্থ নৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের অন্তত তেমনি। তাই যদিও আজ গ্রন্থাগারগুলিতে কর্মরত একটা বড় সংখ্যায় কর্মীর অভাব অভিযোগ

যন্ত্রণার বিরুদ্ধে প্রবাসীর আন্দোলন দোচ্চার এবং প্রবাসীর আন্দোলনের মূল লক্ষ্য সকল স্তরের ব্যাপকতর জনসাধারণের কল্যাণ, তবুও সেদিনের মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের মতো কাউকে আজ পাওয়া যায় না, যিনি/যাঁরা আইনসভা বা অন্যান্য প্রতিনিধিমূলক সংস্থায় প্রবাসীর আন্দোলনের সতর্ক প্রহরী হিসাবে অবস্থান করেন।

এবং, এসবের পরেই যে প্রশ্নটা এসে পড়ে : আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসীর আন্দোলনের পরিকল্পনা, আমাদের লক্ষ্যের দিকে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি? আমাদের যাত্রা শুরুর সময় থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপকতম মানুষের কাছে নিঃসর্ত এবং বাধাহীনভাবে প্রবাসীর প্রশ্ন ব্যবস্থা উন্মুক্ত করবার মূল কর্তব্য আমরা কতখানি পালন করতে পেরেছি এবং না পেরে থাকলে কেন পারিনি?

অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখতে পেলে যদিও তুলনাভাবে আমাদের কর্তব্য আংশিক পালিত হয়েছে—বিভিন্ন ব্লক, মহকুমা, জেলা এবং রাজ্যস্তরে কতিপয় প্রবাসীর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটা তথাকথিত 'পিরামিডাকৃতি প্রবাসীর ব্যবস্থা' প্রচলনের প্রচেষ্টা হয়েছে, কাজের এই 'ব্যবস্থা' এখনই পরিকল্পনাহীন, অসংবদ্ধ এবং অবহেলিত যে এই আংশিক সাফল্যের আত্মতৃপ্তি আমাদের কর্তব্যের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেয় না। অর্থাৎ, আমরা লক্ষ্যে বিশেষ অগ্রসর হতে পারিনি; আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে যে প্রাথমিক, ন্যূনতম প্রয়োজন—এই রাজ্যের জন্য একটি প্রবাসীর আইন—আমরা প্রবর্তন করতে পারিনি; যে প্রবাসীর আইনের প্রয়োজনীয়তা পরিষদের শৈশবকালেই অনুভূত হয়েছিল, এবং যে প্রসঙ্গে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের নাম সবচেয়ে বেশী উচ্চারিত হয়। অথচ পাশাপাশি সংখ্যাগতভাবে আমরা শক্তিশালী হয়েছি।

নিঃসন্দেহে এই অসফলতার পেছনে অনেক কারণ আছে—সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এবং তার বিরোধে একটা অন্যায় ব্যক্তিগত মতের অবতারণা করছি : আমার মনে হয় আমরা, দেশিনের কর্মীদের মতো মন-প্রাণ ঢেলে দিতে পারিনি; আমাদের অনেকের মধ্যেই বোধ হয় কিছু অনীহা বা আত্মতুষ্টি বা অন্য কোন কারণে অক্ষিত অক্ষতা আছে, আমরা সুসংগঠিত এবং উদ্যুক্ত নই, হতে পারিনি। এর অর্থ এই নয় যে প্রবাসীর আন্দোলনের সব কর্মীর মধ্যে নিষ্ঠার অভাব আছে, উদ্যমের অভাব আছে—বরং এ ধরণের সরলীকরণে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। আমি আগেই সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করেছি; তা সত্ত্বেও সেদিনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, দেশপ্রেম উদ্যুক্ত আদর্শবাদী মানসিকতা, যার মধ্যে একটা সবকিছু বাজীকরা-গোছের একমুখীনতা ছিল, তা আজকের দিনের প্রবাসীর আন্দোলনে বিরল। কিছু কর্মী আছেন, যাঁরা সামাজিক উপযোগিতার আলোকে প্রবাসীরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান সম্পর্কে সতর্ক, তাই আদর্শগতভাবে স্বচ্ছ এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁরা চলতে পারেন, কিন্তু সাধারণভাবে চিত্রটা বিপরীত।

আমরা মনে হয়, আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে ব্যাপক কর্মীসাধারণের মধ্যে এই উপযোগিতা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিতি নিশ্চিত করা দরকার; যে অবহিতি তাঁদেরকে উপলব্ধ সত্যের জন্য কাজ করতে উদ্যুক্ত করবে।

কারণ এই অনীহা এবং নিষ্ক্রিয়তার বেড়াজাল ছিন্ন করে সংগঠনকে সক্রিয় করে তুলতে না পারলে মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের অবদানস্মরণীয়তি শুধু স্মৃতিচারণে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে, যে প্রবাসীর আইনকে বিধিবদ্ধ করার জন্য তারতে সর্বপ্রথম তিনি চেষ্টা করেছিলেন এবং যে প্রবাসীর আইন আজকের প্রবাসীর আন্দোলনের ন্যূনতম দাবী, তা' আমাদের কাছ থেকে দূরতর হবে।

তাই, শতবর্ষপূর্তির বছরে পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসীর আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করতে হলে তাঁর লালিত আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করতে হবে, অন্যতবর্ষপূর্তি পালনের অঙ্গীকার হওয়া উচিত এই বছরেই প্রবাসীর আইন বিধিবদ্ধ করা; সরকার অক্ষতা কাটিয়ে সেই অঙ্গীকার পালন করতে সমর্থ হবে কিনা—পশ্চিমবঙ্গের প্রবাসীর আন্দোলনের কর্মীদের সামনে আজ সেই পরিপ্রশ্নীকা।

কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন

এস আর রঙ্গনাথন

গ্রন্থাগারিক, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৪৭)

সেদিন ছিল ডিসেম্বর মাসের (১৯৩০) একটি বিকেল. শ্রীসুনীল কুমার ঘোষ আমায় নিয়ে এলেন ২৯ এক রাজী শঙ্করী সেনের একটি বাড়ীতে। এক মিনিটের মধ্যেই কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় নেমে এলেন আমাদের আপ্যায়ন করতে. কিছুক্ষণ পরেই আমরা সবাই কলেজ স্কোয়ারে মলাবোধি সোসাইটিতে এলাম। সেখানে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আয়োজিত একটি সভায় আমার ভাষণ দেবার কথা ছিল। আসার পথে মুনীন্দ্র বাবু মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন, আমি তাঁকে গ্রন্থাগার বিষয়ে আত্মমগ্ন দেখে আশ্চর্য হলাম। আমি আরও বেশী অভিভূত হলাম যখন রাত্রে তিনি বেনারসে আসন্ন প্রথম নিখিল এশিয় শিক্ষা সম্মেলনে গ্রন্থাগার বিষয়ক আলোচনায় যাওয়ার পথে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে যাঁরা নিয়োজিত তাঁদের পক্ষে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে যাওয়ার ব্যাপারটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অভিজাত পরিবারের একজন প্রবীণ ব্যক্তি এবং ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্ম ফেলে রেখে এরকম একটি বিষয়ে অর্থব্যয় ও কালক্ষেপ অস্বাভাবিক ঘটনা। আমি কয়েকদিনের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁর উৎসাহের এইটিই মাপ-কাঠি নয়।

গ্রন্থাগার পরিক্রমা

ফেরার পথে যখন আমি কলকাতায় পৌঁছলাম, রায় মহাশয় আমাকে আর একবার বিস্ময়াভিভূত করলেন। তিনি গ্রন্থাগার সম্পর্কে উৎসাহী কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ছিলেন যদিও তাঁদের মধ্যে কেউই গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে ছিলেন না। আমরা ওঁর পারিবারিক বাস-ভিটা বাঁশবেড়িয়ায় বিশেষ চাটার করা বাসে যাওয়ার পথে ছয়-সাতটি গ্রন্থাগারে নামলাম তাঁদের সাথে কিছু কথাবার্তাও হল ঐ সময়ে। বাঁশবেড়িয়ায় আমাদের প্রাচীন জমিদারোচিত একটি সম্বর্ধনা দিয়ে আপ্যায়ন করা হ'ল আর আমি একটি বক্তৃতা দিয়ে শেষ করলাম।

আইনের জন্য আন্দোলনে সর্বপ্রথম

বেনারসের সম্মেলনে আমার মডেল পাবলিক লাইব্রেরী বিল গৃহীত হয়। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে রায় মহাশয় কখনও মাটির নীচে দুর্বা গজাতে দেন নি ফলে কলকাতায় আমাকে আরও কয়েকদিন বেশী কাটাতে হল বাংলাদেশের প্রয়োজনে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়নের জন্য। এই অসুর্ব কাজটি সম্পন্ন করার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হল। যখন আমি যথেষ্ট অপরিণত কিন্তু কাজটি সম্পন্ন করতে আমার মন ভরে উঠল। কিছুদিন পরে আমি রায়মহাশয়ের কাছে শুনলাম যে তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বিলটি উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে ভাইসরয়ের সম্মতির জন্য আবেদন করেছেন। যদিও পরবর্তীকালে সে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হয় তথাপি একথা বলা যায় যে তিনিই প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য যিনি সাধারণ গ্রন্থাগার আইনের জন্য নোটিশ দিয়েছিলেন।

সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপ

রায় মহাশয় তাঁর সহকর্মী ডি. সি. বসুর সহযোগিতায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পতাকা উর্দ্ধে তুলে রেখে গেছেন। ব্যাবস্থাপক সভার কোন অধিবেশনই গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আলোচনা ব্যতিরেকে চলে যেতে দেননি, কাট

মোশন, রেজলিউশন বা নিদেন পক্ষে তাতে যে কোন রকমভাবেই হোক না কেন অন্ততঃ একটি সংযোজনী। বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগ সময় ধরে গ্রন্থাগার-ব্যাসুদ্বাল, গ্রন্থাগার পত্রিকা, গ্রন্থাগার সম্মেলন, গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ শিবির এবং গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় সব রকম কর্মধারায় সময় ব্যয় করতেন।

১৯৩৪ সালে রায় মহাশয় মাদ্রাজ ভ্রমণে আসেন। তিনি বলেছিলেন এখানে আসার উদ্দেশ্যই হল মাদ্রাজের গ্রন্থাগারগুলি পরিদর্শন করা। সে সময় ক্রিসমাসের ছুটিতে আমি 'বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কাজ' বিষয়ের উপর বক্তৃতা দিচ্ছিলাম। বক্তৃতাগুলি প্রদেশের শিক্ষকদের জন্য রচিত। তিনি উৎসাহভরে বক্তৃতার কয়েকটিতে উপস্থিত ছিলেন। পরে যখন আমি কলকাতায় আসি, তখন রায় মহাশয় স্থানীয় কলেজের ছাত্রদের কাছে আমাকে ঐ বিষয়ের উপর বলতে অনুরোধ করেন।

বিভেদপন্থার বিরুদ্ধে

রায় মহাশয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় কার্যকলাপ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে কখনই বিনা প্রতিবাদে বা বিনা বাধায় চলতে দেওয়া হয়নি। এগুলি আসলে বেশীর ভাগই হিংসা, আত্মাভিমান, বা কখনো স্বার্থ-পরদের কাছ থেকে যারা সাধারণের আন্দোলনকে মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে বা যারা গণ-আন্দোলনকে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির সহায়ক হিসাবে গ্রহণ করেছিল বা নিজেদের লাভ লোকসানের ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীর লাভ জনক ক্রিয়াকলাপকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পিছুপাও নয়। রায় মহাশয়কে নিজের ঔদার্যগুণে গ্রন্থাগারের স্বার্থে তাদেরও সামলাতে হতো।...

স্থির প্রতিজ্ঞা

যে দিক দিয়েই লক্ষ্য করা যাক না কেন গ্রন্থাগার আন্দোলনে ডুবীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের ভূমিকা উল্লেখ-যোগ্য। যে কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে দুই দশক ব্যাপী গ্রন্থাগার আন্দোলনে গতিসঞ্চারের যে প্রচেষ্টা তিনি করেছেন তা অতুলনীয়। এক মন নিয়ে আত্মোৎসর্গের দৃষ্টান্ত যে কোন গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে হার মানায়। কলকাতের ক্ষেত্রে দারা ভারতবর্ষে যে কোন লোককেই পরাভূত করে একথা স্বল্পে কম করেই বলা হয়।

ভারতীয় পুনর্জাগরণ

বিগত দুই শতকের নিদ্রাবিমগ্নতার শেষে ভারতমাতার এই রকম আত্মবিকাশপূর্ণ সন্তানদের আবির্ভাব নেপোলিয়ার বিভিন্ন দিকই সূচিত করে। এই সময় সমগ্র পৃথিবীর সাংস্কৃতিক জগত এক স্তর হতে অন্যস্তরে উন্নীত হয়েছে; সময়ের আবর্তে ভারতবর্ষ তখন নিস্পন্দ, চলচ্ছক্তিরহিত। অন্যদেশের সন্তানরা যখন জাগতিক ও মানসিক সমস্ত দিক দিয়েই এগিয়ে চলার গানে মুখরিত, ভারতের সন্তানরা তখন করুণভাবে মূকে পরিণত। এখানকার ভাষা তখন আধুনিক চিন্তা ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হচ্ছে এবং জনসাধারণের কাছে তার ধ্বনি হৃদয় স্পর্শ করছে না। সংস্কৃতিগতভাবে তাঁদের অবস্থা মৃতপ্রায়ভাবে পরিপার্শ্বে শায়িত কাক আর শকুনে পরিবৃত বাঘুরের মত।

ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে আমরা অবস্থার পরিবর্তনে সক্ষম হচ্ছি। এটা খুবই আনন্দের কথা ভারতীয় সমাজ জাগতিক মানসিক ও আত্মিক দিক থেকে বিশ্বের দ্রুত-গতিতে পরিবর্তন ঘটাতে অগ্রসরমান। এর উপমা কেবলমাত্র লণ্ডনে ১৯২৪ সালে বসন্তে বৃক্ষজগতের প্রাণসঞ্চারের দৃশ্যের সঙ্গে দেওয়া চলে। শীতের লণ্ডনে দিনের পর দিন জানালা দিয়ে কৃষ্ণকায় পল্লববিহীন উলঙ্গ গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে বিরক্ত হয়ে যেতাম। কিন্তু বসন্তের এক সকালে দেখলাম আবহাওয়ার সমস্ত বাধাকে অগ্রাহ্য করে পত্রহীন গাছের ডালে গোলাপী রঙের কুঁড়ি বেরিয়েছে যেন বরফের মধ্যে ফুটে আছে বলে মনে হল—সে দৃশ্য অবর্ণনীয় আর আমার মনের ভাব প্রকাশ করাও অসম্ভব। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ যতই বাড়ানো হোক না কেন সাংস্কৃতিগত উন্মেষ এই বাধাগুলিকে অতিক্রম করার লক্ষণ বর্তমান। একে শান্তিধর্মী কাজের ও এ্যাডভেঞ্চারের অদমনীয় ইচ্ছা হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সর্বত্রই এঘটনা ঘটছে। এই অবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রের পুনর্বাসন ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পুনর্বিন্যাস দাবী করে।

Bengal Library Association Bullein (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পত্রিকা) vol. 6, 1974 (Rai Mahasay special number) এ প্রকাশিত ডঃ এস. আর রঙ্গনাথনের লেখা অংশ বিশেষের তর্জমা।

(বাংলায় তর্জমা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা)

পরিষদে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে পরিষদ ভবনে সভা

বিগত ২৩শে আগষ্ট, ১৯৭৪ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের জন্মশতবর্ষ পূর্ণ হ'লো। এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয়ের পৌরহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বক্তা স্মৃতিচারণার মাধ্যমে তৎকালীন অবস্থায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমস্যা, তার রূপ এবং কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের ভূমিকার মূল্যায়ন করেন এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন; কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন তাঁর তৃতীয় পুত্র বিনয়েন্দ্র দেবরায়।

প্রথম বক্তা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে মুনীন্দ্রবাবুর সহকর্মী অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন শারীরিক অসুস্থতা এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অমান্য করেও তিনি এই স্মরণসভায় এসেছেন, এসেছেন তাঁদের স্বপ্নের বাস্তব রূপ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন দেখতে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের গোড়ার যুগের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন যে মহান কর্মযোগী এবং আশ্চর্য সংগঠন শক্তির অধিকারী তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় সাংগঠনিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে প্রয়োজনটা অনুভূত হচ্ছিল, সেটা হচ্ছে এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের, যিনি গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন বক্তব্যকে সামনে নিয়ে আসবেন। তিনকড়িবাবু এক্ষেত্রেও অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন, একজন দক্ষিক লোককে বেছে তিনি নেতৃত্বে নিয়ে এলেন—তিনিই মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়। মুনীন্দ্রবাবু তাঁর সমস্ত নিষ্ঠা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গ্রন্থাগার আন্দোলনে—তিনকড়ি দত্ত আর মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের মণিকাঞ্চনযোগে গ্রন্থাগার আন্দোলন বেগবতী হলো। মুনীন্দ্রবাবু প্রচুর ঘুরেছেন, গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে প্রচুর বক্তৃতা করেছেন এবং লিখেছেন, তাঁকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের থেকে আলাদা করা যায় না।

ব্যক্তি হিসাবে মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি তাঁকে যথার্থ গ্রীক 'aristocrat' অথবা শ্রেষ্ঠ মানুষদের একজন বলে বর্ণনা করে বলেন যে তাঁরা খুব বড়লোক (আর্থিক অর্থে) ছিলেন না, কিন্তু সকল রকমের নীচতার উর্দ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল বলেই তিনি ছিলেন সত্যিকারের 'মহাশয়'। তাঁর মতো অমায়িক মানুষ বড়ো বিরল; ইতর-ভদ্র নির্বিশেষে বাঁশবেড়িয়ার সবার সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এবং তাঁদের জন্য তিনি সব-সময়েই কিছু করবার চেষ্টা করেছেন। এছাড়া তাঁর সৌজন্যবোধ ছিল অত্যন্ত বেশী, তাই সকলেই তাঁর বয়সে ছোট হলেও কোনদিন কোন সৌজন্যের অভাব চোখে পড়ে নি।

স্মরণসভায় কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সুযোগ দেবার জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

হুগলী জেলা গ্রন্থাগারের সম্পাদক ও মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী শ্রীকনীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় গ্রন্থাগার সমিতির সংস্থাপনার ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন যে ১৯২২ সালে বাঁশবেড়িয়ায় তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের উদ্যোগে এক বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনেই প্রস্তাব আসে সম্মেলনকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার। এবং এরই ফলশ্রুতি হিসাবে তিনকড়ি দত্তের নেতৃত্বে ১৯২৪ সালের যে মাসে বাঁশবেড়িয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মেলন থেকে স্থাপিত হয় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতি।

তিনি বলেন, আজ যে লৌধ গড়ে উঠেছে, তার বীজ উপ্ত হয়েছিল, ১৯২৫ সালে ; এর পিছনে ছিল তিনকড়ি দত্ত মহাশয়ের অদম্য উদ্যম এবং তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলে ছিল মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের উৎসাহ।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে বার্সিলোনায় আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে ফিরে আসবার পর মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়কে সম্বর্ধনা জানাবার জন্য মহাবোধি সোসাইটি হলে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানেই তিনি তাঁকে প্রথম দেখেন এবং পরিচয় করেন। এরপর তিনি মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের ব্যক্তিগত গুণাবলীর কথা এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ একাত্মতার উল্লেখ করেন।

নেহরু ইনস্টিটিউট অব কো-অপারেটিভ রিসার্চের ডিরেক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র পোদ্দার বলেন যে এটা লজ্জার এবং ক্ষোভের কথা যে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের মতো নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতের জন্মশতবর্ষ পালন করার কথা জাতীয় সরকারের মনে থাকে না ; পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ভারত সরকার এবং রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সিলের সমালোচনা করে তিনি এজন্য তাঁদেরকে নিন্দাবাদ জানান।

রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেশনের সেক্রেটারী শ্রীসুধাংশু সাহা বলেন যে এটা আনন্দের কথা যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কুমার মনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ; পাশাপাশি রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেশন অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি সকলকে আহ্বান জানান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলবার, ব্যাপক গ্রন্থাগারসেবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবার জন্য।

পরবর্তী বক্তা শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের কর্মবহুল জীবনের বহুবিধ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন যে তাঁর মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য এবং গণতান্ত্রিক আধুনিকতার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ হয়েছিল। তাই সামন্ততান্ত্রিকতার প্রতিনিধি মুনীন্দ্রবাবুই ছিলেন বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলের Industrial Complex এর, উদ্গাতা ; আবার শ্রমিক আন্দোলনে Bengal Jute Workers' League-এর তিনি ছিলেন সভাপতি। এই প্রগতিশীলতার উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি মেয়েদের ভোটাধিকার, গো-প্রজনন এবং সেচ সমস্যা সমাধানের জন্য বিল এনেছিলেন। তিনি বলেন সাহিত্যিক মুনীন্দ্রনাথের ১৪ খানা বই এবং অসংখ্য লেখা এবং সাংবাদিক মুনীন্দ্রনাথের 'পূর্ণিমা', 'Indian Library Jaurnal' প্রভৃতি সম্পাদনা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার নিদর্শন। তিনি আরও বলেন যে মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী সংকলন করতে পারলে ভালো হয়।

সভাপতি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু তাঁর ভাষণে মুনীন্দ্র দেব মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি প্রসঙ্গ বর্ণনা করেন এবং বলেন যে তাঁর ভিতরে বহুমুখী কর্মসাধনার বিকাশ ঘটেছিল ; তা সত্ত্বেও তাঁর যে ভূমিকা সকলের মধ্যে জাগরূক আছে, তা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা। মুনীন্দ্রদেবরায়ের বহুমুখী কর্মধারার বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন—কলকাতার বাসকমীদের এক সমিতির তিনি সভাপতি ছিলেন, District Board এর সভ্য এবং বাঁশবেড়িয়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন, এছাড়াও নানারকম কাজ কর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন সভার পূর্ববর্তী বক্তারা সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রবর্তনের বিষয় মুনীন্দ্র দেবরায়ের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করার যোগ্য। তিনিই সর্বপ্রথম বাঁশবেড়িয়ার হুগলী জেলা গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহায়তায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রবর্তনের ব্যাপারেও তাঁর প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করা উচিত এ ব্যাপারে তিনি Legislative Council-র মধ্যে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সমগ্র

দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার চেষ্টা তিনি করে ছিলেন এবং সে উদ্দেশ্যেই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় গ্রন্থাগার বিল উত্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য কমিশন গঠনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী নাজিমুদ্দিন সাহেব তাঁকে সমর্থন করতে রাজি হননি এবং আর্থিক কারণে সরকার এটা মেনে নেননি। মুণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের জন্মশত বর্ষ পূর্তির দিনে তাঁর অমায়িক ব্যবহার সদাশয় ব্যক্তিত্ব ও কর্মময় জীবনের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সভার শুরুতে অমুপ শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু দত্তের লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান হয়।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিকপাল : মুনীন্দ্র দেবরায়

রঞ্জিত সরকার

আজ থেকে শতবর্ষ আগে ১৮৭৪ সালের ২৬শে আগষ্ট বাংলা দেশের বিখ্যাত বাঁশবেড়িয়া রাজপরিবারে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় জন্মেছিলেন। কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের কর্মময় জীবন এই কথাই বলে যে দেশের শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের স্থান সর্বাগ্রে।

১৯০৪ সাল। স্পেন (Spain) দেশে আয়োজিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিষয় নিয়ে যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বাংলাদেশের মুকুটমণি কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় বিশ্বসভায় এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে একদিকে বিদেশীয়দের যেমন অভিভূত করেছিলেন অপরদিকে ভারতের নাগরিকদের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল নীতি ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে উৎসাহী হতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন। স্পেন দেশের ঐ মহতী সভায় কুমার দেবরায় মহাশয়ের বক্তৃতা প্রসঙ্গে একটি উক্তি স্মর্তব্য : "His remarkable speech at the congress drew the unstinted praise and admiration of all and he was awarded the signal honour of being the first speaker in the first day's session."

গ্রন্থাগার আন্দোলনের পটভূমিকায় কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় ভারতের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন এবং শহরে শহরে, জেলায় জেলায় ও গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উৎসাহ সঞ্চার করেছিলেন। অপরদিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার জন্য একাধিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করে ভারতের আপামর মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রশস্ত হতে সাহায্য করেছিলেন। সমসাময়িক একটি পত্রিকায় সেই সময়ে মন্তব্য করা হয় "that greater and promising library movement which, thanks to the initiative and enthusiasm of Kumar Munindra Deb Rai Mahasai, has come to occupy an important place among the public movements in the province."

এই কর্মযোগী মহাপুরুষের প্রচেষ্টায় ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় যে সুযোগ ভারতবাসী পেয়েছিল সেটা শুধু তৎকালীন মানুষদের প্রভাবিত করেনি, উত্তরকালের মানুষদেরও অনুপ্রাণিত করে। প্রমাণ হিসাবে ১৯০৭ সালে কৃষ্ণনগর বান্ধব সম্মিলনী পাঠাগারে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়কে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলা হয় : "আমরা জানি বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় বহু বিষয়ে আন্দোলন করিয়া আপনি সাফল্যলাভ করিয়াছেন। আমরা জানি আপনি অসংখ্য সাধারণ পাঠাগারের সহিত বিশিষ্ট কর্মীরূপে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলির আপনি সভাপতি এবং Indian Library Association ও All India Public Library Associationএর সহকারী সভাপতি, ভারতবর্ষের উন্নতিকল্পে যে কোন আন্দোলনের প্রচেষ্টাই হউক না কেন, আপনি তাহার অগ্রণী, আপনি তাহার প্রাণ।"

কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় তাঁর কর্মজীবন শুধু গ্রন্থাগার আন্দোলনেই সীমিত রাখেননি। দেশের সার্বিক উন্নতি কল্পে নিরক্ষর মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রদীপ জ্বালাতে— তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে, পত্র-পত্রিকার সম্পাদনার মাধ্যমে এবং গবেষণার পথে নিজের ধ্যানজ্ঞান চিন্তাকে দেশের স্বার্থে লিপিবদ্ধ করে উত্তরকালের জীবনে সম্ভাবনার বিকাশের পথ প্রশস্ত রেখে গিয়েছেন। পত্র-

পত্রিকাগুলির মধ্যে "পূর্ণিমা, কায়স্থ পত্রিকা, The Eastern voice ও The United Bengal" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১৯২৫ সালে হুগলীতে প্রতিষ্ঠিত Hooghly Research Association বিগত ও বর্তমান গবেষকদের প্রাণকেন্দ্র বা গবেষণার ঐতিহ্যে পূর্ণ সমৃদ্ধ। এই গবেষণাগার থেকেই সৃষ্টি হয়েছিলো A history of the hooghly district পুস্তিকা যা তখনকার প্রধান প্রধান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 'Indian library journal ও training in librarianship প্রভৃতি সম্পাদনা গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপুষ্টি সাধন করে। 'গ্রন্থাগার' পুস্তিকা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৪৪ সালে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় গ্রন্থাগারের ভূমিকায় লিখেছিলেন— "আমাদের প্রথম পুস্তক 'গ্রন্থাগার' প্রকাশিত হইল। ইহার লেখক শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্ণধার এবং তিনিই বঙ্গদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা করিয়াছেন।"

রায় মহাশয় তাঁর কর্ম-মহিমা বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করে ১৯৪৫ সালের ২০শে নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর সৃজন প্রতিভা আজও আমাদের কাছে ভাস্বর হয়ে রয়েছে। তাঁর লিখিত বইগুলির মধ্যে "Hooghly Kahini", "Sinhal dwip", "Dakshin Bharat", "Uttar Bharat", Decadence of Rural Bengal", "History made by Rivers", "Delhi-Past and Present", "Mathura and Brindaban", "GRANTHAGAR", Hooghly under the Moghuls, Bansberia Past and Present', Pandua and Tribeni ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সব গ্রন্থ আজও গবেষকদের কাছে সমাদর পেয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

(সংকলনে : গীতা চট্টোপাধ্যায়)

কলিকাতা

বঙ্গভারতী পরিষদ, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা

গত ৬ই জুলাই শনিবার শ্রীশিক্ষায়তন হলে, বঙ্গ-ভারতী পরিষদের ২৫ তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি শ্রীচিত্তপ্রিয় রায় পরিষদের অগ্রগতির বিবরণ দেন। শ্রীগুরুদাস ঘোষ গ্রন্থাগার সমস্যা ও গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। সঙ্গীত-নৃত্য-নাটক ইত্যাদি সহযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। পরিষদের রজত জয়ন্তী বর্ষে জনসাধারণকে আরও গ্রন্থাগার সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

সুবার্বণ লাইব্রেরী ও ললিনী স্মৃতি রিডিং রুম

গত ২৬শে মে উক্ত গ্রন্থাগারের ৬৩ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীঅরবিন্দ রায় চেয়ারম্যান, শ্রীজীবনময় বসু কর্মসচিব, শ্রীপার্থ সেন সহঃ কর্মসচিব, শ্রীসমীর দাস হিসাবরক্ষক, শ্রীপ্রদীপ সিনহা গ্রন্থাগারিক, শ্রীঅভিজিৎ ব্রহ্মচারী সহঃ গ্রন্থাগারিক এবং সর্বশ্রী তরুণ দাস, বিমল চট্টোপাধ্যায় সমীর ঘোষ, অজিত হালদার, রাজা মুখোপাধ্যায়, সোমা ঘোষ গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন। এই সভায় ১৯৭৩-৭৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বার্ষিক বিবরণ ও হিসাব নিকাশ উপস্থিত করা হয়। বিবরণে দেখা যায় গ্রন্থাগার ৩২৮টি বই কিনেছেন। মোট বই এর সংখ্যা ৮০০। গ্রন্থাগার কলিকাতা কর্পোরেশনের কাছ থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালের পর থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হতে ১৯৬৮-৬৯ সন থেকে কোন অনুদান পায়নি। উল্লেখযোগ্য যে গ্রন্থাগার কর্মীগণ একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২, ১৪২ টাকা সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থাগারের চাঁদার হার এই বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং একটি দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

২৪ পরগণা

পানিহাটি ক্লাব। নরেন ব্যানার্জী রোড, পানিহাটি

গত ১০ই জুলাই ১৯৭৪এ পানিহাটি ক্লাবে ৬০তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক বিবরণ ও হিসাব নিকাশ উপস্থিত করা হয়। ৩১শে মার্চ ১৯৭৪ পর্যন্ত ক্লাবের সাধারণ সভ্য সংখ্যা ছিল ১৯৭ জন। এবং কিশোর বিভাগে ১৬১ জন সভ্য এই ক্লাবের পাঠাগার কেন্দ্রিক গ্রন্থাগারটি পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করার জন্য গোবিন্দ চ্যারিটি ট্রাষ্ট (কলিকাতা) ২৫০ টাকা সাহায্য দিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে পত্র-পত্রিকা পুস্তক এই গ্রন্থাগারে দান করেছেন। বর্তমান বৎসরে পানিহাটি পৌরসভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কোন অনুদান পাওয়া যায়নি।

সাধারণ পাঠাগার, অশোকগড়

অশোকগড়ে সাধারণ পাঠাগারের নকুলচন্দ্র স্মৃতি ভবনের দ্বিতলের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীশম্ভুচন্দ্র ঘোষ, প্রধান অতিথি ছিলেন পরিষদের সহ সম্পাদক শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ। শ্রীঘোষ দ্বারোদ্ঘাটন করেন। পাঠাগারের অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে যে আলোচনা হয় তাতে কর্মকর্তাদের অনেকেই অংশ গ্রহণ করেন।

নদীয়া

বার্নিয়া যুব সঙ্ঘ। বার্নিয়া

গত ১৫ই আগষ্ট ২৮তম স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমধাদেব দালাল মহাশয় সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

গত ২১ শে আগষ্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

সূচনায় বিভাগীয় প্রধান ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডীন শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন যে বিগত ১৪ বছরের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তিনি বলেন যে এই পাঠক্রম দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ পাঠক্রম অপেক্ষা কিছু ভিন্ন প্রকারের। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পাঠক্রম এক বছরের জন্য হলেও এখানকার পাঠক্রম হবে দুই বছরের। এই দুই বছরে ছাত্রছাত্রীরা যে জ্ঞানলাভ করবে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হবে। আর্থিক অনটন ও নানান অসুবিধার জন্যে এতদিন এই পাঠক্রমের প্রবর্তন সম্ভব হয়নি। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে সম্ভাব্য নতুন ব্যবস্থায় এই অসুবিধা দূর হবে। এই ব্যাপারে তিনি উপাচার্য ও সহ উপাচার্যের সহানুভূতি ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় মহাশয়কে পাঠক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার জন্য আহ্বান জানান।

অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তার ভাষণে বলেন যে লাইব্রেরিয়ানশিপ কোর্স যতটা যন্ত্রবৎ ততটা জ্ঞানার্জনে সমৃদ্ধ নয়। তিনি আরও বলেন যে যদিও তিনি স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠক্রম দেখেননি তথাপি রেট্রোস্পেক্টিভ তার অন্তর্ভুক্ত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে টেক্‌নিক্যাল লাইব্রেরিতে রেট্রোস্পেক্টিভের প্রয়োজন অপরিহার্য। 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' থাকাকালীন তিনি 'ডকুমেন্টেশন' কার্ডের কথা উল্লেখ করেন। গ্রন্থাগারিকগণ বিভিন্ন জ্ঞানে সমৃদ্ধ না হলে তাঁদের বাঞ্ছিতপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার অন্তরায় আছে। তিনি উল্লেখ করেন যে যোগ্য গ্রন্থাগারিকের অভাবে গ্রন্থাগারিকের অনেক উচ্চ পদ খালি পড়ে আছে। তাই প্রতিটি গ্রন্থাগারিকের মানসিক যোগ্যতা অর্জন করার অবকাশ রয়েছে। সম্প্রতি শিল্পোৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে নিজ নিজ গ্রন্থাগার গঠনের প্রবণতা দেখা দিয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষে এটা একটা সুসংবাদ বলা যায়। মনে রাখতে হবে যে এধরণের গ্রন্থাগারের কার্যকলাপ অন্যান্য গ্রন্থাগারের অনুরূপ নয়। তাই এই বিশেষ গ্রন্থাগারের চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থাগারিকদেরও ওয়াকিবহাল হতে হবে। পরিশেষে তিনি নতুন পাঠক্রম উদ্বোধন করে বলেন যে এর দ্বারা গ্রন্থাগার আন্দোলনের অগ্রই ঘোষিত হল।

উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে একজন গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে টেকনিক্যাল জ্ঞান থাকলেই চলবে না তাঁকে সর্ববিষয়ে কিয়দ্ পরিমাণ পারদর্শী হতে হবে। একজন কুশলী যন্ত্রবিদ যেমন যন্ত্রের বিভিন্ন কারিগরী সম্পর্কে দক্ষতা রাখেন তেমনি একজন গ্রন্থাগারিক তাঁর অধীত বিদ্যার কারিগরী সম্পর্কে দক্ষ তো হবেনই উপরন্তু তিনি শিক্ষাগত জ্ঞানেরও অধিকারী হবেন।

সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশুনার সুযোগ যেন উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার পথকে প্রশস্ত করে। চাকরি পাওয়ার লোভে ছাত্রছাত্রীরা যেন পাঠক্রমে প্রলুব্ধ না হন। উচ্চশিক্ষান্তে তাঁরা দেশকে কী দিলেন যেদের সাধারণ মানুষের জন্যে কী করলেন সে প্রশ্ন ভাববার আজ সময় এসেছে। এটা শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম সম্পর্কেই নয়, অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠক্রম সম্পর্কেও প্রযোজ্য। পরিশেষে তিনি এই আশা প্রকাশ করেন যে এই পাঠক্রমের দ্বারা কালক্রমে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারের জন্য সুযোগ্য গ্রন্থাগারিক তৈরী হওয়ার সুযোগ ঘটবে।

উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি উদ্বোধনী সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক : মধুসূদন চন্দ্র

সর্বশ্রী চিত্তরঞ্জন ঘোষ, সমর কুমার ঘোষচৌধুরী দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা আবৃত্তি ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করেন।

বর্দ্ধমান

পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী

গত ১৫ই আগষ্ট সকাল ৭টায় শ্রীঅজিত কুমার পাল মহাশয়ের সভাপতিত্বে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অংগ ছিল। অনুষ্ঠানে সমবেত সুধীবৃন্দের প্রতি স্বাধীনতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ রাখেন শ্রীযেউল চন্দ্র পড়াই।

হুগলী

আঁইরা বঙ্কিম সাধারণ পাঠাগার

১৫ই আগষ্ট সকালে শ্রীকৃষ্ণধন চন্দ্রের সভাপতিত্বে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলন আলোচনা ও সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

কমলা স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার, বীরকুলটি

গত ১৫ই আগষ্ট এই গ্রন্থাগারের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীকালীপদ রাউত মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ ইত্যাদি হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তিতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শ্রীযুক্ত অনুষ্ঠানের শেষে রাস্তা সংস্কারের কিছু কাজ করা হয়।

চা গ্রাম তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার, চাগ্রাম

বিগত ৮ই সেপ্টেম্বর '৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯ তম বার্ষিক সভার বিবরণী থেকে জানা যায় যে ১৯৭৪ সালের সাধারণ সদস্য সংখ্যা ৮৭ জন। পুস্তক সংখ্যা ৭৭৫টি পুস্তক ক্রয় ও অন্যান্য খরচ মোট ৯৮০৯০ পয়সা। সর্বমোট পুস্তক লেন দেন ১৩৪৮টি। পাঠাগারে ৪৪টি পুস্তক দান স্বরূপ পাওয়া যায়। আলোচনায় অনেক সদস্যই অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীদেবব্রত হাজরা বলেন প্রাচীন বিপন্ন সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবনের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা পাঠাগারের। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়তে পারে পাঠাগার।

বাণী লাইব্রেরী, বোহার

বিগত ১২ই আগষ্ট বাণী লাইব্রেরীর উদ্যোগে বনমহোৎসব পালন করা হয়। পাঠাগারের সভাপতি মহাশয় বৃক্ষরোপন করেন।

১৫ই আগষ্ট গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। প্রভাতফেরী জাতীয় পতাকা উত্তোলন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের অংগ হিসাবে পালিত হয়। গ্রন্থাগারের পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ বিভাগ' কর্তৃক প্রায় ২০০ জন শিশুকে শিশু খাদ্য বিতরণ করা হয়। ঐ দিনই স্থানীয় গরীব দুঃখীদের সাহায্যের নিমিত্ত গ্রন্থাগার কর্তৃক 'আদর্শ উন্নয়ন দুঃস্থ সংস্থা' নামে একটি বিভাগ খোলা হয়।

হাওড়া

সংস্কৃতি, হাওড়া

চারপোতার ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান 'সংস্কৃতির' দেওয়াল পত্রিকা 'দেওয়াল-লিখন' প্রকাশিত হয়েছে। এবারের বিষয়বস্তু 'বন্দীমুক্তি-গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতা'।

কোচবিহার

শিক্ষা ও সংস্কৃতি সদন, পুণ্ডীবাড়ী

বিগত ১৫ই আগষ্ট পাঠাগারে স্বাধীনতা দিবস ও শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব পালিত হয়। স্থানীয় সদস্যবৃন্দের সঙ্গীতের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামী সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। সভায় শ্রীঅরবিন্দের বাণী থেকে আলোচনা করা হয়।

বীরভূম

বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ী

গত ২৫শে আগষ্ট সিউড়ী বিবেকানন্দ গ্রন্থাগারের ৭৪ তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পৌরহিত্য করেন বীরভূম জেলা সমাহর্তা শ্রীপ্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় উদ্বোধন করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী। সভায় ভাষণ দেন গ্রন্থাগারের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীগোবিন্দ গোপাল সেনগুপ্ত।

বার্তা-বিচিত্রা।

(সংকলনে : মিনতি চক্রবর্তী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পশ্চিম জার্মানীর দান

ফেডারেল প্রজাতন্ত্রী জার্মানীর কলকাতাস্থ কনসাল জেনারেল ডঃ এইচ এক মিনসার প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত। সাহিত্য পরিষদের পুরানো পুঁথিগুলি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রক্ষার জন্য তিনি সাহিত্য পরিষদের প্রাচীন পুঁথিপত্রের একটি সংগ্রহ মাইক্রোফিল্ম করে গত ২৬শে মার্চ সে পরিষদকে অর্পণ করেন। পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক সুধাংশু আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ দান ডঃ মিনসার-এর কাছ থেকে গ্রহণ করেন।

জার্মান ভাষায় গ্রন্থ রচনার জন্য রবীন্দ্র পুরস্কার

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ ডঃ হাইন্‌রৎস মোদে ও অরুণকুমার রায় বাংলা লোকগাথা সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা করে এ-বছর রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। জার্মান ভাষায় রচিত ও সপ্তাত্ত্বিক জার্মানীর লিপজিগ থেকে ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এ-বইখানার নাম—'বেঙ্গলিশ মেরখেন আউস ইণ্ডিয়েন উণ্ড বাংলাদেশ'।

সোভিয়েত রাশিয়ায় রামচরিত মানসের ৪০০ বর্ষপূর্তি উৎসব।

সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে ওরিয়েন্টাল ইাডিজ-এর উদ্যোগে মস্কো লেনিনগ্রাড ও তাশখন্দ প্রভৃতি বড়ো নগরীতে 'রামচরিত-মানস' রচনার ৪০০ বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রামচরিত-মানস-এর অনুবাদ করেছেন চল্লিশের দশকের প্রখ্যাত রুশ ভারততত্ত্ববিদ ত্রাস্নিকভ।

বাংলা গদ্যে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ।

প্রাচ্যবাণী গ্রন্থসম্ভারের প্রকাশনায় বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের সহযোগিতায় কয়েকটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বাংলা গদ্যে অনুবাদ প্রকাশের আয়োজন করা হয়েছে। আপাততঃ একটি খণ্ডে বিশখানি সংহিতার একটি সংস্করণ দিয়ে এই প্রচেষ্টা সুরু হবে। তারপর প্রকাশ করা হবে বাল্মীকি তুলসীদাসী ও যোগাবাশিষ্টসহ রামায়ণের কয়েকটি সংস্করণ। তারপর নয়টি খণ্ডে ১৮ খানি পুরাণ প্রকাশিত হবে।

আমেরিকায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রচার

আমেরিকা প্রবাসী বাঙালীগণ পূর্বোদ্যমে সাগরপারে সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কে ডঃ কে পি ঘোষ-এর ফ্ল্যাটে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠাগারের উদ্বোধন হয়। ঐ শহরেই ২৩শে জুলাই ডঃ জয়া চ্যাটার্জির ফ্ল্যাটে বাণিক পাঠাগারের উদ্বোধনের সঙ্কল্পও প্রচার করা হয়েছে। তাছাড়া বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের উদ্যোগে পশ্চিম বাংলা তথা বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা সংবাদে একখানি বাংলা পত্রিকা 'সংবাদ বিচিত্রা' নামে প্রকাশিত হয়।

জাপানের সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক

'আকাহাতা' (লাল ঝাণ্ডা) জাপানে সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক তাঁদাও নিরাসাওয়া দাবী করেছেন যে, তিন বছর থেকে নব্বই বছর পর্যন্ত সমস্ত পাঠকই এই পত্রিকাটি পছন্দ করেন। ১৯৪৯ এই পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল ত্রিশ হাজার। বর্তমানে এর প্রচার সংখ্যা ২২০০০০০। জাপানের কমিউনিষ্ট পার্টি পরিচালিত পত্রিকাটির দৈনিক প্রচার সংখ্যা ৫০,০০০।

করাচীর নজরুল ভবন ভেঙে ফেলা হয়েছে

বিদ্রোহী বাঙালী কবির সাহিত্যসৃষ্টির নানা দিক সম্বন্ধে গবেষণার উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে নজরুল একাডেমীর এই ভবনটি তৈরী হয়। যখন পৃথিবীর সব দেশে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উন্নতির চেষ্টা করা হচ্ছে ঠিক সেই সময়েই করাচীর নজরুল ভবনটি ধ্বংস করা হল। বাঙালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি পাকিস্তান সরকারের এই মনোভাব জাতিসত্তারই পরিচায়ক।

রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রচার

বিশ্বভারতীর প্রকাশন বিভাগের হিসাবে দেখা যায় প্রতি বৎসর সকরিতাই সর্বাধিক বিক্রী হয়েছে। গত বৎসর এ-বই বিক্রি হয়েছে ২০,০০০ কপি, দ্বিতীয় গীতাঞ্জলি—১২,০০০ কপি, তৃতীয় শেষের কবিতা ৮০০০ কপি আর চতুর্থ শিশু—৬০০০ কপি। রুশ দেশে রবীন্দ্র রচনাবলী যে পরিমাণ বিক্রী হয় বিশ্বভারতীর বিচিত্রা বিক্রী সে তুলনায় কিছুই নয়। তবে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর প্রচার ক্রমশ বাড়ছে।

একটি সুন্দর বই

বিমল কান্তি সেন

বাংলার পাখি—প্রথম খণ্ড। অজয় ঘোষ। প্রীতি প্রকাশনী, ৪১ ডঃ ধীরেন সেন সরণী, কলিকাতা-৭০০০০৬। ১৯৭৩ সাল। ২২৮ পৃষ্ঠা। দাম—১২ টাকা ৫০ পয়সা।

বাংলা সাহিত্য জগতে যখন কোন অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ ঘটে, তখন চারদিকে যেন একটা সাড়া পড়ে যায়। ট্রামে, বাসে, ট্রেনে, ক্লাবে যত্রতত্র শুনতে পাওয়া যায়, সেই বই এবং লেখকের নাম। সমালোচকদের লেখনীও বলগা হারিয়ে অজস্র স্তোত্র অতি দীর্ঘায়িত সমালোচনার।

বাঙালী বিজ্ঞানলেখকদের দুর্ভাগ্য তাঁরা যত ভালো বইই লিখুন না কেন, তাঁদের বই নিয়ে বাঙালী মাতোয়ারা হবে, এটা দুরাশা। আর উৎকৃষ্টতম বাংলা বিজ্ঞান বইয়ের সমালোচনা লিখতে গিয়েও সমালোচকদের কলমের গতি হয় মন্থর, কালি যায় শুকিয়ে। কোনওক্রমে সমালোচনার গোড়ার দিকে তাঁরা লেখেন এমন দু' চারটি লাইন, যা বইয়ের পাতা না উলটিয়েও লেখা যায়। তারপর বইয়ের দু' একটি পাতা আর সূচীতে চোখ বুলিয়ে লেখেন বইটি সম্বন্ধে দু' একটি মন্তব্য। আর শেষ করেন বইটির ছাপা ভালো, বাঁধাই মন্দ নয়, দামটা একটু বেশী ইত্যাদি দিয়ে।

বাংলায় অতি যত্নসহকারে লেখা, আজীবন পরিশ্রমের ফলশ্রুতি যে বিজ্ঞানের বই, তাও কেন জনপ্রিয় হয় না? কেন তার প্রথম সংস্করণের বইগুলোও নিঃশেষিত হয় না? এর কারণ বিশ্লেষণ করলে হয়ত দেখা যাবে বাঙালীদের বাংলা বিজ্ঞান বইয়ের প্রতি অনীহা এরজন্য যে পরিমাণে দায়ী তারচেয়ে বেশী দায়ী সমালোচকদের এই বইগুলোর প্রতি বিদ্বাতুল্যভ ব্যবহার। এই বইগুলোর প্রতি সমালোচকরা যদি একটু সদয় হতেন, তবে মনে হয় বইগুলোর বিক্রী বাড়তো। ফলস্বরূপ লেখকরাও আরও বই লিখতে উৎসাহিত হতেন। আজকে বাংলা বিজ্ঞান বইয়ের জগতে যেখানে ধূ ধূ মরুভূমি, সেখানে হয়ত বিরাজ করতো শ্যামশোভিত সবুজ প্রান্তর।

আজকে যে বইটি নিয়ে দু' চার কথা লিখতে বসেছি, সে বইটি লেখকের ৪০ বৎসরের পরিশ্রমের ফল। বাংলা সাহিত্যে এ ধরণের তথ্য সমৃদ্ধ কোনও বই বেরোলে সাড়া পড়তো নিশ্চয়। কিন্তু এটি বিজ্ঞানের বই এ নিয়ে কে মাথা ঘামাবে!

বইটি সম্বন্ধে কিছু বলার আগে একবার দৃষ্টি ফেরানো যাক পিছনের দিকে। ১৮৪৪ সালে রামচন্দ্র মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত 'পক্ষির বিবরণ' বিজ্ঞানপত্রটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পাখি সম্বন্ধীয় প্রথম সাময়িকপত্র। উল্লেখ্য যে এর পূর্বে ভারতে ইংরাজী বা অন্যকোন আঞ্চলিক ভাষাতে পাখির উপরে কোনও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায় না। দুঃখের বিষয়, উপরোক্ত পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার পরে আর কোনও সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি। তারপরে ১৩০ বৎসর গড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত শুধু বাংলা কেন, যতদূর জানি, ভারতের কোন ভাষাতেই কেবলমাত্র পাখি সম্বন্ধীয় কোনও সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয় নি।

সবুজ তরুশ্রেণীশোভিত বাংলা পক্ষিকুলকে আকর্ষণ করেছে চিরকাল। তাই বাংলার বুকে জন্ম নিয়েছেন সত্যচরণ লাহা, জগদানন্দ রায়, রামব্রহ্ম সান্যাল, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, প্রমোদকুমার সেনগুপ্ত, সুধীপ্রসাদ রায়, অজয় ঘোষ প্রভৃতি পক্ষিপ্রেমিক। এঁদেরই লেখনির মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে এবং পুষ্টিলাভ করেছে বাংলার পক্ষিসাহিত্য।

ইচ্ছে ছিল, বাংলার পক্ষিসাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারাটি এই সুযোগে একটি প্রকাশনপঞ্জীর আকারে তুলে ধরব। কিন্তু বাংলা বই-পত্রের স্বল্পতা কলকাতা থেকে হাজার মাইল দূরে বসে সে ইচ্ছা পূরণ করা গেল না বলেই পাখি নিয়ে লেখা কয়েকটি বাংলা বইয়ের নাম এখানে উল্লেখ করছি মাত্র।

১৩২৮ সালে প্রকাশিত সত্যচরণ লাহার 'পাখির কথা' বইটি বাংলা ভাষায় পাখিবিষয়ক সম্ভবতঃ প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। স্বনামধন্য লেখক প্রমথ চৌধুরী এই বইখানির বিস্তৃত সমালোচনা করেন 'সবুজ পত্রে' [দ্রঃ সবুজ পত্র ১৩৩৩/৩৪, পৃঃ ৪১৯-৪১৭]

পাখি সম্বন্ধীয় বইগুলোর তালিকা প্রকাশকাল অনুযায়ী দেওয়া হল :

সত্যচরণ লাহা : পাখির কথা। কলিকাতা : বেঙ্গল বুক কোম্পানী, ১৯২১। ১৬, ২৭২ পৃঃ

সুরেন্দ্র নাথ সেন : পাখির কথা। কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯২১। ৪, ১৪৪ পৃঃ

জগদানন্দ রায় : বাংলার পাখি। ২য় সং। কলিকাতা : ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ১৯৩২। ১০, ১৮১ পৃঃ

সত্যচরণ লাহা : কালিদাসের পাখি। কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৪। ১২, ২৯২ পৃঃ

সত্যচরণ লাহা : জলচারী। কলিকাতা : গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, ১৯৩৫। ১০, ১৮৯ পৃঃ

জগদানন্দ রায় : পাখী। ২য় সং। এলাহাবাদ : ইণ্ডিয়ান প্রেস, ১৯৪০। ৮, ১৩০ পৃঃ

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও অজয় হোম : পশুপাখী। ৪র্থ সং। কলিকাতা : ?, ১৩৫২ (বঙ্গাব্দ)

সুধীন্দ্র লাল রায় : বাংলার পরিচিত পাখি। কলিকাতা : ?, ১৩৫৪ (বঙ্গাব্দ)

বনফুল : ডানা। কলিকাতা : ?, ১৩৫৪ (বঙ্গাব্দ), ১৩৫৭ (বঙ্গাব্দ), ১৩৬২ (বঙ্গাব্দ)

ইন্দিরা দেবী। পাখি আর পাখি। কলিকাতা : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড, ১৯৬১। ৬, ৯৯ পৃঃ

নারায়ণ চন্দ্র চন্দ। পাখির পরিচয়। কলিকাতা : বাক-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭০ (?)।

উপরোক্ত বইগুলোর নীচের দিকের কয়েকখানি বাদে আর সবই দুষ্প্রাপ্য। আর বাজারে যে বইগুলো এখনও পাওয়া যায়, তাতে সামগ্রিকভাবে বাংলার পাখির পরিচয় লিপিবদ্ধ নেই। সামগ্রিকভাবে বাংলার পাখির পরিচয় পাওয়া যায়, এমন একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন অনেকদিন থেকেই ছিল। আলোচ্য বইখানি সেই প্রয়োজন অনেকাংশে মিটিয়েছে। বাংলার সমতলে যতচারী বর্গের (order passeri formes) যত পাখি দেখতে পাওয়া যায়, তা নির্বিশেষে এই বইতে স্থান পেয়েছে। এতে যতচারী বর্গের মোট ১৮২টি পাখির বর্ণনা রয়েছে। তার মধ্যে যেগুলি প্রধান সেগুলি হল পাতিকাক, দাঁড়কাক, হাঁড়িচাচা, রামগাখরা, চোরপাখি, সহেলী, আলতাপরী, কাবাসী, কালো বুকো, নীলপরী, কটিকজল, হরবোলা, কালো বুলবুল, সিপাহী বুলবুল, শ্বেতভ্রু বুলবুল, ছাতারে, মেঠো ছাতারে, গুলাবচশম, শা-বুলবুল, চারু-ঘোরেল, নীলটুনি, টুনটুনি, কুলো ফুটকি, টিকরা, ঘোয়েল, শামা, কালিশামা, গুপীগলা, খামা, ভরত পাখি, আগপেন, ধূলচাটা, খানি ভরুই, চড়ুল, খঞ্জন, তুলিকা, গেছো তুলিকা, পরাগপাখি, দুর্গা-টুনটুনি, মৌটুসী, চশমা পাখি, চড়াই, বাবুই, পাঁখারি-মুনিয়া, সব-মুনিয়া, তেলে-মুনিয়া, শ্যামসুন্দর, লাল মুনিয়া, সবুজ মুনিয়া, শালিক, গ্রামশালিক, ঝুঁটি শালিক, গোশালিক, তেলে-শালিক, বামুন-শালিক, দেশী-শাওয়ে, ময়না, আবালিল, তারলেজা আবালিল, ছিট-আবালিল, পাথুরে চটা, বাকুটি, কসাইপাখি, কাজল পাখি, পচাকক, বেটে লাটোরা, তালচটক, ফিঙে, ধোলি ফিঙে, ভীমরাজ, বেনেবৌ, হলদে বসন্ত ও বর্ণালি। যতচারী বর্গ ছাড়াও আরও অনেক বর্গের পাখি যেগুলো বাংলার সমতলে দেখা যায়। যেমন : বাহিরাঙা, বক, ঘুঘু, কাঠ-ঠোকরা, সুইচোরা, টিয়া, পায়রা, কোকিল, চিল, শকুন, বাজ, পেঁচা ইত্যাদি সেগুলো এই বইয়ে নেই। আশা করা যায় পরবর্তী খণ্ডে এসব পাখিগুলোও স্থান পাবে।

বইয়ের গোড়াতেই লেখক 'পাখি আমার নীড়ের পাখি' এই শিরোনামে সাধারণভাবে পাখির বিবর্তনের ইতিহাস, পৃথিবীতে কত জাতের পাখি আছে তার একটা হিসাব তারপর পাখির চোখ, পালক, চঞ্চু, পা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি বংশ নিয়ে আলোচনা করার সময় লেখক বংশের বর্ণনা দিয়েছেন গোড়ায়। তারপর বংশের অন্তর্গত পাখিদের বর্ণনা এই ক্রমানুযায়ী দেওয়া হয়েছে: (১) পাখির নাম (বাংলা, হিন্দী, ইংরেজী); (২) বংশ, গণ, প্রজাতি, (৩) চেহারা এবং আকার, (৪) বাসস্থান, (৫) খাদ্য, ও (৬) স্বভাব। স্বভাবের বর্ণনায় অন্যান্য জিনিষ ছাড়াও, প্রজননকাল, বাসার আকৃতি-প্রকৃতি, ডিমের সংখ্যা, আকার এবং রংয়ের বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

বাংলার পাখিদের স্বভাব লেখক বৎসরের পর বৎসর ধরে লক্ষ্য করেছেন এবং তার অনেক চমকপ্রদ বর্ণনা এই বইয়ে সন্নিবিষ্ট করেছেন। একদল পাখিকাকের ঝাঁক থেকে মাছ চুরির কীর্তি, হাঁড়িচাচার লেখকপত্নী পক্ষিশালার ছোট পাখিদের সাবধে দেওয়ার কাহিনী, রামশালিকের হিস্ হিস্ করে লেখককে ভয় দেখাবার কাণ্ড, বৌচুনি দম্পতির বাসা বানানোর ইতিবৃত্ত, সবই রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়ে যাবার মত।

বইটি নিঃসন্দেহে একটি সন্দর্ভগ্রন্থ (reference book) সন্দর্ভ গ্রন্থের সবচেয়ে বড় অসুবিধা এই যে সেগুলো কখনও একটানা পড়ে যাওয়া যায় না। এই বইটির বেলায় কিন্তু তা হয় না। সুরু থেকে শেষ অব্দি বইটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে যাওয়া চলে। তার কারণ প্রত্যেকটি পাখির বর্ণনার গোড়াতেই লেখক জুড়ে দিয়েছেন কখনও বা সেই পাখি সম্বন্ধীয় প্রচলিত গল্প, আবার কখনও বা লেখকের পাখিটিকে প্রথম দেখার ইতিবৃত্ত আবার কখনও বা অন্যকিছু। ফলে বইখানি পড়তে পড়তে পাঠকের কখনও মনে হবে, সে যেন নিজেই বাংলার বনপ্রান্তরে পাখি দেখার নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার কখনও মনে পড়বে ছোটবেলার কথা যখন সে ঠাকুরমার কোলে বসে টুনটুনি পাখির অদ্ভুতপূর্ব কীর্তিকাহিনী, কিংবা বেনে-বৌয়ের জন্মের ইতিহাস শুনেছে।

সবুজ বাংলা পক্ষিকুলের লীলাভূমি। যত পাখি বাংলার মাঠে ঘাটে প্রান্তরে দেখা যায়, তার শতকরা ত্রিশ ভাগেরও বাংলা নাম নেই। লেখক প্রত্যেকটি বাংলা-নামহীন পাখির নামকরণ করেছেন। কতকগুলো পাখির ক্ষেত্রে অবশ্য তিনি বনফুল এবং প্রদ্যোৎ কুমার সেনগুপ্তের দেওয়া নাম গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়াও বইয়ে বর্ণিত পাখিগুলোর প্রত্যেকটির বর্গ (order), বংশ (family), গণ প্রভৃতির লাতিন নামেরও বাংলা লেখক আমাদের উপহার দিয়েছেন। এইটেই মনে হয় লেখকের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। ভবিষ্যতে যেদিন এ বইয়ের লেখককে এ পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাঁর বইও দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে, সেদিনও আশা করা যায় লেখকের দেওয়া বহু পাখির নাম বাংলার মানুষের মুখে মুখে ফিরবে।

বইটিতে মোট ৭৪টি সাদা-কালো ছবি স্থান পেয়েছে। ছবিগুলো মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। ছবিগুলো রঙিন হলে, বলাই বাহুল্য, অনেকাংশে বইটির উপযোগিতা বাড়তো। মনে হয়, আর্থিক অসুবিধাই এ জন্য দায়ী। জানি না, এ বইটি প্রকাশের জন্য লেখক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কিনা। সরকারী সাহায্য পেলে বইটির এ খুঁৎ নিঃসন্দেহে দূরীভূত হতে পারতো।

সন্দর্ভগ্রন্থ মাত্রেরই নির্ঘণ্ট একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। আশ্চর্য্যের বিষয় এ বইটিতে তা অনুপস্থিত। ফলে কোনও পাখির বিবরণ খুঁজে বার করতে যথেষ্ট সময় অপব্যয়িত হয়।

পাখির ইংরেজী এবং লাতিন নাম বাংলায় লিপ্যন্তরিত করে দেওয়া হয়েছে। এতে সুবিধের চেয়ে অসুবিধাই হয়েছে বেশী। নামগুলো রোমান অক্ষরে থাকলেই ভালো হতো।

বহু পাখি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন বাংলাদেশের কোনও অঞ্চলে বেনে-বৌকে ইটিকুটুম, ছাতারেকে ক্যাচক্যাচি, হাঁড়িচাচাকে তাওড়া ইত্যাদি বলে। ভালো হত, এই সমস্ত নামগুলোও যদি বইটিতে স্থান পেত। অবশ্য একথাও স্বীকার্য্য যে লেখকের একার পক্ষে, কোন পাখি বাংলার কোন অঞ্চলে কী নামে পরিচিত, তা জানা সম্ভবপর নয়। দুই বাংলার পক্ষিপ্রেমিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় এ কাজটি সম্পন্ন হতে পারে।

একথা সবারই জানা যে ভারতবর্ষের বহু পাখি লুপ্ত হওয়ার মুখে। বাংলার পাখির ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ভালো হত, কোন পাখিটি লুপ্ত হবার পথে, তার যদি এ বইয়ে উল্লেখ থাকতো। জনসাধারণ এ বিষয়ে অবহিত থাকলে অনেক পাখির অনর্থক মৃত্যু রোধ হতে পারতো।

বইটি কাগজে বাঁধানো, ছাপা সুন্দর, বানান ভুল নেই বললেই চলে। প্রকাশনটি একাধারে পক্ষিপ্রেমিক, গবেষক, স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের প্রভূত কাজে আসবে। সাধারণ পাঠকও বইটি নতুনত্বের আস্বাদ পাবেন।

সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট অনবদ্য প্রচ্ছদপট বইটির নিঃসন্দেহে আকর্ষণ বাড়িয়েছে।

INDIAN STANDARDS FOR DOCUMENTATION AND LIBRARY SERVICES

Indian Standards Institution (ISI) has prepared a number of Indian Standards on various subjects related to Documentation and Library Services, including :

- Librarianship
- Library and Archives Building
- Library Furniture
- Books and Periodicals
- Illustrations in Books
- Indexes and Abstracts
- Proof Corrections
- Bibliographical References
- Library Lighting
- Book Binding
- Microfilms
- Techniques of intellectual work

For details, please contact :

INDIAN STANDARDS INSTITUTION
9, Bahadur Shah Zafar Marg.
New Delhi-110001

Branches : Ahmedabad ☐ Bangalore ☐ Bombay ☐ Calcutta ☐ Chandigarh Hyderabad ☐ Kanpur ☐ Madras ☐ Patna

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৬ ● ১৩৮১, আশ্বিন

॥ ৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩১ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ২৮–৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াং-এ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং কার্শিয়াং স্থ ব্রুমফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনায়। এবারের মূল আলোচ্য ছিল 'গ্রন্থাগার-কর্মীদের জাতীয় বেতন কাঠামো', এছাড়া বিগত সম্মেলনসমূহে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর পর্যালোচনামূলক একটি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনও আলোচিত হয়েছিল।

পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রায় অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে এর আগে আরও ত্রিশটি সম্মেলন হয়ে গেছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের শরিক কর্মী ও অনুরাগীরা আন্দোলনের বিভিন্ন দাবী, সমস্যা ইত্যাদি সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা এবং সেই মূল্যায়নের নিরিখে ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিরূপণ করার জন্য মিলিত হয়েছেন এবং তাঁদের মতামত জানিয়েছেন, সেই মতামত সাংগঠনিক এবং সরকারী পর্যায়ে কতখানি মর্যাদা পেয়েছে, এককথায় পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলন কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে, সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ছিল তারই মূল্যায়ন করা। আর ভারতবর্ষের প্রমিক কর্মচারী সংগঠনসমূহের কাছে তাঁদের নিজ নিজ বৃত্তিগত ক্ষেত্রে বেতন কাঠামো সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ আজ জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারকর্মীদের জাতীয় বেতন কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছে। শুধু তাই নয়, সর্ব-ভারতীয় ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীরাই এই বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করলেন, সেদিক দিয়ে বিচার করলে এই আলোচনা ছিল আরও গুরুত্ব-পূর্ণ; কারণ এই আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বেতনক্রম সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এই আলোচনার সূত্রপাত করেছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি সংশ্লিষ্টরা দীর্ঘ দশব্যাপী আন্দোলন করা সত্ত্বেও বেতন ও পদমর্যাদার দিক দিয়ে এক অসহনীয় দুরবস্থা এবং অবহেলার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সরকার নিযুক্ত শিক্ষাকমিশনের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে গ্রন্থাগারিকরা বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে শিক্ষকদের সমপর্যায়ভুক্ত। এসম্পর্কে কোন দ্বিমতের অবকাশ নেই যে গ্রন্থাগারবিহীন শিক্ষা বাস্তববিমুখ শিক্ষাপরিপন্থী এবং কল্পনাবিলাস; যে কোন শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে গ্রন্থাগার অত্যাবশ্যক। প্রকৃত অর্থে শিক্ষা ও গ্রন্থাগার সমার্থক। এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাকর্মী ও গ্রন্থাগারকর্মীর মধ্যে কোন ব্যবধানের রেখা টানা যায় না। অথচ বাস্তবে আমরা দেখি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'চারটি উচ্চোপদ ছাড়া কোন শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারেও গ্রন্থাগারকর্মীদেরকে শিক্ষকদের সমান বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হয় না, এমনকি ইউ. জি. সি-র সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করার বাধা

সৃষ্টি করা হয়েছে। ভারত-সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি (১৯৪৯), কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন (১৯৪৮-৪৯), শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬), রাধাকৃষ্ণণ কমিটি, হাজরা কমিশন (১৯৬৭) প্রভৃতির সুপারিশ, যাতে বিভিন্ন স্তরের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার-কর্মীদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেবার কথা হয়েছে, কার্যকর করার কোন ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দেখা যায় নি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারী সনদভুক্ত গ্রন্থাগারকর্মীদের অবস্থা আরও শোচনীয়; রাজ্যের বাকের যে অপ্রতুল বেতন তাঁদের দেওয়া হয়, তাও অত্যন্ত অনিয়মিত (একজন প্রতিনিধি সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, গত এপ্রিল মে মাসের বেতন কোন এক গ্রন্থাগারে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে পৌঁছেছে)। মোটামুটি সারা সনদভুক্ত গ্রন্থাগারের কর্মীরা এক ভয়াবহ অনিশ্চয়তা সম্বল করে এই সরকার প্রবর্তিত ব্যবস্থার জোয়াল টেনে চলেছেন, অন্যান্য সমপর্যায়ের দায়িত্ব এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সরকারী কর্মচারীদের চেয়ে অনেক কম বেতন ও মর্যাদা নিয়ে। অথচ যে নেতারা অবহেলা শিক্ষা, গণতন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে বাগাড়ম্বর করেন, তাঁরা নির্বিকার! পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বৃত্তি সংশ্লিষ্টরা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সফল করতে, প্রতিটি মানুষের কাছে নিয়ত উন্মোচনশীল জ্ঞানলোকের বার্তা পৌঁছে দেবার ব্রতে ব্রতী, কিন্তু একথা ভুললে চলবে না যে আজকের ক্রমবর্ধমান আর্থসামাজিক সংকটের দিনে শুধুমাত্র সংকল্প নিয়ে এ সেবা চালানো সম্ভব নয়, সামাজিক সেবার জন্য সেই কর্মীর ন্যূনতম জীবন ধারণের দায়িত্বও সমাজকে বহন করতে হবে—সে দায়িত্বের সিংহভাগ সরকারের; কারণ, জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থার যুগের নাগরিকদের শিক্ষার মৌলিক অধিকারকে পূরণ করতে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠুভাবে সচল রাখবার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

তাই ৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন থেকে নিম্নিখ অনন্যমত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে—গ্রন্থাগারকর্মীদের জন্য প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন কাঠামো প্রবর্তন করতে হবে। উক্ত বেতনকাঠামো প্রবর্তন সাপেক্ষে যে বেতনক্রম সুপারিশ করা হবে, তা আরও আলোচনার জন্য খোলা রাখা হয়েছে, কারণ বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের বহুবিধ সমস্যা আরও সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম বিবেচনার অপেক্ষা রাখে।

কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কতদূর কার্যকর করা যাবে—এ প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। বিগত ত্রিশটি সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ যাদের অনেকগুলিই সরকারী কর্তাব্যক্তিদের উপস্থিতিতেই গৃহীত হয়েছিল, আমরা কি কার্যকর করতে পেরেছি? সম্পাদকীয় প্রতিবেদনে চোখ বুলিয়ে এবং সম্মেলন সভাপতি এবং প্রতিনিধিদের আলোচনা শুনে নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ দাবীগুলিই আজও কাগজ-কলমে এবং মুষ্টিমেয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মী অনুরাগীদের কণ্ঠেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। কারণ বর্তমান রাজনীতিক-শাসিত ব্যবস্থায় যে ধরণের আন্দোলন না হলে দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না, সে ধরণের আন্দোলন আমরা গড়ে তুলতে পারিনি। কারণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের দাবীগুলিকে তার গুরুত্বকে আমরা ব্যাপকতম জনসাধারণের নিকট পৌঁছে দিতে পারিনি, দাবীগুলি জনসাধারণের দাবী হয়ে উঠতে পারেনি। আর আজকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকতম জনসাধারণের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কোন আন্দোলনই জয়যুক্ত হতে পারেনা।

তাই, সম্মেলনের সভাপতি শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রতিটি কর্মী ও অনুরাগীর নিকট আবেদন জানাই: এই মুহূর্তে ব্যাপক জনসংযোগের মাধ্যমে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরুন, সমাজে গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন যাতে জনগণের কল্যাণের স্বার্থে পরিচালিত গ্রন্থাগার আন্দোলন ব্যাপকতম জনসাধারণের অংশগ্রহণে সমৃদ্ধ হয়, সফল হয়।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

President Sir, Respected Guests, Ladies & Gentlemen,

Allow me at the outset to express to express my great satisfaction at the good fortune of having the previlege of welcoming so august a gathering of such erudite leading members of our State's intellectuals. Believe me, this small geographically and politically insignificant township of ours is really heartened to be granted this great honour of being selected as a venue for this "31st Bengal Library Conference".

Whatever may be said of our country, we have to acknowledge that the very vastness of this sprawling sub-continent renders our each and every problem one of colossal immensity and as such the solution of each problem becomes a virtual impossibility without serious study and sound planning and appreciation from each and everyone of our vast population. This situation places a stupendously onerous burden on the elite of the intellectuals for without their sound deliberations, planning and guidance the country will be lagging behind woefully. This township is proudly happy and privileged to contribute its humble share in this noble venture of deliberating upon the ways and means of attaining the requisite degree of development worthy of us. This awareness of our good fortune emboldens me to express my optimism for the future of our great nation with a few words which I impertinently hope will receive your indulgent hearing.

It is my humble opinion that the great development that we long for can be achieved only with the widest possible spread of education as without an intimate knowledge of and familiarity with and sincere appreciation of the planning set out for the country's resurgence into its rightful place among the great nations of the world, concerted contribution from each citizen becomes virtually a wistful dream and without the commitment of each and everyone of us towards the great goal set bofore our country, all plans however sound and well thought out are doomed to failure. It is in this context that I see the role of libraries as one of the most vital in view of the deplorably paralysing state of our economic well-being and the handicaps arising therefrom for establishment of adequate number of educational institutions to ensure speedy spread of education, Allow me therefore to once more welcome you to the modest conveniences of our humble township and to express my gratitude on behalf of the citizens of Kurseong for your kindly considering this town worthy of your selection as a venue for the deliberations of this august gathering. I assure you it will be our privilege to ensure that no stone will be left unturned by us to prove worthy of this privilege conferred upon us.

Thanking you.

Sd/- P. T. Lama.

সম্মেলনের উদ্বোধন ভাষণ

সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

মানবাত্মার অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার লিপির মূখলে কাগজের কারাগারে আবদ্ধ হয়ে গ্রন্থাগারে কার প্রতীক্ষায় আছে! সে মুক্তি পায় মানুষের করস্পর্শে, আবার সঞ্জীবিত হ'য়ে ওঠে. আবার পাঠকের কৌতূহল নিবারণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে—বলতে থাকে অনাদি অতীত অনন্ত যুগের কথা— মুনি অতীতের কথা। তাই গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থের সংগ্রহাগার নয়। তার উদ্দেশ্য সংগ্রহের চেয়ে ঢের বেশী। সংগ্রহে আছে প্রয়োজন ও প্রস্তুতি সৌরব। সংগ্রহে আছে মোহ, ব্যবহারে আছে তৃপ্তি। গ্রন্থাগার যদি সংগ্রহাগার হ'ত, তাহলে প্রকাশকের গুদাম বা পুস্তক বিক্রেতার বিপণিকে গ্রন্থাগার আখ্যা দেওয়া হত। গ্রন্থাগারে পুস্তক, পত্র পত্রিকা, মানচিত্র, পুঁথি, গ্রামোফোন রেকর্ড, ফিল্ম প্রভৃতি মানুষের কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে সকল বস্তুই সংগৃহীত থাকতে পারে। গ্রন্থাগার এখন, এত বিভিন্ন উদ্দেশ্যে স্থাপিত যে প্রতিটি স্থানে এর আলাদা উদ্দেশ্যে সাধিত হয় যেমন সাধারণ গ্রন্থাগার, বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, গবেষণা গ্রন্থাগার, শিশু গ্রন্থাগার, শিল্প গ্রন্থাগার, সঙ্গীত গ্রন্থাগার, ফিল্ম গ্রন্থাগার প্রভৃতি। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার প্রতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাভিকেন্দ্র ও হৃদয় বললেও অত্যুক্তি হয় না। যদি আমাদের ক্রমবর্ধমান বিভিন্ন ও বিচিত্র চিন্তাধারা এই অক্ষরে প্রকাশের মাধ্যম যদি সহসা একদিন অন্তর্হিত হয়, সেই-দিনই শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। হেনরী রিষ্টনের মতে (Henry M. Wriston) শিক্ষাস্তনে শিক্ষা প্রদানের বাহন হল গ্রন্থাগার, এর উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করা। যাতে তারা নানা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ ও অর্জন করতে সমর্থ হয়। গ্রন্থাগার বর্তমান সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কার্নেগীর মতে শুভফল প্রাপ্তির দিক দিয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন এক মহৎ কর্ম। এ কর্ম নীরবে সম্পাদিত হয় কিন্তু এর মতো এমন কল্যাণকর ব্রত নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ পাঠাগারের উদ্দেশ্য হল পঞ্চমুখী, যথা—(১) শিক্ষার প্রসার (২) জ্ঞান বিতরণ (৩) গবেষণা (৪) অবসর বিনোদন (৫) নন্দন তাত্ত্বিক তৃপ্তি আস্বাদন।

ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাগার : প্রাচীন হিন্দুযুগের ভারতবর্ষে যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতি ভিত্তিক গুরুগৃহে শিক্ষা হ'ত, সেখানে পুঁথি রচনার স্থান অতি অল্পই ছিল। সব শিক্ষাই হত মুখে মুখে ও কানে শুনে। পরবর্তীকালে যদিও ব্যাসদেব কলির আগমনে মানুষের স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় চতুর্বেদ ও অষ্টাদশ পুরাণ, দর্শন প্রভৃতিকে অক্ষরের ব্যাসের মধ্যে আনেন ও সেই থেকে পুঁথি ও তার নকল করার কাজ প্রচলিত হয়। এই কাজেও বহু লোক নিযুক্ত হ'তে থাকে। নকল করতে ভুলও কিছু দেখা যায়। নকল নবিশ একটু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হ'লে স্বকপোলকল্পিত কিছু অংশ মূল রচনার সঙ্গে প্রক্ষিপ্তও করে দেওয়ার বহু উদাহরণ বিদ্যমান। তা' নিয়েও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে গবেষণা চলছে। একই প্রাচীন পুস্তকের বহু প্রচলিত সংগ্রহ থেকে মূল রচনা আবিষ্কার করতে অতি বেগ পেতে হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতে বিশেষ করে বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণ যুগে বিভিন্ন বিহারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল সুবিখ্যাত গ্রন্থাগার। যেখানে হস্তলিখিত পুঁথির সংগ্রহ ছিল যথা মূল্যবান সংগৃহীত বস্তু। প্রাচীন যুগে তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপানা প্রভৃতি সুদূর উত্তর এশিয়ার বহু দেশ থেকে বিদেশী পরিব্রাজক বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থ

প্রণোদিত হয়ে বৌদ্ধ পুঁথি সংগ্রহ অভিযানে বহির্গত হয়ে উত্তুঙ্গ দুরারশীর্ষ হিমালয় পার হয়ে ভারতবর্ষে, বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্রে উপনীত হয়েছিলেন। তার মধ্যে ফা হিয়েন (399-414 AD) হিউ এন সাং (630-643 AD) ইৎ সিং প্রভৃতির নাম সকলের সুবিদিত। প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগে বল্লভী (কাথিয়াওয়ার) নালন্দা (বিহার) তক্ষশিলা (পশ্চিম পাকিস্তান), জগদ্দল ও রত্নপুরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানের গ্রন্থাগার থেকে বহু তন্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ সংগৃহীত হয়। কিন্তু কোন গ্রন্থাগারিক বহুদ্ধোদ্ধারের গ্রন্থাগারের কথা উল্লেখ করেননি। এ ছাড়া গুপ্তকার লাল শালুতে জড়ানো অসংখ্য পুঁথি আজও নেপালে সংগৃহীত দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের মন্দির কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানের সংগ্রহাগারে অজস্র পুঁথির সংগ্রহশালাকে 'সরস্বতী ভবন' বলা হত। আজও তাঞ্জোরের শ্রীসরস্বতী মহল লাইব্রেরী অজস্র পুঁথির সংগ্রহাগার গবেষণাগারে পরিণত। তেমনি বরোদাতেও গায়কোয়াড়ের সরস্বতী গ্রন্থাগারের প্রসিদ্ধি সুদূর প্রসারিত। মুসলমান যুগেও হুমায়ুন ও আকবরের গ্রন্থাগারের সুনাম ছিল। যদিও সম্রাট আকবর ছিলেন নিরক্ষর কিন্তু মেধা ছিল অতি-মানবিক। নানা ধর্মের মূল তত্ত্ব ও সূত্রগুলির সঙ্গে গুণীজনের আলোচনার মাধ্যমে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। সুবৃহৎ পুঁথি সংগ্রহশালা না থাকলে আল্লোপনিষদ রচনা করা যেতো না। আওরঙ্গজেবের সময়ে মুসলমান ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু ফুর্ধ্যাত নাদির শাহ শুধু ময়ূর সিংহাসন নিয়ে দিল্লী থেকে চলে যাননি; নিয়ে গিয়েছিলেন দিল্লীর বহু বিখ্যাত প্রাচীন পুঁথি।

বহির্ভারতের গ্রন্থাগার : বহির্ভারতেও এই গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়াস ও প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল। অসুর ভাজপাল (658-627 BC) নিনেভায় এক বৃহৎ লাইব্রেরী স্থাপন করেন। সেখানে 20720টি মৃৎফলক ও বহু ফলক সংগ্রহ করেন। বর্তমানে তা বৃটিশ মিউজিয়ামে সংগৃহীত আছে। সেগুলি ঐ যুগের নানা তথ্য উদ্ঘাটনে সাহায্য করেছে। তাতে মুখ্যতঃ দৈববাণী, তৎকালীন বিশিষ্ট ঘটনা, মানুষ, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতাদির আচরণ ও ক্রিয়ার কথা লেখা আছে। আর লেখা আছে চন্দ্র, সূর্য, তারার অয়ন ও গতিবিধির কথা।

মিশরের দ্বিতীয় রামেশীষের রাজত্বকালে (1304-1237 BC) 'থিবিস্' নামক স্থানে তালপাতায় লেখা বহু ধর্মপুস্তক সংগ্রহ করে গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। কে না জানেন আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থাগারের কথা? টলেমীদের রাজত্বকালে (300 B. C) গ্রীক সংস্কৃতি ও সভ্যতার আধারে পুঁথির সংগ্রহকার্য চলতো। এই গ্রন্থাগার অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় গ্রন্থাগারের সংস্কার কার্য এন্টনী ও সীজার সোহাগিনী খ্যাতিমতী ক্লিওপেট্রার দ্বারা সংসাধিত হয়। পঞ্চম শতকে খ্রীষ্টান গোঁড়া ধর্মাবলম্বীরা ও সপ্তম শতকে মুসলমানরা এর পুঁথি ও সংগ্রহশালা ধ্বংস করেন। সেদিন মিশর সফরে আলেকজান্দ্রিয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগারের সন্ধান পেলাম না।

মহাবীর জুলিয়াস সীজার রোমে সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু, এসিনিয়াস পোলিও (Pallio) বলেন, 'মানুষের বুদ্ধি ও মেধা প্রসূত সৃষ্টি জন সাধারণের সম্পত্তি'। কিন্তু এই রোমেরই একজন পরিদর্শক পরবর্তীকালে মন্তব্য করে যে রোমের বর্তমানে গ্রন্থাগারগুলির দ্বার সমাধির মত চিরতরে রুদ্ধ হ'য়ে গেছে (৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ)

মধ্যযুগে প্রতি মন্দির, গির্জা, ভজনালয়েরই সংলগ্ন গ্রন্থাগার থাকতো। ইউরোপে প্রাচীন যুগে গির্জার পাদরীরাই আদম শুমারী রাখতেন। তাই বলা হয় গ্রন্থাগার বিবর্জিত মঠ যেন অস্ত্র শূন্য অস্ত্রাগারের মত, দেবশূন্য মন্দিরের মত।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশ্ব-প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে।...কে জানিত সংগীতকে, জগতের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে কাগজে

মুড়িয়া রাখিবে? কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দী করিয়া রাখিবে।"

এই গ্রন্থাগারই ঘোষণা করছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সহাযাত্রী, দুই বিপরীত ধর্মীয় মতবাদ, দুই ভিন্নমুখী বিপ্লবী আদর্শ এরই শেলফে পারস্পরিক কলহ ও বাদবিসম্বাদ না করে, নীরবে সহাবস্থান করছে, যা বর্তমানে রাজনৈতিক বাতাবরণে দুর্লভ। তারা যেন বলছে—আমরা শেলফে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, পড় ও নিজের মত করে গ্রহণ করো।' লাইব্রেরী জ্ঞানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেখানে অনন্ত জ্ঞানের সঞ্চয় চলেছে চিররাত্রি, চিরদিন।

ডঃ বুরচার্ড (Dr Burchard) বলেন 'এটী বিজ্ঞানের ওয়াটারলু। কেননা এখানে প্রতি বছরে এক থেকে দু'কোটী প্রবন্ধ অন্যূন ৫০,০০০ পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। সেই জ্ঞানের অরণ্য ভেদ ক'রে কে এর অন্তরে প্রবেশ করতে পারে? এই কাজে ব্যাপৃত যিনি তাঁর গ্রন্থাগারের কাজে যদি বা কখন বিরক্তি আসে তাতে তাঁকে দোষী করা যায় না। সবাই তো গ্রন্থ পাগল নয়। বড় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে সংগ্রহ ব্যবস্থাপনায় বেশী ব্যস্ত থাকায়, পাঠকদের সাহায্য করার কাজে বেশী সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। এরজন্য বিভিন্ন দায়িত্ব বিভাজনের প্রয়োজন।

নিষ্কার অবিচ্ছিন্ন অঙ্ক যদি গ্রন্থাগার হয় তবে কোথায় কেমন ও কত পুস্তক সমন্বিত গ্রন্থাগার কত পাঠক বসার জন্য স্থাপন করতে হবে। এর একটি সামান্য প্রকল্প নিম্নলিখিত তালিকায় দেওয়া হ'ল। একে বলা হয় (V. S. C. Formula—Volume, Seat & Circulation) 'ভি, এস, সি'—সূত্র।

ক্রমিক সংখ্যা	সহরের জনসংখ্যা	মাথাপিছু পুস্তক সংখ্যা	প্রতি হাজার লোক পিছু বসার স্থান	মাথা পিছু circulation সংখ্যা	প্রতি লোক পিছু স্থানের ব্যবস্থা(বর্গফুট	ঘোতলার মাথা পিছু অনুমোদিত স্থান (বর্গফুট)	প্রতি মাথা পিছু নির্মাণ ব্যয় টাকায়
1.	10000 ও নিম্নে	3·5—5	10	10	0·7—0·1	0·5—0·7	120/-
2.	10000 থেকে 35000	2·5—3	5	9·5	0·6—0.65	0·4—0·45	100/-
3.	35000 থেকে 100000	2 5—2·75	3	9	0·5—0·6	0·25—0·30	80/-
4.	130000 থেকে 200000	1·75—2·0	2	8	0·—0·5	0·15—0·20	70/-
5.	200000 থেকে 500000	1·5	1·25	7	0·35—0·40	0·1—0·125	60/-
6.	500000 ও উচ্চে	1·25	1	6·5	0—30	0·06—0·08	50/-

এর উপর শতকরা 10 ভাগ আসবাব পত্রের জন্য যোগ করতে হবে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ করলে আরও 10% যোগ করতে হবে। তবে বিশেষ জমিতে পরিকল্পনা অনুযায়ী নক্সা প্রস্তুত করলে মূল্যের কিছু তারতম্যও হ'তে পারে।

পক্ষান্তরে এর অর্থ এই নয় যে একটি গ্রন্থাগারের সব সংকুলান করতে হবে। বহু গ্রন্থাগার পল্লীতে পল্লীতে স্থাপন করতে পারা যায়।

গ্রন্থাগারিক (Librarian) :

বর্তমানে জ্ঞানের পরিধি সুবিস্তৃত হওয়ায় ও বিভিন্ন বিষয়ে নিত্য বিবর্ধমান গ্রন্থ প্রকাশন ও আহরণের ফলে পুস্তকের বৈজ্ঞানিক পঞ্জী করণের বিশেষ প্রয়োজন যাতে সহজে ও অবিলম্বে নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। কে এ কাজ করবে? গ্রন্থাগারিক! বর্তমানে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। ষোড়শ শতকের খ্যাতিমান গ্রন্থাগারিক Hugo Blotius এর মতে 'গ্রন্থাগারিক বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ; শ্রমশীল ও শান্ত প্রকৃতির হবেন এবং তাঁর আচরণের মধ্যে সততা ও মর্যাদা প্রকাশিত হওয়া চাই।

Cotton des Houseys ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে Sorbone-এর সংসদ সভায় বলেন যে গ্রন্থাগারিক একজন জ্ঞানী ও ঈশ্বর বিশ্বাসী হবেন ও সেই সঙ্গে কলা ও বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধায় প্রভূত জ্ঞান থাকবে। তাঁর বাচন-ভঙ্গী মধুর হবে এবং তাঁর বিনয়ী হওয়া চাই, যাঁর প্রতি পাঠকদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি বর্ধিত হবে।

একজন ইংরেজ লেখক বলেন যে লাইব্রেরিয়ান হলেন "A Kind of celestial pandarus, eagerly leading into the chambers of truth and beauty. Those spirits who are most in need of them; arranging liason here, an assignation there, matching minds to books with a tender regard for compatibility and rejoicing with an artist's innocent pride when he sees that one of his introductions has resulted in a deep and lasting attachment.

অনেকের ধারণা গ্রন্থাগারিকরা পুস্তকের সংরক্ষক। আসল বর্তমানে কাগজে ছাপা বই না intellectual পুস্তকের।

এঁরাই তো সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, জ্ঞান প্রসারণের সহায়ক, বিদগ্ধ ও কৃতবিদ্য। এঁদের মুখ্য কাজ হ'ল জ্ঞানের সওদাগরী করা, অমূল্য পণ্য যত্নে সংরক্ষণ করা পুস্তকের সদ্ব্যবহারে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করা, যাতে অন্ততঃ অসদ্ব্যবহার না হয়।

গ্রন্থাগারিক শুধু একজন গ্রন্থবিজ্ঞানে পারদর্শী নন, তাঁকে প্রশাসনিক গুণাবলী ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতার অধিকারী হওয়া চাই। এঁরাই নব নব আহরিত জ্ঞানের বেসাতি করেন, ছাপার বন্ধ এগিয়ে দেন, মানুষের মানসিকবৃত্তি উন্নয়নে সাহায্য করেন।

Fran Grasberger এর মত এই যে, গ্রন্থাগারিক মানুষের বিপরীত ধর্মবৃত্তির সমন্বয়ে নিজেকে প্রস্তুত রাখবেন; তার আধ্যাত্মিক বাতাবরণে এক মানসিক ও প্রশাসনিক দক্ষতার অধিকারী হবেন। শুধু তিনি পণ্ডিত নন, সংগঠক, ব্যবসায়ী, প্রশাসক প্রভৃতি গুণে মণ্ডিত হবেন যাতে বিপরীত শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বকীয়তা পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করতে পারেন। 'The librarian's goal must be synthesis of theory and practice which would reduce to a minimum the aforementioned spiritual schism'। তাই গ্রন্থাগারিকদের একাধিক ভাষায় পণ্ডিত হতে হবে যাতে অন্য ভাষায় রচিত জ্ঞানভাণ্ডারের সঙ্গে তিনি নিজেকে পরিচিত করতে পারেন। যাতে জানতে পারা যায় অন্য দেশে কী রকম গবেষণা চলছে, তাঁরা কী ভাবছেন, তাঁরা কি বলছেন এবং তাঁরা কী বা করছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা গ্রন্থাগারিকের গ্রন্থবোধ থাকা চাই। কেবল ভাণ্ডারী হলে চলবে না।

কিন্তু লাইব্রেরী বড় হলে কোন লাইব্রেরীয়ানই তাকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করতে পারেন না। সেইজন্যে আমি মনে করি বড় বড় লাইব্রেরী মূখ্যতঃ ভাণ্ডার ; ছোট ছোট লাইব্রেরী ভোজনশালা, তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে। ছোট ছোট লাইব্রেরীর থাকবে সকল বিভাগের বই, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই। লাইব্রেরীয়ানের থাকবে গুণাধরক্ষকের যোগ্যতা নয়, অতিথি পালনের যোগ্যতা।"

গ্রন্থাগারিক আন্তর্জাতিক কল্যাণব্রতী : স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় ধর্মপ্রচার ও বক্তৃতার কাহিনী মেরী লুই বার্কের (দুই খণ্ডে) প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না যদি না আমেরিকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারিকরা তাঁকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সেই সময় প্রকাশিত সংবাদের বিবরণ, ফোটোষ্ট্যাট কপি টাইপ করে না পাঠাতেন। কিন্তু এদেশে তার সুযোগ নেই। তাই শঙ্করী বসুকে নিজ ব্যয়ে পুণায় গিয়ে দীর্ঘদিন বাস ক'রে মহামান্য তিলকের প্রকাশিত 'কেশরী' সংবাদ পত্র থেকে নকল বা টাইপ করে আনতে হ'য়েছিল – স্বামী বিবেকানন্দের বিষয় নানা তথ্য ও সংবাদ।

এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক সাহায্য না করলে আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কোনদিন সম্ভব হ'ত না মিউ অরলিনসের মেকলে (Charles S. Macaulay) সাহেবের বাবার কবর খুঁজে বের করা বিশাল কলকাতার সমাধি-ক্ষেত্রগুলি থেকে। এ বিষয়ে এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবদাস চৌধুরী আমায় Bengal Past and Present দেখতে বলেন। আমি বললাম 'এ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না, আপনি বলুন কেমন করে বের করতে হবে ?' তিনি বললেন আগে সাহেবরা যারা গেলে তাঁদের সমাধির সংবাদ এই Bengal-Past & Presentএ প্রকাশিত হ'ত। এ রকম কয়েকটা সংখ্যা খুঁজে দেখালেন পার্ক সার্কাসের সমাধিক্ষেত্রের এক নম্বরে। এবং তারই একজায়গায় আঁকা মেকলের সমাধি। সেই নম্বর নকল ক'রে সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাসে গিয়ে সেই সমাধি খুঁজে বের করলাম। পরের দিন বৈকালে এসে ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দি। ছবি পেয়ে তার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। যার ফলে বিখ্যাত মিউ অরলিনসের দেড়শ বিশেষ নম্বর পাওয়া কলকাতায় ব'সে সম্ভব হ'ল, সাহায্য কে করতে পারে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক ছাড়া ? আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিক-দের সম্মান আছে সত্য তবে তা' অতি উচ্চস্তরের গ্রন্থাগারিকদের, তাই অধ্যাপক মিউ হলেন গ্রন্থবিজ্ঞানের গবেষণার জন্য জাতীয় অধ্যাপক কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারিক-রা কৃতবিদ্য সমাজে সমমর্যাদার অধিকারী নন, এ সত্য অকপটে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। প্রকৃত গ্রন্থাগারিককে যে কত বিষয়ে অধ্যয়ন করতে হয় তার শেষ নেই।

আমার বিশ্বাস গ্রন্থাগারিকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চেয়ে ঢের বেশী গুণী। আমার মনে হয় সমাজে এদের আরও উচ্চ স্থান হওয়া উচিত তবে একথা সত্য যখনই তাঁরা তাদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন তখনই। কেননা কোন বিষয়ের যেমন সাহিত্যে, বিজ্ঞানের নানা বিভাগে, অঙ্কশাস্ত্রে। ব্যাকরণ প্রভৃতির অধ্যাপক তাঁর আপন বিষয়ে পারদর্শী হলেই স্বচ্ছন্দভাবে সেই বিষয়ে জ্ঞান বিতরণ করতে পারেন কিন্তু গ্রন্থাগারিককে সকল বিষয়ে সাধারণ ও তার সম্যক-বোধ থাকতে তো হবেই। উপরন্তু গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পারদর্শী হতে হবে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ের অধ্যাপক-দের সেই সেই বিষয়ের ক্রমবর্ধমান জ্ঞান আহরণে অনীহা বা আগ্রহ থাকলেও কাজ চলে যায় কিন্তু গ্রন্থাগারিক-দের নিত্য আগত জ্ঞানের ডোলা সব গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু সমাজ বা রাষ্ট্র এদের কি যোগ্য ও যথার্থস্থান দিয়েছে ? বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের স্থান বিশ্ব-বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকের চেয়ে উঁচু হওয়াই উচিত। এর মান নির্ণয় বর্তমান বাজারদরে বেতনের মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। এই বিষয়ে এই বহুতী সভায় আমাদের আলোচনা হবে। যাতে সরকার এ বিষয়ে অবহিত হন, এবং উপযুক্ত আইন পাশ করেন।

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের জন্য মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ের ভার

সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় গ্রন্থাগার যে কত উচ্চ স্থান অধিকার করে তার নিদর্শন পাওয়া যাবে নীচের এই তালিকা থেকে। এখানে স্থবিখ্যাত আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগৃহীত পুস্তকসংখ্যা, কত জন কর্মী নিযুক্ত ও কত ব্যয় গ্রন্থাগার পরিচালনে হয়, তার পরিসংখ্যান দেখলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে গ্রন্থাগারের ও গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব কত বেশী, ভারতবর্ষের তথা কলকাতার গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় এবং কত লোক নিযুক্ত তা আপনারা সম্যক অবগত। কি নিদারুণ অবস্থা কর্তৃপক্ষের অনীহার ফলে তা অবিশ্বাস্য ও লজ্জাকর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম	পুস্তক সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	ব্যয়মাত্রা (ডলার)
Harvard	8,451,187	695	5,639,000
Yale	5,829,035	501	6,980,000
Illinois	5,243,450	542	8,080,000
Columbia	4,366,532	554	5,765,000
Cornell	4,307,384	421	6,466,000
California (Berkley)	4,009,595	425	6,608,000
Wisconsin	3,603,677	427	7,497,000
Stanford	3,584,123	408	6,270,000
Univ. of Minnesota	3,112,526	309	4,982,000
Chicago	3,090,127	104	3,711,000
California (Los Angeles)	3,038,828	379	6,649,000
Univ. of Michigan.	4,322,093	461	6,467,000

মার্কিন মুলুকের 'লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের' কথা ছেড়েই দিলাম। সেখানে সুচারু ব্যবস্থার কথা, কত যান্ত্রিক প্রথায় রিকুইজিসন স্লিপ পাঠানো ও দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে সেই পাঠকের সামনে conveyor belt এ বই চলে আসে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

২৮—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

কার্শিয়াং : দার্জিলিং

সম্মেলন—সভাপতির ভাষণ

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

বন্ধুগণ,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার আহ্বান করে আপনারা আজ আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন, তাতে আমি অভিভূত হ'য়েছি। আমি জানি গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যে আমি কার্যকরীভাবে এমন কিছু করতে পারিনি যাতে আমি এই সম্মান দাবী করতে পারি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগারগুলোর একটার কাজ করার সুযোগ পেয়েও আমি ভাল ও কিছু ক'রতেই পারিনি, বরঞ্চ আমার চ'লে আসার পর আমার খবর মত সেই গ্রন্থাগারের অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আপনারা জানেন না, এতে আমি কী মানসিক কষ্ট ভোগ করি। সেই গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে হয়ত আমার কোন ক্ষতি হয়নি' তবুও মানস সমস্তাসঙ্কুল সম্ভাবনাময় একটা গ্রন্থাগারকে আমার ধারণা অনুযায়ী গ'ড়ে তুলতে না পারায় আমার যে অযোগ্যতা প্রমাণিত হ'য়েছে তাতে আমার দুঃখ ও ক্ষোভের পরিসীমা নেই। কৈফিয়ৎ হয়ত অনেক আছে এবং দেওয়া যায়—তবুও একথা নিঃসন্দেহে যে পরিবেশ মেনে চলার যোগ্যতার অভাবে জীবনের বড় একটা সুযোগ আমার নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা সেই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেও যে আমার অযোগ্যতাকে ক্ষমা ক'রেছেন, আজকের নিমন্ত্রণ তারই স্বীকৃতি। স্বার্থ সংযুক্ত লোকেরা যাই মনে করুন গ্রন্থাগার পরিষদ ক'াদের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের মূল্যায়ন বিশেষ দায়িত্ব তাঁদের এই নির্বাচন. তাই আমার গ্রন্থাগারিক জীবনে কণ্টক উন্মোচনের কাজ ক'রেছে। সুতরাং এই দীর্ঘ উপক্রমণিকা থেকেই বুঝতে পারছেন আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা নয়—আমার অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি মাত্র।

পঞ্চাশ দশকেই সুরু থেকে ষাট দশকের শেষ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছর আমি গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। বস্তুতঃ পরিষদই আমার গ্রন্থাগারিক জীবন গ'ড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের আদর্শ ও কর্মপন্থার সম্বন্ধে আমার যা' ধারণা তার সবই গঠিত হ'য়েছে পরিষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে। পরিষদের সামান্য কর্মী হিসাবে আমি এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারিকদের উপদেশ পেয়েছি, আমাদের অন্যান্য সহকর্মীদের আহৃত জ্ঞান থেকে নিজেদের চিন্তা ও ধারণার উপাদান সংগ্রহ ক'রেছি, ছোটদের কর্মোদ্যমনার থেকে নতুন উৎসাহ সংগ্রহ ক'রেছি আমার এসব কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমি সম্পূর্ণ আপনাদেরই তৈরী। মঠে মন্দিরে যোহান্ত নির্বাচনের সময় নিজেদের গোষ্ঠির লোককেই বেছে নেওয়া হয়। তার কারণ এই নয়, যে সে সবচেয়ে জ্ঞানবান বা সবচেয়ে গুণী, তার প্রধান কারণ হয়ত এই যে গোষ্ঠির কর্মধারাকে অব্যাহত রাখার পক্ষে তার সুবিধা অন্যদের চেয়ে বেশী। সেই দৃষ্টি দিয়ে যদি আজ আপনারা এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে থাকেন, তা'হ'লে আমার উপর আপনারা

যে দায়িত্ব দিলেন, তাঁর গুরুভার জীবনের এই প্রান্ত-সীমায় কতটুকু বইতে পারব, ভেবে আমি শঙ্কা অনুভব করছি।

বাংলা তথা সারা ভারতের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা আজ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তা'তে আমার এই শঙ্কা আরও বেড়ে গেছে। চীন ভারত সংঘর্ষের ফলে সেই যে আমাদের তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনার ছেদ প'ড়ে গেল তারপর থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পুনরীক্ষণ হ'য়েছে—উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখার পুনঃ-প্রচেষ্টা হ'য়েছে, কিন্তু গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেই বিরতি যেন পূর্ণচ্ছেদে রূপান্তরিত হ'য়েছে। যতদূর জানি পরিকল্পনা ছিল কলকাতায় কতকগুলো আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ক'রে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সাধারণের পড়াশুনোর সুবিধে ক'রে দেওয়া হবে। আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনটি যখন নির্মিত হয় তখন তদানীন্তন অধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে পরিষদের ভবনেও যাতে এরকম একটা গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা যায় সেই কথা মনে রেখে বাড়ীর নক্সা তৈরী করা হয়। তারপর কত সরকারের উত্থান-পতন ঘটল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে কত বন্যা ব'য়ে গেল, কিন্তু সেই পরিকল্পনা রূপায়িত হ'ল না। জানিনা সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হ'য়েছে কিনা, জানিনা সেই পরিকল্পনা তদানীন্তন অধিকারিকের স্বপ্নলোকের বাইরের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন কোনকালে পেয়েছিল কিনা।

শুধু একটা বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার কথা নয়, আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যেদিকে দেখছি সেইদিকেই একটা সামগ্রিক দৃষ্টির অভাব, একটা ভবিষ্যৎ সংগঠনের পূর্ণ-চিত্রের অভাব আমাদের মনকে পীড়া দেয়।

দেশের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবস্থানের গুরুত্ব আমাদের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি'। প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার দাবী উঠেছে—দাবী উঠেছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রয়াসেরও। এ দাবী সাময়িক মত বা রাজনৈতিক দলবিশেষের নয়, আমাদের সংবিধান সরকারকে এই দায়িত্ব বিশেষ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাতাশ বছরের পরও এই কাজে আমরা কতটা এগিয়েছি? এবং যতটুকু ক'রছি। ইংরেজ আমল থেকে প্রকাশিত শিক্ষাবিষয়ক পাঁচসালা প্রতিবেদনগুলো প'ড়লেই দেখা যাবে—আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির পরিমান কতটা। অনেক চেষ্টা করে গরীব চাষার যে ছেলেটা সকালে পান্তা ভাত মুখে দিয়ে গরু নিয়ে বেরুত, তাকে ভবিষ্যতের অনেক রঙীন আশা দিয়ে, স্কুলের চৌহদ্দীর মধ্যে এনে, নানা কলরবের মধ্য দিয়ে যে বর্ণ পরিচয় এবং অঙ্ক পরিচয় করানো হ'ল—অনুশীলনের সুযোগের অভাবে এদের কতজন অনেক-চোখের-জলে লব্ধ করা সেই অক্ষর জ্ঞানকে হারিয়ে ফের নিরক্ষরের দলে ভিড়েছেন তার সঠিক হিসাব দেবে কে? হিসাব হয়ত আছে কতজন প'ড়তে সুরু ক'রেও পড়া শেষ না ক'রে চ'লে গেছে তার। কিন্তু এর কতজন বাধ্য হ'য়ে পড়া ছেড়ে দিলেও সুযোগ পেলেই অক্ষর জ্ঞান বজায় রাখতে ইচ্ছুক ছিল, তার সমীক্ষাও নেই, হিসাবও নেই। কেননা প্রাথমিক শিক্ষার প্রাথমিক শিক্ষার প্রাধিকারিকে কর্মক্ষেত্রের সাক্ষরতা অভিযানের প্রাধিকারিকের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছে [redacted] আমাদের দেশে সাক্ষরতা অভিযানের ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারী কোন পৃথক্ আয়োজন নেই। সমাজশিক্ষার দায়িত্ব যাঁর হাতে তাঁকেই প্রসঙ্গক্রমে এই কাজের ব্যবস্থাও করতে হয়। একই শিক্ষা বিভাগের মধ্যেই যেখানে সমন্বয়ের এত অভাব সেখানে প্রকৃত সমাজ শিক্ষার পার্থক্যের জন্য বিভাগে বিভাগে যে সমন্বয়ের প্রয়োজন—তার কতখানি আশা করা যায়?

বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী পর্যালোচনা

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম থেকে এ পর্যন্ত ৩০টি সম্মেলন হয়ে গেছে। এই সব সম্মেলনে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই সব প্রস্তাব কার্যকরী করারও চেষ্টা হয়েছে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলো নানা কারণে ফলবতী হয়নি।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অর্থাৎ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, স্কুল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, পলিটেকনিক ও ডে-ষ্টুডেন্টস হোম্ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগার, যথা এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর বিস্তৃত আলোচনা অন্তে এদের পরিচালন ব্যবস্থা এবং কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও এরাজ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নকল্পেও নানাবিধ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বাংলাদেশের [illegible] এবং গ্রামাঞ্চলে যেসব বেসরকারী তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগার রয়েছে তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এদের আর্থিক অবস্থা, পরিচালন ব্যবস্থা প্রভৃতির অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে সারারাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার কথা বিভিন্ন সম্মেলনে বারে বারে আলোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় ও অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টাও উল্লেখযোগ্য। এদের প্রচেষ্টা যেমন ফলপ্রসূ হয়নি তেমন বিভিন্ন সম্মেলনে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের উপর যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তা থেকেও আমরা খুব বেশি লাভবান হতে পারিনি। বিভিন্নরাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে কিন্তু অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকে এ ব্যাপারে প্রথম প্রচেষ্টা সুরু হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত এখানে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা সম্ভব হলনা এটা খুবই দুঃখের বিষয়।

সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে স্বাধীনতা লাভের পর। জেলায় জেলায় জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রামে গ্রামে গ্রামীন গ্রন্থাগার গঠন করতে সহায়তা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রথা চালু করেন। সর্বনিম্ন ২৫০ টাকা বেতনে জেলা গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করার ব্যবস্থাও হয় এই প্রথায়। এদের বেতনক্রম, সার্ভিস রুল, লিভ রুল, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রভৃতি চালু করা এবং নিয়মিত বেতন দেবার ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে বারংবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এদের দুর্দশার বিশেষ কোন সুরাহা হয়নি। বেতনক্রম যা চালু হয়েছে তা মোটেই আশাপ্রদ নয়। সার্ভিস রুল, লিভ রুল এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যাপারে অনেক জল ঘোলা করে যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে সেটাকেও আদর্শ বলে ধরে নেবার উপায় নেই।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য UGC বেতনক্রম চালু করা এবং শিক্ষকদের সমান পদমর্যাদা প্রদান করার বিষয় বিভিন্ন সম্মেলনে বারংবার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাচ্ছি সামান্য কয়েকটি কলেজের মাত্র কয়েকজন গ্রন্থাগারিক তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা অনুযায়ী U G C প্রবর্তিত বেতনক্রমের জন্য ad-hoc কিছু টাকা পাচ্ছেন এছাড়া কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ গ্রন্থাগার কর্মচারীরাই এখনো U G C বেতনক্রমের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

স্কুল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

স্কুলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্মেলনে প্রস্তাব করা হয়েছে, প্রতি স্কুলে অন্তত একজন যুক্তরাষ্ট্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের সাহায্যে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, এবং ছাত্রছাত্রীরা যাতে ঐ গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে তার জন্য Library Hours এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই সব প্রস্তাব সত্ত্বেও আমরা যদি এখন স্কুল গ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব কয়েকটি স্কুল বাদ বেতনের কয়েকজন গ্রন্থাগারিক কর্মরত রয়েছেন এবং গ্রন্থাগার বলতে স্কুলে যা আছে তার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের কোন উপকারই সাধিত হচ্ছে না।

পলিটেকনিক ও ডে-টু-ডেক্টস হোম

পলিটেকনিক ও ডে-টু-ডেক্টস হোম গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি বিধান ও এদের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার বিষয় বিভিন্ন সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে।

শিশু গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পৌরসভা এলাকায় এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রতি ওয়ার্ডে শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব কয়েকটি সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়।

এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি বিশেষ গ্রন্থাগারের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য এবং এদের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রমের উন্নতি বিধানের জন্য কয়েকটি সম্মেলনে প্রস্তাব নেওয়া হয়।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রস্তাবগুলো যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের বিষয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে U G C বেতনক্রম চালু করার বিষয়, জেলা গ্রামীণ প্রভৃতি পলসর্ভ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার বিষয়, স্কুল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিষয়, বারে বারে একই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। পুরানো গ্রন্থাগার পত্রিকা থেকে এর প্রমাণ আমরা সহজেই পেতে পারি। বারে বারে একই ধরণের প্রস্তাব আমরা করতে বাধ্য হয়েছি এই কারণে যে ঐ সব সমস্যার সমাধান আজও পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি। বর্তমান সম্মেলনেও আমরা যখন প্রস্তাব গ্রহণ করব তখনো অতীতের অনেক প্রস্তাবেরই হয়ত পুনরাবৃত্তি করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত না আমরা সংগ্রামে জয়লাভ করতে পারি ততদিন পর্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে আমাদের। সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করাতে হবে এবং প্রয়োজন হলে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য সচেষ্ট হতে হবে। এই ভাবেই আশা করি একদিন আমরা সাফল্যের আলো দেখতে পাব।

আশু কর্তব্য

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আগামী দিনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের নিম্নলিখিত দাবীগুলি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

(১) জনগণের স্বার্থে ভারতের চারটি রাজ্যের অনুরূপ এই রাজ্যেও অবিলম্বে বিনাচাঁদায় আইনভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

(২) রাজ্য শিক্ষা বাজেটের নূনতম শতকরা ২% ভাগ গ্রন্থাগারখাতে ব্যয় করতে হবে।

(৩) প্রতিটি বিদ্যালয়ে পর্যদসমূহের গ্রন্থাগারিকের অধীন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রবর্তন করতে হবে। এবং বিদ্যালয় বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ব্যয় করতে হবে।

(৪) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের জন্য সংশ্লিষ্ট

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ৬ঃ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

(৪) আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা স্মরণ করে এই ধরণের গ্রন্থাগার-গুলিকে নিয়মিতভাবে বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দিতে হবে

৯. স্বনির্ভর প্রথার অবসান করতে হবে এবং স্বনির্ভর গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনা-ধীনে আনতে হবে

(৭) গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ক্রয় এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য স্বনির্ভর গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান দিতে হবে। অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির জন্যও এই উদ্দেশ্যে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে।

(৮) বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন, মহার্ঘভাতা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি, পার্বত্য অঞ্চলের কর্মীদের জন্য ডিল আলাউন্স, দর্গম অঞ্চলের কর্মীদের জন্য চাকুরীর নিরাপত্তা ও যথাযথ সার্ভিস রুল প্রবর্তন করতে হবে

সাংগঠনিক কাজ

উপরোক্ত দাবীগুলির ভিত্তিতে জনমত সংগ্রহ করার জন্য জেলাভিত্তিক সভা ও সম্মেলন, কেন্দ্রীয় সভা ও সম্মেলন, স্বাক্ষর সংগ্রহ, মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট ডেপুটেশন প্রভৃতি সংগঠিত করতে হবে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. লিব. এসসি (১৯৭৪) পরীক্ষার ফলাফল

প্রথম শ্রেণী

দীপা সেন, অরুণোপাল দাস, সর্মিলা সেনগুপ্ত, এলা মজুমদার, শান্তা মজুমদার (মিত্র), ভবানী ভূষণ কর, অসিত কান্তি ভট্টাচার্য, নকুলেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ সারথি ঘোষ, অরুণানন্দ পালিগ্রাহী।

দ্বিতীয় শ্রেণী

সি. সিরাজুদ্দিন, রামচন্দ্র পাণ্ডে, সুধারাণী বসু (দত্ত), প্রদীপ কুমার মিত্র, নিবেদিতা তরফদার, সৌরী রায়, অম্বিকা প্রসাদ সিংহ, আরতি মুখার্জী, দীপালি ব্যানার্জী, কুসুম ধর, বিশ্বনাথ ঘোষ, বীরেন কুমার সিংহ, অনুরাধা চক্রবর্তী, জ্যোতিরিন্দ্র মোহন মজুমদার, প্রিয়ব্রত সেনগুপ্ত, নিবেদিতা দে, মুকুল রাণী মিত্র (নন্দী), রাধাশ্যাম দাস, হরেন্দ্র এ্যালে, সাকলা কুমার নন্দী, মধু বিশ্বাস, শিখা বসু, দেব নারায়ণ সাহা, গোলক বিহারী দে।

॥ ৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

ব্লুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগার, কার্শিয়াং, দার্জিলিং

২৮—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

॥ উদ্বোধন অধিবেশন ॥

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩১ তম অধিবেশন বিগত ২৮-৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ কার্শিয়াংস্থ ব্লুমফিল্ড মহকুমা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় কার্শিয়াং-এ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন হয় ২৮ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়।

শ্রীমতী শুক্লা কর্মকার ও শ্রীগোপাল কর্মকারের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সম্মেলনের সভাপতি শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং উদ্বোধক শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বরণ করা হয়।

এরপর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রী পি. টি. লামা তাঁর ভাষণে উপস্থিত প্রতিনিধি এবং দর্শকদের স্বাগত জানান। (অন্যত্র মুদ্রিত)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মুদ্রিত-উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করেন। (অন্যত্র মুদ্রিত)

পরবর্তী বক্তা মহকুমা শাসক শ্রীতাপসকুমার আচার্য বলেন, এটা আনন্দের কথা যে কার্শিয়াং-এ নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সম্মেলন হচ্ছে; আশা করি এ সম্মেলন সফল হবে এবং বহিরাগত প্রতিনিধিরা কার্শিয়াং-এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবেন।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলার সমাজশিক্ষা অধিকর্তা শ্রীসচ্চিদানন্দ দে রায় বলেন যে ৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত। সমাজে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি বলেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনে গ্রন্থাগারগুলির একটা বড় ভূমিকা ছিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারগুলি অর্থিক যথেষ্ট সরকারী সাহায্য পাচ্ছে তবুও আজ সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে—যে উদাসীনতা ভেঙ্গে ফেলতে না পারলে গ্রন্থাগার আন্দোলন কার্যকরী হবে না। তাই গ্রন্থাগার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি করতে হবে।

এরপর পরিষদের সহ কর্মসচিব শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ সম্মেলনের সাফল্য-কামনা করে দেশ ও বিদেশ থেকে যে শুভেচ্ছাবাণী এসেছে, সেগুলি পাঠ করে শোনান। নিম্নলিখিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান শুভেচ্ছাবাণী পাঠিয়েছেন: (ভারতে) রাষ্ট্রপতির পক্ষে প্রচার সচিব এ. এম. আঙ্গুল হাফিজ; পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে সহকারী সচিব এ. কে. বাসাজী, INSDOC-এর Scientist in charge শ্রী এস. পার্থসারথি; DRTC-এর Officer-in charge শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য; ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব শ্রী ও. পি. টি. ঘা; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন; বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীরমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়; পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপশিক্ষা অধিকর্তা (সমাজশিক্ষা) শ্রীঅমিয়কুমার সেন। (বিদেশ থেকে) Secretary General IFLA মার্গারিট উইজনুম; Director, ASLIB, এস. উইলসন; Library Association, লণ্ডনের কর্মসচিব এইচ. ডি. বারী; Secretary General, Japan Library Associations সিমুকে কাবোজাওয়া; Library of Congress এস. কুইলি ব্রাকফোর্ড; School Library Association, England-এর সভাপতি।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর মুদ্রিত ভাষণের বক্তব্য ইংরাজীতে সংক্ষেপে পেশ করেন (অন্যত্র মুদ্রিত)।

এরপর যুগ্ম কর্মসচিব শ্রীসুধাংশু কান্তি সান্যাল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে 'পূর্ববর্তী সম্মেলনসমূহের প্রস্তাবাবলী পর্যালোচনা' শীর্ষক প্রতিবেদন পেশ করেন।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী কিছু পরিবর্তনসহ সম্মেলনের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

দ্বিতীয়বার পরিষদের অন্যতম সহ সভাপতি শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বোধন অধিবেশনে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

॥ প্রথম কার্যকরী অধিবেশন ॥

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

সকাল ৮-৩০ মি:

"পূর্ববর্তী সম্মেলনসমূহের প্রস্তাবাবলী পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রতিবেদন পেশ করে শ্রীসুধাংশু সান্যাল বলেন, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার দাবী শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের মিলিত আন্দোলনের দাবীসনদে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং সম্প্রতি ২০ সেপ্টেম্বর আন্দোলনের কর্মসূচী হিসাবে গণ-অবস্থান ও মুখ্যমন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পঃ বঃ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি এই আন্দোলনের অংশীদার এবং ২০ সেপ্টেম্বরের ডেপুটেশন থেকে স্পনসর্ড কর্মীদের নিয়মিত বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য রাখা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন সম্পর্কে সেন কমিটির সুপারিশকে প্রবর্তন করতে বলেন এবং এর ত্রুটিকর দিকগুলির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সকলের সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে প্রস্তাব রূপায়ণের জন্য তিনি আবেদন জানান।

প্রতিবেদনের উপর আলোচনার সূত্রপাত করে শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যে প্রকাশিত প্রত্যেক বইয়ের এক কপি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে জমা দেবার জন্য আইন প্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক

শ্রীঅরুণময় চক্রবর্তী (রাইটার্স বিল্ডিংস ক্লাব লাইব্রেরী) বলেন যে গ্রন্থাগার ইত্যাদি সমস্ত উপরি-কাঠামো আজ বিপদের মুখোমুখী, কারণ কাঠামোটাই নড়বড়ে। জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন আন্দোলনই সফল হতে পারে না; কাজেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের আশু প্রধান কর্তব্য এই আন্দোলনকে ব্যাপক জনসংযোগের মাধ্যমে জনগণের আন্দোলনে রূপান্তরিত করা

শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার) বলেন যে শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। এছাড়া বিভিন্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রমের মধ্যে সহযোগ স্থাপন করা সুষ্ঠু শিক্ষণের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বলেও তিনি মনে করেন।

শ্রীবিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত (এশিয়াটিক সোসাইটি) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং এশিয়াটিক সোসাইটি প্রমুখ বিশেষ গ্রন্থাগারের সমস্যা আলোচনা করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক সংগঠন এবং বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহের কর্মীসংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগে আন্দোলন গড়ার অবেদন জানান।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) বলেন যে সাংগঠনিকভাবে জনসংযোগ এবং যুক্ত আন্দোলন হচ্ছে জরুরী আশু কর্তব্য; এবং আন্দোলনের কর্মসূচী যদি গ্রামীন স্তর থেকে পালিত না হয় তবে তা' খুব কার্যকর হতে পারে না। তিনি গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিটি স্তরে পাশাপাশি প্রতিটি মানুষের কাছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বক্তব্যকে তুলে ধরবার এবং ব্যাখ্যা করবার অনুরোধ জানান।

শ্রীঅনিল দত্ত (হুগলী জেলা গ্রন্থাগার) বলেন যে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারগুলির জন্য নিয়মিত আর্থিক অনুদানের

ব্যবস্থা করা দরকার। তিনি গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করা একটি আশু সাংগঠনিক কাজ বলে মনে করেন।

শ্রীনির্মল বন্দ্যোপাধ্যায় (কোলাঘাট) বলেন যে গ্রন্থাগার খাতে শিক্ষাবাজেটের ২·৫% ভাগ ব্যয়বরাদ্দের দাবী অত্যন্ত, আরও বেশী দাবী করা দরকার। স্থানসঙ্কট গ্রন্থাগারব্যবস্থা এবং তার কর্মীদের শোচনীয় অবস্থার আলোচনা করে তিনি বলেন যে বেতন বৃদ্ধি করা এবং তা' নিয়মিত দেওয়া দরকার, কারণ যে মাসের বেতন ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে পাওয়া গিয়েছে; সমস্ত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য জেলা এবং রাজ্যস্তরে প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থাগার কমিটি গঠন করা দরকার।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ রায় চৌধুরী বলেন যে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ এবং খেলাধূলা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ব্যাপক জনসংযোগ করা দরকার।

শ্রীমনোরঞ্জন দে আঞ্চলিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেন এবং জেলা সমাজ শিক্ষা Advisory Council-এ গ্রন্থাগার পরিষদের দু জন, কর্মীদের দু জন ও শিক্ষক প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত দাবী জানান। তিনি আরও বলেন যে গ্রন্থাগারের জন্য শুধু রাজ্য নয়, কেন্দ্রীয় সাহায্যও দরকার।

শ্রীঅমলাংশু সেনগুপ্ত রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেলনের কার্যকর্মের সমালোচনা করে বলেন, এ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা দরকার।

শ্রীকণিভূষণ রায় বলেন যে বই নিয়ে শুধুমাত্র শহরের ৩৫ জন লোকের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সর্ব-সাধারণের কাছে যেতে হলে মানুষের সমস্যার অংশীদার হতে হবে—প্রয়োজনের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনে ঢুকতে হবে। শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে তিনি বলেন যে বিদ্যালয়ের স্বীকৃতির প্রাথমিক শর্ত হওয়া উচিত গ্রন্থাগার। চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলিকেও ক্রমান্বয়ে চাঁদার হার কমিয়ে বিনা চাঁদার দিকে অগ্রসর হতে হবে বলেও তিনি মনে করেন।

আলোচনার উপসংহার টানতে গিয়ে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বই জমা দেওয়ার প্রশ্নটি পরে বিবেচিত হওয়া উচিত; কারণ প্রশ্নটি বহু আলোচনাপেক্ষ, বিশেষতঃ যখন রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অবস্থান এবং সাহিত্য পরিষদ অনেকগুলি বিশেষ গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি। গ্রন্থাগারখাতে ২·৫% ভাগের বেশী হারে ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কে তিনি বলেন যে দাবী করবার সঙ্গে সেটা বাস্তবানুগামী কিনা বিবেচনা করা দরকার; ২·৫% ভাগ বরাদ্দ হলেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটা ধিরাট পরিবর্তন সম্ভব এবং সে অবস্থায় ওইটুকু দাবীই সফল না করে আরও বেশী দাবী করে কি লাভ? তিনি জানান যে জেলা গ্রন্থাগার কমিটির পরিবর্তনের কথা বহুবার বলা হয়েছে। নতুন গ্রন্থাগার প্রবর্তন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে দিল্লীর অনুরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবী আগের সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে এবং তা রাজ্য পরিকল্পনা পর্যন্তে পেশ করাও হয়েছে।

তিনি বলেন, এটা মনে রাখা দরকার যে 'আশু কর্তব্য' অংশে যা বলা হয়েছে, তা নতুন নয় এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের সমস্ত সমস্যাগুলিতেও এখানে আনা হয়নি—মূল দাবীগুলিরই পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার আন্দোলন বৃহত্তর জনসাধারণের মধ্যে যেতে পারেনি—এই বক্তব্যকে স্বীকার করে রামকৃষ্ণবাবু ফণিদা ও অরুণবরণবাবুদের প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এছাড়া তিনি আশা করেন শ্রীকণিভূষণ রায় ও শ্রীপ্রবীর চৌধুরীর বক্তব্যকে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাবের Preamble-এ গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করা হবে। এ ছাড়া তিনি আলোচনার সূত্র ধরে আশু কর্তব্যের (৩), (৭) এবং (৮) অনুচ্ছেদে কিছু সংযোজনের প্রস্তাব করেন।

রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউন্সেলনের গঠনের এবং কার্যপ্রণালীর তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন

এ সম্পর্কে এই সম্মেলন থেকে পৃথক প্রস্তাব গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিশেষে তিনি দাবীসমূহ রূপায়ণের জন্য সাংগঠনিকভাবে প্রস্তুতি চালিয়ে রাজ্য সরকারের নিকট গণডেপুটেশন দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যুক্ত আন্দোলনের কর্মসূচী অনুযায়ী আগামী ৩০ নভেম্বর গণডেপুটেশন দেওয়া হবে। এছাড়া গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিষদের পক্ষ থেকে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা উচিত বলেও তিনি মনে করেন।

অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণার পূর্বে সভাপতি মহাশয় ব্যাপক জনসংযোগের স্বার্থে ছবি সহকারে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে একটি প্রাথমিক প্রচার unit খোলা যায় কিনা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতিকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন।

॥ দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন ॥

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

সকাল ১১টা

"গ্রন্থাগার কর্মীদের জাতীয় বেতন কাঠামো" ছিল দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়।

সম্মেলনের মূল আলোচ্য এই বেতন সম্পর্কিত প্রবন্ধটি পেশ করতে গিয়ে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে গ্রন্থাগারকর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বা পঃ বঃ গভঃ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি কিছু বক্তব্য রেখেছে, কিন্তু সবই আংশিক এবং ক্ষেত্রবিশেষের প্রয়োজনানুযায়ী; তাছাড়া ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (I.L.A) সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই বিষয়ে আলোচনা করতে চেয়েছেন। এই দুটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হয়েছে যে বেতন কাঠামো সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বিবেচনা করা এবং আমাদের নীতি বা বক্তব্য স্থির করা দরকার।

প্রবন্ধটি ব্যাখ্যার পূর্বে তিনি বলেন যে দু'বছরের কমীর প্রসঙ্গ এখানে বিবেচিত হয়নি: (১) বিশেষজ্ঞ কর্মী, অনেক গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেমন Reprographer, Photographer ইত্যাদি, এবং (২) গ্রন্থাগারে কর্মরত কারুকার, প্রহরী, রক্ষক, মালী প্রভৃতি, যাঁদের সবসময় অন্যান্য সমতুল কর্মীর মতো; তাঁদের সম্পর্কে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের পক্ষ থেকে বিবেচনা করা হয়েছে এবং ওই সংগঠনসমূহের যুক্তভাবে আমাদের চলতে হবে।

প্রবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে এবং বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিবেচনার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের কর্মীদেরকে এই আলোচনায় উৎসাহিত এবং করার জন্যই পরিষদের পক্ষ থেকে এই প্রবন্ধের প্রস্তাবনা।

যেহেতু আলোচ্য প্রবন্ধ ইতিপূর্বে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে এবং তার অনুলিপি প্রতিনিধিবর্গকের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে, তিনি প্রবন্ধের মুখ্য প্রস্তাবগুলি ইংরাজীতে ব্যাখ্যা করেন।

মধ্যাহ্নভোজের বিরতির পর প্রবন্ধের উপর আলোচনা শুরু হয়। প্রথমে অনুপস্থিত সদস্যদের প্রেরিত মতামত, সংশোধন এবং সংযোজনের প্রস্তাব বিবেচিত হয়। শ্রীঅভিজিৎ মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কিন্তু আবৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের পদনাম ও বেতনক্রম নির্দিষ্ট করার প্রস্তাব দেন। শ্রীউষা গুহঠাকুরতা, শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীদীপক কুমার রায় ও শ্রীঅশোক বসু পৃথক প্রস্তাবে দাবী করেন প্রতিটি বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীর পদনাম 'গ্রন্থাগারিক' সম্বযুক্ত হবে। শ্রীনন্দলাল বেরা কলেজ গ্রন্থাগারে সহ/উপগ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার পরিবর্তন প্রস্তাব করেন।

আলোচনার সূত্রপাত করে শ্রীপ্রবীর চৌধুরী বলেন যে যাঁরাই গ্রন্থাগারবৃত্তিকুশলী, তাঁরাই গ্রন্থাগারিক; সেখানে 'বৃত্তিকুশলী সহকারী' পদনামের তিনি বিরোধী

এবং পরিচালকগোষ্ঠীকেও আলাদাভাবে দেখাবার দরকার নেই। পদনাম কাজের স্তর অনুযায়ী স্থির করা যেতে পারে—যেমন Librarian I, Librarian II ইত্যাদি। তিনি প্রস্তাবিত বেতনক্রমের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে একটি বেতনক্রম পেশ করেন। প্রয়োজন-ভিত্তিক ন্যূনতম বেতনের নীতিকে সমর্থন করেও তিনি প্রস্তাবিত বেতনক্রম ও বর্ণিত নীতির মধ্যে বৈষম্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেন। বিশেষজ্ঞ কর্মীদের ক্ষেত্রে বক্তব্য রাখবার তিনি বিরোধিতা করেন।

শ্রীসত্যব্রত সেন বলেন বেতনক্রমের নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতর স্তরে বৃদ্ধি শতকরা হারে স্থিরীকৃত হওয়া উচিত এবং বৃত্তিকুশলী পদে অবসরগ্রহণের বয়স সর্বক্ষেত্রে একই নির্দিষ্ট করতে হবে। তিনি শ্রীপ্রদীপ চৌধুরীর স্তরীকরণ (categorization) সমর্থন করে বলেন যে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যুক্ত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষকদের স্তরের সঙ্গে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্তরের একীকরণ করতে পারলে সুবিধা হবে। তিনি বেতনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাতার বিরোধিতা করেন।

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন বৃত্তিগত যোগ্যতা না থাকলে কাউকে বৃত্তিগত পদনাম দেওয়া উচিত নয়। তিনি মনে করেন 'গ্রন্থাগারিক' শব্দটির সঙ্গে পরিচালনাগত ধারণা এমনভাবে মিশে আছে যে যে সবাইকে গ্রন্থাগারিক পদনাম দিলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। গ্রন্থাগার-সমূহের শ্রেণীবিভাগে কিছু ত্রুটির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে জেলা গ্রন্থাগার এবং কলেজ বা পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের কাজের দায়িত্ব এক নয়, তেমনি বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং শহর গ্রন্থাগারকেও এক শ্রেণীতে ফেলা উচিত নয়। এছাড়া তাঁর মতো প্রবন্ধে একই সঙ্গে দুটি মান (standard) প্রস্তাব করা হয়েছে : একটি শিক্ষকদের সঙ্গে সমান করে, অন্যটি Monetary equivalent.

শ্রীমনোরঞ্জন দে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের প্রাথমিক শিক্ষকদের সমতুল করার তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে অন্য কোন কর্মীদের সঙ্গে সমান না করে গ্রন্থাগারকর্মীদের নির্দিষ্ট বেতনক্রম প্রস্তাব করা উচিত।

শ্রীকেশবলাল চক্রবর্তী গ্রামীণ গ্রন্থাগারিককে জুনিয়র বেসিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের এবং কমিউনিটি সেন্টার গ্রন্থাগারিককে শহর গ্রন্থাগারের সমান করার প্রস্তাব দেন।

শ্রীসুনীল ঘোষ শ্রীমনোরঞ্জন দে-র বক্তব্য সমর্থন করে বলেন স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল।

শ্রীঅরুণময় চক্রবর্তী বলেন, প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরী বর্তমানে টাকার অঙ্কে এখন আরও বেশী। যেহেতু প্রশ্নটি যৌথ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, তাঁর মতে এখনই কোন প্রস্তাব না করে আলাদা আলোচনা সভা ডাকা হোক, যেখানে অন্যান্য গণ-সংগঠনের নেতারাও তাঁদের চিন্তা রাখবেন—তাহলে সুবিধা হবে।

শ্রীঅমল দাস জাতীয় গ্রন্থাগারের Superintendent, Lecturer, Senior Technical Assistant, Laboratory Asstt., Preservation Asstt., Binder, Mender ইত্যাদি কিছু পদ সম্পর্কে কিছু সমস্যা তুলে ধরে বলেন যে এঁদের সম্পর্কে প্রবন্ধে কিছু বলা নেই ; এঁদের মর্যাদা, ভূমিকা ইত্যাদি বিবেচনা করা দরকার।

শ্রীপরিমল সিংহ বলেন যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতা অনুযায়ী একই বেতনক্রম থাকা উচিত।

শ্রীরাধাদাস বালাকার অভিজ্ঞতার প্রশ্ন বিবেচনা করবার আবেদন জানান।

এঁরা ছাড়া প্রবন্ধের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী শ্যামল রায়চৌধুরী, বিনয় গুহ, তুষারকান্তি সাহানা, অজয় ঘোষ, রামকৃষ্ণ দাহা, দীনেশ সেন, সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত এবং জি. এস. বাসনেট।

আলোচনার উপসংহার টেনে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কিত ; আমাদের কাছে নতুন। সুতরাং এসম্পর্কে এখনই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত নয়—বিস্তারিত আলোচনাপেক্ষে সাধারণ-ভাবে প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরীর নীতিকে সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক এবং পরবর্তীকালে অন্যান্য সংগঠনের মতামত নিয়ে আলাদা একটা আলো-

চনাসভা থেকে এসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। তবে, সম্মেলনের আলোচনা থেকে যে বিবেচ্য অস্তগুলি উঠে এসেছে সেগুলি বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে বিবেচিত প্রশ্নগুলি হল : (১) কাদের Professional বলা হবে? (২) শ্রেণীবিন্যাসগত প্রশ্ন, (৩) পরিচালনাগত দায়িত্ব না থাকলে তাঁদের গ্রন্থাগারিক পদনাম দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে কিনা? (৪) পদনামের সঙ্গে Level of Service-এর একীকরণ করা হবে কিনা? (৫) প্রাবীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিককে কাদের সঙ্গে equate করা হবে? (৬) বেতনক্রমের সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধির হার; (৭) পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের অবস্থান এবং তার সমস্যা; (৮) বিশেষ ভাতা সুপারিশ করা হবে কিনা; (৯) বেতনক্রমের নীতি কি হবে? (১০) অন্যান্য Non-professional কর্মীদের প্রসঙ্গ বিবেচনা করা হবে কিনা?—এবং এগুলি যথাযথ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে.

॥ কাউন্সিল সভা ॥

২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

সন্ধ্যা ৬টা

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় প্রথমেই গত ১০।২।৭৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

কোষাধ্যক্ষ শ্রীসত্যব্রত সেন ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য সংশোধিত বাজেট প্রস্তাব পেশ করেন। আলোচনান্তে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ঘাটতি পূরণে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতিকে অনুরোধ করা হয়।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ শিক্ষাক্রমের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয় যে ওই ব্যাপারে পরিষদের কাউন্সিল হস্তক্ষেপ করবে না এবং উৎসব কমিটিকে জানিয়ে দিতে হবে যে পরিষদের ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট উৎসব কমিটিকে ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না।

দার্জিলিং জেলা শাখার বক্তব্য বিবেচিত হয় এবং ত্রুটি স্বীকার করে সম্পাদকমণ্ডলীকে অনুরোধ করা হয় যে সময়মতো জেলাশাখা সমূহের কাছে বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি পাঠান হয়।

এরপর সম্মেলনের বিবেচনার জন্য যে সমস্ত বে-সরকারী প্রস্তাব এসেছে, সেগুলি বিবেচিত হয়।

॥ সমাপ্তি অধিবেশন ॥

৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

সকাল ৯টা

সমাপ্তি অধিবেশনের শুরুতে সম্মেলনের গৃহীতব্য প্রস্তাব আলোচিত হয়।

কাগজ ও মুদ্রণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে শ্রীঅজয় ঘোষের প্রস্তাবিত ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীর সমর্থিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাক্ষরতা ও স্থানীয় পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কিত শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবিত ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সমর্থিত দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সেন কমিটি সম্পর্কে শ্রীসুবীর ঘোষের প্রস্তাব, শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা সমর্থিত, গৃহীত হয়।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী কাউণ্ডেশন সম্পর্কে শ্রীঅনিল দত্ত প্রস্তাবিত ও শ্রীসত্যব্রত সেন সমর্থিত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বন্ধুরীবৃত্তি রোধকল্পে আনীত ভারত সরকারের কালাকানুন সম্পর্কে শ্রীরাধানাথ রায় ও শ্রীঅজয় ঘোষ যে প্রস্তাব পেশ করেন (সমর্থক শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী), তা' শ্রীগোপিকা প্রসাদ ঘোষের একই বিষয়ে বিস্তারিত প্রস্তাবের সমর্থনে প্রত্যাহার করা হয় এবং শ্রীগোপিকা প্রসাদ ঘোষ, শ্রীবিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্তের প্রস্তাব (সমর্থন করেন সুধীর সাহানা) গৃহীত হয়।

জাতীয় বেতন কাঠামো সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী, সমর্থন করেন শ্রীসুধীর সাহানা; প্রস্তাব গৃহীত হয়।

'পূর্ববর্তী সম্মেলন সমূহে গৃহীত প্রস্তাবাবলী' শীর্ষক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীসুধাংশু কান্তি সাহানা এবং সমর্থন করেন শ্রীঅজয় কুমার ঘোষ।

সরকারী অনুদানে বেসরকারী পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী; প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এরপর স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত বেতন প্রদান সম্পর্কিত শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরিত প্রস্তাব, ড্রাইভার কর্মীদের সমস্যা সম্পর্কিত শ্রীসুবোধ কুমার গোস্বামী ও শ্রীমতী সাহার প্রস্তাব এবং কুড়িয়াল পৌরভবন সম্পর্কিত শ্রীকেশবলাল চক্রবর্তীর প্রস্তাব বিবেচিত হয়। প্রস্তাবসমূহ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট বিবেচনা এবং যথোচিত ব্যবস্থার জন্য প্রেরিত হয়।

সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার সম্মান দানের জন্য পরিষদ কর্তৃপক্ষকে এবং সম্মেলনের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তির জন্য সমবেত প্রতিনিধি এবং দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

পরিষদের পক্ষে সহ কর্মসচিব শ্রীঅজয় ঘোষ সম্মেলনের অনুষ্ঠান এবং প্রাথমিক সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এবং স্থানীয় নাগরিকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে শ্রীদিলীপ সেনগুপ্ত সম্মেলনে আগত প্রতিনিধি এবং দর্শকবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

এরপর সভাপতি মহাশয় সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক : অজয় ঘোষ

গৃহীত প্রস্তাব সমূহ

১ জাতীয় বেতন কাঠামো সম্পর্কে

একত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে শিক্ষাব্যবস্থা ও জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম। কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা আজও স্বীকৃত নয়, বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্নে আজও তাঁরা চরম অবহেলিত। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, পদ-নাম, শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা, নিয়োগ-কালীন ও অবসরকালীন বয়স, কাজের দায়িত্ব ও বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি বিষয় নির্ধারণকালে কোন বিজ্ঞানসম্মত নীতি অনুসরণ করা হয়নি। এর ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে এক চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সমস্ত বিষয়টি পর্যালোচনা করে ৩১-তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করছে :

ক) বিভিন্নস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য একটি জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন। এই বেতন কাঠামো নির্ধারণের মূলনীতি হবে প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন।

খ) এই জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণকালে যে সব প্রশ্ন বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন তা-হল পদনাম, ন্যূনতম শিক্ষাগত ও বৃত্তিগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, বেতন কাঠামো, প্রারম্ভিক ও সর্বশেষ বেতনের পার্থক্য, বাৎসরিক বেতনবৃদ্ধির পরিমাণ, বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের পার্থক্য নির্ধারণের নীতি, মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য ভাতাদির প্রশ্নে সর্বস্তরের একই নীতি অনুসরণ প্রভৃতি।

গ) সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগারে আলোচনা, কর্মীদের অন্যান্য ভ্রাতৃ-প্রতিম সংগঠনগুলির সংগে আলোচনা, রাজনৈতিক কনভেনশন প্রভৃতির মাধ্যমে একটি সুষ্ঠু জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণের জন্য যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করতে এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে অনুরোধ করছে।

প্রস্তাবক : প্রবীর রায় চৌধুরী
সমর্থক : তুষার কান্তি সান্যাল

২ বিভিন্ন সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী সম্পর্কে

বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনগুলির গৃহীত প্রস্তাবগুলির পরিপ্রেক্ষিতে পঃ বঙ্গে গ্রন্থাগারগুলির ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বর্তমান স্তর পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এই সম্মেলন উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, পঃ বঙ্গে সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা লক্ষ্য হইতে বহুদূরে। এই ব্যবস্থা উত্তরোত্তর সংকটের মধ্য দিয়া চলিতে থাকিতেছে এবং উপযুক্ত প্রতিবিধান ব্যবস্থার অভাবে ইহারা কর্তব্য পালনে অপারগ থাকিতেছে।

এই সম্মেলন তাই মনে করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি কার্যকর করা আশু প্রয়োজন।

১ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য

জনগণের, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তার উপযুক্ত স্ফুরণের জন্য ভারতের ৪টি রাজ্যের অনুসরণে এই রাজ্যেও অবিলম্বে বিনা চাঁদার আইন-ভিত্তিক, সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার প্রবর্তন করা আশু প্রয়োজন।

১২ এই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে পলিসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে অবিলম্বে সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনা আবশ্যক।

১৩ এই পলিসর্ড গ্রন্থাগারগুলির সবকটিকেই বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারে পরিণত করা আশু প্রয়োজন।

১৪ বর্তমান অবস্থায় জনবর্ধমান মূল্যমানের পরিপ্রেক্ষিতে এই পলিসর্ড গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী পরিচালনাধীনে আনা সাপেক্ষে তাঁদের কর্তব্য পালনে যথাযথ সহায়তা করার জন্য এই গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অনুদানও উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার

এই সম্মেলন উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমশঃ ঘনায়মান সংকটের মধ্যদিয়া যাইতেছে এবং ছাত্রছাত্রীদের জীবনে ও সামগ্রিক সমাজ জীবনে অজ্ঞাতপূর্ব বিশৃংখলার সৃষ্টি করিতেছে। এই সম্মেলন মনে করে যে এই বিশৃংখলা রোধ করিবার অন্যতম উপায় হিসাবে গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

এই সম্মেলনের সুচিন্তিত অভিমত ইহাই যে বিভিন্ন শিক্ষা বিজ্ঞানীর প্রশংসিত ও সমর্থিত এবং বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশকৃত এই ধরণের গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন সমাজের স্বার্থে আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগারের পত্তন বিদ্যালয়ের অনুমোদনের আবশ্যিক সর্ত হিসাবে গ্রহণ ও প্রবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজন। এই গ্রন্থাগারকে বিদ্যালয়ের সকল প্রকার কর্মধারার মধ্যে উপযুক্তভাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য অন্তত একজন সর্বসময়ের বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিক নিয়োগও একান্ত আবশ্যক। এই বিদ্যালয়-গুলির গ্রন্থাগারকে তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ের বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অংশ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করিতে হইবে।

বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিকের ক্ষেত্রে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের ৬·৫% ব্যয় করা একান্ত প্রয়োজন।

৩ বেসরকারী গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা স্মরণ করে এই ধরণের গ্রন্থাগার-

গুলিকে নিয়মিতভাবে ও বর্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দেওয়া অতি প্রয়োজন।

৪ ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির পটভূমিকায় গ্রন্থাগার-গুলির অনুদান বৃদ্ধি প্রসংগে

রাজ্যের অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের পুস্তক, পত্র পত্রিকাদি ক্রয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির পটভূমিকায় উপযুক্ত আর্থিক অনুদান আবশ্যক।

অনুদান গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগারে বিবর্তিত করিবার জন্য গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের পক্ষেও উপযুক্ত কর্মসূচীর বিচার বিবেচনা করা অতি প্রয়োজন।

৫ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি প্রসংগে

এই সভা মনে করে যে উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার গঠন ও পরিচালনের জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এই কর্মীদলকে সার্থকভাবে জন সেবার উদ্বুদ্ধ ও রত রাখিবার জন্য যথাযথ বেতন, মহার্ঘভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি প্রদান যথা ছিল এ্যালাউন্স নীত এ্যালাউন্স ইত্যাদি), সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য চাকুরীর নিরাপত্তা বিধান ও উপযুক্ত সার্ভিস রুলস্ প্রবর্তন ও নিয়মিত বেতন প্রদান ইত্যাদি একান্ত আবশ্যক।

৬ রাজ্য স্তরে গ্রন্থাগার বাজেট প্রসংগে

এই সভার সুচিন্তিত অভিমত হইল যে এই সামগ্রিক কর্মধারাকে উপযুক্ত ভাবে বাস্তবায়িত করিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে অর্থনিয়োগ একান্ত প্রয়োজন এবং রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২% ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা উচিত।

৭ সাংগঠনিক কাজ প্রসঙ্গে

এই সভা মনে করে যে উপরোক্ত কর্মধারাকে বাস্তবায়িত এবং ফলপ্রসূ করিতে হইলে সুসংগঠিতভাবে জনসাধারণের মধ্যে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। এই সভা আরও মনে করে যে সেই সুসংগঠিত জনমতকে উপযুক্ত উপায়ে সরকারের পরিচালক মণ্ডলীর কাছে তুলিয়া ধরাও একইভাবে আবশ্যক। এই সভা তাই প্রস্তাব করিতেছে যে এই জনমত সংগঠন ও সরকারী মহলে এর উপযুক্ত প্রতিফলনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মধারা গ্রহণ অতি প্রয়োজন।

এই কর্মধারা সাধারণভাবে ত্রিমুখী হওয়া প্রয়োজন।

(১) গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার প্রেমীদের লইয়া আঞ্চলিক ভিত্তিতে।

(২) ঐ দলকে লইয়া সামগ্রিক রাজ্যস্তরে।

(৩) ঐ দল ও সমধর্মী অন্যান্য অংশের কর্মীদের সহযোগিতায় যৌথ কর্মসূচীর মাধ্যমে।

এই কর্মধারা মুখ্যত কয়েকটি নির্দিষ্টরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা—প্রথম স্তরে প্রচার আন্দোলন—সভা সমিতি প্রদর্শনী ইত্যাদি। দ্বিতীয় স্তরে সরকারের উপর জনমতের প্রতিফলনের জন্য—স্মারকলিপি পেশ-ডেপুটেশন, বিক্ষোভ প্রদর্শন ইত্যাদি।

প্রস্তাবক : দুখার কান্তি সাহানা
সমর্থক : অজয় কুমার ঘোষ

৩ অতিরিক্ত বেতন (আবশ্যিক জমা) আইন, ১৯৭৪ সম্পর্কে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন-বৃদ্ধি ও মহার্ঘভাতার জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছেন। বর্তমান সম্মেলনে আজীর বেতনক্রমের উপর আলোচনাসূচী নির্ধারিত হওয়ায় কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন অনুভব করছি।

সাম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক মজুরীবৃদ্ধি ও মহার্ঘভাতা আবশ্যিক জমা করে যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে সেই ব্যাপারে এই সম্মেলনে আলোচনা হওয়া উচিৎ। গ্রন্থাগার কর্মীরা দেশের অন্যান্য শ্রমিক-কর্মচারীদের সঙ্গে টাকার মূল্য হ্রাস জনিত ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। সর্বস্তরের শ্রমিক ও কর্মচারীরা এই আইনের

বিরুদ্ধে সবত্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গ্রন্থাগার কর্মীদেরও এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো উচিত। তা না হলে একদিকে যেমন নতুন বেতন হার চালু হলেও তার কোন ফল তারা পাবেন না, তেমনি গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের পাশে দেশের গ্রন্থজীবি মানুষের সমর্থন পাওয়া যাবে না। এজন্য নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সম্মেলনে পেশ করছি।

"The Additional Emoluments (Compulsory Deposits) Act, 1974 promulgated by the Government of india implied that—.

(1) All additional wages and allowances payble to an employee for one year in pursuance of any wage revision would be impounded in a Compulsory Deposit Account, known as the Additional Wages Deposit Account.

(ii) One half additional dearness allowances payble hereafter for a period of two years (i. e. 6. 7. 74 to 5. 7. 76)

(iii) These Compulsory deposits will carry interest of 11 per cent.

(iv) The amount so deposited will be repaid in five equal annual instalments after the stipulated time (i. e. after 5. 7. 76.)

একত্রিশতম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রকৃত আয় হ্রাস পেয়েছে এবং এই আইনের ফলে প্রকৃত মজুরী আরও হ্রাস পাবে।

এজন্য এই সম্মেলন এই আইন প্রবর্তনের তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং শ্রমিক কর্মচারী স্বার্থ বিরোধী সর্বনাশা এই আইন প্রত্যাহার এর দাবী জানাচ্ছে।

এই আইনের বিরুদ্ধে দেশের সর্বত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এই সম্মেলন সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারী শিক্ষক-গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছে—

প্রস্তাবক : গোপিকা প্রসাদ ঘোষ
দ্বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত
সমর্থক : তুষার কান্তি সান্যাল

৪ পুস্তক ও মুদ্রণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ক্রমবর্ধমান কাগজ ও মুদ্রণসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি এবং তজ্জনিত পুস্তকমূল্য বৃদ্ধিতে অত্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করছে। এই মূল্যবৃদ্ধি গ্রন্থাগারে প্রকাশন ক্রয়ের অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান গ্রন্থাগার সেবাকে অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে সংকুচিত করে ফেলছে।

এই সম্মেলন তাই এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানায় এবং সরকারের নিকট অধিকতর পরিমাণে পুস্তক অনুদানের এবং গ্রন্থাগারের জন্য স্বল্পমূল্যে পুস্তক সরবরাহের দাবী জানায়।

প্রস্তাবক : অজয় কুমার ঘোষ
সমর্থক : প্রবীর রায়চৌধুরী

৫ পশ্চিমবঙ্গে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও পরিষদের অর্থসাহায্যিকী সম্পর্কে

এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষর লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি করিবার জন্য ও পরিষদের অর্থসাহায্যিকী পালন উপলক্ষে উহার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারসমূহ একটি সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণে উদ্যোগী ও তৎপর হউক।

৬ পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সম্পর্কে

এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে পরিষদের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার সমূহ নিজ নিজ এলাকার পুঁথি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করিবার জন্য একটি সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণে উদ্যোগী হউক।

প্রস্তাবক : গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সমর্থক : প্রবীর রায়চৌধুরী

৭ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম প্রসঙ্গে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কার্যিয়াং (দার্জিলিং) এ অনুষ্ঠিত এই ৩১তম অধিবেশন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম ও পদমর্যাদা নির্ধারণে নিযুক্ত সেন কমিটির সুপারিশসমূহ অবিলম্বে প্রকাশের দাবী জানায়।

প্রস্তাবক : সুবীর ঘোষ
সমর্থক : রামকৃষ্ণ দাস।

৮ রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন সম্পর্কে

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারগুলিতে এই গ্রন্থগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক অনুদান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের উন্নয়ন সাধন, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার স্থাপন, অর্থাৎ গ্রন্থাগারব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশন গঠিত হওয়ায় ৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সন্তোষ প্রকাশ করছে।

কিন্তু গভীর দুঃখের সঙ্গে এই সম্মেলন লক্ষ্য করছে যে এই সংস্থা শুধুমাত্র গ্রন্থদানের কর্মসূচীর মধ্যেই এর কর্মধারা সীমাবদ্ধ রেখেছে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের কোন সুষ্ঠু কর্মসূচী এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। এই সংস্থার গৃহীত কর্মসূচীও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ, যেমন :

১ অত্যন্ত অপরিকল্পিত এবং এলোমেলোভাবে গ্রন্থদানের কর্মসূচী গৃহীত হওয়ায় শুধুমাত্র কয়েকটি গ্রন্থাগার এই কর্মসূচীর সুযোগ পাচ্ছে ; গ্রামীণ স্তর পর্যন্ত সমস্ত গ্রন্থাগার বাস্তবে এই সুযোগ পাচ্ছে না।

২ গ্রন্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারের প্রয়োজন বিবেচিত না হওয়ায় একতরফাভাবে প্রদত্ত গ্রন্থাবলীর পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে না এবং ক্ষেত্রবিশেষে তা অপচয়ের সামিল হচ্ছে।

৩ প্রদত্ত গ্রন্থগুলি পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, সম্যক সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজের জন্য শিক্ষণপ্রাপ্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারকর্মীর কোন ব্যবস্থা না থাকায় নানা অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছে।

৪ প্রদত্ত গ্রন্থগুলির সেনসেন এবং সমস্ত ব্যাপারে স্বতন্ত্র হিসাবের যে শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত অসুবিধাজনক।

এই সম্মেলন মনে করে যে উপরোক্ত ত্রুটিগুলির মূল কারণ এই সংস্থার গঠনপদ্ধতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এটা দুঃখজনক যে গ্রন্থাগার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত এই সংস্থার সদস্য হিসাবে গ্রন্থাগার পরিষদ বা বৃত্তিসংশ্লিষ্ট সংগঠনের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

এই সংস্থার উদ্দেশ্যকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়নের জন্য ৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি গ্রহণ করার দাবী জানাচ্ছে :

১ এই সংস্থার বর্তমান গঠনপদ্ধতি পরিবর্তন করা হোক যাতে করে বৃত্তিসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিমূলক সংগঠনগুলির উপযুক্তসংখ্যক সদস্য এর বিভিন্ন ঘোষিত কর্মসূচীকে বিজ্ঞানভিত্তিক ও সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে পারেন।

২ গ্রন্থদানের বর্তমান ত্রুটিগুলি দূর করবার জন্য বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের গ্রন্থের বর্তমান প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পুস্তক নির্বাচন করা হোক এবং এই সমস্ত গ্রন্থ যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণের ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আসবাব ও সরঞ্জাম, গ্রন্থগুলি সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য উপযুক্তসংখ্যক বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী নিয়োগ এবং প্রদত্ত গ্রন্থের জন্য স্বতন্ত্র হিসাবনিকাশের শর্ত বাতিল করে গ্রন্থগুলিকে নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের মূল সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করা হোক।

৩ যে সব রাজ্যে এখনও গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করা হয়নি, এই সংস্থার পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

৪ এছাড়াও 'রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের' গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য যেসব উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, সেগুলিকে রূপায়িত করার জন্য যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ করা হোক।

প্রস্তাবক : শ্রীঅমিল দত্ত
সমর্থক : শ্রীসত্যব্রত সেন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী এবং গ্রন্থাগার
— দিবস পালনের আহ্বান —

২০শে ডিসেম্বর তারিখটি বাংলা দেশের সর্বত্র গ্রন্থাগার দিবস হিসেবে উদযাপিত হয়। ১৯২৫ সালের এই দিনে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়। তাই এই বছর গ্রন্থাগার দিবস থেকে বৎসরব্যাপী (২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৪—২০শে ডিসেম্বর ১৯৭৫) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তথা সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ মনে করে যে রাজ্যের সর্বত্র জনসভা, আলোচনা চক্র, প্রদর্শনী, শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদা সহকারে গ্রন্থাগার দিবস ও সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদযাপিত হওয়া উচিৎ। এই সব অনুষ্ঠানে বিশেষ ভাবে যে বিষয়টি পর্যালোচিত হওয়া উচিৎ তা হল এই রাজ্যের জনগণের উপযোগী একটি সমুন্নত ও সম্প্রসারিত গ্রন্থাগার প্রবর্তনে গ্রন্থাগার আন্দোলন কতটা পরিমাণে সার্থক হয়েছে। গ্রন্থাগার দিবস ও সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান সমূহে একদিকে যেমন গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য ও গৌরবের দিক উল্লেখিত হবে, অন্যদিকে সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলিও অনুধাবন করতে হবে এবং আগামী দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের দিক-নির্দেশ দিতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিটি গ্রন্থাগারকর্মী ও গ্রন্থাগার দরদীর কাছে আবেদন করছে যে গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি সম্পর্কে যেন জনসাধারণ, সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়:—

(ক) ভারতবর্ষের অন্য চারটি রাজ্যের ন্যায় এই রাজ্যেও অবিলম্বে বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক।

(খ) রাজ্য শিক্ষাবাজেটের ন্যূনতম ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা হোক।

(গ) রাজ্যের প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক।

(ঘ) শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষাবাজেটের ন্যূনতম শতকরা ৬·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করা হোক।

(ঙ) সর্বস্তরের গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ ও অন্যান্য পাঠ্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বর্দ্ধিত হারে নিয়মিত আর্থিক অনুদান দেওয়া হোক।

(চ) আনসর্ভ প্রথার অবসান ঘটিয়ে আনসর্ভ গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব রাজ্য সরকার গ্রহণ করুক।

(ছ) গ্রন্থাগার-কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হোক এবং জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা স্বীকার করা হোক।

(জ) অবহেলিত গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হোক।

গ্রন্থাগার পরিষদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে সারা বৎসর ব্যাপী অন্যান্য অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে, যথা, সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর আলোচনা চক্র আয়োজন, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য মন্ত্রীসভা ও বিধান সভার সদস্যদের নিকট স্মারকলিপি পেশ, স্মারক পত্রিকা প্রকাশ, পুনর্মিলন উৎসব ইত্যাদি। এই সব অনুষ্ঠান সার্থক করে তোলার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান হচ্ছে।

এই বছর গ্রন্থাগার দিবস থেকে সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের শুরু। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তাই এই সুবর্ণজয়ন্তী উদ্বোধন দিবসে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনে এক কেন্দ্রীয় জনসভার আয়োজন করেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রন্থাগার কর্মী, দরদী, সুহৃদ ও জনসাধারণের নিকট এই জনসভাকে এবং সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবকে জনগণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সফল করার জন্য আবেদন জানাই।

চঞ্চলকুমার সেন
কর্মসচিব

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসে কেন্দ্রীয় জনসভা
স্থান—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবন
সময়—৫টা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশন

গান্ধী রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ৫·০০ দ্বিতীয় খণ্ড ৫·০০

তৃতীয় খণ্ড ১·০০

●

বাঁকুড়া জেলার পুরা কীর্তি

শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই. এ. এস

(পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য ২০% কমিশন)

●

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পচেতনা	—হস্তশিল্প —শ্রীআশীষ বসু	১·২৫
বাংলার উৎসব	—শ্রীতারিণী শংকর চক্রবর্তী	১·২৫
বাংলার লোকনৃত্য	—শ্রীমণি বর্ধন	২·১০
দেশের গান	—শ্রীউদয়াদিত্য দত্ত	০·৫০
বাংলার শিকারপ্রাণী	—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র	৩·০০

ডাকযোগে অর্ডার দেবার ও মনি-অর্ডারে টাকা পাঠাইবার ঠিকানা :—
সুপারিন্টেনডেন্ট, ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট প্রেস, পাবলিকেশন ব্রাঞ্চ

নগদ বিক্রয় :—পাবলিকেশন সেল্‌স অফিস, নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, কিরণ শংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

—শ. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৪০৯৮/৭৪—

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে সুলভ মূল্যে প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা

'বিচিত্রা' মাসিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩৩৪) প্রকাশিত শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রালংকৃত নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা র স্বতন্ত্র বিশেষ সংস্করণ। মূল্য ৭·৫০, শোভন ১২·০০

বৈকালী

'প্রবাসী' পত্রে প্রেরিত 'বৈকালী'র পাণ্ডুলিপি এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে প্রচারিত অসম্পূর্ণ 'বৈকালী' একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মুদ্রিত এই গ্রন্থ 'লেখনে'র সংগোত্র মূল্য ১৪·০০, শোভন ১৮·০০ টাকা

●

বিশেষ সুযোগ

রবীন্দ্র-অনুরাগী পাঠকের সাহিত্যরস-পিপাসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ সম্প্রসারিত হয় এই উদ্দেশ্যে বিশ্বভারতী প্রকাশিত কয়েকটি গ্রন্থে পাঠক ও পুস্তকবিক্রেতাদের বিশেষ কমিশন দেওয়া হচ্ছে। আগামী রবীন্দ্র-জন্মোৎসবের পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে এই সুবিধা পাওয়া যাবে। কমিশনের হার : সাধারণ ক্রেতা শতকরা ২০·০০ টাকা, পুস্তক বিক্রেতা শতকরা ৩০·০০ টাকা।

১। বিচিত্রা। মূল্য ১৮·০০, শোভন ২০·০০ টাকা
২। পূর্ব-বাংলার গল্প। মূল্য ৭·০০ টাকা
৩। সন্ধ্যাসংগীত। পাঠভেদ-সম্বলিত। মূল্য ৭·০০ টাকা
৪। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী। পাঠভেদ সম্বলিত। মূল্য ৬·০০ টাকা
৫। স্বদেশী সমাজ। মূল্য ৩·০০ টাকা
৬। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য ৬·৫০ টাকা
৭। রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী। মূল্য ৬·০০ টাকা

বিশ্বভারতী

১০ প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা　　সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৭-৮　　১৩৮১, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের বিবাহ

অবশেষে আমরা যা আশংকা করেছিলাম সেইটাই সত্য প্রমাণিত হতে চলেছে। বিগত ১৯৬২ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মজুরী কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা নির্ধারণ করে গ্রন্থাগার কর্মীদের যে বেতন ও পদমর্যাদা দান করেছিলেন ; ১৯৭৪ সালে কমিশন সেই স্থান ক্রমশঃ অপসরমান। আশংকা শুধু আমাদেরই ছিল তা নয় আশংকা ছিল সমস্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদেরও।

সম্প্রতি দিল্লী থেকে আমাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল এসেছে, যদি এই দলিলটি নির্ভরযোগ্য হয় তাহলে বুঝতে হবে সারা ভারতবর্ষের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীরা যে অধিকার এতদিন অর্জন করেছিলেন সে অধিকার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকরা শিক্ষকদের সমপরিমাণ বেতন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শুধু তাই নয় আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়েছে সেখানে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা গ্রন্থাগারের কাজে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির আর কোন প্রয়োজন নেই। যে কোন বিষয়ে একজন স্নাতক (!) শিক্ষকতা এবং কিছু গবেষণার অভিজ্ঞতা থাকলেই তাদের গ্রন্থাগারিকের পদে নিয়োগ করা যাবে এবং শুধু তাদের জন্যই সর্বোচ্চ বেতনক্রম ১৫০০-১৮০০ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু যে গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দক্ষ এবং গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তিতে অভিজ্ঞ গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন এরূপ ব্যক্তির জন্য ১৪০০-১৬০০ করা হয়েছে। কলেজের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা ডিগ্রী সমন্বিত গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম কলেজ অধ্যাপকদের সমান করা হয়েছিল ১৯৬২ সালে। এ ক্ষেত্রে সেন কমিটি অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে যে বেতনক্রম প্রস্তাব করেছেন গ্রন্থাগারিকরা তার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন কলেজের ক্ষেত্রে বেতনক্রম তিন রকম যাঁরা ৩০০-৬০০ বেতনের অধিকারী তাঁরা পাবেন ৫৫০-৯০০, যাঁরা ৪০০-৮০০ বেতনের অধিকারী যাঁরা পাবেন ৭০০-১১০০, এবং ৪০০ ১৫০ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ৭০০-১০০০। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা প্রফেশনাল এ্যাসিষ্ট্যান্ট বা বৃত্তিকুশলী সহকারী তাঁরা ১৯৬৬ সালের বেতনক্রম সংশোধনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে ৫৫০-৯০০ বেতনক্রম প্রস্তাব করা হয়েছে। গ্রন্থাগার কর্মীরা এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এতদিন যাবৎ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সমতুল বেতনক্রম প্রবর্তনের জন্য যে ধারাবাহিক আন্দোলন করছিলেন দলিলে প্রস্তাবিত বেতনক্রমগুলির সবগুলিই তার বিপক্ষে গেছে বা গ্রন্থাগার কর্মীদের মানসিকতা কিংবা আন্দোলনের কোন দামই এতে দেওয়া হয় নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সেন শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্ধারণের সময় ভালো ভালো ছাত্ররা যাতে শিক্ষকতায় আসেন তার আশা রেখে,—বেতনক্রম নির্ধারণ করেছিলেন। উপরোক্ত বেতনক্রমগুলি প্রত্যেক কটি শিক্ষকদের জন্য সেন কমিটির প্রস্তাবিত বেতনক্রম অপেক্ষা কম। যার অর্থ হলো শিক্ষক অপেক্ষা নীচু মানের ব্যক্তিরা যাতে গ্রন্থা-

গারিকতা বৃত্তিতে আসেন। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক অপেক্ষা কোন ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা কম শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কলেজ-গ্রন্থাগারিকরা ডেমনস্ট্রেটর/টিউটরদের সমপর্যায়ভুক্ত হলেন। কারণ যে যন্ত্রে এখন পর্যন্ত কলেজে ৩০০-৬০০ বেতনক্রমের পালা চলছে এবং কমিটি কর্তৃক যে নতুন বেতনক্রম তাদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে তা হলো ৪৫০-৯০০।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরণের বক্তব্যের প্রতিফলন। পূর্বতন বেতনে যাঁরা ছিলেন প্রফেসরদের সমান অর্থাৎ ১১০০-১৬০০ নয়া বেতনক্রমে তাঁদের জন্য হয়েছে ১৪০০-২১০০ যা প্রফেসরদের বেতনক্রম (১৪০০-১৪০০) অপেক্ষা ৩০০ কম. উপ গ্রন্থাগারিকদের আরও এক ধাপ নীচে নামানো হয়েছে। শুরুতে তাদের ১০০ টাকা কমানো হয়েছে শেষেতেও ৩০০ টাকা কম। সহগ্রন্থাগারিকের ক্ষেত্রেও ঠিক ৩০০ টাকা কম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-মণ্ডলীর মধ্যে নতুন একধরণের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটা হল প্রফেসর অফ এমিনেন্স যাঁদের জন্য বেতনক্রম ধার্য হয়েছে ৩০০০ টাকা মনে হয় এই শ্রেণী জাতীয় একটি পদ সৃষ্টির ধারণা কমিটির মনে জাগরূক থাকায় তথাকথিত লাইব্রেরীয়ানের পদের আবির্ভাব ঘটানো হচ্ছে যাঁদের জন্য বেতনক্রম ধার্য হয়েছে ১৪০০-১৪০০. অর্থাৎ সাধারণ প্রফেসরদের সমতুল্য। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে ও পরিচালনায় দক্ষ গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম অপেক্ষা ৩০০ টাকা বেশী। অন্তার্থ শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা গৌণ করে দেওয়া হল।

কি জঘন্য এই প্রচেষ্টা। যখন সারা ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান দেশের উন্নয়নে সরাসরি অংশ গ্রহণ করছে যে সময় ভারতবর্ষ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশ্বে তার অবস্থান অব্যাহত রাখছে, ক্রমশঃ ভালো ভালো ছাত্ররা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে আকর্ষণে পড়তে আসছে, ঠিক সেই সময় সমগ্র গ্রন্থাগারিকবৃত্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছেন সেন কমিটি। শুধু তাই নয়—প্রত্যেক গ্রন্থাগারে যদি এই ধরণের কলার-গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হয় এবং তাদের জন্য ভিন্ন বেতনক্রম দেওয়া হয় তবে প্রত্যেকটি জায়গাতেই নতুন নতুন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে বাধ্য।

আমরা সকলেই জানি পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার সূত্রপাত ঘটে ১৯২৫ সালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পঠন পাঠন শুরু হয় তিরিশের দশকে. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপ্লোমা কোর্স চালু হয় চল্লিশের দশকে। আজ পশ্চিম বাংলায় চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পঠন পাঠন হয় শুধু তাই নয় ১৯৭৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম. এ ক্লাশ চালু হয় অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পঠন পাঠন ক্রমশঃ ঊর্ধমুখী এবং গ্রন্থাগারিকতা একটি বৃত্তি হিসাবে সর্বজন স্বীকৃত।

এখন কমিটির সুপারিশগুলির উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নির্বাচনের সময় কোন কোন বিষয় নিয়ে বিবেচনা করা হবে। শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না গ্রন্থাগারিকতার অভিজ্ঞতা অর্থাৎ কলার নেওয়া হবে না গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে দক্ষ ব্যক্তিদের নেওয়া হবে! কলার নেওয়ার অর্থই হচ্ছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তি। তিনি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বসে পত্রালাপ করবেন না গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও পরিচালনায় ব্যস্ত থাকবেন। গ্রন্থাগারের পরিচালনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন বিভাগের পরিচালনা অপেক্ষা ভিন্ন হওয়ায় গ্রন্থাগারের পরিচালনার কাজে তিনি কতটা অংশগ্রহণ করতে পারবেন বলা মুস্কিল। শুধু তাই নয় গ্রন্থাগারে যোগ দেওয়ার সাথে সাথেই তাঁকে অন্যান্য গ্রন্থাগার কর্মীর সম্মুখীন হতে হবে। অর্থাৎ তিনি সেই মুহূর্তে অন্ততঃ কিছু ব্যক্তিদের সম্মুখীন হবেন যাঁরা নিজেদের বৃত্তিকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, শ্রদ্ধা করেন এবং নিজের বৃত্তির জন্য অনেক কিছু করতে প্রস্তুত। এরকারণে আমাদের আশংকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারিক নির্বাচনে গোষ্ঠীতন্ত্রের প্রভাব প্রতিফলিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে বলে বা অযথা কিছু দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনায় আমরা আশংকিত। তাই আমরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক আচরণ করে গ্রন্থাগারের ভূমিকাকে গৌণ করবেন না। গ্রন্থাগারিকদের উপর অন্যায় নীতির প্রয়োগে শিক্ষাক্ষেত্রে সংকটকে বাড়াবে মাত্র।

আমরা প্রবীন-নবীন সমস্ত ধরণের গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে এই মর্মে আবেদন রাখব যে অর্জিত অধিকারের উপর আঘাত আসছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলুন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এই হীন প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলুন।

(সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা*)

বিংশ শতকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী

প্রমীল চন্দ্র বসু

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, মহাফেজখানা, ২৪ পরগণা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম কর্মসচিব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা - সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার ঘোষের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতি রক্ষার উপায় হিসাবে পরিষদের উদ্যোগে প্রতি বৎসর তাঁর নামে এক স্মারক বক্তৃতা মালার ব্যবস্থা করা হবে বলে পরিষদের কাউন্সিলে এক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই বক্তৃতামালার প্রথম বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি অনুরুদ্ধ হই। অবিভক্ত বাংলাদেশে (১) বিংশ শতকের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথে সুশীল বাবু ঘনিষ্ঠ এবং সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বিবেচনায় 'বিংশ শতকে বাংলাদেশে ও বাঙালীর গ্রন্থাগার আন্দোলন' শীর্ষক বিষয় অবলম্বনে বক্তৃতা দেবার কথা চিন্তা করি। এই বক্তৃতা সেই চিন্তার ফলশ্রুতি।

যাঁর স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করে এই বক্তৃতামালার আয়োজন সর্ব প্রথমে পরলোকগত সেই সুশীল কুমার ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের সূত্রে আমি তাঁর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করি এবং আমাকে এই সুযোগ দানের জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

কলকাতার বীডন ষ্ট্রীটের একদা সুপরিচিত বাণিজ্য কালীনাথ ঘোষের বংশে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে (বাংলা সন ১৩০০ সালের মাঘ মাসে) সুশীল কুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। সুশীল কুমারের পিতামহের ভ্রাতা এই পরিবারের গিরীশ চন্দ্র ঘোষ 'হিন্দুপেট্রিয়ট' (Hindu Patriot) কাগজের পরিচালকদের অন্যতম ছিলেন। সুশীল কুমারের পিতামহ ব্রজনাথ ঘোষ বউবাজারের অক্রুর দত্তের বংশের কন্যাকে বিবাহ করায় অক্রুর দত্তের সম্পত্তি লাভ করেন এবং বউবাজার অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেন।

শৈশবে মাত্র ছ'মাস বয়সে সুশীল কুমারের মাতৃ-বিয়োগ ঘটে। ঘোষ পরিবারের অভ্যন্তরে বিপত্নীক পিতার স্নেহে ও যত্নে তিনি মানুষ হন এবং বাল্যকাল থেকেই শুভ্র ও শিষ্ট আচরণ ও ব্যবহারে অভ্যস্ত হন। চারিত্রিক নম্রতা ও বিনয়গুণে তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত পরিচিত সকলের অকৃত্রিম প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হন নি সম্ভবতঃ এরকম কোন লোক নেই।

সুশীল কুমার ১৯০২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষা, ১৯১৪ সালে বি এ পরীক্ষা এবং ১৯১৫ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর তিনি আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। ১৯২০ সালে প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের কন্যার সাথে সুশীল কুমার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

বর্তমান ভবন কালিদাস নাগের পিতা যতিলাল নাগ পরিচালিত এবং বউবাজারের অক্রুর দত্তের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত সাবিত্রী লাইব্রেরী সে যুগে স্বদেশসমাজে সমাদৃত এক প্রতিষ্ঠান ছিল। এখানে আয়োজিত সভা ও অনু-

---

* ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ও ১৫ই ফেব্রুয়ারী ভবন নীহার রঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু প্রদত্ত বক্তৃতা। (১) প্রাক স্বাধীনতা যুগে বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের এক নাম ছিল বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ।

স্থানে সাহিত্যিক ও বিদ্বজ্জনের সমাগম হ'ত এই আবহাওয়ায় লালিত পালিত সুশীল কুমার বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য ও গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। অন্তদিকে তাঁর পিতৃব্য ললিতচন্দ্র মিত্রের পরিচালিত 'পূর্ণিমা মিলন' নামে সাহিত্য সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় প্রমুখ প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকরা যোগদান করতেন। এই সাহিত্য সভায় সুশীল কুমারও স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধাদি পাঠ ক'রতেন।

সুশীল বাবু ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে এবং জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন। কংগ্রেস কর্মী কালিপদ মুখোপাধ্যায় এবং অন্যান্যের সহযোগিতায় ১৯২৫ সালে তিনি 'বঙ্গবাণী' নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষকতা বৃত্তি গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি কলিকাতা পৌরসভার শিক্ষা বিভাগের সাথে সংযুক্ত হন।

বাল্যকাল থেকে লাইব্রেরীর প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও কার্যতঃ বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে সুশীলবাবু বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের জন্য সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। ইতিপূর্বে বহুদিন থেকে বাংলাদেশের শহর এবং অনেক উন্নত গ্রামাঞ্চলে বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেক গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হ'লেও এই সকল গ্রন্থাগারের পরস্পরের সাথে কোন সংযোগ সূত্র ছিলনা এবং এখানে সঙ্ঘবদ্ধ কোন গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও অস্তিত্ব ছিল না। এই সময়ে মুখ্যতঃ সুশীল কুমারের উৎসাহ ও উদ্যোগে এবং দেশের শিক্ষিত ও সুধী সমাজের কিছু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তির সহায়তায় ও সহযোগে বাংলাদেশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় কর্মতৎপরতা এক সংঘবদ্ধ রূপ গ্রহণের পথে অগ্রসর হয় এবং অচিরে ১৯২৯ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে এই সংঘের নাম 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশান (All Bengal Library Association) 'কালক্রমে এই সঙ্ঘের নাম পরিবর্তিত হ'য়ে যথাক্রমে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' এবং 'বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' (Bengal Library Association) এই নাম গৃহীত হয়। 'অল বেঙ্গল লাইব্রেরী এসোসিয়েশানের প্রথম কর্মসচিব অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতা—সম্পাদক ছিলেন সুশীল কুমার ঘোষ। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৫৩ সালে সুশীল কুমার পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন এবং দীর্ঘ এগার বৎসর কাল শয্যাশায়ী অবস্থায় রোগভোগের পর ১৯৬৪ সালের ৮ই এপ্রিল পরলোক গমন করেন। সুশীলবাবু আজীবন শিক্ষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির সেবা ও সাধনা ক'রেছেন। রোগ শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও তিনি শিক্ষা, সাহিত্য, গ্রন্থাগার প্রভৃতি নানা বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এশিয়াটিক সোসাইটি, রবিবারের সর্বভারতীয় সাধারণ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রভৃতি শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক অনেক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তনের পুরোধা হিসাবে তাঁর কাছে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগারানুরাগী ব্যক্তিরা ঋণী। তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্য লাভ এবং প্রীতি অর্জন ক'রতে পারায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গৌরবময় উপযুক্ত স্থানে তাঁর কর্মাদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক এই কামনা করি।

'সুশীল ঘোষ স্মারক বক্তৃতা মালার' প্রথম বক্তৃতায় 'বিংশ শতকে বাংলাদেশ এবং বাঙালীর গ্রন্থাগার আন্দোলন' শীর্ষক বিষয়টির অন্তর্ভুক্তির কারণ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হ'য়েছে। সমগ্র বিষয়টি দু'টি বক্তৃতায় সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিষয়টি দু'টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। প্রথম অংশে বাংলাদেশে বিংশ শতকে সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন শুরু হবার পূর্বাবস্থা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উৎপত্তি এবং ১৯৩৩ সালে পরিষদের পুনর্গঠনের কাল পর্যন্ত বিষয়টির পটভূমি এবং আন্দোলনের গতি প্রকৃতি অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে।

পুনর্গঠনের পর পরিষদের কর্মধারা তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতির বিবরণ দেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। যে সকল ঘটনার প্রভাবে এবং ঘাত প্রতিঘাতে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন এক সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের পথে অগ্রসর হ'য়েছে সেই সকল ঘটনার সূত্র সন্ধান এবং উল্লেখ করার চেষ্টাই এই অংশে করা হয়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন কিছুটা দানা বেঁধে ওঠার পর গ্রন্থাগার পরিষদের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর পরিষদ পুনর্গঠনের পূর্বকাল পর্যন্ত ঘটনাবলীও এই প্রথম অংশের অন্তর্ভুক্ত করা হ'য়েছে।

পরিষদের প্রাথমিক পর্যায়ের অবসান অতিক্রান্ত হবার পর বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি প্রধানত পরিষদের কার্যধারার দ্বারাই প্রভাবিত এবং এই কার্যধারার প্রতিফলিতও বটে। তাই বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশে পরিষদ পুনর্গঠনের উত্তর যুগের কথাই আলোচিত হ'য়েছে। আন্দোলনের অগ্রগতির সাথে সাথে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় আগ্রহী ব্যক্তিদের বহুসংখ্যক ব্যক্তির কাছ থেকে এই যুগের তথ্য ও ঘটনা বিস্তৃতভাবে সংগ্রহের সুযোগ থাকবে বিবেচনায় এবং বক্তৃতার আয়তন সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে বক্তৃতার দ্বিতীয় অংশে ঘটনাবলীর দ্রুত পর্যালোচনা করা হ'য়েছে এবং অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হ'য়েছে। তা'ছাড়া কোন ঘটনা সংঘটিত হবার পর তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ দেবার জন্যে সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান থাকলে ঘটনার অপক্ষপাত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সে কারণেও দ্বিতীয় অংশের কলেবর যতটা বাস্তব সঙ্কুচিত রাখার চেষ্টা করা হ'য়েছে।

বক্তৃতার উত্তর অংশেই আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ তথ্যভিত্তিক ও ঘটনামূলক ভাবে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হ'য়েছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে কোন দার্শনিক তত্ত্ব খাড়া করার অথবা সেই তত্ত্বের বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা করা হয়নি। প্রয়োজন বোধে তথ্য ও ঘটনার পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে পরবর্তী কালের পণ্ডিত ও বহুদর্শী ব্যক্তিরা হয়তো নিজ নিজ বিচার বুদ্ধি ও চিন্তাধারা মত গ্রন্থাগার আন্দোলনের দার্শনিক মতবাদ উপস্থিত ক'রতে পারবেন. আমি সে পথে অগ্রসর হবার চেষ্টা করিনি'লে কথা প্রথমেই ব'লে রাখা ভাল।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের যে সকল পথিকৃত ইতিপূর্বে পরলোক গমন ক'রেছেন এই অবসরে আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে আবার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং অবশিষ্ট যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁদের প্রতি অন্তরের প্রীতি নিবেদন ক'রে এবার আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা ক'রবো।

ক্রমশঃ

সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অবধূত রায়

সহকারী গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা-৪০

(গত ১৯৭১ সালে ইংল্যাণ্ডের 'লাইব্রেরী এসোসিয়েশন' এর একটি 'রিসার্চ গ্রুপ' সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাতে সাধারণ গ্রন্থাগারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান আলোচনা আছে। সেই রিপোর্টকে কেন্দ্র করে ইংল্যাণ্ডের খ্যাতনামা গ্রন্থাগারিক ও সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ক্রাফ এম, গার্ডেনার একটি প্রবন্ধ লেখেন 'ইউনেস্কো বুলেটিন ফর লাইব্রেরীস্' পত্রিকায় (খণ্ড ২৭ সংখ্যা ৪) সংখ্যায়। বর্তমান নিবন্ধটি ক্রাফ এম, গার্ডেনারের উক্ত ইংরাজী প্রবন্ধ অনুসরণে রচিত)।

গত কিছুকাল থেকে দেখা যাচ্ছে যুক্তরাজ্য, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং স্কাণ্ডেনেভিয়ার মত উন্নত দেশগুলিতে সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যক্রম ও সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত চিন্তা ভাবনা ও আলোচনা চলেছে। ইদানীং পাঠ্য বিষয় এবং পুস্তক ও অন্যান্য উপাদানের প্রচুর প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে আর তার সাথে সাথে গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষণের সুযোগও যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে। শুধুমাত্র পাঠ্য বই—প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত এবং নানা বিষয়ের উপর বিশেষ ধরনের গ্রন্থপঞ্জী গত পঁচিশ বছরের মধ্যে প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্ররাও এই পরিবর্তনের দ্বারা উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের যে কেবল বৃত্তিমূলকতা দেখানো হচ্ছে তাই নয়, তাঁদের আচরণের বিষয় সম্বন্ধে বিস্তর চিন্তা ভাবনা ও আলোচনার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এটা খুব অস্বাভাবিক নয় যে সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রকৃত কার্যক্রম ও যথার্থ সংজ্ঞা নির্ণয় করা কিছুটা দুরূহ কাজ—ব্যাপারটা যেন ঠিক জেলী মাছের মতো, যার অস্তিত্ব আছে কিন্তু ভেতরের সার বস্তু খুবই কম।

গ্রন্থাগারিকতা পেশায় যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের অনেকের মতে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রসারিত হয়ে চলেছে ঠিকই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সঠিক উপায়ে হচ্ছে না। যাঁরা এই পেশার বাইরের লোক তাঁদের মতে সাধারণ গ্রন্থাগারের যা কাজ হওয়া উচিত সেগুলো অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই আরো ভালোভাবে করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে তাই করে চলেছে।

কিন্তু তবুও সাধারণ গ্রন্থাগার আছে এবং ইংল্যাণ্ডের মতো দেশে এটা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অধীন। কিন্তু সে দেশেও মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে যে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের ঠিক কোন শাখার অধীনে সাধারণ গ্রন্থাগারকে রাখা যায়? সাধারণ গ্রন্থাগার যদি মূলতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়-তাহলে তাকে শিক্ষা বিভাগের অধীনে আনতে হবে, যদি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হয় তাহলে মিউজিয়াম, আর্ট গ্যালারি অথবা থিয়েটারের সঙ্গে তাকে যুক্ত করাটাই সুবিধাজনক। আর যদি আমোদ প্রমোদই তার মুখ্য কাজ হয় তাহলে খেলাধুলা এবং স্পোর্টসের সঙ্গে তাকে জড়িত করাটাই যুক্তিসঙ্গত। সাধারণ গ্রন্থাগারকে নিয়ে এই সমস্যা পৃথিবীর সব দেশেই আছে এবং ইংল্যাণ্ডের মতো দেশেও 'হাউস অফ কমন্সকে' এ জিনিসটি ভাবিয়ে তুলেছে।

এই পরিস্থিতিতে ইংল্যাণ্ডের "পাবলিক লাইব্রেরী

রিসার্চ গ্রুপের" (ইংল্যাণ্ডের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সঙ্গে এবং হোম আউটলিস্ শাখার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা) সম্প্রতি প্রকাশিত বিবৃতি ও রিপোর্টটি মনোযোগ আকর্ষণকারী। এই গ্রুপটি সাধারণ গ্রন্থাগারের যে সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন তা হলো নিম্নরূপ :—

সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের জীবনের সমস্ত—শিক্ষাগত, অর্থ নৈতিক, শিল্পগত, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতি—মান উন্নত করা এবং একটি গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের উন্নতির জন্য কাজ করা যে সমাজে প্রত্যেকটি মানুষেরই পূর্ণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে খাঁটি নাগরিক হয়ে উঠবার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সকলের জন্য সমভাবে বিদ্যমান। মানুষের দাবদ্রিক জীবনের সুখ সুবিধা বৃদ্ধি করা এবং তাকে আত্মসচেতন, নিজের প্রতিবেশী এবং পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করে তোলাও এর কাজ। সাধারণ গ্রন্থাগার বহুমুখী কার্যাক্রমের মধ্য দিয়ে—তথ্য-কেন্দ্র, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক সংস্থার কার্যাবলীর মাধ্যমে, উপরিউক্ত কাজগুলি সম্পন্ন করে থাকে। মানুষের অভিজ্ঞতার কাহিনী বা পুস্তক এবং আনুষঙ্গিক অন্য আরো অনেক উপাদানের মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা সমস্ত মানুষের কাছে অবারিতভাবে তুলে ধরা এর কর্তব্য। এই ভাবে সমাজের তথ্য এবং চিন্তাধারা প্রচার ও প্রসারের কাজে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা অমূল্য"।

রিসার্চ গ্রুপটি সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যাবলী নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

১) শিক্ষা :—শিক্ষার যে কোন স্তরেরই হোক না কেন, ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর আত্মোন্নতির জন্য বিভিন্ন উপায়ের ব্যবস্থা করা এবং ব্যক্তি ও লিপিবদ্ধ জ্ঞানের ভিতরে ব্যবধানটি কমিয়ে আনা।

২) তথ্য :—ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠিকে সমসাময়িক বিষয়বস্তুগুলি সম্বন্ধে দ্রুত ও যথাযথ তথ্য সরবরাহ করা।

৩) সংস্কৃতি :—সাংস্কৃতিক জীবনের অন্যতম মূলকেন্দ্র হতে হবে সাধারণ গ্রন্থাগারকে। মানুষের মধ্যে সমস্ত শিল্পকলার অনুধাবন এবং উপভোগ করবার স্পৃহা ও প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে তুলতে হবে।

৪) অবসর :—অবসর কালীন সময় কিভাবে ভালো উপায়ে কাটানো যায় এবং মানসিক পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় বিশ্রাম কিভাবে পাওয়া যেতে পারে সে বিষয়েও পথনির্দেশ করতে হবে।

যে চারিটি বিষয়ের কথা বলা হলো তার ভেতর কাকে কাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে সে বিষয়ে কিছু কিছু মতবিরোধ থাকলেও চতুর্থ বিষয়টি যে সব সময়েই শেষ অগ্রাধিকার পাবে সে বিষয়ে কোনরকম দ্বিমতৈধতা নেই।

বিবৃতিটিকে আরো বিস্তারিত করা হয়েছে এবং এর সহায়ক-উদ্দেশ্যগুলিকেও পরিষ্কার ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে সহায়ক-উদ্দেশ্যগুলি হলো এইরকম :—শিক্ষার সহায়ক- উদ্দেশ্য হলো তিনটি।

১) ব্যক্তির উন্নতির জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করতে দিতে হবে।

২) সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমের শিক্ষাকে পরিপূরক সহায়তা দিতে হবে।

৩) বিশেষ বিষয়ের উপর সংগ্রহ বাড়াবার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

তথ্য অর্থাৎ সহায়ক-উদ্দেশ্যগুলি হলো দুটি।—

১) তথ্যের কেন্দ্র হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে অধিকতর কাজ করতে হবে।

২) বিশেষ বিশেষ বিষয়ের তথ্য যোগাড় করার কেন্দ্র হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মতৎপরতা বাড়াতে হবে।

তৃতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ সংস্কৃতির সহায়ক-উদ্দেশ্যগুলি হলো পাঁচ রকমের।—

১) মানুষ যাতে শিল্প ও ললিতকলার সৃষ্টিশীল কাজে অধিকতর পরিমাণে আত্মনিয়োগ করতে পারে তার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারকে উৎসাহ যোগাতে হবে।

২) সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংগঠক ও উদ্যোক্তার ভূমিকা নেবার জন্য কাজ করবেন।

৩) স্থানীয় বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগারিককে অধিকতর পরিমাণে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং শিল্পের বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত হবে যাতে মানুষ যাতে অবসর সময় আরো ভালো ভাবে কাটাতে পারে সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে হবে।

৪) সাধারণ গ্রন্থাগার স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগরক্ষাকারী 'বিশেষ গ্রন্থাগার' হিসাবে কাজ করবে।

৫) সাধারণ গ্রন্থাগার যাতে সাংস্কৃতিক তথ্যকেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে পারে সে বিষয়েও অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে।

অবসর বিনোদনের সহায়ক লক্ষ্য হলো দুটি :—

১) মানুষের অবসর বিনোদনের উপকরণগুলি সরবরাহ করতে হবে।

২) সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশকে অবসরকালীন এবং মনোরঞ্জক উপকরণ যোগাতে হবে।

রিসার্চ গ্রুপের এই বিবৃতিটি যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই এই বিবৃতিটি সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যক্রমকে বিরাট ভাবে প্রসারিত করেছে। বিশ্লেষণের এই পদ্ধতিটির মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে।

সম্ভবত বিবৃতিটির আপাত সরলতার জন্যই এটিকে কেন্দ্র করে অনেক রকম মন্তব্য করা হয়েছে। বিভিন্ন সহায়ক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যেমন ধরা যাক, বৃদ্ধ অথবা বিকলাঙ্গদের জন্য উপকরণ সরবরাহের কার্যক্রম অথবা যুবকদের ক্লাবে সহায়তামূলক কাজে এগুলো শিক্ষার অন্তর্গত ১নং এবং ২নং সহায়ক-উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যুবসংগঠনগুলিকে সাহায্য করুক আর নাই করুক সাধারণ গ্রন্থাগারের নিশ্চয়ই শিক্ষামূলক কার্যক্রম রয়েছে। সমগ্র বিবৃতির মধ্যে যুবকদের কথা মাত্র একবারই বলা হওয়ায় এ কথা খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে আসতে পারে যে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সহযোগিতা কে কোন্ সহায়ক-উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হবে।

সাধারণ গ্রন্থাগার সেবা ব্যবস্থার নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, যেমন কিনা কোন যন্ত্রের—তা সে মোটর গাড়ীই হোক, আর কম্পিউটার যন্ত্রই হোক—নিজস্ব কোন কার্যসূচী থাকতে পারে না। এই গ্রন্থাগারগুলির উদ্দেশ্য ও কর্মধারা নির্ণিত হয় তিন ধরণের লোকের দ্বারা—১) এগুলির পরিচালক ও প্রশাসক, ২) করদাতাগণ যাঁরা এগুলির জন্য অর্থ যোগান এবং ৩) এর পাঠকগোষ্ঠি।

পাঠকদের পছন্দ অপছন্দ নিয়ে বিস্তর কথাবার্তা হয়ে থাকে, যার বেশীর ভাগই বাজে কথা। কারণ পাঠকদের হাতেই পুস্তক নির্বাচনের নিঃসীম ক্ষমতা দিয়ে দিলে তা শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাগারকে একটি নিরাকার বস্তুভূমির দিকে নিয়ে যাবে। বর্তমান যুগে গণসংযোগের বিভিন্ন উপায় প্রচলিত থাকায় সংখ্যালঘিষ্ঠের দাবী ও অধিকারকে সংরক্ষণ করবার জন্যই পাঠকগোষ্ঠীর সংখ্যাগুরু অংশের পছন্দ অপছন্দকে সীমাহীন অধিকার দিলে চলবে না। কোন পাঠকের প্রকাশিত অথবা অপ্রকাশিত চাহিদাকে বিচার করতে হবে সেই চাহিদার উদ্দেশ্য ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে। একজন পাঠক হয়তো উচ্চতর শিক্ষা ও স্ত্রী লাভের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক ইতিহাসের বই পড়তে চাইবেন (শিক্ষার ১নং সহায়ক-উদ্দেশ্য) অপরদিকে হয়তো একজন প্রাক্তন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের জন্যই বইটি চাইতে পারেন (অবসর বিনোদনের ১নং সহায়ক-উদ্দেশ্য)। শিক্ষা ও মনোরঞ্জনের ভেতর এই যে আপাত-বিরোধ তা নতুন কিছু নয়। এস, আর, র‍্যাঙ্কনাথন ১৯৪১ সালে লিখেছিলেন—'পরিমাণের চাইতে গুণ হলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ' কিন্তু গ্রন্থাগারিক সব সময়েই নিজের ধ্যান ধারণা এবং মূল্যবোধকে অপরের উপর চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকবেন। তার সিডনি রবার্টসও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন, কিন্তু যিনি পরিষ্কার ভাবে এই জটিলতাকে এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন—সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রধান কর্তব্য হবে যে কোন পাঠক অথবা পাঠকগোষ্ঠি যে যে বই ও আনুষঙ্গিক উপকরণ চাইবেন, ঠিক সেই সেই জিনিষই তাঁদের সরবরাহ করা।

এই সংকট সম্বন্ধে যাঁরা সব চাইতে কম সচেতন তাঁরা হলেন পাঠকগোষ্ঠী। একটি ভালো পাবলিক লাইব্রেরীর বেশীর ভাগ নিয়মিত পাঠকই সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সঠিকভাবে সচেতন নন। যদিও তাঁরা হয়তো সব সময়েই নিজেদের জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও অবসর বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবেই সাধারণ গ্রন্থাগারকে ব্যবহার করেন এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই করবেন। পাবলিক লাইব্রেরীর একটি স্বাভাবিক লক্ষণ হলো যে যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমকে সে অনায়াসেই আয়ত্ত করে নিতে পারে। যে কোন সংখ্যক সংখ্যালঘু পাঠককে সাহায্য করা অথবা শিক্ষার বিভিন্ন মাধ্যমের পরিবর্তনের সঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার নিজেকে খাপিয়ে নিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যার রোগ নির্ণয় করা কঠিন এই ধরণের কোন ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠান এটি নয়, পরন্তু এটি অত্যন্ত বর্ধিষ্ণু প্রতিষ্ঠান যার প্রধান সমস্যা হলো বিভিন্ন রকম চাহিদা ও সরবরাহের মানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা। কিন্তু অগ্রাধিকারের সংজ্ঞা নির্ণয় করাটাই কিছু কঠিন, এবং তা থেকেই অনেক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

বেশীর ভাগ মানুষের কাছেই সাধারণ গ্রন্থাগার অবসর কালীন মানসিক বিনোদনের আয়না (ধরা যাক, বাবা খেলার পদ্ধতি বিষয়ক একটি বই কি উদ্দেশ্যে মানুষ পাঠ করে,—সে কি শুধু অবসর বিনোদনের জন্য, নাকি সেটি শিক্ষাপ্রদ বই, নাকি তথ্যমূলক, অথবা তার কি কোন সাংস্কৃতিক মূল্য আছে ?) যদি গ্রন্থাগারে কিছুটা নীচু মানের বইয়ের আধিক্য থাকে, তাহলে চিন্তাশীল পাঠকের পক্ষে তা হবে অসুবিধাজনক, আবার যদি বাছাই করা উঁচুদরের বইই কেবল রাখা হয় তাহলে অনেক সাধারণ মানুষই সেখানে যাবেন না। অবশ্য জিনিসটিকে এখনো পর্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করা যায় নি। কোন কোন মানুষ হয়তো সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন না এই কারণে যে অনেকগুলি সহায়ক-উদ্দেশ্য সেখানে ঠিকমত পালিত হয় না।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেও এই সমস্যাটি নিতান্তই আধুনিক কালের। ১৯২৭ সালে 'কেনিয়ন কমিটি' গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলী পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন। প্রথমতঃ, গ্রামীণ গ্রন্থাগারের কাজ হবে 'গ্রামের লোকের দীর্ঘ অবসরকালীন ক্লান্তিকর সময়গুলো কিভাবে ভালোভাবে কাটানো যায় তার পথ দেখানো, যাতে তার কতটা শিক্ষাগত লাভ অথবা বুদ্ধিগত উৎকর্ষ হলো সে বিষয়ের কথা মনে না রেখেই।' দ্বিতীয়তঃ, 'প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মানুষের যে ভাষাজ্ঞানটি জন্মে সেটিকে সজীব রাখা এবং তার ক্রমোন্নতি করা।' অন্যান্য উদ্দেশ্যের মধ্যে বলা হয়েছিল সাধারণ জ্ঞান, জনস্বার্থ বিষয়ক প্রসঙ্গগুলি, স্থানীয় ইতিহাস, শিল্পকলা, ব্যবসা এবং পেশাগত শিক্ষা এগুলোর উৎকর্ষের জন্য কাজ করতে হবে। উচ্চতর মানের ছাত্রদের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। যদিও তাতে অগ্রাধিকারের কোন উল্লেখ ছিল না, তবু এটুকু বুঝে নেওয়া যায় যে মানুষের সুখ-সমৃদ্ধির কথাই কমিটির মনে ছিল। এবং এ নিয়ে যত মতপার্থক্যই হোক না কেন, বিবৃতিটি ছিল অত্যন্ত সরল এবং সোজাভাষায় বলা।

উদ্দেশ্যাবলী এবং তার অগ্রাধিকার সম্বন্ধে এই যে সমস্যা তা ঐতিহাসিক দিক থেকেই বৃটিশ পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সে দেশে সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য ক্রমবর্ধমান তহবিল, মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রপত্রিকার বন্যা এবং আরো আধুনিক কালে দৃশ্য ও শ্রব্য (অডিও-ভিসুয়াল) উপাদানের প্রাচুর্য গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যাবলীকে পরিষ্কার ভাষায় নির্ণীত করবার প্রয়োজনীয়তাকে বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রশ্ন হচ্ছে যে, ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে যে সংজ্ঞা নির্ণয় করা চলে তা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে অথবা যে সব উন্নত দেশে এখনো পর্যন্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা জনসাধারণের গোষ্ঠীগত জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গড়ে ওঠেনি সে সব দেশে প্রয়োগ করা চলা কি না। ভারতের মত উন্নয়নশীল অথচ দরিদ্র দেশের ক্ষেত্রেও এ কথাটি বিশেষভাবে ভাববার বিষয়।

কিন্তু যে কোন উন্নয়নশীল দেশেও মূল্যবান অর্থ, উপাদান এবং জনসম্পদকে কিভাবে সঠিক উপায়ে কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে বিবেচনা করবার জন্য উপরি-উক্ত সংজ্ঞাগুলি হয়তো যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে কিছুটা পৃথক—প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা কেন্দ্র, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং অনুদান সেবার (রেফারেন্স সার্ভিস্) উপর বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। হয়তো লেনদিং ব্যবস্থা সেক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে। বিভিন্ন উপাদানের ব্যবস্থা এবং পরিচালনা পদ্ধতি সেখানে অনেক চিন্তা ভাবনা করে স্থির করতে হবে।

উদ্দেশ্যগুলি অবশ্য কোনমতেই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সংজ্ঞা নির্ণয় এই জন্যই প্রয়োজন যে তা দিয়ে বোঝা যায় যে মোট কতটা কাজ হল ; তার মূল্যায়ন করা সহজতর হয়ে ওঠে। রিসার্চ প্রুপটির চেয়ারম্যান আর. ব্রাউন বলেছেন 'সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পাঠকদের প্রকৃত এবং অপ্রকাশিত চাহিদাকে কতটা মেটায় এবং সে বিষয়ে কিভাবে মূল্যায়ন করা চলে বর্তমানে আমরা তাই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি।

সুতরাং প্রয়োজন কোন এক ধরনের মানদণ্ডের—যা দিয়ে বিচার করা চলবে যাবতীয় মুদ্রিত উপাদান অথবা দৃশ্য ও শ্রব্যগ্রাহ্য উপাদানের। এই ধরনের মানদণ্ড অবশ্য কখনোই চূড়ান্ত হতে পারে না, তা হবে আপেক্ষিক এবং সর্বদাই তা পাঠকের বুদ্ধিগত মান এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করবে।

এই মানদণ্ড কি খুঁজে পাওয়া যাবে ? বোধ হয় না। তবু অন্তত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে দোষ কি ?

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ॥

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পরিষদের সভ্যগণকে জানান যাচ্ছে যে আগামী ২৬শে জানুয়ারী, রবিবার বেলা ৪ টায় পরিষদ ভবনে পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

আলোচ্য :—(১) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদন ; (২) ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন ; (৩) ১৯৭৩-৭৪ সালের পরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন ; (৪) পরিষদের নিয়মাবলীর কতিপয় ধারার পরিবর্তন (চাঁদার হার ব্যক্তিগত ৫·০০ টাকা থেকে ৬·০০ এবং প্রতিষ্ঠানগত ৭·০০ থেকে ১০·০০ টাকায় পরিবর্তন) ; (৫) ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য কর্মকর্তা ও কাউন্সিল নির্বাচন ; (৬) ১৩৮১ বঙ্গাব্দে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের জন্য ডিনকড়ি দত্ত স্মৃতি পদক প্রদান ; (৭) অন্য কোন প্রস্তাব, যদি থাকে ; (৮) সভাপতির অনুমোদনসাপেক্ষ, বিবিধ।

৩৪ পরিষদ ভবন
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৪

চঞ্চল কুমার সেন
॥ কর্মসচিব ॥

বিঃ দ্রঃ— ক) প্রস্তাব এবং মনোনয়ন পত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২১শে জানুয়ারী, ১৯৭৫
(খ) মনোনয়ন পত্র বার্ষিক প্রতিবেদনের সঙ্গে ডাকযোগে পাঠান হচ্ছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

২৮—৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

কার্শিয়াং : দার্জিলিং

সম্মেলন—সভাপতির ভাষণ

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়,
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধুগণ !

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবার আহ্বান করে আপনারা আজ আমাকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন, তাতে আমি অভিভূত হ'য়েছি। আমি জানি গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যে আমি কার্যকরীভাবে এমন কিছু করতে পারিনি যাতে আমি এই সম্মান দাবী ক'রতে পারি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগারগুলোর একটার কাজ করার সুযোগ পেয়েও আমি ভাল ত' কিছু ক'রতেই পারিনি, বরঞ্চ আমার চ'লে আসার পর আমার খবর মত সেই গ্রন্থাগারের অবস্থা ক্রমশঃ আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। আপনারা জানেন না, এতে আমি কী মানসিক কষ্ট ভোগ করি। সেই গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে হয়ত আমার কোন ক্ষতি হয়নি' তবুও নানা সম্ভাবনাময় একটা গ্রন্থাগারকে আমার ধারণা অনুযায়ী গ'ড়ে তুলতে না পারায়, আমার দুঃখ ও ক্ষোভের পরিসীমা নেই। কৈফিয়ৎ হয়ত অনেক আছে এবং দেওয়া যায়—তবুও একথা নিঃসন্দেহ যে পরিবেশ মেনে চলার যোগ্যতার অভাবে জীবনের বড় একটা সুযোগ আমার নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু আপনারা সেই ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতেও যে আমার অযোগ্যতাকে ক্ষমা ক'রেছেন, আজকের নিমন্ত্রণ তারই স্বীকৃতি। যাঁরা সংযুক্ত লোকেরা যাই বলুন গ্রন্থাগার পরিষদ,—যাঁদের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের মূল্যায়ন বিশেষ দায়িত্ব,—তাঁদের এই নির্বাচন তাই আমার গ্রন্থাগারিক জীবনে কণ্টক উন্মোচনের কাজ ক'রেছে। শুরুতেই এই দীর্ঘ উপক্রমণিকা থেকেই বুঝতে পারছেন আপনাদের কাছে এই ক্ষণস্বীকার প্রচলিত প্রথা নয়—আমার অন্তরের স্বতঃ উৎসারিত কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি মাত্র।

পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে ষাট দশকের শেষ পর্যন্ত প্রায় কুড়ি বছর আমি গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলাম। বস্তুতঃ পরিষদই আমার গ্রন্থাগারিক জীবন গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের গ্রন্থাগারের আদর্শ ও কর্মপন্থার সম্বন্ধে আমার যা' ধারণা তার সবই গঠিত হ'য়েছে পরিষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে। পরিষদের সামান্য কর্মী হিসাবে আমি এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারিকদের উপদেশ পেয়েছি, আমাদের অন্যান্য সহকর্মীদের আহরণ জ্ঞান থেকে নিজের চিন্তা ও ধারণার উপাদান সংগ্রহ ক'রেছি, ছোট-দের কর্মোদ্যোগনার থেকে নতুন উৎসাহ সংগ্রহ ক'রেছি। আমার এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমি সম্পূর্ণ আপনাদেরই তৈরী। ষাটে মাঠে যোহান্ত নির্বাচনের সময় নিজেদের গোষ্ঠির লোককেই বেছে নেওয়া হয় তার কারণ এই নয় যে সে সবচেয়ে জ্ঞানবান্ বা সবচেয়ে গুণী, তার কারণ হয়ত এই যে গোষ্ঠির কর্মধারাকে অব্যাহত রাখার পক্ষে তার সুবিধা অন্যের চেয়ে বেশী। সেই দৃষ্টি দিয়ে যদি আজ আপনারা এখানে আমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে থাকেন, তা'হলে আমার উপর আপনারা যে দায়িত্ব দিলেন, তার গুরুভার জীবনের এই প্রান্তসীমায় কতটুকু বইতে পারব, ভেবে আমি শঙ্কা অনুভব করছি।

বাংলা তথা সারা ভারতের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা আজ

যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে তা'তে আমার এই শঙ্কা আরও বেড়ে গেছে। চীন-ভারত সংঘর্ষের ফলে দেই যে আমাদের তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনার ছেদ প'ড়ে গেল তারপর থেকে অনেক ক্ষেত্রেই পুনরীক্ষণ হ'য়েছে—উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখার পুনঃ প্রচেষ্টা হ'য়েছে, কিন্তু গ্রন্থাগার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সেই বিরতি যেন পূর্ণচ্ছেদে রূপান্তরিত হ'য়েছে। যতদূর জানি পরিকল্পনা ছিল কলকাতায় কতগুলো আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ক'রে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে সমযোগিতা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সাধারণের পড়াশুনোর সুবিধে ক'রে দেওয়া হবে। আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ভবনটি যখন নির্মিত হয় তখন তদানীন্তন-অধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে পরিষদের ভবনেও যাতে এরকম একটা গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা যায় সেই কথা মনে রেখে বাড়ীর নক্সা তৈরী করা হয়। তারপর কত সরকারের উত্থান-পতন ঘটল। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের উপর দিয়ে কত বন্যা চ'লে গেল, কিন্তু সেই পরিকল্পনা রূপায়িত হ'ল না। জানিনা সেই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হ'য়েছে কিনা, জানিনা সেই পরিকল্পনা তদানীন্তন আধিকারিকের স্বপ্নলোকের বাইরের কর্তৃপক্ষদের অনুমোদন কোনকালে পেয়েছিল কিনা।

শুধু একটা বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার কথা নয়, আমাদের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যেদিকে দেখছি সেইদিকেই একটা সামগ্রিক দৃষ্টির অভাব, একটা ভবিষ্যৎ সংগঠনের পূর্ণ-চিত্রের অভাব আমাদের মনকে পীড়া দেয়।

দেশের সামগ্রিক উন্নতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের অবদানের গুরুত্ব আমাদের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার দাবী উঠেছে—দাবী উঠেছে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রচারেরও। এ দাবী সাময়িক নয় বা রাজনৈতিক দলবিশেষের নয়, আমাদের সংবিধান সরকারকে এই দায়িত্ব বিশেষ ক'রে দিয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাতাশ বছরের পরও এই কাজে আমরা কতটা এগিয়েছি? এবং যতটুকু এগিয়েছি তাও বজায় রাখার জন্যে আমরা কতটুকু ক'রছি। ইংরেজ আমল থেকে প্রকাশিত শিক্ষাবিষয়ক পাঁচশালা প্রতিবেদনগুলো প'ড়লেই দেখা যাবে—আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার অপচয়ের পরিমাণ কতটা। অনেক চেষ্টা ক'রে গরীব চাষীর যে সব ছেলেদের সকালে পান্তা ভাত মুখে দিয়ে গরু নিয়ে বেরুত, তাদের ভবিষ্যতের অনেক রঙীন আশা দিয়ে, স্কুলের চৌহদ্দীর মধ্যে এনে, নানা কসরতের মধ্য দিয়ে বর্ণ পরিচয় এবং অঙ্ক পরিচয় করানো হ'ল—অনুশীলনের সুযোগের অভাবে তাদের কতজন অনেক-চোখের-জলে সঞ্চয় করা সেই অক্ষর জ্ঞানকে হারিয়ে ফের নিরক্ষরের দলে ভিড়েছেন তার সঠিক হিসাব দেবে কে? হিসাব হয়ত আছে কতজন প'ড়তে শুরু ক'রেও পড়া শেষ না ক'রে চ'লে গেছে তার। কিন্তু এর কতজন বাধ্য হ'য়ে পড়া ছেড়ে দিলেও সুযোগ পেলেই অক্ষর জ্ঞান বজায় রাখতে ইচ্ছুক ছিল, তার সমীক্ষাও নেই, হিসাবও নেই। কেননা প্রাথমিক শিক্ষার প্রাধিকারিকের কর্মক্ষেত্রেরও সাক্ষরতা অভিযানের প্রাধিকারিকের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। প্রসঙ্গ ক্রমে মনে পড়ল আমাদের দেশে সাক্ষরতা অভিযানের ব্যবস্থাপনার জন্যে সরকারী কোন পৃথক আয়োজন নেই। সমাজশিক্ষার দায়িত্ব যাঁর হাতে তাঁকেই প্রসঙ্গক্রমে এই কাজের ব্যবস্থাও করতে হয়। একই শিক্ষা বিভাগের বিভিন্ন উপবিভাগের মধ্যেই যেখানে সমন্বয়ের এত অভাব সেখানে প্রকৃত সমাজ শিক্ষার সার্থকতার জন্য বিভাগে যে সমন্বয়ের প্রয়োজন—তার কতখানি আশা করা যায়?

আমি জানি এই সব অসুবিধা কেবলমাত্র কয়েকটি কর্মীর বিচার-বুদ্ধি এবং শুভ-চিন্তার ফলে প্রচার-বিভাগ থেকে মুদ্রিত কিছু কিছু কাগজ-পত্র গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসাধারণের চোখে এসে পড়ে। কিন্তু এই আকস্মিক প্রচেষ্টার উপর আমার বিশ্বাস নেই। আমার দাবী সমাজ শিক্ষার সাফল্যের জন্যে সমস্ত সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে সমন্বয় আবশ্যিক ক'রতে হবে।

সমাজ শিক্ষার প্রকৃত সংজ্ঞা কী? যে শিক্ষা মানুষের সামাজিক উন্নতির সহায়ক এবং সামাজিক ক্ষতির

প্রতিবিধানে সাহায্য করে—সে শিক্ষাই আমার মতে সমাজ-শিক্ষা। একদিন যেদিন আমাদের সমাজ ছিল পল্লীপ্রধান এবং জীবিকা ছিল পিতৃপরম্পরাগত সেদিন সমাজ শিক্ষার পরিধি খুব বিস্তৃত ছিল না। ধর্ম, নীতি, পরোপকার, আত্মত্যাগ প্রভৃতির শিক্ষাই ছিল যথেষ্ট। আজ কিন্তু আমাদের জীবন পল্লীভিত্তিক নয়। যে দূর পাড়াগাঁয়ে থেকে কখনও ট্রেনের মুখও দেখেনি' তারও আদর্শ এবং ইচ্ছা সহরের সুখ-সুবিধার অধিকারী হওয়ার। পৈতৃক জীবিকার 'ঘারাও আজ তার পরিবেশ হারিয়ে ফেলে উত্তর পুরুষদের আশ্রয় দিতে পারছে না। তাই আজ সমাজ-শিক্ষার পরিধি বেড়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযোগবিদ্যার যে অংশটুকু প্রতি মানুষের জীবিকা-আহরণ ও জীবন-যাত্রাকে সহজ ক'রে তুলেছে ও সর্বজন-বোধ্য এবং সর্বজন প্রতিপাল্য আজ সমাজ-শিক্ষার কর্তব্য সেই অংশটুকু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া; দেশের উন্নতির যে-সব পরিকল্পনা রূপায়িত হ'লে দেশবাসীর বৈষয়িক সমৃদ্ধি দ্রুততর হবে, সেই সব পরিকল্পনার খবর মানুষকে জানিয়ে দেওয়া। দেশের উন্নতিতে শুধু যে প্রযোগবিদ্ বা পরিচালকদেরই ভাগ আছে আর সকলের তাদের করবারমত অর্থযোগানই যে কেবল কর্তব্য এই মনোভাবের পরিবর্তন ক'রতে হ'লে সাধারণ মানুষকে সমস্ত পরিকল্পনার কর্মেরই অংশীদার ক'রতে হবে। তা ক'রতে হ'লে পরিকল্পনাকে অর্থনীতিবিদ্ ও বিশেষজ্ঞদের পত্রস্তূপের মধ্যে থেকে বের ক'রে এনে সহজভাবে সব মানুষের গোচরীভূত ক'রতে হবে। আমাদের দেশে সাধারণের রাজসূয় ব'লে পরিচিত ছিল দুর্গাপূজা। এই পূজোর আয়োজনে সব মানুষকে অংশভাগী করবার জন্যে শাস্ত্রকাররা কেমন পরিকল্পনা করেছিলেন তাবলে তাঁদের দূরদৃষ্টির দিকে চেয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। তাই দুর্গাপূজা প্রকৃতই হ'য়েছিল বাঙালীর সার্বজনীন উৎসব। আমাদের এই পরিকল্পনা-যজ্ঞে আমরা দেশের কতজনকে সক্রিয়-রূপে অংশভাগী ক'রতে পেরেছি আমাদের নেতৃবৃন্দ একবার সে-কথা ভেবে দেখবেন কি?

ভোটের উপর আমাদের দেশে সমাজ-শিক্ষা ব্যবস্থা বোধ হয় ঠিক সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি'। পারেনি' তার কয়েকটা কারণ আছে প্রথম এবং প্রধান কারণ বোধ হয় সমাজ-শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথোচিত গুরুত্ব না দেওয়া। দেশের মানুষের সমস্ত জীবনে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল—স্বাধীনতা আসার পর সেই সম্ভাবনার কথা ঠিকভাবে প্রচার করা হয় নি'। এই নূতন দিনের অরুণালোকের আবির্ভাবকে শঙ্খধ্বনি দিয়ে বিজ্ঞাপিত করা হয়নি'। যাদের উঠে, জেগে, এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল—তাদের জাগানো হয়নি', এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা ত' দূর-অস্ত্। ছোট-দের স্বল্পপরিচয়ের সঙ্গে, বড়দের সমাজশিক্ষার মধ্যে একটা মূল প্রভেদ এই যে অজ্ঞাতবুদ্ধি শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার অন্ততঃ অভ্যাস-কেন্দ্রিক, প্রাপ্তবয়স্কদের সমাজ-শিক্ষার অনেকখানিই বুদ্ধি-কেন্দ্রিক, আমাদের সমাজ-শিক্ষার ব্যবস্থা সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে এই শিক্ষার প্রয়োজন-বোধ জাগাতে ব্যর্থ হয়েছে।

সমাজ শিক্ষার দ্বিতীয় ব্যর্থতার কারণ সরকারী বিভাগ গুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। সমাজ-শিক্ষার উপকারিতা প্রচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু এই প্রচার ছাড়াও সমাজের কিছু কিছু লোক এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ; তাদের বিভিন্নবিষয়ক জ্ঞানের খোরাক জোগাতে হ'লে স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সেচ পরিকল্পনা সব বিভাগেরই পক্ষ থেকে প্রচার-পুস্তিকা সাধারণের উপযোগী ক'রে প্রকাশ ও প্রচার করা দরকার। সমাজ-শিক্ষাবিভাগের প্রধান দায়িত্ব হওয়া উচিত ছিল এইগুলো ঠিক্ ঠিক্ হ'চ্ছে কিনা দেখা—কিন্তু সে কাজ কতটা হ'চ্ছে তার কি কোন সমীক্ষা হয়েছে।

প্রচার-বিভাগ থেকে নানারকম ছবি দেখানো হয়। এই ছবিগুলোও কিন্তু হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষামূলক। সমাজ-শিক্ষাবিভাগ এবং প্রচার-বিভাগের মধ্যে ঘনতর সমন্বয়ের মধ্যে উভয়েরই আরও সার্থকতা হ'তে পারে কিনা বিচার ক'রে দেখা উচিত।

সম্ভাবনা দেখা দেবে। সঙ্গে সঙ্গে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে জ্ঞান আহরণে আমাদের যে ভাষাগত পর-নির্ভরতা বিরাজ ক'রছে তার অনেকটাই দূরীভূত হ'তে পারবে। উপযুক্ত সরকারী আধিকারিক যদি কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে একটু উদ্বুদ্ধ করেন তবে দেশের বহুৎ উপকার সাধিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে, নতুন সাক্ষরদের ক্ষেত্রে তথ্যানুসন্ধিৎসু জনগণের ক্ষেত্রে শিক্ষার ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার যে দায়িত্ব তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর আছে তার সমস্যা উপরের আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, একথা বলাই বাহুল্য। উপরের আলোচনায় সেই সমস্যার একাংশ মাত্র দেখবার চেষ্টা করা হ'য়েছে। সাধারণ গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রচারের একটা মাত্র, যেমন স্কুল, কলেজ ইউনিভার্সিটি শিক্ষা প্রচারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। তাই সামগ্রিক শিক্ষার পরিকল্পনার সঙ্গে গ্রন্থাগারের কার্যধারার সম্পর্ক যতদিন না সুনির্দিষ্ট হবে, ততদিন গ্রন্থাগারের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন কিছুতেই সম্ভব নয়।

স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে একথা আরও সত্য। কোঠারী কমিশন, রাধাকৃষ্ণন কমিশন বা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পুনঃপুনঃ নির্দেশ সত্ত্বেও গ্রন্থাগার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে যে যথোচিত প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারে নি তার কারণ এই সব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের কর্তব্য বা দায়িত্ব কী কর্তৃপক্ষ কোথাও তা স্পষ্ট ক'রে ব'লতে পারেন নি'। বিদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। আমাদের দেশে সেই গুরুত্ব উপলব্ধ হয়নি। তার কারণ আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতি আজও সেই পুরানো গতানুগতিকতাকে অতিক্রম ক'রতে পারে নি। আজও আমাদের দেশের শিক্ষায় স্মৃতি শক্তির প্রাধান্য সর্বাপেক্ষা অধিক। বুদ্ধির সাধনে তথ্যকে তত্ত্বে পরিণত করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আজও আমরা সতথ্য তত্ত্বকে স্মৃতিস্থ করবার চেষ্টায় সর্বশক্তি নিয়োজিত ক'রছি। সুতরাং আমাদের জ্ঞাতব্য আর জিজ্ঞাস্য দুই একটা পাঠ্যপুস্তক বা শিক্ষক প্রদত্ত নোটের বাইরে স্থান খোঁজার অবকাশ পাচ্ছে না। বুদ্ধির দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠছে না আমাদের সংগৃহীত ঘটনা পঞ্জী। স্মৃতিস্থ তথ্যের পরিসীমার বাইরে বেরোবার প্রয়োজনই না হওয়ায় গ্রন্থাগার আমাদের শিক্ষাজীবনে অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য মাত্র। শুনেছি সেকালে পুরানো আমলের লোকদের এজোড়া চটি থাকতো চালের বাতার গোঁজা। দুটুষ বাড়ী বা সামাজিক নিমন্ত্রণে যাবার সময় ঐ চটি বগলে ক'রে নিয়ে যেতেন সেই যুগ। উদ্দিষ্ট বাড়ীর কাছাকাছি পুকুরে পা ধুয়ে তিনি ঐ চটি পরে নিমন্ত্রণ বাড়ী যেতেন। চটিটা ছিল ব্যবহারের জন্য নয়, দেখাবার জন্য। আমাদের বিদ্যালয়গুলি গ্রন্থাগারদের অবস্থা তাই। এগুলো ব্যবহারের জন্য নয়—দেখাবার জন্য। কলেজের অনুমোদন, স্কুলের স্বীকৃতি, মঞ্জুরি কমিশনের সাহায্য পাবার জন্য নিয়মরক্ষার খাতিরে নমো নমঃ করে এক একটা গ্রন্থাগার দেখানো হয়। পরিদর্শকেরাও এর ব্যবহার খতিয়ে দেখেন না, কর্তৃপক্ষও এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী নন। ফলে গ্রন্থাগারগুলো চালের বাতার চটির মতো প'ড়ে থাকছে। গ্রন্থাগারিক ব'লে যাঁদের কাজে নেওয়া হয় তাঁদের কার্যান্তরে লাগানো হ'চ্ছে। এর খুবই স্বাভাবিক পরিণতি গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক তাঁদের গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত ক'রতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশে গ্রন্থাগারিকের অবদান শিক্ষকের সমান ব'লে স্বীকৃতি পেলেও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের বেতন পুনর্বিন্যাসে গ্রন্থাগারিকদের নূতন অবস্থা আজও অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দেওয়া হ'য়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই দুর্দশার জন্য দায়ী কে? গ্রন্থাগারিকেরা আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনার যোগ্য ভাগ পান নি। শিক্ষক এবং পরিচালকেরাই আমাদের শিক্ষা কল্পনা প্রস্তুত করেন। শিক্ষা জগতে আজ শিক্ষার্থীর যে স্বাতন্ত্র্য সারা-জগতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হলেও শিক্ষার প্রয়াসকে অক্ষুণ্ণ রাখার যে অভ্যাস আজ জগতের অন্যত্র দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাপকেরা যদি সেই সব আমাদের দেশে প্রবর্তন করতে না পেরে থাকেন এবং ফলে শিক্ষা যদি গতানুগতি-

কতা বর্জন ক'রে নতুন পথ খুঁজে না পায় তবে তার দায় দায়িত্ব কি ভোগ ক'রবে শুধু ছাত্রেরা আর গ্রন্থাগারিক? উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত ক'রে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণে ছাত্রদের উপদেশ দিচ্ছি সাধ্যায়ান্মা প্রমদ নিতা—জ্ঞান চর্চা থেকে বিরত হ'য়ো না—কিন্তু নিত্য জ্ঞান চর্চার জন্য যে স্বাভাবিক প্রবণতা আসবে অভ্যাসের মধ্য দিয়ে, আনন্দের মধ্য দিয়ে ছাত্র জীবনে আমরা তাকে প্রতিষ্ঠিত হ'তে দিচ্ছি কই?

আজ পরীক্ষার ক্ষেত্রে গণটোকাটুকির অভিযোগ উঠেছে। পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থা যে আর চ'লতে পারে না গণটোকাটুকির মধ্য দিয়েই সেটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। স্মৃতি-শক্তি সর্বস্ব শিক্ষা যে সর্বৈব ব্যর্থ গণটোকাটুকি কি তাই-ই প্রমাণ করে না? যে শিক্ষা ব্যবস্থা জীবিকার পন্থার সঙ্গে, বুদ্ধির উন্মেষণের সঙ্গে, পারিপার্শ্বিক জগতের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে বিন্দুমাত্র সাহায্য করে না, যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষিতের গায়ে শুধু অভিমানের জামা পরিয়ে তাকে জনসাধারণের থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে, গণটোকাটুকি যদি তার অন্তঃসার শূন্যতার দিকে আমাদের সমালোচনার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রতে পারে তবে আমি অন্ততঃ তাকে নির্দ্বিধায় স্বাগত জানাই। বিপ্লবের মতই এই গণটোকাটুকি আমাদের দেশে নূতন শিক্ষা সমাসনের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ। পুরানো শিক্ষা ব্যবস্থা আজকের যুগে অচল—ক্লাসকেন্দ্রিক শিক্ষাকে আজ সমস্যা সমাধান কেন্দ্রিক শিক্ষায় রূপায়িত করতে হবে একথা আমরা যতই বলবো বলি না কেন, গণটোকাটুকির দণ্ডবাত ছাড়া শতাব্দিক বৎসরে মূলতঃ বিদেশীয় প্রয়োজনে গড়ে ওঠা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যে বদলানো যেত না এ বিষয়ে আমি দৃঢ় প্রত্যয়।

কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা বদলানো দরকার। দরকার বলা এককথা আর শিক্ষা ব্যবস্থা বদলাবার জন্য এগুনো ভিন্ন কথা। তত্ত্বগতভাবে সবাই স্বীকার করেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বদলানো দরকার কিন্তু এ বিষয়ে কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করা সুদুষ্কর। আমাদের বর্তমান শিক্ষকেরা প্রাচীনধারায় গঠিত। গতানুগতিক পথ পরিত্যাগ ক'রে নতুন পথ ধরা তাঁদের পক্ষে সহজ নয়। তার উপর এখনও উপরতলার পরিচালকেরা অধিকাংশই প্রাচীন এবং প্রাচীন পন্থায় বিশ্বাসী। সুতরাং নতুন শিক্ষকেরা চাইলেও শিক্ষার পদ্ধতিতে খুব সহজে কোন বিপ্লবময় পরিবর্তন আনতে পারবেন কিনা সন্দেহ। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সুপারিশগুলো যেমন ধীর সঙ্গে এবং শম্বুক গতিতে বিবেচনা করা হ'চ্ছে তাতে শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আসতে কত যুগ লাগবে কে ব'লবে?

যাই হোক্ বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কাঠামোর মধ্যেও আমাদের ছাত্রদের শিক্ষার স্বাধীনতা অর্জনে এখনই কতটা সাহায্য করা যায় অন্ততঃ সেটুকু বিবেচনা ক'রে দেখুন আমাদের শিক্ষা নিয়ামকদের কাছে এই আমার কাতর প্রার্থনা। ক্লাসের পড়া—তা' স্কুলেরই হোক, কলেজেরই হোক্ বা বিশ্ববিদ্যালয়েরই হোক্—একদিন শেষ হবেই! কিন্তু সারাজীবন যাতে ছাত্রদের জ্ঞানচর্চার সামর্থ্য ও প্রবৃত্তি থাকে তার জন্যে স্কুল-কলেজে থাকা কালেই তাদের যোগ্য ক'রে তোলা হোক্। স্কুলে স্কুলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হোক্। ছেলেদের গ্রন্থাগার ব্যবহার ক'রতে শেখানো হোক। স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলো ভাল ক'রে অধিগত করার জন্য পাঠ্যপুস্তকের সহায়ক বিচিত্র বিভিন্ন পুস্তকের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় দেওয়া হোক্ পাঠ্য বিষয় ছাড়া আরও যে সব বিষয় জানতে ছাত্রদের স্বাভাবিক ইচ্ছা থাকে সে সব বিষয়েরই বই পত্রের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত ক'রে দেওয়া হোক্। রক্ত মাংসের স্বল্পকালজীবী শিক্ষকের পাশে পাশে কাগজ বা অন্য উপাদানের অনন্ত কালজীবী জ্ঞান সঞ্চারকদের সঙ্গেও ছাত্রদের পরিচিতি ঘটুক।

ইংরেজ আমলেও শিক্ষানিয়ন্ত্রকের নির্দেশ ছিল উপরের দিকের প্রতি ক্লাসে এক ঘণ্টা গ্রন্থাগারের জন্য পৃথক্ ভাবে নির্দিষ্ট থাকুক। নতুন স্বাধীনতার চাপে সেই নিয়ম উঠে গেল। ইংরেজ আমলে শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক পাওয়া যেত না, সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই

সময়টা বই লেন-দেন ক'রে কাটিয়ে দেওয়া হ'ত। ফলে গ্রন্থাগার-ব্যবহারের অভ্যাসও হ'ত না, সাধারণ পড়ার সময়ও নষ্ট হ'ত। তাই অগ্রগতি আনবার নাম করে ঐ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে গ্রন্থাগার যোগাযোগের সুযোগকে সমূলে উৎপাটিত ক'রে দেওয়া হ'ল। ভরাট ক্লাস রুটিনের কোনও ফাঁক দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার পদ্ধতি শেখবার সুযোগই দেওয়া হ'ল না।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও নিয়মিত শিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবহারের যোগাযোগই নেই। যদি প্রত্যেক শিক্ষক বছরের গোড়ায় তাঁর পড়াবার পরিকল্পনা (Lesson plan) তৈরী ক'রতেন এবং তার একটা প্রতিলিপি গ্রন্থাগারিককে দিতেন, তা' হ'লে গ্রন্থাগারিকের জানা থাকতো, কখন কোথায় কী পড়ানো হ'চ্ছে। প্রয়োজন মত গ্রন্থাগারিক তৈরী থাকতে পারতেন ছাত্রদের প্রয়োজনীয় পাঠ্যবিষয় সংগ্রহ ক'রে। দরকার হ'লে কোন কোন বিশেষ পরিচ্ছেদের কয়েকটা প্রতিলিপি তৈরী ক'রে রাখতে পারতেন। শিক্ষক চাইলে তাঁকেও আরও গ্রন্থের খবর ক'রে দিতে পারতেন। এ সব করলে হয়ত কোন পাঠ্য পুস্তকের একটা বিশেষ পরিচ্ছেদের কয়েকটা পাতা অপসারণের প্রয়োজনও কমে যেত, ছাত্রদের সত্যিকারের পড়াশুনোও হতো এবং গ্রন্থাগারও ছাত্রদের পাঠ্য জীবনে ও পরবর্তী কালে নিত্য সঙ্গী হয়ে উঠত। এ সব করলে অবশ্য গ্রন্থাগারিককে দিয়ে কয়দিনের কাজ, উপস্থিতির শতকরা হাজিরার হিসাব প্রস্তুত করানোর সুযোগ কমে যায়, এবং ছাত্রেরা প্রণিধান করে গ্রন্থাগারিকের স্থান ছাত্রজীবনে শিক্ষকের স্থানের তুলনায় গৌণ নয়—মুখ্য।

শিক্ষা-নিয়ামকদের কাছে আমাদের সবিনয় জিজ্ঞাসা বছরের গোড়ায় সারা বছরের পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করা এবং ছেলেদের হাতে সেটা পৌঁছে দেওয়া কি তাঁদের কর্তব্য কাজের অঙ্গ নয়? অথচ কজন শিক্ষক এগুলো তৈরী করেন, এবং ছেলেদের হাতে দেন? অধ্যাপনার স্বার্থেই শিক্ষা-নিয়ামকদের এটা খোঁজ করা উচিত নয় কি? এই পরিকল্পনা নেই বলেই গ্রন্থাগারের সঙ্গে শিক্ষার সম্বন্ধও নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থাগারিকদের হ'য়ে কথা বলার কেউ নেই বলেই তাঁদের শিক্ষায় যে স্থান পাওয়া উচিত তার থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র স্বার্থও ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ক্রান্তদর্শী মনীষী ডঃ রঙ্গনাথন নিজে শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক দুইই ছিলেন, তাই দু'জনের কাজের সম্বন্ধের পথ তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল এবং সারা বিশ্বে গ্রন্থাগারিকদের যে সম্মান ও বেতন দেওয়া হয়, ভারতেও যেন তার ব্যতিক্রম না হয় এ বিষয়ে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর পরলোক গমনের পর কি তাঁর উত্তর সাধক কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একথা বলা হয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়ে। একটা বিদ্যায়তনের বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার পরিচালনার সম্বন্ধ কি সোজা কথা? অধ্যাপনা যদি মোট দেওয়া যায় না হয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যদি এর ধারা প্রকৃতির পরিবর্তন আসে, তবে কোন এক যুগে তৈরী করা গ্রন্থপঞ্জী, পরিচ্ছেদ প্রতিলিপি গ্রন্থ-সংগ্রহ বরাবর ছাত্রদের কাজে আসবে না। গ্রন্থাগারিককে নিত্য সজাগ থেকে পাঠের উপাদান সংগ্রহ করে ছাত্রদের মধ্যে সেগুলো বিজ্ঞাপিত করতে হবে। এই কাজের শিক্ষা কোন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। এটা নিয়ত সক্রিয় গঠনমূলক চিন্তার ফল, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থাগারিক যা' শিখে আসেন তাকে ভরিয়ে তুলতে বাধ্য হন নিজের চেষ্টায়। বলুন ত' দেশের সব চেয়ে সেরা লোকেরা যদি আমাদের গ্রন্থাগারের দায়িত্ব না নেন: তা হলে এই রকম গ্রন্থাগারিক গড়ে উঠবে কোথা থেকে?

শিক্ষকতা বৃত্তির জন্য সেরা ছাত্র দরকার—এই সত্যটি যাঁরা প্রণিধান ক'রলেন গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্বন্ধে যদি তাঁরা অবহিত হতেন তবে তাঁদের বেতন সম্বন্ধে কি তাঁরা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করতে পারতেন? না শিক্ষানিয়ামকেরা শিক্ষকদের কার্যকালের বয়ঃসীমার চেয়ে গ্রন্থাগারিকদের বয়ঃসীমা ভিন্নরূপ করবার পরামর্শ দিতে

পারতেন? গ্রন্থাগারিকতা নতুন বৃত্তি—সঙ্গে সঙ্গে এ স্বীকৃতি পাবে আশা করি না, কিন্তু যেটুকু স্বীকৃতি একে দেওয়া হয়েছিল, ধীরে ধীরে তা ঊর্ধ্বমুখী হবে এই ছিল আমাদের আশা। সেই আশা আজ বিফল হতে চলেছে দেখেই ভবিষ্যতের চিন্তায় আমরা শঙ্কিত।

তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রায় গত দশ বছরে বিশেষ নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় নি; সংস্থাপিত গ্রন্থাগার গুলোকে সমর্থিত করে এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সহযোগিতা করে সারা রাজ্যে সকলের পড়ার জন্য এক ব্যবস্থা (System) গড়ে তোলার কোন চেষ্টা হয় না। সরকারী গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলোর বই কেনার অনুদান নেই, বেসরকারী প্রচেষ্টায়ও সরকারী সাহায্য নগণ্য। অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও কোন দলের সরকারকে দিয়েই গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করানো যাচ্ছে না। সাক্ষরতা প্রচারের চেষ্টার ফলও তত আশাপ্রদ নয়, উপযুক্ত বইও নেই, এই পরিবেশের উন্নতি না হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কী উন্নতি সাধিত হতে পারবে—আমি সবিনয়ে কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞাসা করি।

শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যতক্ষণ না এগুনো হচ্ছে, ছাত্রদের যতদিন না শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যালাভের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে শিক্ষক গ্রন্থাগারিক সহযোগিতা শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মধ্যে যতদিন না আবশ্যিক হয়ে উঠছে ততদিন শিক্ষাক্ষেত্রের গ্রন্থাগারেরও কোন প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেও দেখি আমাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-শিক্ষণ-কেন্দ্রগুলিতে ছাত্র ভর্তির তীব্র প্রতিযোগিতা। আমি ছাত্রদের এবং কর্তৃপক্ষের অনেককেও এর কারণ জিজ্ঞাসা করে দেখেছি। অনেকেরই ধারণা আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ নিশ্চয়ই আবশ্যিক করা হবে এবং শিক্ষিত গ্রন্থাগারিকদের কাজের অভাব হবে না। আমি ভাবি সেদিন কতদূরে, যেদিন দেখব আমাদের যোগ্য ছাত্রেরা সুষ্ঠু মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের কল্যাণে সকলেই শিক্ষান্তে কাজ পাচ্ছে এবং আমাদের দেশের শিক্ষার প্রকৃত উন্নতির জোয়ার এসেছে।

এই হতাশাময় অবস্থার মধ্যে একমাত্র ভরসা গবেষণার গ্রন্থাগার আর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার খাতিরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখলে এখানে চলবে না। এখানে প্রতিযোগিতা করে বাঁচতে হবে। তাই বাঁচার স্বার্থে এখানে বলবদ্ধ গবেষণার বন্দোবস্ত করতে হয় এবং যথোপযুক্ত তথ্য দ্রুত সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করতে হয়। গ্রন্থাগারিকদের কাজের গুরুত্ব এঁরা প্রতিদিন বোঝেন তাই এ সব গ্রন্থাগারে কাজ করতে পারলে গ্রন্থাগারিকেরা আনন্দ এবং বেতন দুইই পেয়ে থাকেন। বস্তুতঃ সমস্ত গ্রন্থাগারের রাজ্যে এই অংশটুকু যেন ঢাকা আকাশের রৌদ্রকরোজ্জ্বল অংশ।

কিন্তু দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সব গ্রন্থাগারের স্থান খুব গুরুত্ব পূর্ণ নয়। আমাদের বাঁচাবরা নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং গ্রাম ও নগরে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর। সুযোগ আমাদের খুবই সীমিত। তবু আসুন আমরা যেটুকু সুযোগ পেয়েছি আমাদের ঐকান্তিক আগ্রহে তাকে সার্থক করে তুলি, পরস্পরের সহযোগিতায়, জনগণের সাহচর্যে, দেশে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করার জন্য সচেষ্ট হই। আমাদের দেশবাসী নিরন্ন কিন্তু নিষ্প্রাণ নয়। ঠিক তারে যা মারতে পারলে তাদের প্রাণতন্ত্রের অনুরণন আমাদের মন প্রাণে নতুন সুরের অনুপ্রেরণা জাগিয়ে তুলবেই। গতি যেমন গতিকে বাড়িয়ে তোলে তেমনি প্রাণ দিয়ে কাজ আরম্ভ করলে কাজই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সম্প্রদায় আমাদের ছোট, শক্তি আমাদের ক্ষুদ্র, ঈশ্বর ছাড়া আমাদের পৃষ্ঠপোষক নেই। তাই সাফল্য অর্জন করতে হলে আমাদের নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা চালাতে হবে, বিজয়ের সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় হতে হবে, সেবার মধ্য দিয়ে জনগণকে পাশে পেতে হবে এবং সব গ্রন্থাগারিকের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে প্রবিত করে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে; মনে রাখতে হবে ভারতকে যদি জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে হয় তবে উৎপাদনে, আবিষ্কারে, প্রয়োগবিদ্যায়, জীবনাদর্শে নতুন কৃতিত্ব অর্জন করতে হবে; আর সে জন্যে আমাদের দেশবাসীকে জ্ঞানের বলে বলীয়ান করে তুলতে হবে। সে দায়িত্ব আমার, আপনার, আবিষ্কর্তার, বৈজ্ঞানিকের, প্রয়োগবিদের, পরিচালকের এবং সবার উপর শিক্ষকের ও গ্রন্থাগারিকের। দেশ আমাদের ডাকছে। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে কর্মের পতাকা হাতে নিয়ে। দিন আগত —আর দেরী নয়। 'জয় হিন্দ'।

কলিকাতা পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা : একটি প্রস্তাব

কমিভূষণ রায়
গ্রন্থাগারিক,
কদাশিরাল লাইব্রেরী এণ্ড রিডিং রুম
কলিকাতা-১

প্রবীর রায় চৌধুরী
রীডার,
গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলিকাতা-৩২.

১ কলিকাতা : একটি প্রধান নগর

কলিকাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ মহানগরী। এত ঘন বসতিপূর্ণ এবং সমস্যা জর্জরিত অঞ্চল পৃথিবীতে খুব কমই আছে। ইহা একটি বিখ্যাত বন্দর, বাণিজ্য ও শিল্প নগর। সমস্ত আঞ্চলিক যোগাযোগের এবং সাবেক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। জাতীয় অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহা নেতৃস্থানীয়। ইহা শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী নয়; ১৪ কোটির অধিক লোকসংখ্যা সম্বলিত সমগ্র পূর্বভারতের রাজধানী

হুগলী নদীর তীর বরাবর ক্রমাগত পৌর উন্নতির ফলে যে শহর এবং নগরগুলি গড়ে উঠেছে সেগুলিকে নিয়ে কলিকাতা মহানগরী গঠিত। আমাদের জাতীয় জীবনে কলিকাতা মহানগরীর প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ প্রসঙ্গে কলিকাতা মহানগরীর পরিকল্পনা সংস্থা [ক. ম. প. স; (CMPO)] উপরোক্ত মন্তব্যটি করেছেন।

পূর্বভারতে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইংরাজদের দ্বারা অধিকৃত পরস্পর তিনটি গ্রামকে নিয়ে একদা যে শহর গড়ে উঠেছিল তার পৌর এলাকার বর্তমান লোক সংখ্যা ৩০ লক্ষেরও অধিক এবং সমগ্র কলিকাতা মহানগরীর লোক সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও বেশী। লোকসংখ্যার হিসাবে এই শহর নিশ্চয়ই ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

জনসংখ্যার হিসাবে ক্রমিক অবস্থান	শহরের নাম	লোক সংখ্যা
১	বৃহত্তর কলিকাতা	৭,০৪০,৩৫৫
২	বৃহত্তর বোম্বাই	৬,৯০১,৯৮৯
৩	নতুন দিল্লী (রাজধানী)	৩,৬১৯,৮৪২
৪	মাদ্রাজ	২,৪৭০,২৮৮

১৯৭১ সালের জনসংখ্যা গণনার আনুমানিক হিসাবে ভারতের কয়েকটি প্রধান শহরের লোকসংখ্যার পরিমাণ অনুসারে শহরগুলির ক্রমিক অবস্থান।

এই কলিকাতা বন্দরের মাধ্যমে ভারতের প্রায় ৪০ শতাংশ রপ্তানী এবং ২৫ শতাংশ আমদানি হয়ে থাকে। সমগ্র-ভারতের উৎপাদনের প্রায় ১৫ শতাংশ এখানেই হয়ে থাকে। এই মহানগরে অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি থেকে প্রায় ১৩ শতাংশ ভারতীয় ছাত্র উচ্চশিক্ষা পেয়ে থাকে।

ইংরাজদের একটি প্রধানতম উপনিবেশ হিসাবে কলিকাতা ভারতবর্ষে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শ এবং আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারের স্বাভাবিক ফল হিসাবে দেশের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে এক শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল। আধুনিক ভারতের চিন্তাধারার অনেক পরিবর্তন এই কলিকাতা শহর এবং এখানকার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে শিক্ষিত হয়েছিলেন। তাই কলিকাতাকে সমগ্র দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানীরূপে দাবী করাটা অসঙ্গত হবে না।

২ কলিকাতার গ্রন্থাগারের সম্প্রসার :

ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের বৃত্তি সংক্রান্ত এবং চিত্ত বিনোদনের জন্য কিছু গ্রন্থাগারের প্রয়োজন হ'ল। এই সব কারণে ১৭৮৪ খ্রীঃ "রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি" (বর্তমান নাম এশিয়াটিক সোসাইটি) এবং ১৮০৬ খ্রীঃ "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী (পরে 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর' অংগীভূত হয়ে বর্তমান 'জাতীয় গ্রন্থাগার') স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ত্বরান্বিত করেছিল। এর ফলে বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থাগারের যেমন শিক্ষা-মূলক গ্রন্থাগার ("Academic

libraries). চাঁদা ভিত্তিক জনসাধারণ পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার (Public managed subscription libraries) ইত্যাদির সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধি পেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় শিক্ষার প্রসারের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছিল। এর ফলশ্রুতি হিসাবে সব রকমের গ্রন্থাগারেই সংখ্যা ও কাজ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৩ কলিকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

বিভিন্ন ধরণের নিম্নলিখিত গ্রন্থাগারগুলি নিয়ে কলিকাতার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। [নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সঙ্কলিত বিভিন্ন তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত]

সারণী

	কি ধরণের গ্রন্থাগার	সংখ্যা	গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী	পরিচালক	চাঁদা / অগ্রিম জমা
১	জাতীয় গ্রন্থাগার	১	জনসাধারণ	ভারত সরকার	অগ্রিম জমা
২	শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার (বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, কারিগরি শিল্প বিদ্যালয়, বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সহিত সংযুক্ত)	৩০০	ছাত্র, শিক্ষক গবেষক ও কর্মী	নির্বাচিত / মনোনীত কমিটি / ব্যক্তিগণ	বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের জন্য অগ্রিম জমা।
৩	প্রতিষ্ঠানিক / বিভাগীয় এবং বিশেষজ্ঞদের গ্রন্থাগার সমূহ (রাজ্য / কেন্দ্রীয় সরকারী বিভাগ, বাণিজ্যিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত সংযুক্ত)		প্রতিষ্ঠানিক কর্মী ও বিশেষজ্ঞ	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান	
৪	সাধারণ গ্রন্থাগার (অধিকাংশই জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত, কিছু গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড / পরিচালনাধীন)	৪৫০০	জনসাধারণ	নির্বাচিত / মনোনীত কমিটি	অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চাঁদা ও ডিপোজিট প্রথা
৫	বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগার সমূহ (বিভিন্ন সরকারী / বেসরকারী বিভাগের এবং সংগঠনের সহিত সংযুক্ত)		প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণ	কর্মিবর্গের নির্বাচিত পর্ষদ	চাঁদা

বর্ত্তমানে বৃহত্তর কলিকাতা মহানগরী অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল সমূহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষের প্রশাসনাধীন। এই সব কর্তৃপক্ষের মধ্যে কলিকাতা পৌরসভা বৃহত্তম। স্বাভাবিক কারণেই এই সব কর্তৃপক্ষদের আর্থিক ও অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। সমস্ত অঞ্চল সমভাবে উন্নতও নয়। এই কারণে, স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি এবং তাঁদের সংগঠনসমূহের প্রতি সমভাবে দৃষ্টি দিতে বা সাহায্য করতে পারেন নি। এই সব অসম অঞ্চল সমূহের তথ্য এবং বিবরণ থেকে আমরা প্রকৃত চিত্র পাও পেতে পারি। এই কারণে, উপরোক্ত অঞ্চল সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক উন্নত কলিকাতা পৌর-সভা অঞ্চলে আমরা আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছি।

৪ কলিকাতার "সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির" সমস্যা

আজকের দিনে 'সাধারণের গ্রন্থাগার' বলতে আমরা বুঝি সেই সমস্ত গ্রন্থাগার যেগুলি জনসাধারণের অর্থে পরিচালিত, সর্বপ্রকার বাধানিষেধ ও চাঁদামুক্ত ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজনে ব্যবহৃত। এই অর্থে "সাধারণের গ্রন্থাগার" কলিকাতায় একটিও নেই। কলিকাতার সাধারণের গ্রন্থাগার নিম্নরূপ।

সারণী

গ্রন্থাগারের নমুনা	সংখ্যা	পরিচালনের প্রকৃতি	কাজের প্রকৃতি	বাধা নিষেধের প্রকৃতি
জাতীয় গ্রন্থাগার	১	ভারত সরকার	গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়া (Lending), পাঠকক্ষ (Reading Room) এবং অনুসন্ধান সেবা (Reference Service)	অগ্রিম জমার পরিবর্তে গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়ার
নিয়মিত সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগার		কার্যনির্বাহক সমিতি, সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ; সাধারণতঃ একটি রেজিষ্টার্ড সংস্থা	গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়া এবং পাঠকক্ষ	চাঁদা এবং অগ্রিম জমার পরিবর্তে গ্রন্থ দেওয়া নেওয়া (একটি গ্রন্থাগার ছাড়া)
রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	১	পশ্চিমবঙ্গ সরকার	পাঠকক্ষ এবং অনুসন্ধান সেবা	গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়া সুযোগ নাই।
চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগার	৪৪০	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের (সাধারণতঃ একটি রেজিষ্টার্ড সংস্থা) সদস্য দ্বারা নির্বাচিত, কার্যনির্বাহক সমিতি।	গ্রন্থ দেওয়া নেওয়া এবং পাঠকক্ষ। (অনেকক্ষেত্রেই পাঠকক্ষের সুযোগ খুব সীমাবদ্ধ)।	চাঁদা ও নিরাপত্তার জন্য অগ্রিম জমার পরিবর্তে গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়া হয়
বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত গ্রন্থাগার		ঐ	গ্রন্থ দেওয়া-নেওয়া	ঐ

৪ কলিকাতার "সাধারণের গ্রন্থাগারগুলির" সমস্যা

কলিকাতার জন্য একটি সুসংবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা (Integrated library system) প্রবর্তনের জন্য রাজ্য সরকার অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কেউই এ পর্যন্ত কিছুই করেন নি। সাধারণতঃ যে প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কর্তৃপক্ষ (অর্থাৎ কলিকাতা পৌরসভা) এই শহরে অবস্থিত গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে ৫০ শতাংশেরও কম গ্রন্থাগারকে সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য করে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। এই সাহায্যও আবার ১৯৬৩-৬৪ সাল থেকে বন্ধ আছে।

এর ফলে গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন দিক থেকে শুধু ক্ষতিগ্রস্তই হচ্ছে না, ফলস্বরূপ শহরের গ্রন্থাগারগুলির অত্যন্ত সংকটাপন্ন অবস্থা। এই সব গ্রন্থাগারগুলির অসুবিধাগুলি নিম্নরূপে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

৫১ প্রয়োজনীয় কাজ করার উপযোগী স্থানাভাব :

৯৫ শতাংশেরও বেশী গ্রন্থাগারগুলির নিজস্ব কোন গৃহাদি নেই। সাধারণতঃ এই সব গ্রন্থাগারগুলির জন্য বরাদ্দ কোন গৃহতলের ৫০ বর্গ মিটার অথবা তারও কম স্থান থাকে। সমগ্র গ্রন্থাগারগুলির ৫ শতাংশের কম সংখ্যার যে নিজস্ব গৃহাদি আছে তার আয়তন প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। এমন কি এদের মধ্যে বৃহত্তম যেটি সেটিও একটি সুউন্নত সাধারণের গ্রন্থাগারের' প্রয়োজনীয় উপযোগী স্থানের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

৫২ প্রয়োজনীয় আর্থিক ব্যবস্থার অভাব

সদস্যদের চাঁদাই হচ্ছে গ্রন্থাগারগুলির ৯০ আনের স্থায়ী পথ। চাঁদার হার সাধারণতঃ মাসিক ২৫ পয়সা থেকে ৫০ পয়সার মধ্যে থাকে অর্থাৎ বৎসরে সদস্য প্রতি চাঁদা বাবদ আয় ৩ টাকা থেকে ৬ টাকা।

বেশীরভাগ গ্রন্থাগারগুলির সদস্য সংখ্যা ২০০ অপেক্ষা কম। এর ফলে সদস্য চাঁদা বাবদ এদের আয় বাৎসরিক ৬০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা মাত্র। আজকের বাজারে যে কোন একটি আদর্শ বইয়ের বর্তমান গড়-পড়তা মূল্য ১০ টাকার কাছাকাছি। যে কোন একটি বইয়ের বাঁধাই খরচও ২ টাকা ৫০ পয়সার মত অর্থাৎ বছরে ২০টি বই বাঁধাই করতে ব্যয় হবে ৫০ টাকা। এর উপর প্রত্যেক গ্রন্থাগারকেই অন্ততঃ একটি সংবাদপত্র এবং কিছু জনপ্রিয় সাময়িক পত্রিকা ক্রয় করতে হয়; এর জন্য তাকে বছরে যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ১০০ টাকা ব্যয় করতে হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কোন গ্রন্থাগার যদি তার আয়ের সমস্তটাই পড়ার উপকরণ কিনতেই ব্যয় করে তবে সে বছরে মাত্র ৩০ থেকে ৯০টি বই কিনতে পারবে। সরকার এবং স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়মিত এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সংগতির উন্নতি হতে পারে না। [১৯৭৩ সালের শেষার্ধে অত্যধিক মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বোধ হয়, গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক সমস্যা আরও জটিল হয়ে উঠেছে।]

৫৩ সম্পূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক সংগঠনের অভাব

গ্রন্থাগার পুরাতন পদ্ধতিতে সংগঠিত। কোন বৃত্তিকুশলী ব্যক্তি নিয়োগ অথবা কোন প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করবার মত প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষমতার বাইরে।

মূলতঃ, যেহেতু গ্রন্থাগারগুলি বিভিন্ন সংস্থার দ্বারা পরিচালিত সেই কারণে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে সুসংবদ্ধতা আনা সম্ভব নয়। কোন অঞ্চলের সমগ্র গ্রন্থাগারগুলিতে যে গ্রন্থসম্ভার আছে সেগুলির যথাযথ ব্যবহার এই সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার অভাবেই করা সম্ভব হয় না। যেমন, কোন অঞ্চলের কতকগুলি বিভিন্ন কূপের মধ্যে যতক্ষণ কোন সম্বন্ধ স্থাপন করা সম্ভব না হয় ততক্ষণ সেগুলির দ্বারা সমগ্র অঞ্চলটি জলসেচনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

৫৪ স্বেচ্ছা কর্মীর অভাব

যে সমস্ত স্বেচ্ছাকর্মীগণ তাঁদের নিয়মিত কাজের পূর্বে কিংবা পরে কিছু সময় এই গ্রন্থাগারগুলির কাজকর্মের জন্য ব্যয় করতে পারেন প্রাথমিক ভাবে তাঁদেরই উপর

এই গ্রন্থাগারগুলি নির্ভরশীল। সেই কারণে গ্রন্থাগারগুলি সকালে কিংবা বিকালে খোলা থাকে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর অর্থনৈতিক কারণে স্বেচ্ছাকর্মীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে গেছে। এরফলে গ্রন্থাগারগুলি তাদের কার্যসূচী অথবা বই সংখ্যা কমাতে বাধ্য হয় এবং এতে যে অর্থ বাঁচে তা দিয়ে বৃত্তি ভুগলী নয় এমন কোন লোককে সামান্য বেতন দিয়ে আংশিক সময়ের জন্য নিয়োগ করে কোন রকমে তারা কাজ চালায়।

কলিকাতার যে গ্রন্থাগারগুলি একদিন সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পেরেছিল বর্তমানে তাদের অবস্থা অবনতির দিকে। একদিকে বইয়ের সংখ্যা যেমন তারা আর বাড়াতে পারছেন না অপরদিকে কাজকর্ম বাঁধাধরা ছকে কোন রকমে চলছে এবং দেখা যাচ্ছে অনেক গ্রন্থাগারই আজ অবলুপ্তি পথে।

৬ বর্তমান অবস্থার উন্নতির প্রস্তাব :

৬১ একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা : (A planned approach)

এই শহরের গ্রন্থাগারগুলির এই দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার জন্য এখন প্রয়োজন ব্যাপক সাহায্য। এই সাহায্য শুধু অর্থনৈতিক সাহায্যই নয়। বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজন একটি পরিকল্পিত প্রচেষ্টা এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য।

বর্তমানে প্রয়োজন একটি কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার থেকে নিয়মিত নিয়ন্ত্রিত হবে ও চাহিদা অনুযায়ী গ্রন্থের জোগান পাবে-এমন একটি সম্পূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সমগ্র ব্যবস্থাটি কলিকাতা পৌরসভা কর্তৃক পরিচালিত হওয়া উচিৎ। কলিকাতার পৌর এলাকা চারটি জেলায় বিভক্ত। পৌর পরিচালনার জন্য এই জেলাগুলি আবার একশটি পল্লীতে (ward) বিভক্ত। প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির একত্রিকরণের মাধ্যমে প্রতিটি পল্লীতে একটি করে পল্লী গ্রন্থাগার (Ward Library) স্থাপন করা যেতে পারে।

[প্রস্তাবিত কলিকাতা পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি ছক নীচে দেওয়া হল :

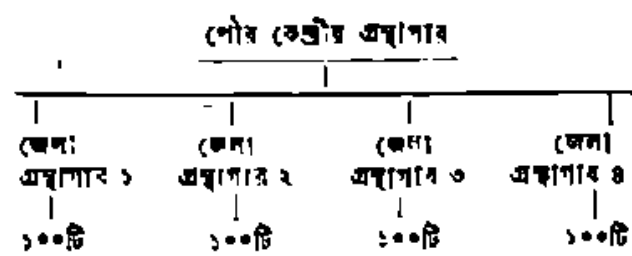

[উপরোক্ত ছকটির বিস্তৃত আলোচনা নীচে করা হল]

চারটি জেলার প্রত্যেকটিতে একটি করে জেলা গ্রন্থাগার (District Library) থাকবে। এই গ্রন্থাগার-গুলি তাদের নিজ নিজ এলাকার পল্লী গ্রন্থাগারগুলিকে পরিচালিত করবে এবং তাদের সংগঠনের ও কাজের সহায়ক হবে। কোন একটি জেলায় একটি বড় গ্রন্থাগারকে অথবা কয়েকটি বড় গ্রন্থাগারকে একত্রিত করে একটি জেলা গ্রন্থাগারে পরিণত করা যেতে পারে।

পল্লী গ্রন্থাগার এবং জেলা গ্রন্থাগার সবগুলিতেই 'গ্রন্থ ধার' এবং 'অনুলিপি সেবার' ব্যবস্থা থাকতে হবে। পল্লী গ্রন্থাগারগুলি নিজ নিজ জেলা গ্রন্থাগারগুলি থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থ ধার নিতে পারবে, এরকম ব্যব-স্থাও থাকা প্রয়োজন।

কলিকাতা শহরের জন্য প্রস্তাবিত এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষে থাকবে একটি কেন্দ্রীয় পৌর গ্রন্থাগার। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মূল কাজ হবে চাহিদা অনুযায়ী জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ ধার দেওয়া। সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থাটির জন্য গ্রন্থক্রয় এবং তাকে ব্যবহারের উপযোগী করবার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি (যথা, সূচীকরণ, বর্গীকরণ, ইত্যাদি) করবার দায়িত্ব থাকবে এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর। এমন কি নতুন কর্মী নিয়োগ ও কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারে তাঁদের নিযুক্তকরণের দায়িত্বও থাকবে তাদের উপর। এর ফলে, গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার এবং বৃত্তি ভুগলী কাজগুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পরি-মিতভাবে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

৬২ আইনের সাহায্যের প্রয়োজন

ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির সংযুক্তিকরণ এবং কোন একটি বর্তমান গ্রন্থাগারকে প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে আনয়নের জন্য জনসংযোগ এবং আইনের সাহায্য দরকার হতে পারে।

৬৩ অর্থের প্রয়োজন

এই বৃহৎ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অর্থ কলিকাতা পৌর সভার একা ব্যয় করা সম্ভব নয়। সেই কারণে প্রাথমিক অবস্থায় সরকারী সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। ইউনেসকো (UNESCO,-র মত কোন আন্তর্জাতিক সংস্থারও এই রকম প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে আসা উচিত।

৬৪ ইন্‌টামেল (INTAMEL)এর দায়িত্ব

কোন মহানগরীর আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করা উচিত যে তাঁদের প্রধান দায়িত্ব নিজ নিজ পৌর অঞ্চলে। এই যোগাযোগ করা ও বোঝানোর দায়িত্ব এবং উপরে আলোচিত ও প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও নিয়ন্ত্রণ করার ভার ইন্টামেলের মত সংস্থার পক্ষেই গ্রহণ করা উচিত ও সম্ভব। কেবলমাত্র কোন একটি শহরের জন্য নয়, সমগ্র পৃথিবীর উল্লেখযোগ্য মহানগরীগুলির জন্যই ইন্টামেল এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। প্রয়োজন বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কি অবস্থায় আছে, জানবার জন্য ইন্টামেল একটি কার্যকরী সমিতি নিয়োগ করতে পারে।

[২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৩ এই সময় কলিকাতায় 'রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌সটিট্যুট অফ কালচার' এবং দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী'র যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ইন্টামেল সম্মেলনে' এই প্রবন্ধটি আলোচনার জন্য পেশ করা হয়েছিল। মূল প্রবন্ধটি ইংরাজীতে লেখা। 'INTAMEL' শব্দটির পূর্ণরূপ হচ্ছে—International Association of Metropolitan Librarians।

ভাষান্তর—কমল বিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যবৃন্দের মধ্যে যাঁদের চাঁদা বাকী আছে তাঁদের কাছে আমাদের বিশেষ অনুরোধ আগামী ২৭শে জানুয়ারীর মধ্যে চাঁদা পরিশোধ করে দিয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুন।

২৪. ১২. ৭৪　　কর্মসচিব

৩১ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের নাম

কলিকাতা

হরিমোহন সাহা, অমল দাস (জাতীয় গ্রন্থাগার), রত্নাবলী সেন, (রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার), মণিকা দত্ত (ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট), অলোক সান্যাল (ইন্‌স্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন), শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী (ইনস্টিটিউট অব কষ্ট এণ্ড ওয়ার্কস্ এ্যাকাউন্টস্ অব ইণ্ডিয়া), বিজেন্দ্র প্রসাদ গুপ্ত (এশিয়াটিক সোসাইটি) মায়া সান্যাল, কুমার কান্তি সান্যাল (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), নিতাই চাঁদ ঘোষ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), অমূল্য রতন চক্রবর্তী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) যমুনা ঘোষ (কেন্দ্রীয় সরকার হৈমনারী অফিস) হীরেশ্বর রায় (বৃটিশ কাউন্সিল), রীনা রায় ও ধীরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়), কণি ভূষণ রায়, সৌরেন্দ্র মোহন গাঙ্গুলী, দীপক কুমার রায়, (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), ইন্দু ঘোষ (ভৌমিক) (জাতীয় গ্রন্থাগার), সুবীর ঘোষ (দমদম মতিঝিল কলেজ), বিনয় কুমার গুহ (আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র পলিটেক্‌নিক্ , রামকৃষ্ণ সাহা (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), মদন প্রসাদ সিন্‌হা (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়), মৃণাল কান্তি কুমার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), তারানাথ ভট্টাচার্য্য (রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার), অমলাংশু সেনগুপ্ত (২৪ পরগণা ডিষ্ট্রীক্ট লাইব্রেরী, বিদ্যানগর), শ্যামল রায় চৌধুরী (ওমলুক কলেজ), অজয় কুমার ঘোষ (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), অরুণময় চক্রবর্তী, ও শম্ভুনাথ ঘোষ (রাইটার্স বিল্ডিংস্ ক্লাব লাইব্রেরী), গীতা সাহা (হিন্দুস্থান গার্লস হাই স্কুল),

হুগলী

পাঁচু গোপাল দে (সারদা পল্লী বিবেকানন্দ পাঠাগার), ভবানী প্রসাদ ব্যানার্জী (ইলসোবা কেশব সেন পাঠাগার), পরিমল সিংহ (মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী), শঙ্কর চন্দ্র ঘোষ (গোস্বামী বালিপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার), প্রণব কুমার দেব (কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী), বিশ্বনাথ দাস, ভারত চন্দ্র ঢোলে, শিবনাথ ঢোলে, নারায়ণ চন্দ্র ঢোলে, অমর নাথ দাস, অনিল কুমার দত্ত।

নদীয়া

কেশব লাল চক্রবর্তী (কৃত্তিবাস স্মৃতি কমিউনিটি হল কাম লিউজিয়াম), সত্য চট্টোপাধ্যায়, জনার্দন সাহা, অরুণ কুমার আদিত্য (শ্রীকৃষ্ণ কলেজ),

হাওড়া

শিপ্রা চক্রবর্তী, অজিত কুমার চক্রবর্তী, প্রভাত কিরণ ভট্টাচার্য্য, শম্ভুনাথ দাস (হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার), নির্মল মণ্ডল (মহাত্মা পাঠাগার), নবকুমার সিংহ (সবুজ গ্রন্থাগার), অহর লাল বেরা (মাজু পাবলিক লাইব্রেরী), অনিল কুমার বেরাসী (আমতা পাবলিক লাইব্রেরী), দেবী চরণ ভট্টাচার্য।

মেদিনীপুর

পুতুল চক্রবর্তী, শীলা চক্রবর্তী, দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, (সেবায়তন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়), রতন গোপাল গোস্বামী (আলাপনী লাব-ডিভিশনাল লাইব্রেরী), নির্মলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস চন্দ্র ভৌমিক (কোলাঘাট দেশপ্রাণ পাঠাগার), রাধাশ্যাম বিবার (তাজপুর বিশ্ববাণী পাঠাগার),

মালদহ

নারায়ণ গোপাল দত্ত (বাচামারি রুরাল লাইব্রেরী), আক্তর আলী (পরেশবাড়ী ইয়ংমেনস্ লাইব্রেরী), অশোক দাস (আরাপুর তরুণ লাইব্রেরী), গুরু। রায় হরিপদ রায় (ভিমল নেতাজী রিডিং ক্লাব রুরাল

লাইব্রেরী), সুবোধ কুমার গোস্বামী, মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য (মালদহ জেলা গ্রন্থাগার), শৈলেন মজুমদার।

মুর্শিদাবাদ

শিবানী কুমার রায় (মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার সমিতি), শিবশংকর চ্যাটার্জী (রঘুনাথপুর হাইস্কুল ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), চিত্তরঞ্জন মণ্ডল ও নবীন কুমার বিশ্বাস (দেশবন্ধু পাঠাগার), ব্রজদুলাল গোস্বামী (মহেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতি পাঠাগার)।

পশ্চিম দিনাজপুর

পরেশ নাথ কুণ্ডু (গৌরতপুর পাবলিক লাইব্রেরী), সুবীর কুমার মিত্র (দুর্গাপুর কৃষ্ণ চন্দ্র ফ্রন্সাল লাইব্রেরী) সুবীর কুমার রায় (পঃ দিনাজপুর জেলা গ্রন্থাগার), নারায়ণ চৌধুরী (ঐ), চিত্তরঞ্জন দত্ত (ঐ), অবনীকান্ত তলাপাত্র (ঐ), বীণা ঘাসগুপ্তা (ঐ), প্রবোধ কুমার সিং (সোনাপুর ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), মদনমোহন চক্রবর্তী (নয়াবাজার পল্লী পাঠাগার), জীতেন্দ্র নাথ সরকার (রামকৃষ্ণপুর শিরীশ পল্লী পাঠাগার), রমেন্দ্র নাথ দাস (বরাহার ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), বেনু মাধব প্রামাণিক (সুমিত্র সাহিত্য সদন), গোপেশ চন্দ্র ঘোষ (পাতিরাম মনোরমা পল্লী পাঠাগার), অজয় কৃষ্ণ আচার্য (আমলপুর পাঠচক্র), সুশীল কুমার আচার্য, মুকুন্দ লাল চৌধুরী, অজিত কুমার ঘোষ (খাসপুর জি, সি, ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য (অমৃত খণ্ড অঞ্চল পল্লী পাঠাগার), বীরেন্দ্র নাথ দাস (বিমোহিনী-প্রাণ গোবিন্দ ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), গুরুপদ মণ্ডল (চককাশী গুরুল পল্লী পাঠাগার), পীযুষ কান্তি ঘোষ (বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রায়গঞ্জ) সচ্চিদানন্দ দে রায় (ডি, এল, ই, ও), রণজিত কুমার দাস (জেলা গ্রন্থাগার), শন্টু লাহা (ঐ)

দার্জিলিং

অর্জুন যাদব (গোপাইপুর মিলাই ক্লাব ও লাইব্রেরী) সুনীল কুমার ঘোষ ও বিষ্ণুপদ ঘোষ (বাস ডোবরা ওয়াই এম, এল, ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), প্রশান্ত কুমার দে (খড়িবাড়ী ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), গোপী সিং বাসনেট (তাকদা ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), কমল কুমার বহল (মংপো এরিয়া লাইব্রেরী), শ্যাম কুমারী খাটি (পাখরিয়া বং ফ্রন্সাল লাইব্রেরী) জি, এল, গুরুং (সিংরীমস্তান এরিয়া লাইব্রেরী), এল, টি লেপচা (নিমবং এরিয়া লাইব্রেরী), গোবিন্দ মল্লিক (জ্ঞানদা সুন্দরী ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), বীরেন্দ্র কুমার চন্দ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), কে বি সুব্বা (পীদাপাহাড় ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), টেক বাহাদুর বরাই (বিজন বাড়ী ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), বসন্ত কুমার লেপচা (জেলা গ্রন্থাগার, দার্জিলিং), গণেশ কুমার খড়্গা (জেলা গ্রন্থাগার), বিক্রম সাহ , উদয় গ্রাম সুধারক গ্রামীন পুস্তকালয় ', বোম বাহাদুর সুব্বা (রেলিং ফ্রন্সাল লাইব্রেরী) কে, এল, ডামাং (জিং লেভেল্লা ছাহা ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), ভক্তি প্রসাদ কুমাই (সেওকবির এরিয়া লাইব্রেরী) কে, বি, ঘোষে (জেলা গ্রন্থাগার, দার্জিলিং) জে, এল দেওয়ান (জেলা গ্রন্থাগার) ধরেন্দ্র এ্যালে (গৌরনী ফ্রন্সাল লাইব্রেরী) পদম বাহাদুর গুরুং (প্রেম চন্দ্র মেমোরিয়াল ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), কে বি গিরি (মিরিক সার্বজনিক সম্মেলন ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), স্বপন কুমার বাগচী (শিলিগুড়ি কলেজ)।

কোচবিহার

পরেশচন্দ্র কর (গান্ধী পাঠাগার) মনোরঞ্জন পাল পাল (বাণী বিতান ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), দীনেশ চন্দ্র সেন (শিক্ষা ও সংস্কৃতি সদন), অমল কৃষ্ণ মজুমদার (সুরেশ স্মৃতি পাঠাগার), মনোরঞ্জন দে (খোকলাডাঙ্গা সাধারণ পাঠাগার)

জলপাইগুড়ি

রমা বসু (জলপাইগুড়ি গভঃ গার্লস হাই স্কুল), রতন চন্দ্র সরকার (অভিজন সংঘ ফ্রন্সাল লাইব্রেরী), দিলীপ কুমার মুখোটি (কেলাকাটা সুভাষ পাঠাগার), সুবীর সেনগুপ্ত (শৈলেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার), রাখাল মালাকার (মাটেনী পাবলিক লাইব্রেরী), তপন কুমার চন্দ (বাল প্রগতি সংঘ), দেবব্রত মুখার্জী (চালসা পালবনী সংঘ গ্রন্থাগার)

বীরভূম

গঙ্গাধর দাস (চাঁদপাড়া কুরাল লাইব্রেরী), বিপিন কুমার সেন (বাবাইপুর কুরাল লাইব্রেরী), শান্তি কুমার ঘোষ (চৌহাতো কুরাল লাইব্রেরী, সুধাময় দাস (উচকরণ কুরাল লাইব্রেরী), সত্যরঞ্জন সেনগুপ্ত (কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি), নন্দলাল সাহা (সাঁইথিয়া কুরাল লাইব্রেরী), অবধূত সরকার (বরগ্রামোদয় মিলন সংঘ কুরাল লাইব্রেরী), তরুণ কুমার রায় (বেরগ্রাম পল্লী সেবা নিকেতন কুরাল লাইব্রেরী), অনাথ শরণ মুখার্জী (লোকপাড়া কুরাল লাইব্রেরী), পবিত্রঞ্জন রায় (বাহিনী সাহিত্য পাঠাগার), প্রণব কুমার রায় (জেলা গ্রন্থাগার), উমা গাঙ্গুলী (জেলা গ্রন্থাগার)

বর্ধমান

জীবন কৃষ্ণ রায় (যাদবেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার), সুভাষ চন্দ্র ব্যানার্জী (কালনা সাব ডিভিশনাল লাইব্রেরী), নিমাই চন্দ্র কর (নতুনহাট মিলন পাঠাগার), নিমাই চাঁদ রায় (নদিগ্রাম অল ইণ্ডিয়া সংঘ সাধারণ পাঠাগার)

২৪ পরগণা

সত্যব্রত সেন (জেলা গ্রন্থাগার), অজিত রঞ্জন ঘে (পি. জি. বি টি কলেজ, বহরা), রঞ্জিত কুমার দত্ত (বেঙ্গল ক্রিশ্চিয়ান কাউন্সিল এরিয়া লাইব্রেরী), রবীন্দ্র নাথ বাগেন (হৃদয় ভূষণ স্মৃতি পাঠাগার), ভোলানাথ কর্মকার, রবীন্দ্র নাথ দাস, দিলীপ কুমার দাহা, বঙ্কিম চ্যাটার্জি (বিবেকানন্দ মেটিনারী কলেজ), প্রদীপ চৌধুরী, প্রবীর রায় চৌধুরী (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ), আবদুল সাবাদ (শিউলি মিলন পাঠাগার), নিত্যিক ঘোষ (ঐ), রাসবিহারী মিত্র (চণক পাঠাগার) ..

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বার্ষিক সভা

পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ১ম বার্ষিক সভা নিম্নলিখিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বহুবাজার গ্রন্থাগারে ২৭শে সেপ্টেম্বর বেলা ১টায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যব্রত সেন. প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন সেন। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ঘে রায় (জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক, পঃ দিনাজপুর)

এই সম্মেলনের অন্ত পঠিত শুভার্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র বসু এক মনোজ্ঞ অথচ সংক্ষিপ্ত লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

প্রায় দেড়শত সদস্য এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এক শিক্ষণ ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলনের শরিক কয়েকটি সংস্থার প্রতিনিধি উপস্থিত থেকে ও ভাষণ দিয়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের উৎসাহিত করেন।

এই বার্ষিক সভার শুরুতে সম্পাদকীয় বক্তব্য উপস্থিত করেন বিগত সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘে, তার উপর উপস্থিত প্রত্যেক জেলার সদস্যের মধ্যে একজন প্রতিনিধি ও আরো অনেকে আলোচনার অংশ গ্রহণ করার পর বার্ষিক বিবরণী গৃহীত হয়। এখানে অন্যতম আলোচ্য বিষয় হয়ে ওঠে, সাংগঠনিক অবস্থা ও সংগঠন, অর্থ ভাণ্ডার ও প্রচার যা আজও যথেষ্ট দুর্বল রয়ে গেছে।

অতঃপর নূতন কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়: সভাপতি সত্যব্রত সেন, কার্যকরী সভাপতি প্রনত মুখোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি, অনন্ত ভট্টাচার্য ও সত্য চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক অনিল দত্ত, কোষাধ্যক্ষ সৈলেন পাল, যুগ্ম-সম্পাদক মনোরঞ্জন ঘে ও অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, আঞ্চলিক সম্পাদক মদন মল্লিক, তরুণ রায় ও সুনীল ঘোষ।

সভ্যবৃন্দ

১। শ্রীপরেশচন্দ্র কর (কুচবিহার)
২। ,, দীনেশ সেন (ঐ)
৩। ,, দিলীপ মুখুটি (জলপাইগুড়ি)
৪। ,, গোপী সিং বাদনেট (দার্জিলিং)

ও অন্যান্য জেলার সম্পাদক বা তাঁর প্রতিনিধি, আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে উপস্থিত থাকবেন শ্রীহরেন্দ্র আলে (দার্জিলিং)।

১৯৭৪ সালে
পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ (সার্টিফিকেট) পরীক্ষার ফল

প্রথম শ্রেণী -

বর্ণানুসারে—

N. 14 রঞ্জিতা মৈত্র, 18 ললিতা শিলারোড়ি, 1 অনন্তা দত্ত, 6 আরতী দত্ত, 40 শুক্লা চক্রবর্তী, 84 বপ্পা বসু, 20 রাধাশ্রী ঘোষ দস্তিদার, 64 রমিত কুমার বসু, 56 দেবেশ কুমার সিংহ, N 5 বীথিকা ঘোষ, 92 অশোক কুমার দে, 57 দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, 43 বপ্পা মজুমদার, 110 সরযূ সিংহ, 69 অজন্তা বসু, 96 দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, 105 মদন কুমার রায়, 89 অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, 42 স্বরভী মজুমদার, 33 রীণা পোদ্দার, 108 প্রণব কুমার বেরা, 12 পোপা গুপ্তা, 106 বিনয়নিধি চন্দ, 29 রত্না বসু, 30 রত্না নাথ, 119 শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়, 4 অনুশীলা ভট্টাচার্য, 22 মণিকা নাথ, 16 কৃষ্ণা চৌধুরী, 70 অমিতা কুণ্ডু, 85 শ্যামলী ঘোষ, 63 প্রশান্ত কুমার চন্দ, 21 মল্লিকা রায় চৌধুরী, 7 অর্চনা গুপ্তা, 5 অনুভা চৌধুরী, 39 সুপন্থা বন্দ্যোপাধ্যায়, 107 প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, 91 অরবিন্দ সেন, N 8 পাপড়ি সেনগুপ্ত, 80 রেবা দেবরায়, 34 রিণীকা সুরাল, 77 নিবেদিতা সাহা, N 10 দিলীপ কুমার বসু, 68 তপন কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, 24 মঞ্জুশ্রী দাস, 60 কাজল মজুমদার, 58 দীপক কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 75 স্বর্ণা দাস, 78 নিরুপা দেব, 27 মীরা বসু।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

রোল নম্বর অনুসারে—

2 অঞ্জনা চৌধুরী, 3 অনুপমা শীল, 10 বাণী মুখোপাধ্যায়, 14 জয়শ্রী বসু, 15 কল্পনা গঙ্গোপাধ্যায়, 17 লক্ষ্মীরাণী ঘোষ, 19 ললিতা সীতারাম, 20 বালা সেন, 25 মরিয়াম্মা আব্রাহাম, 26 মিনা কর, 31 রেবা কর, 32 রেখা কর, 35 রীতা রায়চৌধুরী, 36 শরণ্যা ঘোষ, 37 শান্তি বসু, 38 শিখা গঙ্গোপাধ্যায়, 41 সুনন্দা সেন, 47 অরুণ কুমার গোস্বামী, 48 অরুণ কুমার সেনগুপ্ত, 50 অসীম কুমার বন্দোপাধ্যায়, 51 বরেন্দ্রনাথ বাগ্চী, 52 ভক্তিপদ দে, 53 বিশ্বরূপ গুহ, 55 দেবব্রত মজুমদার, 61 পরমেশ্বর পায়েন, 65 শক্তিপ্রসাদ ত্রিবেদী, 66 শশাঙ্ক বসু, 71 অর্পণা বন্দোপাধ্যায়, 76 কেয়া বন্দোপাধ্যায়, 81 সুব্রত সরকার, 82 সুজাতা দত্ত, 83 সুলগ্না সান্যাল, 86 অজয়কুমার চৌধুরী, 90 অঞ্জনকুমার মিত্র, 93 অশোককুমার পোদ্দার, 94 বিমলকুমার চক্রবর্তী, 95 ছায়ালাল চক্রবর্তী, 97 দীপক কুমার ঘোষ, 98 গৌরমোহন চট্টোপাধ্যায়, 99 হিমাংশুকুমার আইচ, 100 ঘুগলকিশোর সিংহ, 101 কালীপদ ঘোষ, 102 কানাইলাল ধারা, 103 লক্ষ্মীকান্ত পাল, 104 লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, 109 রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 111 শ্যামলেন্দু রায়, 112 সুদর্শন বৈদ্য, 114 সুধীর রঞ্জন সেন, 115 তপনকুমার ভট্টাচার্য, 116 তারাপদ পাল, 118 রঞ্জিত কুমার সিংহ, 120 উদয়শঙ্কর মজুমদার, 121 অরুণকুমার বৈদ্য, 122 প্রণবকুমার ঘোষ, 124 জ্যোতির্ময় চন্দ্র রায়, 125 প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, 128 সুব্রতরঞ্জন করাল, 130 শম্ভুনাথ ঘোষাল, N 2 অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়, N 3 বাণী ঘোষ, N 4 ভারতী ভট্টাচার্য, N 7 মঞ্জু চৌধুরী, N 9 সরোজিনী শ্রীনিবাসন, N 11 বিজেন্দ্রনারায়ণ গুহবক্সী, N 12 জিতেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী, N 13 মায়া সেনগুপ্ত, N 18 দুলালচন্দ্র বাজার, N 19 দুলাল ধর, N 20 মানবেন্দ্র গোস্বামী, N 21 মোহনলাল ঘোষ, N 22 রবীন্দ্রনাথ দাস, N 23 রমেশচন্দ্র বিশ্বাস, N 25 শিবেশ্বর রায়, N 26 নীলশ্রী মিত্র (দাস)।

সর্ব সমেত 159 জন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষার জন্য নাম রেজিষ্ট্রী করেন। পরীক্ষায় বসেন 144 জন পরীক্ষায় পাশ করেন 125 জন প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেন 50 জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করেন 75 জন, পাশের হার 86·8%

গ্রন্থাগার সংবাদ

মেদিনীপুর

তরুণ সংঘ (মধ্যহিংগলী)

গত ১৪।১১।৭৪ তরুণ সংঘের পরিচালনায় শিশু দিবস পালন করা হয়। শিশু দিবসে চিত্রাঙ্কণ প্রতিযোগিতা, ব্রতচারী নৃত্য ও গান, খেলাধুলা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠান শেষে শিশুদের আহার দেওয়া হয়।

পল্লীজ্যোতি পাঠাগার (কুকরাহাটি)

গত ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর জন্মদিন উপলক্ষে পল্লীজ্যোতি পাঠাগারের যুব কর্মীগণ পশ্চিমবঙ্গের দুর্গতদের ত্রাণ সাহায্যের জন্য রোড কালেকশান অভিযানে নামে, ঐদিন সংগ্রহের পরিমান ৫১ টাকা ছিল এবং সমস্ত টাকাটাই রাজ্যপালের হাতে অর্পণ করা হয়।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগার (তমলুক)

গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে জেলা গ্রন্থাগার ভবনে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় পতাকার নমস্কার, শ্রীঅরবিন্দের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। ২৮শে আগষ্ট জেলা গ্রন্থাগারে অরবিন্দ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নানাবিধ অনুষ্ঠান করা হয়।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মালদহ

প্রগতি সংঘ হরিপুর :—

বিগত ১০ই সেপ্টেম্বর প্রগতি সংঘের ১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সংঘের বার্ষিক বিবরণী পাঠ করা হয় এবং সাক্ষরতা বিষয়ে সেমিনার হয়।

হাওড়া

সংস্কৃতি (চাকপোতা)

বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর সংস্কৃতির উদ্যোগে চিনি দিবস পালন করা হয় পথ সভার মাধ্যমে। পথ সভায় চিনির ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হয়।

কলিকাতা

মুজাফ্ফর আহমোদ পাঠাগার

বিগত ৫ই আগষ্ট বিকেল ৪টায় ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পুরোধা মুজাফ্ফর আহমদের ব্যক্তিগত সংগৃহীত সমস্ত পুস্তক ও অন্যান্য মুদ্রিত পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে 'মুজাফ্ফর আহমদ পাঠাগার' নামে একটি গ্রন্থাগার ৭৯/৩এ জগদীশ চন্দ্র বসু রোডে স্থাপিত হয় এই গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করেন ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী) র সাধারণ সম্পাদক পি, সুন্দরাইয়া।

English abstracts

Volume 24 No. 7—8 Oct.—Dec .'74

Twentieth century Library Movement in Bengal and role of Bengalis by **Pramil Chandra Bose.**

A lecture delivered at BLA in memory of Sushil Kumar Ghosh, first Secretary of BLA. In first phase the author described the educational background of Sri Ghosh. Born at Calcutta in 1894, graduated from C. U in 1914. Sri Ghosh obtained Law degree in 1917. He had affinities towards literature and libraries. He joined to the Non-Coparation Movement launched by Gandhi in 1921. All Bengal Library Association was founded in 1925 at his initiative and he became Secretary of the Association. Which later renamed as Bengal Library Association. Sri Ghosh expired in 1964.

Objectives of the public libraries by **Ababuddha Ray**

This is an adaptation of the article in Bengali by F. M. Gardener. The author discussed about the report of a research group constituted by the Library Association, which deals with the objective and role of public libraries. The objective is to elevate economic, productive, scientific and cultural level of individual. The public library is to develop one's educational background and supply information, can play as a cultural centre and help to spend leisure. The fulfilment of the objectives either in diveolped country or in developing countries is questionable.

Presidential address of 31st Bengal Library Conference by **Bijaynath Mukherjee.**

The author describes the present plight of the public libraries in W. Bengal and narrates how public libraries are unable to perform their objective due to lack of library legislation and found education can not be spread among the poors without public libraries. Public libraries other than sponsored and Govt. libraries can not function well unless the Govt. extend its economic help. Libraries in educational institution are turned nothing but its accessories. Mass copying poses the problems of viability of these institutions. As a remedy author suggests library oriented education and allow the library to be its heart.

Calcutta Metroploitan Library System : a proposal by **P. B. Roy and P. Roychowdhury.**

States about the geographical and historical importance of Greater Calcutta along with the development and present condition of the public libraries. Emphasized on the problems regarding economic, organizational and spatial. Lack of volunary workers also reported ; to resolve this a planned programme is essential organisationally keeping a Central Metropolitan Library at the apex, there should be 4 District Libraries and under each District Library there are 100 Ward libraries. The Central Library deemed to have major administrative control over the other INTAMEL can play an important role in developing of Metropolitan Library throughout the world.

সাহিত্য সংসদ এর

রচনাবলী গ্রন্থমালা

মধুসূদন রচনাবলী

চিঠি ও ইংরেজি-সহ সমগ্র রচনা একখণ্ডে [২২·৫০]

দীনবন্ধু রচনাবলী

দীনবন্ধু মিত্রের সমগ্র রচনা একখণ্ডে [১৫·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস [১৭·৫০]। দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য অংশ [২২·৫০]।
তৃতীয় খণ্ডে সমগ্র ইংরেজি রচনা [১৫·০০]।

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

সমগ্র রচনা দুই খণ্ডে [১ম খণ্ড ১৫·০০, ২য় খণ্ড ১৭·০০]

গিরিশ রচনাবলী

পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত। [প্রতি খণ্ড ২৫·০০] পঞ্চম খণ্ড যন্ত্রস্থ।
প্রতি রচনাবলীতে জীবনী ও সাহিত্য কীর্তি আলোচিত।

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ

৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা

সহযোগী সম্পাদক—সুধীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ৯ ● ১৩৮১, পৌষ

গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বভারতীয় বেতনক্রম প্রসঙ্গে

গত বছর এপ্রিল মাসে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদে একটি চিঠি আসে যার বিষয় বস্তু ছিল দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীতে জাতীয় বেতন কাঠামো নিয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে ; উদ্যোক্তা ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, আমরা সে সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম ; এবং দাবী করেছিলাম পরবর্তী সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ব্যবস্থা করা হোক কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জটিল এবং এর ফলাফল সুদূর প্রসারী। আমাদের এই দাবী ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রহণ করে এবং স্থির হয় ভুবনেশ্বর সম্মেলনে এটি একটি অন্যতম আলোচ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কাশিয়াং সম্মেলনে বিষয়টি উপস্থাপন করে এবং বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ সৃষ্টিও সেখানে ছিল। কিন্তু বিষয়টি সঙ্গে সঙ্গে সমাধান করবার মত অবস্থা নয় আরও বেশী আলোচনার প্রয়োজন বলে সে সম্মেলনে অনুভূত হয়েছিল।

১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাস। শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে চলেছে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস ধর্মঘট হয়েছে, রেলওয়ে ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলেছে ভারত বন্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এই সময়েই জাতীয় বেতন নীতি সম্পর্কে প্রশ্ন ক্রমশ জনসাধারণের মনে জাগতে থাকে। লক্ষণীয়—ভারত সরকারের অধীন সংস্থাগুলির মধ্যে বেতনবৈষম্য বর্তমান। যেমন রিজার্ভ ব্যাংক, রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস, লাইফ ইনসিওরেন্স প্রভৃতি সংস্থার বেতন কাঠামো, সর্বোচ্চবেতন ও সর্বনিম্ন বেতন প্রভৃতির অনুপাত পোষ্ট অফিস, রেলওয়ের এবং প্রশাসনিক কর্মচারীদের সঙ্গে মেলে না। শুধু তাই নয়, ট্রেন, মাইনস, পোর্ট ও ডক প্রভৃতি কর্মচারীদের মধ্যকার বেতন পার্থক্যও উল্লেখ যোগ্য।

রাজ্য সরকারগুলির অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে একই ধরণের পদের জন্য নির্ধারিত বেতনের পরিমাণের পার্থক্য অনেকখানি। শুধু তাই নয় একই সরকারের শাসনাধীন বিভিন্ন পদগুলির বেতনক্রমের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব বর্তমান। উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন সেক্রেটারিয়েট ও ডাইরেক্টরেট এর কর্মচারীদের বেতন বৈষম্য। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের বেতনের পার্থক্য থাকা নীতির দিক থেকে বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই বৈষম্য সৃষ্টি যে হয়েছে এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রাইভেট সেক্টরের মধ্যে বেতন সামঞ্জস্য খুঁজতে যাওয়া বাতুলের কাজে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে এক অদ্ভুত ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। সরকারী প্রতিষ্ঠান, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে আছে আধা সরকারী ব্যবস্থা যে ব্যাপারে সরকার আর্থিক দায় দায়িত্ব বহন করেন কিন্তু প্রশাসনিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন। বে-সরকারীক্ষেত্রে সরকার আর্থিক অনুদান দেন কিন্তু কোন নীতি সৃষ্টিতে পরাঙ্মুখ।

১৯৬৯ সালে বেতনক্রম সংশোধনের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল, এবং তার রিপোর্টও বেরিয়েছিল কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত ঘোষ কমিটির আবির্ভাবে হয় টাকা বৃদ্ধি ঘটেছিল সরকারী কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ; কিন্তু প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষকদের বেতন আজ পাঁচ বছর হতে চলল

সংশোধিত হল না। আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আবার সেই হতাই রূপান্তর হয়ে গেল।

স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও বেতন বৈষম্য বিদ্যমান। শিক্ষকদের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বেতনের চেহারা দেখা গেলেও অশিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কোন Uniformity নেই। পঃ বঙ্গে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের মধ্যেও কোন মিল নেই। অধ্যাপকদের ক্ষেত্রে ইউ জি, সির অনুদানে একটা সুষ্ঠু জায়গায় আনার প্রচেষ্টা থাকলেও গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে অন্তত ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত কোন পরিচিতি জায়গায় আসে নি। শুধু টালবাহানাই দেখেছি শুধু সরকারী স্তরেই নয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রেও।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে চার ধরনের গ্রন্থাগারিক (উপ-গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিক সহ) বর্তমান। প্রথম—যাঁরা ইউ. জি. সি. আওতাভুক্ত হয়েছেন এবং এ্যারিয়ার টাকা পেয়েছেন; এঁরা ১. ৪. ১৯৬৬ সালের আগে কাজে যোগদান করেছেন, দ্বিতীয়: ইউ. জি. সি প্রবর্তিত শিক্ষাগত মান সম্পন্ন যাঁরা ১. ৪. ৬৬ পরে যোগদান করেছেন এবং ঐ বেতনক্রমের আওতায় আসেন নি, তৃতীয়: ঐ তারিখের পরে যোগদান করেছেন অথচ ইউ. জি. সি প্রবর্তিত শিক্ষাগত মান নেই। চতুর্থ: গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সাথে অন্য কোন বৃত্তির সংযোজন যেমন লাইব্রেরিয়ান কাম ক্লার্ক প্রভৃতি পদনাম ধারীরা যাঁরা ইউ. জি. সি বেতন-ক্রমের আওতা থেকে ঐ কারণেই বঞ্চিত। বর্তমানে আবার সরকার পরিচালিত কলেজগুলির গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগারিকদের অপেক্ষা কম, আবেদন, নিবেদনে কোন ফল হয় নি বা সু-বিবেচনার আশ্বাস পাওয়া যায় নি। সরকার, কলেজের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন নীতি স্বীকার করলেও মহার্ঘভাতার ক্ষেত্রে আবার ঐ একই নীতি থেকে বিচ্যুত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরা সহকারী গ্রন্থাগারিক পর্যন্ত ইউ. জি. সি বেতনক্রমের সুপারিশ মানলেও অন্যান্য গ্রন্থ যোগ্যতা সম্পন্ন, গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে কোন সুষ্ঠু বেতন নির্ধারণে অনীহা প্রকাশ করেছেন।

সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ১৯৫৪-৫৫ সালেও জেলা গ্রন্থাগারিকদের বেতন ছিল ২৫০ টাকা যখন কলেজ অধ্যাপকদের বেতন ছিল ১৫০ টাকা। অধ্যাপকদের আন্দোলনের ফলে ১৯৫৮-৬০ সাল নাগাদ তাদের বেতনে একটা সুষ্ঠু রূপের প্রয়াস দেখা গেলেও, মুষ্টিমেয় জেলা গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মীর আন্দোলনহীনতায় শুধু-মাত্র অর্থনৈতিক দিক থেকেই বঞ্চিত হলেন না বর্তমানে জেলা গ্রন্থাগারিকদের স্কুল শিক্ষকদের সমস্তরের পদমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে তাও অনেক টালবাহানার পর।

যে অবমাননার বোঝা চাপানোর প্রচেষ্টা তখন থেকেই সুরু হয়েছিল সে প্রচেষ্টা থেকে কর্তৃপক্ষ বিরত নন; যার উদাহরণ মেলে সাম্প্রতিক ইউ. জি. সি'র বেতনক্রম সংক্রান্ত সুপারিশ থেকে। এর ফলশ্রুতি হিসাবে একটি ঘটনাই সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে যে শিক্ষা কর্মীদের মধ্যে বিভিন্ন বেতনক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে পারস্পরিক বিচ্ছিন্ন-করণের প্রয়াস বিদ্যমান।

কিন্তু বেতন ব্যবস্থার বৈষম্য কি অনিবার্য ছিল? সুষ্ঠু বেতন নীতির প্রথম পরিচয় আমরা পাই ১৯৪৭ সালে; ত্রি-পক্ষীয় শ্রম সম্মেলনে, যেখানে মালিক-সরকার-শ্রমিক-দের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে সভাপতিত্বে ছিলেন শ্রীগুলজারি লাল নন্দা। সে সম্মেলনে সর্বসম্মতক্রমে গৃহীত হয়েছিল প্রয়োজন ভিত্তিক ন্যূনতম বেতন নীতি। যুক্তিগ্রাহ্য পরিবারের সংজ্ঞা, আয়তন ন্যূনতম দৈনন্দিন খাদ্যের ও বস্ত্রের পরিমান, বাসস্থান প্রভৃতি নির্মিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে তার মূল্য ছিল ১২৫ টাকা। আজকের বাজারে যার দাম ৬১৫ টাকার মত। সে নীতি প্রয়াসে অনীহা দেখা গেল মালিক স্তরকে; সরকার দুষ্কীভাব অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যার আদর্শ নিয়োগকর্তা হওয়া উচিত; তার মধ্যেও ঐ বেতন নীতি গ্রহণে ও প্রয়োগে শৈথিল্য বিরাজমান।

যার প্রমাণ মেলে তৃতীয় বেতন কমিশনের সুপারিশ-গুলিতে, যেখানে পঞ্চদশ শ্রম সম্মেলনের ভিত্তিতেই আঘাত করেছে আপাতমধুর কথার আড়ালে।

সুতরাং গ্রন্থাগার কর্মীদের সর্বভারতীয় সুষ্ঠু বেতনক্রম সম্পর্কে আলোচনা যে গত বৎসর শুরু হয়েছিল সর্ব-ভারতীয় ভিত্তিতেই গ্রন্থাগার কর্মীদের এ সম্পর্কে আলোচনা করা এখনই প্রকৃষ্ট সময়। তবে বিষয়টি আলোচনা করার জন্য আলোচনা এ দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করলে মারাত্মক ভুল করা হবে, প্রয়োগের ব্যাপারেও এগিয়ে আসতে হবে, তার জন্য চাই সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন যার ফলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

* সুশীল চন্দ্র ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতাব্দী বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী

প্রদীপ চন্দ্র বসু

বঙ্গনগর, ধর্মতলা, ২৪ পরগণা

প্রথমার্দ্ধ : পটভূমি ও পূর্বাভাস

সংস্কৃতি ও গ্রন্থাগার

সংস্কৃতি কথাটি আজকাল শিক্ষিত সমাজে বেশ সুপ্রচলিত। কথাটা ব'লতে ও শুনতে যত সহজ এক-কথায় এর পূর্ণ পরিচয় দেওয়া অথবা এর সমগ্ররূপ প্রকাশ করা ততো সহজ নয়। শব্দটির আভিধানিক অর্থের সাথে জনমনে বৃত্ত ভাবার্থ মিলিয়ে বলা যায় যে সংস্কৃতি হ'চ্ছে সভ্যসমাজে মানস-চর্চা ও কর্ম-সাধনের দ্বারা লব্ধ জনগণের দেহ-মন-আত্মার উৎকর্ষ এবং মানসিক বিকাশের সমষ্টিগত রূপ। কোন সমাজ বা জাতির পূর্ণ সত্তার পরিচয় মেলে তার সংস্কৃতির মাধ্যমে। যে সকল উপাদান সংস্কৃতি সৃজনে সহায়ক আর যে সকল বস্তুকে অবলম্বন ক'রে সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করে সভ্য সমাজের গ্রন্থাগার এতদুভয়েরই অন্যতম। অর্থাৎ গ্রন্থাগার একাধারে সংস্কৃতির উপাদান, ধারক ও বাহক। দেশ ও সমাজের নানা অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে সংস্কৃতি, তার উপাদান এবং তার আধার বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়। কাজেই এই ঘাত-প্রতিঘাতের প্রভাবে কালের অগ্রগতির সাথে গ্রন্থাগারও এই বিবর্তন ও পরিবর্তনের পথ ধরে এগিয়ে চ'লে। তাই কোন দেশের অথবা কোন সময়ের গ্রন্থাগার আন্দোলন অনুনিরপেক্ষ এক আকস্মিক ঘটনা বা আন্দোলন হ'তে পারেনা। সে আন্দোলনের সাথে এবং তার পশ্চাতে তার পূর্ব ইতিহাস ও কার্য কারণ জড়িত থাকে। এই ইতিহাস ও কার্যকারণ সব সময়ে সুস্পষ্টভাবে স্বয়ং প্রকাশিত না হ'লেও আন্দোলনের উৎস ও গতিপথ সন্ধানে যথাযথভাবে অগ্রসর হ'লে তার হিসাব নিকাশ পাওয়া সম্ভব। বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনেরও হঠাৎ আবির্ভাব হয়নি। এই আন্দোলনের ও নিশ্চয় কার্য-কারণ ছিল। এই শতকের গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি নির্ণয়ের পূর্বে সেই কার্য-কারণের সন্ধান নেবার চেষ্টা করা যাক।

পাবলিক লাইব্রেরী অর্থাৎ সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব'লতে আজ যে ধরণের প্রতিষ্ঠান বুঝায় পূর্বে আমাদের দেশে তার অস্তিত্ব ছিলনা। সুলভে এবং সহজে পাওয়া যায় এমন মুদ্রিত গ্রন্থের অভাবে এবং শিক্ষার অনগ্রসরতার জন্যে সর্বজনীন গ্রন্থাগারের উৎপত্তি যখন এখানে হয়নি তখন যাত্রা, কথকতা, রামায়ণ গান ইত্যাদি সমাজে আনন্দ দান ও জ্ঞান প্রচারের কাজে গ্রন্থাগারের অভাব অনেকটা পূরণ ক'রতো। ইয়োরোপে মুদ্রা যন্ত্রের আবির্ভাব হয় পনরশ শতকের মধ্যভাগে। ভারতে মুদ্রণ শিল্পের জন্ম হয় তার অনেক পরে; এবং আরও পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষভাগে ১৭৭৮ সালে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষর মুদ্রিত হয়। কাজেই সে যুগে বিদেশে মুদ্রিত গ্রন্থ এদেশে কিছু থাকলেও এদেশে মুদ্রিত গ্রন্থের অস্তিত্ব ছিল না। ইয়োরোপীয়রা পনরশ শতকের একেবারে শেষ প্রান্তে অথবা কার্যতঃ ষোড়শ শতকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারতে আসতে থাকায়, অতঃপর ইয়োরোপে

মুদ্রিত কিছু কিছু গ্রন্থ নানা সূত্রে এখানে আসতে আরম্ভ করে। ক্রমে আগ্রহী ব্যক্তিদের উৎসাহ ও উদ্যোগে কিছুসংখ্যক মুদ্রিত বিদেশী গ্রন্থের সংগ্রহ নিয়ে বিদেশীদের ছোট ছোট গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হ'তে থাকে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনে পাশ্চাত্যদেশের প্রভাব

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের (ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষ জব চার্নক এর উদ্যোগে ক'লকাতা শহরের পত্তন হয়। তৎপরে এদেশে ক্রমে ক্রমে সুদৃঢ়ভিত্তিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরেরও ধীরে ধীরে শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে এবং অনতিকাল মধ্যে কলকাতা শহর সারা বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বাঙালীর কাজকর্ম ও জীবন যাপন প্রধানতঃ নিজ নিজ গ্রামের সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কৃষি ও কুটির শিল্প নির্ভর গ্রামগুলি তখন মোটামুটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ছিল। সংসারের প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহের জন্যে অথবা জীবিকা অর্জনের তাগিদে লোকের গ্রামের বাইরে যাবার প্রয়োজন বড় একটা ছিল না অথবা শহরের দিকে সেজন্যে তাকিয়ে থাকতে হ'তনা। অতঃপর এদেশে ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রয়োজনে এবং বাণিজ্যগত সুবিধার জন্যে জেলা শহর, মহকুমাশহর এবং অন্যান্য শহরের উৎপত্তি হ'তে থাকলে এই সকল শহরের রাজনৈতিক এবং অন্যবিধ গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। অন্যদিকে ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শে, সংস্পর্শে এবং সহায়তায় পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্প বাণিজ্যের তরঙ্গ এদেশে প্রবাহিত হ'তে আরম্ভ ক'রলো। সেই তরঙ্গের প্লাবনে এদেশের গ্রামীন জীবন ধারা বিবর্তিত হয়ে তা' শহরমুখী হ'য়ে উঠতে লাগলো এবং নবগঠিত কলকাতা শহর এই পরিবর্তনের কেন্দ্র ও ভিত্তিভূমি হ'য়ে দাঁড়াল। নতুন নতুন ভাবধারা ও কর্মচাঞ্চল্য কলকাতা শহরে উদ্ভূত হয়ে মফঃস্বলের শহরে শহরে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলেও বিস্তারিত হতে লাগলো। মফঃস্বলের এবং গ্রামের লোক কলকাতার জীবন যাত্রার অনুসরণ ও অনুকরণ প্রিয় হয়ে উঠলো। পাশ্চাত্যের প্রভাবে সৃষ্ট এই সকল আন্দোলনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ ও আয়োজনও দেখা দিল।

সে যুগে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার প্রয়াসী এদেশে অবস্থিত বিদেশী যাজক সম্প্রদায়ের অবদান অকিঞ্চিৎকর ছিল না। ধর্ম ও আনুসঙ্গিক বিষয়ের অন্যান্য বিদেশী গ্রন্থ সংগ্রহ করে তাঁদের নিজেদের এবং অন্যান্যের ব্যবহারের জন্যে তাঁরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে গ্রন্থাগার সৃষ্টি ও পরিচালনা আরম্ভ করেন। এছাড়া বিদেশীদের কেহ কেহ এদেশে অবসর কালে পাঠের এবং চিত্ত বিনোদনের জন্যে নিজ দেশ থেকে কিছু কিছু মুদ্রিত গ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে আসতেন। এই সকল বিদেশীদের ব্যক্তিগত রুচি, শিক্ষা, দীক্ষা ও প্রয়োজনে ছোট ছোট ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহ গ'ড়ে উঠতে থাকে। ক্রমে কোন কোন উৎসাহী লোকের ব্যবহারের জন্য ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চাঁদা মূলক গ্রন্থাগার স্থাপন করতে আরম্ভ করেন। এইভাবে প্রধানতঃ বিদেশীদের প্রয়োজনে ও প্রয়াসে এদেশে এধরণের সাধারণ গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী পণ্ডিত ও জ্ঞানানুরাগী প্রবাসীদের উদ্যোগে কলকাতায় জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানের উপযোগী এক গ্রন্থাগারও এখানে সংগঠিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ ও গ্রন্থাগার

উনবিংশ শতাব্দীকে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে নব জাগরণের যুগ হিসাবে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়। দীর্ঘ সুষুপ্তির পর জাগ্রত মানুষ নবীন উদ্যোগ ও উৎসাহে নানা কর্মভোগে প্রবৃত্ত হয়। বাঙালী জাতিরও দীর্ঘকালের নিদ্রাভঙ্গের পর উনবিংশ শতকে নবজাগরণ হয় এবং সুপ্তোত্থিত জাতির জীবনের সর্বক্ষেত্রে কর্মোদ্যমনা ব্যাপ্ত হয়। কর্ম প্রেরণার সাথে সাথে ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি এক কথায় সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রগতিমূলক নতুন নতুন ভাবধারার প্লাবন আসে এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় সর্বক্ষেত্রে সচেতন ও সক্রিয়ভাবে কর্মতৎপর হয়ে ওঠেন। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রও ওই সর্বব্যাপী কর্মতৎপরতার বাইরে ছিল না। ইতিপূর্বে জ্ঞান

আহরণ ও বিতরণের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রন্থাগার সভ্যজগতে নিজ আসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বাংলা দেশে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের ফলে নতুন নতুন গ্রন্থাগার সৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। বাংলাদেশে সকল আন্দোলন ও অগ্রগতির কেন্দ্রস্থল কলকাতা শহরে এবং সেখান থেকে ক্রমে অন্যান্য শহরে এমন কি দূরবর্তী অঞ্চলেও এদেশে এবং বিদেশে মুদ্রিত গ্রন্থের সমাবেশে আনুষ্ঠানিক গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠলো। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর পাড়া পাবলিক লাইব্রেরী প্রভৃতি দেশের নানাদিকে বহু লাইব্রেরীর সৃষ্টি হল। কাজেই বিংশ শতাব্দীর পূর্বেই বাংলাদেশে কতকটা ব্যাপকভাবে আধুনিক গ্রন্থাগারের আবির্ভাব হয়। বিংশ শতকের পূর্বে বাংলাদেশের নানাদিকে যে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছিল তার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক কারণে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অখণ্ড বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হয় এবং অখণ্ড বঙ্গদেশের পশ্চিমাঞ্চলের নাম পশ্চিম বঙ্গ এবং পূর্বাংশের নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়। দ্বিখণ্ডিত হবার পূর্বে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের হিসাব নিকাশ এক সূত্রে গাঁথা ছিল। ১৯৫২ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক সমগ্র বাংলা দেশের গ্রন্থাগারের এক নির্দেশিকা বা তালিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক প্রকাশ কালে পুস্তকে উল্লেখিত গ্রন্থাগারগুলির অস্তিত্ব ছিল। পুস্তকে উল্লেখিত নেই অথচ সে সময়ে অস্তিত্ব ছিল এরকম কিছু গ্রন্থাগার হয়তো তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তা ছাড়া পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পরে এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বেই বিলুপ্ত হ'য়েছে এরকম গ্রন্থাগার ও অনেক ছিল। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর গ্রন্থাগারের কথা বাদ দিলে দেখা যায় এই তালিকায় ৮৭৩টি সাধারণ গ্রন্থাগারের নাম আছে। এদের মধ্যে ১৭৩টি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাকালের উল্লেখ নেই। অবশিষ্ট ৭০০টি গ্রন্থাগারের মধ্যে বিংশ শতকের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৫৮। যে ১৭৩টি গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা কালের উল্লেখ নেই তার মধ্যে কিছু সংখ্যক গ্রন্থাগার বিংশ শতাব্দীর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল একথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। কাজেই এই তালিকা পুস্তক দৃষ্টে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে বিংশ শতকের পূর্বেই বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল।

পূর্ব বর্ণিত 'গ্রন্থাগার নির্দেশিকা' পুস্তকে উল্লেখিত গ্রন্থাগার গুলির তালিকা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে বিংশ শতকের পূর্বে প্রতিষ্ঠিত যে ৫৮টি গ্রন্থাগারের সুস্পষ্ট সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে ক'লকাতায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২০ এবং অবশিষ্ট ৩৮টি গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব ছিল ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। এই ৩৮টি গ্রন্থাগার ক'লকাতার সন্নিহিত ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলী, খুলনা, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলা ছাড়াও দূরবর্তী নোয়াখালি, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিং, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী, রংপুর, ত্রিপুরা প্রভৃতি নানা জেলায় অবস্থিত ছিল। কাজেই এবিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই যে বিংশ শতকের পূর্বেই বাংলাদেশে সাধারণ গ্রন্থাগারের আবির্ভাব হ'য়েছিল শুধু তাই নয় তার প্রতিষ্ঠা সহর ক'লকাতার সীমা ছেড়ে দূরবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত প্রসারিত হ'য়েছিল। বিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হ'লেও দেখা যায় বিংশ শতকে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিশেষভাবে প্রসার লাভ ক'রেছে। আন্দোলনের এই প্রসারতার কারণ কি তথা এই আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি কিরকমের এবার সে সম্বন্ধে আলোচনায় আসা যাক।

পূর্বে বলা হ'য়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের নবজাগরণ হয়। কোন শক্তির গতিবেগ স্বাভাবিক নিয়মে শক্তির উদ্ভবের পরেও অন্ততঃ কিছুকাল কার্যকরী থাকে। বাংলার নবজাগরণের ফলে বাংলাদেশে সৃষ্ট নানা ভাবধারা ও প্রগতিশীল আন্দোলনের শক্তি যা তরঙ্গায়িত ঊনবিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম ক'রে বিংশ শতকের প্রারম্ভেও জনচিত্তকে আলোড়িত ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল; এবং বিংশ শতকের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্ম ও আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও অধিকতর জোরদার করার পক্ষে সহায়ক

হ'য়েছিল। উনবিংশ শতকের এই শক্তির সাথে বিংশ শতাব্দীর নিজস্ব ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তর্নিহিত শক্তি মিলিত হওয়ায় দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক কার্যের উত্তরোত্তর প্রসার ও পরিবেশ বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। লোক চক্ষুর অন্তরালে নানাদিক থেকে শক্তি আহরণ ক'রে বিংশ শতকের প্রারম্ভে গ্রন্থাগার আন্দোলনও পুষ্ট ও বিস্তৃত হ'তে থাকে। এবং এই শতকের প্রথমদিককার অবস্থা পরিবেশ ও ইতিহাস গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দৃঢ়তর ও ব্যাপকতর আন্দোলনে পরিণত ক'রে তার গতিকে দ্রুততর ও শক্তিশালী ক'রে তোলে।

বিংশ শতকে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি

বিংশ শতকে গ্রন্থাগারের উত্তরোত্তর বিস্তার সাধনের গতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার নির্দেশিকা' থেকে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এই পুস্তকে প্রদত্ত তথ্য বিশ্লেষণে একথা পরিষ্কার ভাবে দেখা যায় যে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে অন্ততঃ ৪৫টি নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় এবং অন্ততঃ গ্রন্থটির প্রকাশ কাল পর্যন্ত তাদের অস্তিত্ব ছিল। ইহা ছাড়া আরও অনেক গ্রন্থাগারের ঐ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পুস্তক প্রকাশের কালের পূর্বে লুপ্ত হয়ে থাকার সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করা যায় না। পরবর্তী দশকে (১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত স্থাপিত গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ১১৯। তৃতীয় দশকে (১৯২১-৩০) ঐ সংখ্যা ছিল ১৬৩ এবং চতুর্থ দশকের (১৯৩১-৪০) সংখ্যা ছিল ৩০৯। অতঃপর ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যায়। ১৯০১ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত এই চার দশকের প্রত্যেক দশকে কলকাতা এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত নতুন গ্রন্থাগারের হিসাব এই রকম :—

নতুন গ্রন্থাগারের	কলকাতা শহরে প্রতিষ্ঠিত নতুন গ্রন্থাগারের সংখ্যা	বাংলা দেশের অন্যত্র প্রতিষ্ঠিত নতুন গ্রন্থাগারের সংখ্যা	সমগ্র বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত নতুন গ্রন্থাগারের মোট সংখ্যা
প্রথম দশক (১৯০১-১০)	১৬	৩৮	৪৫
দ্বিতীয় দশক (১৯১১-২০)	৩০	৮৯	১১৯
তৃতীয় দশক (১৯২১-৩০)	৭২	৯১	১৬৩
চতুর্থ দশক (১৯৩১-৪০)	৪৮	২৪১	৩০৯

পরিসংখ্যানের উপরোক্ত চিত্র থেকে দু'টো জিনিষ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়। প্রথমতঃ বাংলাদেশে নতুন গ্রন্থাগার সৃষ্টির সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হ'চ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই সময়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন শুধু কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজধানীর গণ্ডী অতিক্রম করে তারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই নির্দেশিকার আর একটা বিষয়ও লক্ষণীয়। সেটি হ'চ্ছে বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকের মধ্যে বাংলাদেশের কোন কোন জেলায় গ্রন্থাগারের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না কিন্তু চতুর্থ দশকে (১৯৩১-৪০) বাংলাদেশের এমন কোন জেলা ছিল না যেখানে গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের অভাব দেখা যায়। অর্থাৎ চল্লিশ বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ছড়িয়ে প'ড়েছিল। অতঃপর ১৯৬৩ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ পূর্বপাকিস্তানকে বাদ দিয়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গের এক 'গ্রন্থাগার নির্দেশিকা' (Library Directory) প্রকাশিত হয়। এই নির্দেশিকা থেকে জানা যায় যে এই সময়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৩৬২০।

বিংশ শতকে গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের কারণ

গ্রন্থাগারের সংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির এই হিসাব নিকাশ দেখে মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে বিংশ শতকে পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের এত প্রসারের কারণ কি? অন্যান্য কারণ বাদ্যত পূর্বে উল্লেখিত দু'টি প্রধান কারণের কথা মনে আসে। প্রথম কারণ উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের প্রভাবে বাংলাদেশের এবং বাঙালীদের নানাদিক কর্মচাঞ্চল্যের যে সাড়া পড়ে যায় তা' থেকে শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগার বাদ পড়ে নি। গত শতাব্দীতে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এইভাবে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা' পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে বিংশ শতকে পৌঁছেও সক্রিয় থাকে এবং এই শতকের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পুষ্ট ও প্রসারিত ক'রতে সাহায্য করে। দ্বিতীয় কারণ বিংশ শতাব্দীর নিজস্ব ঐতিহাসিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক এবং অন্যবিধ ঘটনাবলীর সংঘটন এবং তাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। প্রথম কারণের ঘটনার কালে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত কালের বহির্ভূত। কাজেই সে বিষয়ে এখানে আলোচনার অবতরণ নেই। অতঃপর দ্বিতীয় কারণ বিশ্লেষণে যে সকল ঘটনা ও উপলক্ষ্য দৃষ্টি গোচর হয় তৎসহ বিংশ শতকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কালানুক্রমিক আলোচনা করা যাক।

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিকতা

বীরেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

উপগ্রন্থাগারিক, বিশ্বভারতী, গ্রন্থাগার, বোলপুর, বীরভূম

মানুষের চিন্তা ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে কবে কোন যুগে কতকাল আগে তা আমাদের ধারণায় ধরা পড়েনি এখনো। কোন আদিকাল থেকে মানুষের চিন্তার ফল জ্ঞানের সাধনা সঞ্চিত হয়েছে বিচিত্র আধারে। সে সম্পদ দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ থেকেছে স্বজনদের মধ্যে; যুগে বা হারিয়ে গিয়েছে, বা কোন অন্ধকারে আছে আত্মগোপন ক'রে। মানুষের বদল হয়েছে, যাযাবর জাতি নানান পার্থিব অপার্থিব কারণে করেছে স্থান পরিবর্তন, মৃত্যুও অনেক প্রকাশ-প্রকল্পকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, স্তব্ধ করেছে দৈব দুর্যোগ। তার পরে একদিন আরেক যুগের মানুষ এসে অকস্মাৎ আবিষ্কার করেছে অতীত কালের গুপ্ত সম্পদ। এমনি করে আমরা পেয়েছি কলদীয়দের উচ্চ সভ্যতার পরিচয়, মিনেভের অপূর্ব গ্রন্থ সম্ভার, মিশরের পিরামিডে প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন: তুন হুয়াং-গুহার অতুলনীয় কীর্তির সন্ধান, অজন্তার শিল্পৈশ্বর্য। কিছু সভ্যতার গৌরবময় অতীতের উদ্ঘাটন। কিছু তার পাঠোদ্ধার হয়েছে কিছু এখনো হয়নি। রসেটা শিলালেখ যেমন আকস্মিক ভাবে লিখিত সামগ্রীর পাঠোদ্ধারে সহায়তা করেছে, অশোকের লিপিস্তম্ভ যেমন দিয়েছে লৈপিক বিবর্তনের নির্দেশ। তেমনি হয়তো একদিন সিন্ধুলিপিও থাকবেনা রহস্যের আড়ালে। অতীত এসে ধরা দেবে বর্তমানে।

একথা তাই সর্বতোভাবে সত্য, গ্রন্থ সম্পদ দেশ কাল বা জাতির গণ্ডি পার হয়ে যায়। সেকালের সামগ্রী হয়তো একালেও অনেকাংশে অধিকতর মূল্যবান হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগারের কাছে তাই মৃত বলে কিছু নেই। মানুষ মরে, জ্ঞান মরে না। সে সঞ্চারিত হয় নিত্য নতুনভাবে নতুন যুগে নব নব জীবনে। বাহ্যিক রূপ হলেও তার যে সম্পদ সঞ্চিত রইল তিব্বতে চীনে তা আজকের পণ্ডিতদের গবেষণার দিগন্ত প্রসারিত করে দিল। একথা আজকের জগতে আরো বেশি করে সত্য। হনলুলু বা কামস্কাটকায়, কিম্বা লণ্ডনে অথবা শিকাগোতে হয়ত একটি আপাত-নগণ্য পুস্তিকা প্রচারিত হল', কিন্তু সেটিই হয়ত খুলে দিতে পারে নতুন চিন্তার দিগন্ত। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার এক গ্রন্থাগার সম্মেলনে ইত্যাদির পীবো বিয়াপী যে মন্তব্য করেছিলেন তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। "আন্তর্জাতিকতা এবং পার-স্পরিক সহযোগ ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগারকে কেবলমাত্র স্মৃতির বা উজ্জীবনের ওষধিমাত্র হবার দুঃস্বপ্ন থেকে রক্ষা করবে যাতে গ্রন্থাগারিক শুধু যেন শবব্যবচ্ছেদের দপোজ হয়ে না ওঠেন।"

সে যুগের পুথিপত্তর গ্রন্থসম্পদ সঞ্চিত থাকত মঠে মন্দিরে, টোলে-আশ্রমে বৌদ্ধ যুগে, ন্যায়াদি চর্চার কালেও শিক্ষায়তনে বা পণ্ডিতদের বিদ্যালয়ে জমা থাকত পুথি। শিক্ষার্থীরা এসে বিদ্যা অর্জন করতেন। পুথি পত্তরের চলাচল ছিল না বলে, এবং বিদ্যাদানের বিস্তৃত কোনো ব্যবস্থা না থাকায় অনেকাংশেই স্মৃতির উপরে নির্ভরশীল অথবা জ্ঞানৌষধি প্রয়োগ উজ্জীবনের সাধিল ছিল না। একথা বলা যায় না। বিশেষ ক'রে একালের পরিপ্রেক্ষিতে সেকালের অনেক কিছুই যেন মৃত বা মুমূর্ষু। একালে বই চলাচল ব্যাপ্ত হয়েছে সারা বিশ্বে। নগণ্য কোনো স্থান থেকেও ভূপৃষ্ঠের অপর প্রান্তে চলে যাচ্ছে বই। শুধু বই এর মধ্যেও আবদ্ধ নেই জ্ঞানসামগ্রী। অনেক রকম মাধ্যম। কিন্তু এই চলাচল যদি সুষ্ঠু ধারায়

সম্পন্ন না হয় তাহলে জ্ঞান বা গবেষণার কোনো এক পর্যায়ে ঘাটতি থেকে যেতে পারে অবশ্যই। অথচ গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্পদ আবশ্যিক ভাবেই সর্বাগ্রে সেবা করবে নিজ নিজ অঞ্চলের, নিজের দেশের এবং নিজের জাতির। কিন্তু জাতিগত পর্যায়ে যদি সেবাক্ষেত্র আবদ্ধ হয়ে থাকে, অন্যান্য জাতির মধ্যে বিস্তার না পায় তাহলে স্বভাবতই স্মৃতির সম্পদ বা উজ্জীবনের ওষধিমাত্র হয়ে থাকবে গ্রন্থাগার। সে ভয় এড়ানো কঠিন। এড়িয়ে চলবার একমাত্র উপায় গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিকীকরণ।

এই প্রয়োজনের কথা পশ্চিম ভূখণ্ডের বিদ্যাবিদ ও গ্রন্থবিদদের মনে হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতেই; এবং দেশে দেশে যোগাযোগ স্থাপন ও গ্রন্থাগার সম্মেলন ইত্যাদির মাধ্যমে, দেশভিত্তিক—এমন কি আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের প্রচেষ্টায় তাঁরা দিয়েছিলেন এর রূপায়নের গুরুত্ব। যেমন আমরা দেখতে পাই ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে আহূত আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচীকরণ সম্মেলন, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন গঠিত এক আন্তর্জাতিক পারস্পরিক সংযোগ সমিতি, অথবা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার সেন্ট লুইস শহরে আহূত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলন। ছাপাখানার প্রবর্তনের পর থেকেই সারা বিশ্বে যেভাবে গ্রন্থসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তার ফলে কোনো বিশেষ দেশের মধ্যে যেমন তেমনি নানান দেশের মধ্যেও এই বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলবার প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠল। গ্রন্থাগার স্থাপন এবং গ্রন্থাগারগুলির ব্যবস্থাপনায় গ্রন্থতালিকা, গ্রন্থপঞ্জী প্রভৃতি প্রণয়নের পরিকল্পনা প্রস্তুত করার কাজ শুরু হ'ল। দেশে দেশে যাতায়াতের পথও সুগম হতে লাগল, দ্রুততর হ'ল। গ'ড়ে উঠতে লাগল আন্তর্জাতিক ঐক্যবোধ। দেখা দিল বিভিন্ন সংস্কৃতির পরিচয় পাবার আকাঙ্ক্ষা। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানবচেতনা, সাংস্কৃতিক সাযুজ্যবোধ, জনসমক্ষে সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ কি ভাবে সূক্ষ্ম চেতনা-প্রবণ মনে ধরা দিয়েছে তার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন দেশে নিয়মতান্ত্রিক শাসন প্রণালীর প্রবর্তনের সংবাদে রামমোহন রায় কর্তৃক কলকাতার টাউন হলে সানন্দ উল্লাসে প্রদত্ত এক ভোজসভা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেশগুলি শ্রেণীভেদের যুগে আঘাত করেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তা যেন রূপে গিয়েছে ছিন্নভিন্ন। সারা দুনিয়ার জীবনযাত্রা এমনই এক সূত্রে বাঁধা যে আজকে ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ বাঁধলে বাঁকুড়ার কেরোসিনের দাম বেড়ে যায়। দুই মহাযুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে দেশ-বিদেশের অর্থনীতিক সাংস্কৃতিক যাতায়াত প্রায় বিলুপ্ত। গ্রন্থাগার সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, তাই বিশ্ব সংস্কৃতি-চেতনা থেকে বিযুক্ত থাকতে পারেনা। সংস্কৃতির বাহন হিসাবে গ্রন্থাদি জ্ঞানসামগ্রীর খোঁজ খবর রাখতে হয়, সেগুলি সংগ্রহ করতে হয়, সাজাতে গুছাতে এবং বিলি ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করতে হয়। তাই নানাবিধ সমস্যার সমাধান ক'রে সরলীকৃত সূত্রে এগোন করবার জন্য ভাবতে হয়। এই সংক্রান্ত বাধা বিপত্তি পরস্পরা কিভাবে এড়াতে পারেন, বিদ্যা ব্যক্তিগত বা জাতিকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে কিনা,—সেসব দূর করবার কী উপায়, গ্রন্থপঞ্জীর সরল সূত্র এবং আন্তর্জাতিক উপস্থাপনের পথ কী, ইত্যাদি প্রশ্ন আজকের গ্রন্থাগারিককে পীড়িত করে।

যে কোনো দেশেরই গ্রন্থাগার দেশ বিদেশের বইপত্র নিজ সংগ্রহভুক্ত করা মাত্রই স্বীয় দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্দেশিক ভাবের লেন দেনের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। ভৌগোলিক দূরত্ব আজকের দিনের দ্রুত যানবাহনের কল্যাণে ক'মে গিয়েছে। ফলে দেশে দেশে শিক্ষালাভ ও গবেষণার ব্যাপারে এবং সম্মেলনাদিতে যোগদানের ব্যাপারে সুবিধা বেড়েছে, বেড়েছে মানুষে মানুষে সমঝোতা। জ্ঞানের সীমানা শুধু আদর্শগত ভাবেই নয়, ব্যবহার গত ভাবেও বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু তবু তো ব্যক্তিক যোগাযোগই প্রধান নির্ভর হয় না, হওয়া সম্ভবও না। তাই জ্ঞানসামগ্রীর আদান-প্রদান স্বভাবতই প্রথম স্থান নিয়ে আছে। এজন্য ব্যক্তির ভূমিকার চেয়েও গ্রন্থাগারের ভূমিকা কেবলমাত্র অধিক গুরুত্বপূর্ণই নয়, প্রধানতম নির্ভর। গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) প্রণয়ন, তার

সংকলন (Abstract) এবং নথি নিবেশের (Documentation) মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষার্থী ও গবেষকদের সাহায্য করে।

মানুষ চালে-চলনে, পারস্পরিক সৌহার্দে সমধর্মতায় সার্বজনীনতা আনতে পারেনি। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আনতে পেরেছে সার্বজনীন বোধ। খুবই সুখের কথা রাজনীতিতে বা সামাজিক জীবনে মানুষ পরস্পরকে সন্দেহ অবিশ্বাস করলেও, পরস্পরের মধ্যে ভেদাভেদের ভাব রাখলেও জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে সে ভাবের আমদানি করেনি। রেষারেষি থাকলেও ভেদ-বিভেদ নেই। মানুষ বোঝেনি তারা একই শ্রেণী থেকে উদ্ভূত, একই তাদের ধারা, বিভিন্ন ধর্মের মোহে বা বিভিন্ন জাতিত্বের গর্বে একে অন্যকে অবহেলা করেছে,—নস্যাৎ করেছে। কিন্তু জ্ঞানের মধ্যে যে শ্রেণীভেদ নেই এই সত্য তার কাছে ধরা পড়েছে। তবু ও নিজ নিজ স্বার্থে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতটুকু কাজে লাগাবার ব্যাপারে মানুষ রেষারেষির মধ্য দিয়ে সৃষ্টি করছে গোপনতার। তবে সেটা স্বতন্ত্র অধ্যায়।

বিজ্ঞান সাধনার প্রথম যুগে আমরা লক্ষ্য করেছি কোনো দেশের বৈজ্ঞানিক সাধনা লব্ধ ফল তিনি প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন বিশ্বের বৈজ্ঞানিক সমাজের কাছে। অন্য কোনো দেশের বৈজ্ঞানিক তারই ভিত্তিতে গবেষণাকে আরো এগিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক চিত্র কিছুটা স্বতন্ত্র। নানা কারণে বৈজ্ঞানিক সূত্রাবলীর সঙ্গে সর্বজনের পরিচয়ে বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এসব বাধা দূর করবার উপায় বার করা উচিত। তাছাড়া, বৈজ্ঞানিক সামগ্রীরও দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রতি পনেরো বছরে দ্বিগুণিত হয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রকাশন। ভবিষ্যতে এই বৃদ্ধি হয়ত ঘটবে চক্রবৃদ্ধি হারে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আন্তর্জাতিক এমন কোনো সংস্থা থাকা দরকার, এবং ঐ সঙ্গে বিভিন্ন দেশে এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে দেশ বিদেশের গবেষকগণ প্রয়োজন হলেই সংশ্লিষ্ট সংবাদ পান। সমস্যা সৃষ্টি করে অবশ্য আর্থিক সামর্থ। উপযুক্ত কর্মী মেলাও দুষ্কর। আমাদের দেশে তো এ দুটি সমস্যাই প্রবল। সমাধানের কথা ভাবতেও এখনো কতকাল লাগবে তার স্থিরতা নেই। গ্রন্থপ্রকাশের সংখ্যাবৃদ্ধি সমস্যা বটে, তবে তাদের সমস্যা তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অগ্রসরমান দেশগুলির নিজ নিজ ভাষায় প্রকাশিত হয়। একদাগে ভাষার সংখ্যা তবু সীমিত ছিল ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি কয়েকটির মধ্যে। কেননা আধুনিক যুগে অগ্রগতির রাজত্বটা ছিল পশ্চিম গোলার্ধেরই প্রায় একচেটিয়া। এখন সেখানে এসে আসন ক'রে নিয়েছে রুশ, জাপানী, চীনা প্রভৃতি ভাষাও। সে সব দেশও আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আর পিছিয়ে নেই, অনেকাংশে এগিয়েও আছে। এবং আশাও এখন আর নিশ্চয়ই অলীক নয় যে ভারত প্রভৃতি দেশও এবিষয়ে জগৎ সভায় আসন ক'রে নেবে।

এই থেকেই তাই এসে পড়ে অনুবাদের প্রসঙ্গ। এক দেশের গবেষণা আরেক দেশে প্রচারের জন্য, জ্ঞানের সমস্যার সূত্রে বিবিধ পাঠ্য পুস্তকাদির থেকে বিদ্যালাভের জন্য এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বই পত্রের অনুবাদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ কাজের একটা অসুবিধা দেখা দেয় দেশ ভেদে পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগের ব্যাপারে। অনেক শব্দ বা নাম আছে যার অনুবাদ হয়না, বা হলেও অর্থ সহজবোধ্য হয় না। তাছাড়া চীনা প্রভৃতি ভাবভিত্তিক ভাষায় অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভবও হয়ে পড়ে, অথবা ঐ সকল ভাষা থেকে ভাষান্তরের কাজও হয়ে পড়ে যায় অসম্ভবের কোঠায়। আমাদের ভাষায় যেমন দেখা যায় বহু বিদেশী শব্দ মিশিয়ে গিয়েছে, তেমনি অন্যান্য ভাষাতেও হয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগসূত্রের কথা ভেবে বৈজ্ঞানিক বা আনুষঙ্গিক শব্দাবলী কিছু পরিমাণে অবিকৃত রাখার চেষ্টা করা যায়। অনেক সময়ে মাতৃভাষার অভিধানও শব্দ সংগ্রহে অনীহার সৃষ্টি করে। আবার একথাও ঠিক মাতৃভাষায় শিক্ষিত না হলে অনেক অংশই গভীর ভাবে বুঝবার অন্তরায় হবে। ভারতীয়,রাষ্ট্রভাষা মাতৃভাষার অতিরিক্ত

উৎসাহীদের প্রচেষ্টায় যে ভাবে পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি হচ্ছে তার ফলে কেবলমাত্র শব্দ শিক্ষার জন্যই বুঝিবা স্বতন্ত্র পাঠক্রমের ব্যবস্থা করতে হবে এরকম মনে করা বিচিত্র নয় বলেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা। সম্ভবত অন্যান্য দেশও এসমস্যার সম্মুখীন হয়েছে বা হবে। তার আগেই যদি কোনো আন্তর্জাতিক সূত্র বেরিয়ে যেত তাহলে জ্ঞানমার্গে বিচরণের অবস্থা বিধান হয়ত হতে পারে সহজতর। আন্তর্জাতিক ভাষা—সে এসপারান্তোই হোক—গৃহীত হয়নি। গৃহীত হয়নি ওয়েনডেল উইলকি বা পূর্ব সূরী কারো One world or এক-বিশ্ব প্রকল্প। তবে সাম্প্রতকালের পারস্পরিক হানাহানির মধ্যেও যেভাবে সমঝোতা ও ঐক্যবিধানের প্রয়াস চলছে, বিপরীত প্রকৃতির যেটনের মধ্যেও লীগ অফ নেশনসের পরে ইউনাইটেড নেশন্‌স্ কর্মধারায় যতটা অগ্রগতি এসেছে, তা'তে এমন আশা কেনই বা রাখবনা যে এমন দিন আসবে যখন ঘুচি বা বিশ্ব এক বৃহৎ সংযুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

রাষ্ট্রগত ভাবে যাই হোক বা না হোক, ঐক্য ও স্বাধীনতার সন্ধানে আরো টুকরো দেশের সৃষ্টি হতে থাকুক বা না থাকুক, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ঐক্যবোধ অনেক দূরে এগিয়েছে তার প্রমাণ আমরা আজকের দুনিয়ার নানাভাবে পাচ্ছি। এই সূত্রে জাতি সঙ্ঘের অন্যতম সংস্থা জাতি সঙ্ঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিভাগের—অর্থাৎ ইউনেসকোর নাম করা যায়। এর নীতি বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও পারস্পরিক সমঝোতার বিষয়ে সহায়তা, জনশিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে উদ্যোগ, শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্যবোধ নিয়ে আসা এবং সারা বিশ্বের পুস্তকাদি সম্ভারের সংরক্ষণাদি প্রকল্প নির্দিষ্ট করা, পার্বদেশিক ভিত্তিতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত সামগ্রীর ব্যবহারে সকল জাতি ও শ্রেণীকে সুযোগ করে দেওয়া। যে কোনো দেশের গ্রন্থাগার আপন পরিবেশের অনুকূলেই কাজ করবে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। এক দেশের গ্রন্থাগারের সঙ্গে অপর দেশের গ্রন্থাগারের পার্থক্য থাকবেই। সুতরাং সরলীকৃত কোনো ইউনেসকো সূত্র এব্যাপারে কাজ করবে এমনটা ভাবা যায় না। তাই একটা বিশেষ ধারা ধরে নানাবিধ কার্যকরী প্রকল্প নানান দেশের গ্রন্থাগারে চালু করা যায়, গবেষণা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা যায় যাতে গ্রন্থাগার-গুলি স্থানীয় অবস্থা ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কার্যক্রম স্থির করতে পারে। স্থানিক উন্নতিই আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে; দূর দূরান্তরে বহন করে নিয়ে যায় চিন্তাধারা। জন-গ্রন্থাগারগুলিকে কেবল মাত্র সাধারণ বা জনপ্রিয় শিক্ষা সংস্কৃতির সংস্থা হিসেবে না ভেবে উচ্চতর শিক্ষা বা গবেষণার সাহায্যে প্রবৃত্ত করা সম্ভব, সম্ভব গ্রন্থপঞ্জী ও নথিকরণের কাজে লাগানো। পঞ্জীকরণের কাজ আন্তর্জাতিক লেনদেনে অবদান রাখে সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। দেশগত ভাবে গ্রন্থপঞ্জী এবং সার সংকলনাদির কাজ আন্তর্জাতিক জ্ঞান পরিমণ্ডলের উপকরণের কাজ করে। এককালে আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পঞ্জীকরণের প্রয়াস হচ্ছিল, তার নিদর্শন Union list of serials, World List of Scientific Periodicals, Index bibliographicus প্রভৃতি প্রয়াসে। উচ্চমানের প্রয়াস নিঃসন্দেহ। কিন্তু জাতিক ভিত্তিতে গ্রন্থপঞ্জী প্রস্তুত না হলে আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জী হয়ে পড়ে মূল্যহীন, অন্তত মূল্যহানি হয়-তার। পুরানো পার্বদেশিক সাধারণ গ্রন্থপঞ্জীর প্রচেষ্টা পাল্টে আজকাল জাতিক উদ্যোগে সমবায় গ্রন্থপঞ্জীর কাজই বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছে। এর মধ্যে অসুবিধার দিক অবশ্য আছে। এক এক দেশের অবস্থা এক এক রকম। সুইডেনে যেমন বেশ শতক ধরেই খুটিনাটি রকমের পঞ্জী তৈরী হয়ে আসছে, কিন্তু চীন, ভারত প্রভৃতি দেশে তা নেই। অথবা যেমন ফরাসী সাহিত্য বর্ষের সঙ্গে অন্যেরই তুলনা হয় না। ফ্রান্সে একই সঙ্গে দুটো জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণীত হয়ে চলেছে। অনেক দেশে একটিও নেই। সুতরাং পার্বদেশিক ভিত্তিতে গ্রন্থপঞ্জীর কাজে ভারসাম্য রক্ষার দায় থেকে গুরুতর।

জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী দেশ বিশেষে সীমাবদ্ধ হলেও বহু ভাষার বই অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, ভাষাবিশেষে সীমাবদ্ধ হলেও বিভিন্ন দেশ ভিত্তিক হতে পারে, দেশ বিশেষে প্রকাশিত হলেও অন্য দেশে লিখিত ও প্রকাশিত উক্ত দেশ সংক্রান্ত বই অথবা দেশান্তর্গত লেখক কর্তৃক লিখিত বিদেশে প্রকাশিত বই তালিকাভুক্ত করতে পারে। আবার উন্নত দেশ এবং অনুন্নত বা উন্নতিকামী দেশের গ্রন্থপঞ্জী এবং পশ্চাৎ-প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী বা পত্রিকা পঞ্জী আরেক ধরণের সমস্যার সৃষ্টি করে।

সমবায় পদ্ধতিতে গ্রন্থসংগ্রহ এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের কাজ গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে যেসব যেমন পারস্পরিক সহায়তা ও পরিপূরকের কাজ করতে পারে তেমনি দেশ-বিদেশের বিস্তৃত ক্ষেত্রেও ঐ একই সহায়তার কাজ করতে পারে। রক্ষণাবেক্ষণ সমস্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও দুনিয়ার গ্রন্থাগারগুলির কিছু অতিরিক্ত করণীয় প্রকল্প থাকে। কতকগুলি সমস্যা এবং কিছু প্রকল্প দেশে দেশে ভিন্ন রেখে চলে। গ্রন্থাগারগুলির উপরে প্রায়শই নানাবিধ বইয়ের চাপ এসে পড়ে, পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে বাধা আসে, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়ে যা। স্থানীয় বা প্রতিবেশী গ্রন্থাগারসমূহ যদি জোটবদ্ধ ভাবে কাজ ক'রে যায় তাহলে সমস্যা সমূহের যেমন যৌথ সুরাহা করা চলে তেমনি কাজের ধারাতেও সামঞ্জস্য রেখে চলা যায়। গ্রন্থাদি সামগ্রী এযুগে এমন ব্যাপকতা লাভ করেছে যে জোটবদ্ধতাও দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ ক'রে রাখলে চলছে না। আর্থিক সমস্যা, কর্মী-সমস্যা, দৈনন্দিন কাজের দ্রুতিকরণ, শ্রম ও আনুষঙ্গিক সম্ভারের সজ্জা, তালিকা ও পঞ্জীকরণ, প্রসঙ্গনির্ণয় ও সূত্র সন্ধান প্রভৃতি সমস্যাগুলি সারা দুনিয়ার গ্রন্থাগারে অভিন্ন ধরণের। তাছাড়া যুগটা এখন বিশেষজ্ঞতার। বিশেষজ্ঞতা-ভিত্তিক প্রকল্প স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণের ব্যবহারিক অসুবিধা থাকে। সেজন্য গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কাজ ভাগাভাগি ক'রে নিলে দায়িত্ব পালনের কৃতিত্ব বাড়ে। গ্রন্থাগারিকদের জগতে অভিন্নতা আছে জ্ঞান ও কুশলতার ক্ষেত্রে, উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সাধনে, পারিপার্শ্বিক সমাজের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিতে, এবং স্বার্থ-সাযুজ্যে। এই সকল ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগ ও ঐক্যসূত্র বজায় রাখা চলে। দেশযুগের সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা পুরোপুরি ঘুচে গিয়েছে। এযুগে তা ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের এ প্রান্তে ও প্রান্তে। সেই সংস্কৃতি-বিকিরণ ও সমন্বয়ের প্রতিফলন গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারিক সেই আন্তর্জাতিক ধারা অনুসরণ ক'রে চলেন; গ্রন্থাগার হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র। কাজে কর্মে নানা কারণে যে সকল বাধা ও সীমাবদ্ধতা দেখা দেয় তা বিদূরিত হতে পারে পারস্পরিক সহযোগে, পারস্পরিক সমস্যা বিনিময়ে ও সমাধান প্রচেষ্টায়।

সমবায় ভিত্তিতে গ্রন্থাগারগুলিকে গড়ে তুলতে এক অঞ্চলের বা এক দেশের গ্রন্থাগারিক হয়ত বিশেষ কোনো বিষয়ের গ্রন্থাদি সংগ্রহ করলেন, নিলেন তারই পঞ্জী ও সার সংকলনের প্রকল্প, তেমনি অপর অঞ্চলের বা অপর দেশের গ্রন্থাগারিক ভার নিলেন অন্য একটি বিষয়ের। এই ব্যবস্থায় কাজের চাপ বিভক্ত হয়ে যায়, অর্থ ও কর্মী সংগ্রহের অসুবিধা দূর হয়, কর্ম সম্পাদন নিপুণ হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুস্তক-ঋণ, প্রতিলিপি, চিত্রানুলিপি, অণুচিত্রলিপি প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করবার ভার থাকে সংগ্রাহক গ্রন্থাগারের উপরে। এই জাতীয় দুটি প্রয়াসের উল্লেখ করা যায়—যেগুলির ভিত্তি আন্তর্জাতিক না হলেও বিশ্বজোড়া প্রশংসা অর্জন করতে পারে। একটি Farmington Plan, অপরটি Scandia Plan. ফার্মিংটন পরিকল্পনার জন্মস্থল আমেরিকার কানেকটিকাট রাষ্ট্রের ফার্মিংটন নামক স্থানে, যেখানে গ্রন্থাগারিকবর্গ ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে মিলিতভাবে স্থির করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত যাবতীয় গ্রন্থাদি সামগ্রী তাঁরা যৌথভাবে সংগ্রহ করবেন,—যাতে সংগ্রহে পরিপূর্ণতা আসে। কেননা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যেক গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রতিটি প্রকাশিত সামগ্রীর সন্ধান রাখা বা সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ফার্মিংটন প্রকল্পটি কার্নেগী কর্পোরেশনের বদান্যতায় চালু হয় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। প্রারম্ভে বাটটি গ্রন্থাগার

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্থির করে তারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত যাবতীয় বই যৌথ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করবে। এজন্য বিশেষ পুস্তকব্যবসায়ীর উপরে ভার থাকবে দরবরাহের কোনো কোনো গ্রন্থাগার দায়িত্বভাবে বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত বই সংগ্রহ করবে, কোনোটি করবে ভৌগোলিক ভাবে সংগ্রহ। এবং আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ-প্রকল্প চালু থাকবে এদের মধ্যে, যাতে প্রয়োজনমতো বই, প্রতিলিপি, চিত্রানুলিপি ইত্যাদি পেতে পারে অন্য গ্রন্থাগারগুলি। এভাবে বিশেষ গ্রন্থাগার বিশেষ সম্ভারের ভার পেয়ে সেগুলি চূড়ান্তভাবে সংগ্রহ ক'রে যায়, দেশের কোনো সামগ্রীই অজানিত ভাবে থেকে যায় না বা লুপ্ত হয়ে যায় না। এবং গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি প্রণয়নের মাধ্যমে গ্রন্থের অবস্থান বা সন্ধান ও কোনো গ্রন্থাগারেরই অজানা থাকে না। সংগ্রহ কেবলমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সীমাবদ্ধ হ'লেও নীতিগত ভাবে অন্তত এক গ্রন্থ বিদেশে প্রকাশিত বইও তারা সংগ্রহে রাখে এবং অনভিবিলম্বে তা অন্তর্ভুক্ত হয় জাতীয় সংযুক্ত পুস্তকসূচীতে, গবেষকরা পান এর সন্ধান এবং সদ্ব্যবহারের সুযোগ।

স্কান্ডিয়া পরিকল্পনা ও অনুরূপ একটি প্রকল্প স্কান্ডিনেভীয় দেশ নরওয়ে- সুইডেন, ডেনমার্ক ও ফিনলেণ্ডকে নিয়ে। সূত্রপাত ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে স্কান্ডিনেভীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে। সমবায় ভিত্তিতে যেসব গ্রন্থাগার প্রকল্পটির সভ্য তারা প্রকাশিত ও সংগৃহীত যাবতীয় বিষয়ের সহায়তা পায়, গবেষকরা এই সব দেশের যে কোনোটিতে প্রকাশিত পুস্তকাদি পেতে পারেন তাঁদের কাজের জন্য। প্রকল্পটি বিষয়-ভিত্তিক পদ্ধতির। গ্রন্থাগার বিশেষের উপরে ভার থাকে বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত যাবতীয় সংগ্রহের। বিষয়ের গুরুত্ব বা বিস্তৃতি বিচারে একাধিক গ্রন্থাগারও বিশেষ একটি বিষয়ের ভার নিতে পারে। এভাবে প্রায় একশো বিষয়ের ভার বিভক্ত হয়েছে সমবায়ী গ্রন্থাগারগুলিতে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার যাবতীয় পুস্তক সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির সন্ধানকেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে, গ্রন্থপঞ্জী ও তৈরি করে। আন্তঃগ্রন্থাগার ঋণ প্রকল্পও চলে নিজেদের মধ্যে।

ইউনেসকোর সহায়তায় এজাতীয় কিছু কাজের গোড়াপত্তন হয়েছে। এবং আরো অনেক কিছু করা ও অসম্ভব ব্যাপার নয়। সংস্থাটির উদ্যোক্তরা যে এই প্রকার তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। আধুনিক রাষ্ট্রভাষায় যেসব দেশকে অনগ্রসর বা অগ্রসরমান বলা হয়, বিশেষ করে সেসব দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে ইউনেসকো। যেসব নূতন রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছে বা নিচ্ছে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নানান উপচার নিয়ে। আন্তর্জাতিক আদানপ্রদানের উপকরণ হিসেবে আজ কাল প্রয়োজন বই, নথি (documents), দলিল (archives), আলোকচিত্র অনুচিত্র (microfilm) ইত্যাদি, এবং সন্ধান (information)। এগুলির বিস্তারে এবং সংরক্ষণে ইউনেসকো সব দেশকেই সাহায্য করে। বইপত্র সংগ্রহার্থে অনুদান দিয়ে। চলাচল শুল্ক-মুক্ত ক'রে দিয়ে, এমন কি বিনামূল্যে দিয়েও করছে সহায়তা। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অসুবিধা দূর করতে প্রবর্তন করেছে ইউনেসকো পুস্তক কুপনের। এই কুপনের জন্য বিদেশী বই কেনা অনেক সহজ হয়েছে।

নথি আজকাল দ্রুত অগ্রসরমান বিদ্যাক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে বৈজ্ঞানিক গবেষণা সূত্রে আবশ্যিক। পত্রিকা, পুস্তিকা, ইত্যাদি তো আছেই, ছোটখাট এক পাতার সামগ্রীও আছে এর মধ্যে। যেমন মানচিত্র, আলোকচিত্র, নক্সা, পত্রিকার কর্তিত অংশ, ইত্যাদি। এজন্য প্রতি দেশে নথিনিবেশ কেন্দ্র (Documentation centre) স্থাপন এবং আন্তর্জাতিক চলাচলে সাহায্যতা করে ইউনেসকো। প্রয়োজন হলে এই সংস্থা বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে প্রকল্প রূপায়িত করে। দলিলপত্র বা পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি যাতে সংরক্ষিত ও প্রচারিত হয়, সুষ্ঠু পদ্ধতিতে যাতে একাজ সম্পন্ন হয় সেদিকেও নিবদ্ধলক্ষ্য ইউনেসকো। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই গবেষক ঠিক পুরো দলিল বা নথি চাননা, নিজের কাজের জন্য যেটুকু অংশ দরকার তাই পেতে চান। সেজন্য সন্ধানসূত্রের পন্থা নিরূপণের

ব্যাপারেও ইউনেসকোর বিশেষজ্ঞদের কৃতিত্ব স্বীকার্য। এসব কারণে বিভিন্ন দেশের গুণীদের সমাবেশ ঘটিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থাও ক'রে থাকে।

ইউনেসকো থেকে গ্রন্থাগারের কাজ-কর্মে আন্তর্জাতিক ঐকাসূত্র স্থাপনের জন্য মাঝে মাঝে সর্বদেশীয় সমাবেশ আহূত হয়। এই সংস্থা প্রতি দেশে জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার উপরে জোর দেয়, এবং এজন্য আইনের সহায়তায় গ্রন্থসংগ্রহ প্রকল্পের সমর্থন করে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে নানাবিধ গ্রন্থও প্রকাশ করে যেমন, Bibiliogiaplic Services throughout the world (R. L- Collison), Bibliography of interlingual scientific and technical dictionaries, Directory of international scientific organisations, ইত্যাদি ইত্যাদি। একটি পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে.—UNESCO bulletin for libraries ইউনেসকোর কর্মক্ষেত্র আফ্রিকা, ইয়োরোপ, লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া প্রভৃতি সকল দেশে পরিব্যাপ্ত। এইসব অঞ্চলে বইপত্র উপহার দিয়ে গ্রন্থগৃহ পরিকল্পনায় সহায়তা করে, জনগ্রন্থাগার স্থাপনে অংশ নিয়ে, নথি ও অনুচিত্রাদির ব্যবস্থা করে, এবং সর্ববিষয়েই পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করে চলেছে ইউনেসকো।

আমরা জানি যে জগৎ জুড়ে এখন বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। যেমন, International Monetary Fund (I M F Washington, 1945), Universal Postal Union (UPU, Berne, 1874), World Bank (Washington, 1945,) World Meteorological Organization (WMO, Geneva, 1947), International Labour Organisation (ILO, Geneva, 1919), Food and Agricultural Organization (FAO, Rome, 1945), ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়া ইউনাইটেড নেশনসের অঙ্গ হিসেবে অনেক বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান তো আছেই। এদের সবগুলিতেই আধুনিকতম গ্রন্থাগার আছে এবং সেগুলির ধরণ এবং গঠন আন্তর্জাতিক। এদের বিশেষ কার্যক্ষেত্রের অনুকূল গ্রন্থসম্পদ এবং অন্যান্য সেবামূলক গ্রন্থাগারের সীমানাকে সারা দুনিয়ায় প্রসারিত করছে। গবেষণাদির ফল প্রচারিত হচ্ছে দেশে দেশান্তরে।

গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিক প্রভাব এবং জনসংযোগ প্রশ্নাতীত। পরিবর্তনের ব্যাপ্তি স্বভাবতই ঘটেছে একালের পরিপ্রেক্ষিতে। এজন্য গ্রন্থাগারেরও আন্তর্জাতিক সংস্থা গ'ড়ে উঠবে স্বাভাবিক ভাবেই। এজাতীয় সংস্থার অন্যতম International Federation of Library Associations প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। এটির উদ্দেশ্য বা নীতি জগৎ জোড়া গ্রন্থাগারের পারস্পরিক সহযোগ বৃদ্ধি, গ্রন্থাগার সমূহের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সূত্র ও পথ তৈরি করা, গ্রন্থপঞ্জী ইত্যাদি প্রকরণের প্রসারণে সহায়তা। এই সংস্থা থেকে Libri নামের একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। ভারতের IASLIC এটির সদস্য।

অনুরূপ আরেকটি সংস্থা International Federation of Documentation, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত। এই সংস্থা থেকেই UDC বা সার্বদশমিক বর্গীকরণ প্রকল্প চালু করা হয়। সংস্থাটির কাজ আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন ও সভা-সমাবেশ এবং প্রকাশনের মাধ্যমে নথিকরণের আন্তর্জাতিক প্রকল্প স্থির করা। Index Bibliographicus প্রকাশ করে এরাই। ভারতের IASLIC এই সংস্থার সংযুক্ত সদস্য।

আন্তর্জাতিক প্রসার প্রকল্প না নিলেও দেশ-বিদেশের কিছু সংস্থা আছে যারা গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রচারে ও বিস্তারে সাহায্য করে। যেমন United States Information Service, British Council, রুশ বিদেশী সাহিত্য প্রকাশন, ইত্যাদি। মূলত এদের কাজ নিজ নিজ দেশের বিবিধ বিষয় প্রচার। তবু এই সূত্রে তারা যে সব মানবিক কাজ করে, শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে আসে

তা উপেক্ষনীয় নয়। আমেরিকার মতো বৃহৎ ও শক্তিশালী দেশ প্রচারের আশ্রয় কেন নেয় সেটা রহস্যজনক মনে হতে পারে। সম্ভবত বিদেশে এদের প্রতি, এদের উদ্দেশ্যের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা আছে বা ভুল বোঝাবুঝি আছে ব'লে এরা মনে করে। তাছাড়া- যেখানে রাশিয়া বিনামূল্যে বা স্বল্পতম মূল্যে প্রচুর প্রচার সামগ্রী ছড়িয়ে দিচ্ছে নানা দেশে, চীনও যার সামিল হয়েছে, আমেরিকাও বেছে নিয়েছে সেই ব্যাপক পথই। রাষ্ট্রগত উপনিবেশ স্থাপনের যুগ এখন আর নেই, তবু অর্থনীতিক বা রাষ্ট্রীয় মতবাদ নিয়ে ঔপনিবেশিকতার প্রচেষ্টায় নেই ক্লান্তি। তবে একথা অনস্বীকার্য, USIS এর ক্রিয়াকলাপ, তার গ্রন্থাগার স্থাপন এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুস্তকাদি সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করা, নানারকম কৌতূহলোদ্দীপক প্রদর্শনীর আয়োজন করা এবং বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনা সভার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কাজ-কর্মের দ্বারা দিয়ে গ্রন্থাগারের সমীকরণ এবং জ্ঞানসামগ্রীর প্রচার-প্রসারের কাজ হচ্ছে। বৃটিশ কাউন্সিল ও বহুল পরিমাণে অনুরূপ কাজ করছে। এই ধরণের কাজকেও অবশ্যই গ্রন্থাগারের আন্তর্জাতিকীকরণের সম্মুখ ক্রিয়া বলা চলে।

সমাজ ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছে, সভ্যতার ইতিহাসে রেখে চলেছে স্বাক্ষর, জগৎ জোড়া আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে তার আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ। শিক্ষা ও সাক্ষরতার স্বাধীনতা এখন-র ব্যাপক স্বীকৃতি। কিন্তু বিশ্বের এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি বড়জোর এখনো পর্যন্ত পেয়েছে সাক্ষরতার সুযোগ। এর মধ্যে জনগ্রন্থাগারের বৃদ্ধি বা শিক্ষাক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের আশা এখনো স্বপ্নবৎই হয়ে রয়েছে বলা চলে। এমন কি প্রগতিশীল দেশেও এসব সুযোগ সকলে নিতে পারে না। বাধা অনেক। কোথাও নির্দিষ্ট আইনের অভাব, কোথাও সংস্কার বা রীতিগত বাধা। শ্রেণী-বৈষম্যও শিক্ষাপ্রসারে বাধার সৃষ্টি করছে। শুধু ভারতে বা প্রাচ্যেই নয়, প্রতীচ্যের দেশগুলিও এর থেকে মুক্ত নয়। বর্ণবিদ্বেষ আমেরিকার মানুষের অধিকারে বাধার প্রাচীর তুলেছে, আফ্রিকাকে ক'রে রেখেছে পশ্চাৎপদ, শ্রেণী-বৈষম্য আঘাত এনেছে ভারতে। সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ নীতির পাল্লায় প'ড়ে গ্রন্থাগারও মুক্ত ভাবে কাজ করতে পারছে না। আছে অগ্রগতির ফলশ্রুতে বিভেদ। আর্থনীতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যে সমতার অভাব এক দেশের মানুষ থেকে আরেক দেশকে বঞ্চিত ক'রে রাখছে। অভিন্নতার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করছে। এর ফলে গ্রন্থাগারগুলি বিস্তৃত ক্ষেত্রে কাজ করতে পারছে না, সীমিত প্রকল্পে থাকছে আবদ্ধ।

এছাড়াও আছে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা,—যার ফলে অভিন্নত্বে সাধ্যবোধ আসেনি। দেশে দেশে শুধু দেখাদেখিই নয়, হানাহানিরও শেষ হয়নি। এজন্য এক দেশের সঙ্গে আরেক দেশের সম্পর্ক বা যোগাযোগ সহজ থাকছে না। ভাষার বাধা, ব্যক্তিক বা গোষ্ঠীগত সম্মান চিন্তা, অর্থকৃচ্ছতা প্রভৃতি সবই মুক্তির ক্ষেত্রকে সংকুচিত ক'রে রেখে, খর্ব করে জীবনের মূল্যবোধ। গ্রন্থাদির লেন-দেন রাজনীতিক কারণেও ব্যাহত হয়। লৌহযবনিকা দেশ যাদের বলে তাদের অনেক বিষয়ই বাইরের জগৎ জানতে পারে না। বিচিত্র কারণে এক দেশের বইপত্রের অন্য দেশে নিষিদ্ধ-প্রবেশ। নিষিদ্ধ চিন্তাধারা নিষিদ্ধ মুক্তিপ্রয়াস। রাষ্ট্রীয় কারণে নানাভাবে গোপনতা অবলম্বন করা হয়। বিশেষত, ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো দেশের গবেষণার ধারা বা অগ্রগতির সূত্রাবলী গোপন রাখা হয়। সীমাবদ্ধ হবার বেষাবেষি যেমন তেমনি থাকে দেশজয়ের আকাংক্ষা। দেশজয় এখন আর ভৌগোলিক সীমানা-বিস্তারে আবদ্ধ নয়, জ্ঞান বিজ্ঞানে-আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিকে প্রভাব বিস্তার করবার প্রয়াস চলেছে। আনবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই ব্যাপার আরো বেশি ক'রে পরিলক্ষিত হয়। মানুষ অনেক বন্ধন থেকেই মুক্তি লাভ করেছে, মুক্তির সোপান ধ'রে এগিয়ে চলেছে মহামানবতার দিকে, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের দিকে। তবু আধিপত্যের লোভ ঘুচল না, আধিপত্যের ভয় গেল না। গোপনীয়তা স্তরের জন্ম দেয়, ফাটল ধরায় পারস্পরিক বিশ্বাসে। সামগ্রিক অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। ধাক্কা খায় আন্তর্জাতিকতার চিন্তা।

এই সকল ভেদাভেদ, লোভ, ভয়, ঈর্ষা, দ্বেষ দূর করবার জন্য শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন, সংস্কৃতির বিকাশ প্রয়োজন। সংস্কৃতি মানুষকে রুচিবান ক'রে তোলে, সুসভ্য ক'রে গ'ড়ে তোলে। শিক্ষা দূর করে মতান্ধতা, ঘুচিয়ে দেয় ভেদচিন্তা। গ্রন্থাগারের উদ্ভব এই প্রেরণা থেকেই। নিকট সমাজকে ব্যাপ্ততর করবার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের। কেননা শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রকাশ পায় যে সব মাধ্যমে সেগুলিকে নিয়েই গ্রন্থাগার গঠিত। গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিকতা তাই মানুষেরই আন্তর্জাতিক ঐক্যসূত্রের প্রবেশদ্বার। আজকের দিনে মানুষের অস্তিত্ব কেবলমাত্র দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকেই নিশ্চিন্ত বা সন্তুষ্ট হতে পারেনা, দেশান্তরেও আছে তার প্রাণ ভোমরা। গ্রন্থাগার সেই প্রাণকেই রাখে বাঁচিয়ে।

বৃত্তি-ভিত্তিক পদনাম : কয়েকটি প্রস্তাব

অশোক বসু

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা ৭০০০৩২

[গ্রন্থাগারে নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক মর্যাদা ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতন ও সংগঠিতভাবে উদ্যোগী হতে হবে। এখনও পর্যন্ত এই উদ্যোগ দ্বিমুখী : গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের জন্য ও গ্রন্থাগারকর্মীদের আর্থিক সুবিধার জন্য। এরই পাশাপাশি অতি প্রয়োজন বৃত্তি-ভিত্তিক পদনাম (Profession-based designation) প্রচলনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রথম থেকেই এটিকে অবহেলিত]

১ ভূমিকা

১১ অর্থনৈতিক আন্দোলনে গ্রন্থাগার কর্মীর ভূমিকা

সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের অবস্থা সমাজের অন্যান্য যে কোন শ্রমজীবী মানুষের মতই চরম হতাশা ব্যঞ্জক। গ্রন্থাগারিকরা পেশার শিক্ষা-কর্মীদের মধ্যে দ্বিতীয় সারিক। প্রথম সারিক অধ্যাপক-শিক্ষক ; তৃতীয় সারিক শিক্ষায়তনে নিযুক্ত অ-গ্রন্থাগারিক ও অ-শিক্ষক কর্মীবাহিনী। সংগঠিতভাবে নিজেদের মর্যাদা, আর্থিক ও সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম সারিক যতখানি সচেতনভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ এবং উদ্যোগী সে-তুলনায় অপর সারিক গ্রন্থাগার কর্মীরা সমাজে তাঁদের যোগ্য ভূমিকা সম্বন্ধে অদ্যাবধি সচেতন নন। যেকোন সচেতন পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনন্য ও অপরিহার্য এবং গ্রন্থাগারকর্মীর ভূমিকা অবশ্যই অধ্যাপক-শিক্ষক-গবেষকের সহযোগী হিসেবে।

১২ গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনে অনীহা

অধ্যাপক-শিক্ষকরা তাঁদের আর্থিক-সামাজিক উন্নতি ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আজ যে সাফল্য এনেছেন, গ্রন্থাগারকর্মীরা তার থেকে অনেক পিছিয়ে। এর প্রধানতম কারণ তাঁরা নিজেরাই। তাঁরা সংগঠিত নন। আত্মপ্রতিষ্ঠায় বা সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহী ও উদ্যোগী নন বলেই আজও গ্রন্থাগারকর্মীরা সমাজে নিজেদের স্থান সুদৃঢ় করে নিতে পারেননি।

১৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠা

আর্থিক উন্নতির জন্য যতখানি পরিশ্রম গ্রন্থাগারকর্মীরা করেছেন, নিজেদের সামাজিক আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য তার খুব সামান্যই করেছেন ; বিশেষকরে উপযুক্ত বিজ্ঞান-সম্মত পদনাম (designation) প্রবর্তনের জন্য বলা চলে প্রায় কিছুই করা হয়নি। উপযুক্ত সম্মানজনক পদ-নামের চেয়ে তাৎক্ষণিক অর্থ-প্রাপ্তি সম্ভাবনাকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২ গ্রন্থাগারিক বৃত্তির সামাজিক স্বীকৃতি

গ্রন্থাগারিক বৃত্তি আজ অন্য যেকোন বৃত্তির মতই সমাজে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

২১ বিবর্তন

সমাজের প্রতিটি স্তরেই নিয়ত বিবর্তনের মাধ্যমে সঠিক সামাজিক অগ্রগতির সাথেই পরিবর্তন দেখা যায় জীবন-বোধের। জীবন-সম্পর্কে এবং পারিপার্শ্বিক চেতনার তার প্রতিফলন ঘটে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগারবৃত্তি এই বিবর্তনের ব্যতিক্রম নয়।

২১১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে এই বিবর্তনধারা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। সামগ্রিকভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

ক্ষেত্রগুলির পাঠক্রমের দিকে তাকালেই এই বিবর্তনের ধারাটি পরিষ্কার হয়।

২১২ গ্রন্থাগারিক বৃত্তি

যে বৃত্তির শুরু শুধু সংগৃহীত বইগুলির রক্ষণাবেক্ষণও পরিমার্জনার সন্তরদশকে এসে সে-বৃত্তি পরিশীলিত হয়ে পাঠকের পাঠ-নির্দেশ এবং গবেষকের সহযোগী গবেষক। অর্থাৎ পাঠক ও গবেষকের সহায়ক হিসেবেও গ্রন্থাগারিক বৃত্তির বিবর্তন হয়েছে বা হচ্ছে।

৩ গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলীর পদ-নামে বিবর্তন ধারার অনুপস্থিতি

অথচ অচল অনড় 'মধ্যযুগীয়' একটি চিন্তাধারা কাজ করে চলেছে গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকুশলী-দের পদের শ্রেণী বিন্যাস ও পদের নামকরণের ক্ষেত্রে। এখানে বিবর্তন বা বিজ্ঞানভিত্তিক পদবিন্যাস ও পদের কোন প্রচেষ্টা নেই, যেমন

৩১ গ্রন্থাগারিক (Librarian)

'গ্রন্থাগারিক' বা সমার্থবাচক শুধু তিনিই হবেন যিনি গ্রন্থাগারের প্রধান বৃত্তিকুশলী কর্মী বা/এবং তাঁর দুই একজন সহযোগী। অর্থাৎ 'গ্রন্থাগারিক' তাঁরাই যাঁরা গ্রন্থাগারের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের (level) বৃত্তিকুশলী কর্মী। যেমন, মুখ্য গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারিক, সহযোগী গ্রন্থাগারিক, উপগ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগা-রিক।

৩২ গ্রন্থাগার সহকারী (Library Assistant)

৩১ অংশে উল্লিখিত ছাড়া গ্রন্থাগারের পরবর্তী সমস্ত স্তরের বৃত্তিকুশলী কর্মীরাই পরিচিত 'গ্রন্থাগার সহকারী' (Library-Assistant) হিসেবে।

৪ মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা

৪১ পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়

৩২ অংশে বর্ণিত পদগুলির নামকরণের আশু পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়।

৪২ চাহিদা বৃদ্ধি

শিক্ষা-চাহিদা ও উন্নতমানের জীবন-বোধ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার ও উৎপাদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সংখ্যাবৃদ্ধির ঝোঁক দেখা যায়। ফলে জীবিকার সন্ধানে ক্রমশ উন্নতমানের তরুণ-তরুণীরা গ্রন্থাগারিকবৃত্তি গ্রহণে এগিয়ে আসছেন।

৪৩ বিশ্লেষণী ও সচেতন মানসিকতা

ক্রমচর্চিত ফল হিসেবে এইসব বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে এবং সাধারণ গ্রন্থাগারকর্মীদের মধ্যেও একটা প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত হয়ে এবং গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে নিযুক্ত হয়েও আমরা কেন বৃত্তির অনুরূপ পদনাম (designation) পাব না— যেখানে কোনরূপ আর্থিক দায়দায়িত্ব নেই।

৪৪ মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব

এরই পাশাপাশি গ্রন্থাগারে নিযুক্ত বৃত্তিকুশলীদের মধ্যে নিজেদের 'গ্রন্থাগারিক' হিসেবে গণ্য হতে মানসিক-দ্বিধা দেখা যায়। তাঁদের ধারণায় 'গ্রন্থাগারিক' একমাত্র তিনিই হবেন যিনি—গ্রন্থাগারের 'পরিচালক'। অন্যান্য-স্তরে নিযুক্ত বৃত্তিকুশলী কর্মীরা 'গ্রন্থাগারিক' পদবাচ্য হতে পারেন না। এই মানসিক দুর্বলতা অবশ্যই কাটিয়ে উঠতে হবে।

৪৫ 'গ্রন্থাগারিক' ও 'পরিচালক' (Librarino and Executive/Management)

'গ্রন্থাগারিক' ও 'পরিচালক' শব্দদুটি এখনও 'মধ্য-যুগীয়' চিন্তার রেশ হিসেবে সমার্থক গণ্য করা হয়। 'গ্রন্থাগারিক' শব্দের সঙ্গে পরিচালনাগত ধারণার অবি-মিশ্রতা অবশ্যই পরিহার করা উচিত এবং সেটাই শ্রেয়।

৪৫১ 'গ্রন্থাগারিক' শব্দের অর্থ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত এবং গ্রন্থাগারিক বৃত্তির যেকোন স্তরে নিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই 'গ্রন্থাগারিক'। অর্থাৎ সামগ্রিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যেকোন পর্যায় ও স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীই 'গ্রন্থাগারিক'।

অথবা, গ্রন্থাগারে গ্রন্থনির্বাচন, পরিগ্রহণ, সূচীকরণ, বর্ণীকরণ, সংরক্ষণ, আদান প্রদান, অনুসন্ধান, তথ্যদান, পঞ্জীকরণ প্রভৃতি কাজে নিযুক্ত গ্রন্থাগারবিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মী মাত্রেই 'গ্রন্থাগারিক'।

৪৫২ 'পরিচালক' শব্দের অর্থ

কোন কাজের, প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক, আংশিক, পর্যায়ক্রম পরিকল্পনা, বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত, প্রতিপালন, উৎসাহদানকার নেতৃত্ব প্রদান পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও নীতির বাধ্যবাধ্যে যে-ব্যক্তি। সমষ্টি বাস্তবরূপ যেন তিনিই পরিচালক পরিচালক-গোষ্ঠি।

৪৫৩ গ্রন্থাগারে 'পরিচালক' শব্দের প্রয়োগ

গ্রন্থাগারে যে স্তরের গ্রন্থাগারিক দায়িত্বে থাকেন তিনি অবশ্যই 'পরিচালক-গ্রন্থাগারিক' (Executive librarian) অন্তার্থে গ্রন্থাগার-পরিচালক। তিনি প্রথমত ও প্রধানত গ্রন্থাগারিক, পরে পরিচালকের দায়িত্বে বৃত্ত। তিনি তাঁর অন্যান্য সহযোগী/সহকারী গ্রন্থাগারিকদের সহযোগিতায় ও সহায়তায় গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন—এটাই স্বাভাবিক।

৪৫৪ পরিচালক-গ্রন্থাগারিকের স্তর ভেদ

গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্বে এক, একাধিক গ্রন্থাগারিক থাকতে পারেন। যেমন, মুখ্য গ্রন্থাগারিক (Chief Librarian,) গ্রন্থাগারিক (Librarian), সহযোগী গ্রন্থাগারিক (Associated Librarian), উপগ্রন্থাগারিক (Deputy Librarian), সহকারী গ্রন্থাগারিক (Assistant Librarian)।

এই স্তরভেদ কতদূর প্রসারিত হবে তা নির্ভর করবে গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে।

৪৫ গ্রন্থাগার সহকারী (Library Assistant)

গ্রন্থাগার সহকারী বা Library Assistant পদের প্রথম শব্দ 'গ্রন্থাগার' (Library) একান্ত ভাবেই 'স্থান-বাচক' বা 'স্থাননির্দেশক' কোনভাবেই বৃত্তিনির্দেশক নয়। অর্থাৎ এমন একজন ব্যক্তি/সহকারী/কর্মী যিনি গ্রন্থাগার নামক স্থানে কাজ করেন তিনিই 'গ্রন্থাগার সহকারী'! তিনি বৃত্তিসূচনী নাও হতে পারেন। যেমন Store Assistant, Office Assistant, Works Assistant—যাঁদের কোন বৃত্তিসূচনী হবার প্রয়োজন হয় না। এখানে Store, Office শব্দগুলি বিভাগই অর্থাৎ স্থান নির্দেশক—বৃত্তি নির্দেশক নয়। এখানেই আমি সবার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে চাই : **'গ্রন্থাগার' ও 'গ্রন্থাগারিক' পদার্থবিশ্ব নয়—'গ্রন্থাগার' স্থাননির্দেশক, 'গ্রন্থাগারিক' বৃত্তিনির্দেশক ; যিনিই গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে নিযুক্ত তিনিই 'গ্রন্থাগারিক'।**

৪৭ পদ-নামে বৈষম্য

৪৩ ও ৪৬ অংশে বর্ণিত কারণে তথাকথিত 'গ্রন্থাগার সহকারী' পদ-নাম করণের মধ্যে যে বৃত্তিগত বৈষম্য রয়েছে তা এই পদাধিকারী ব্যক্তিদের অত্যন্ত মানসিক পীড়াদায়ক। মানবতাবোধ ও সামাজিক ন্যায়নীতি ও গ্রন্থাগারিক বৃত্তির প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে এই সব পদের নামকরণে গ্রন্থাগারিক শব্দ অবশ্যই যুক্ত হওয়া উচিত।

৪৮ মানসিক প্রস্তুতি

যে পরিবর্তন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষায় ও গ্রন্থাগার কাজে এসেছে তার প্রভাব গ্রন্থাগারিক-পেশাতেও পড়তে শুরু করেছে। আপাতত এই প্রভাবে ও স্বীকৃতি দুটি স্তরে অনুভূত হচ্ছে

১ সামাজিক স্তরে ; এবং

২ গ্রন্থাগারিকদের (তথাকথিত গ্রন্থাগার সহকারী-দের) মানসিক স্তরে।

এর পরবর্তী স্তর হল স্বীকৃত অনুভূতিকে বাস্তবে রূপ-দানের প্রচেষ্টা—উদ্যোগ, প্রচার, মনিবত্ত গঠন।

৪৮১ সামাজিক স্বীকৃতি

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সামাজিক পরিবেশে সাধারণ মানুষ ধরে নেন যিনিই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাত্তে গ্রন্থাগারে নিযুক্ত তিনিই গ্রন্থাগারিক। এটাই স্বাভাবিক ধর্ম। গ্রন্থাগারিকতা একটি পেশা—একটি বৃত্তি।

৪৮২ মানসিক স্বীকৃতি

৪৩ ৪৬ ও ৪৭ অংশের বক্তব্যের আলোকে বলা যায় তথাকথিত 'গ্রন্থাগার সহকারী' এবং কিছু কিছু পরিচালক-গ্রন্থাগারিক বৃত্তি সমভাবেই বিশ্বাস করেন পর্যায়/স্তর ভেদে গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগার বৃত্তি কুশলী মাত্রেই পদের সঙ্গে 'গ্রন্থাগারিক' শব্দটি যুক্ত থাকা উচিত।

৪৮৩ উদ্যোগ, প্রচার, জনমত গঠন

এই প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ, উদ্যম ও সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা হবে বহুমুখী।

১ আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা

গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকুশলীদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়ভাবে সমস্ত মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বাধাকে অতিক্রম করতে হবে যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্যের মাধ্যমে। কর্তৃপক্ষকে বুঝাতে হবে পদনাম পরিবর্তনে কর্তৃপক্ষের কোনরূপ আর্থিক দায়-দায়িত্ব নিতে হবে না কিংবা গ্রন্থাগারে প্রচলিত বর্তমান কর্মী-কাঠামোরও (Staff-Structure) কোন পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ যে যেখানে যে-কাজে ও যে-বেতনে নিযুক্ত, পদ-নাম পরিবর্তনের পরও সেই কাজ ও বেতন পাবেন।

২ সাংগঠনিক স্তরে প্রচেষ্টা

বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে যেমন প্রতিষ্ঠানগত কর্মী-সংগঠন, সর্বস্তরের গ্রন্থাগারিকদের সংগঠনে—রাজ্য ও জাতীয়স্তরে, যেমন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ বঃ জনসেবী গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ইত্যাদিক—মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা রূপায়নে ক্রমশ জোরাল যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৪ ইউ জি সি-র উপহার ও গ্রন্থাগারকর্মীদের অভিজ্ঞতা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউ জি সি) শিক্ষা-বিস্তারে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকার কথা অনুধাবন করে গ্রন্থাগারিকদের জন্য বিভিন্ন সময়ে কয়েক দফা ভাতোয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত (?) বেতন ও সামাজিক মর্যাদা দেবার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। বেতন কাঠামোর প্রশ্ন না তুলেও বলা চলে সামাজিক মর্যাদা কিংবা উপযুক্ত পদ-নামকরণে তাঁরা কোনরূপ উদ্যোগ নেননি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক কর্মীদের জন্য স্তর নির্দেশিত হয়েছিল প্রকেশন্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে [মন্তব্য : গুরুবাদ ৩য় পরিকল্পনায় ; ৪র্থ পরিকল্পনায় তা বন্ধ করে দেওয়া হয়], যা কোন প্রকারেই পদ-নাম (designation) হতে পারে না। বরং বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে এটা চতুর্থ স্তর। ইউ জি সি সম্পর্কে আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা বলে এই সোনার পাথর বাটির প্রত্যাশা-মুক্ত হওয়াই ভাল।

৫ আশু কর্তব্য

৫১ ব্যাপক প্রচেষ্টা

সর্বভারতীয় স্তরে যেমন প্রয়োজন ভিত্তিক জাতীয় বেতন কাঠামো প্রবর্তনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে, পাশাপাশি তেমনি যুক্তিগ্রাহ্য বিজ্ঞান সম্মত পদ-নাম প্রচলনের জন্যও জোরাল দাবী তুলতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিভিন্ন সময়ে স্মারকলিপিতে গ্রন্থাগারে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগারিকদের স্তরবিন্যাস ও পদ-নামের প্রস্তাব করেছেন।

৫২ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব

৩১তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে এবারই প্রথম এই বিষয়টি আলোচিত হয়। সম্মেলনে পদনামকরণ প্রস্তাবটি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। জাতীয় বেতন কাঠামো সম্পর্কিত প্রস্তাবে বলা হয়েছে : জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণের সময় বেতন প্রশ্ন বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন তার মধ্যে পদনাম করণের বিষয়টি অন্যতম।

৬ প্রস্তাব

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নীচের প্রস্তাব তিনটি ব্যাপক আলোচনার জন্য রাখা হলো।

কোন ব্যক্তি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত না হলে তাকে

কোন ভাবেই গ্রন্থাগারিকবৃত্তির কোন পর্যায়ে/স্তরেই নিয়োগ করা হবে না।

২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত (অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় বা তার সমস্তরের সংস্থা (Cert Lib Sc, B Lib Sc, M Lib Sc, Associateship in Documentation এবং গ্রন্থাগার পরিষদগুলি দ্বারা প্রচলিত শিক্ষণব্যবস্থায় শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক বৃত্তির যেকোন পর্যায় ও স্তরে নিযুক্ত ব্যক্তিকে 'গ্রন্থাগারিক'—এই পদ-নামে অভিহিত করতে হবে।

৩ গ্রন্থাগারিক বৃত্তির বিভিন্ন পর্যায়/স্তরে নিযুক্ত বৃত্তি-কুশলী কর্মীদের পদ-নাম যাই হোক না কেন তার অন্তাংশক অবশ্যই 'গ্রন্থাগারিক' হবে।

৮ উদাহরণ

৮১ প্রস্তাবিত পদ-নাম

স্তর	পদ-নাম	বিকল্প পদ-নাম	মন্তব্য
১	গ্রন্থাগারিক ১	মুখ্য গ্রন্থাগারিক	স্তর ১ থেকে
২	গ্রন্থাগারিক ২	গ্রন্থাগারিক	স্তর ৩ পর্যন্ত
৩	গ্রন্থাগারিক ৩	সহযোগী গ্রন্থাগারিক/ পরিচালক উপগ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগারিক
৪	গ্রন্থাগারিক ৪	সহকারী গ্রন্থাগারিক ১	
৫	গ্রন্থাগারিক ৫	সহকারী গ্রন্থাগারিক ২	
[প্রয়োজনে স্তর আরও হতে পারে]		[সহকারী গ্রন্থাগারিক পদ-নামেরও বিভিন্ন স্তর বিন্যাস হতে পারে]	

মন্তব্য : বিকল্প পদ-নাম আরও অনেকভাবে হতে পারে। কিন্তু অবশ্যই অন্তাংশক 'গ্রন্থাগারিক' হতে হবে

৮২ প্রয়োগ

উদাহরণ হিসেবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে বেছে নিলে প্রস্তাবিত পদ-নামের স্তরবিন্যাস হবে এই ভাবে—

স্তর	বর্তমানপদ-নাম/প্রস্তাবিত পদ-নাম	বিকল্প পদ-নাম	
১	মুখ্য গ্রন্থাগারিক	মুখ্য গ্রন্থাগারিক	মুখ্য গ্রন্থাগারিক
২	গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগারিক ১	গ্রন্থাগারিক
৩	সহকারী গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগারিক ২	সহযোগী গ্রন্থাগারিক
৪	গ্রন্থাগার সহকারী (সিনিয়র)	গ্রন্থাগারিক ৩	সহকারী গ্রন্থাগারিক ১
৫	গ্রন্থাগার সহকারী (জুনিয়ার)	গ্রন্থাগারিক ৪	সহকারী গ্রন্থাগারিক ২

মন্তব্য : এই পদ-নাম পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আর্থিক দায়-দায়িত্ব নেই এবং বর্তমান স্তরের বা কর্মী কাঠামোরও কোন পরিবর্তন হবে না।

৮৩ অভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টা

৮৩১ প্রথম প্রচেষ্টা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীরা দীর্ঘকাল ধরে বৃত্তি-ভিত্তিক পদ-নাম পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন করে আসছেন। প্রথম প্রচেষ্টায় কর্মীরা আংশিক সফল হন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৃত্তি-ভিত্তিক পদ-নাম নীতিগতভাবে মেনে নিয়ে একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু একটি স্তরে আর্থিক দায়িত্ব থাকায় প্রস্তাবটি কার্যকরী হয়নি।

৮৩২ দ্বিতীয় প্রচেষ্টা

প্রথম প্রচেষ্টায় আংশিক সফল হয়েও পদ-নাম পরিবর্তনে বার্থতা বৃত্তিকুশলী কর্মীদের মধ্যে সাময়িক অবসাদ আসে এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টার শুরুতেও অনেক বাধা আসে। পরিশেষে কর্মীরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেন : পদ-নামের (আশু পরিবর্তন প্রয়োজন এবং সে পরিবর্তন হবে 'গ্রন্থাগারিক' এই অন্তাংশক সহযোগে। এই পদ-নাম পরিবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য-গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য ওহ্‌দেদার সহযোগিতা করেছেন। 'গ্রন্থাগার কমিটি'র কিছু সভ্যও মনে করেন, পদ-নামে 'গ্রন্থাগারিক' শব্দ যুক্ত হওয়া উচিত। আশা করা যেতে পারে, আগামী দিনে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পদ-নামের পুন-বিন্যাস বাস্তবে রূপ নেবে।

৮৪ আবেদন

অর্থ নৈতিক আন্দোলন থেকে নিশ্চয়ই গ্রন্থাগারিকরা বিরত থাকবেন না কিন্তু আত্মমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। বৃত্তিভিত্তিক পদ-নামের জন্য সঠিক প্রচেষ্টা হওয়া উচিত তারই প্রথম ধাপ। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সবার কাছে এই নিবন্ধের মাধ্যমে আমার আবেদন রাখছি বৃত্তিভিত্তিক পদ-নাম প্রবর্তনের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করার জন্য।

সার্বদশমিক বর্গীকরণ (15)

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক ডকুমেন্টেশন সেন্টার, দিল্লী-১২
বিমল কান্তি সেন

ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত 14টি স্তবকে আমরা সার্বদশমিক বর্গীকরণের (সা. দ. ব.) বিভিন্ন চিহ্ন, সাধারণ সহায়িকা, বিশেষ সহায়িকা এবং চিহ্নসমূহের সজ্জাক্রম নিয়ে আলোচনা করেছি। এবার আমাদের আলোচনা সা. দ. ব'রের মূল তালিকাকে কেন্দ্র করে।

বর্গীকরণের পথপ্রদর্শক মেলভিল ডিউই জ্ঞানের সমুদ্রকে দশটি মুখ্য ভাগে ভাগ করে তার দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির গোড়াপত্তন করেছিলেন। সা. দ. ব. ডিউই দশমিক বর্গীকরণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বলে এর মূল কাঠামো আজও অনেকাংশে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের অনুরূপই রয়ে গেছে। 1964 সালের আগে পর্যন্ত সা. দ. ব-রেরও মূল বিভাগ ছিল মোট দশটি। 1964 সালে 4 অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞা এবং ভাষার বিভাগটিকে স্থান দেওয়া হয় 8 নের বিভাগে। ফলে 4 নের বিভাগ খালি হয়ে গেছে এবং এখনও খালি রয়েছে। সা. দ. ব. তে বর্তমানে নয়টি মূল বিভাগ। সেই বিভাগগুলি হল :

0—সাধারণী (Generalia)

1—দর্শন

2—ধর্ম, ধর্মতত্ত্ব

3—সমাজবিজ্ঞা

5—গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

6—ব্যাবহারিক বিজ্ঞান। চিকিৎসাবিজ্ঞা। প্রযুক্তিবিজ্ঞা

7—কলাবিজ্ঞা। বিনোদন। খেলাধূলা ইত্যাদি

8—ভাষাবিজ্ঞা। ভাষা : সাহিত্য

9—ভূগোল। জীবনী। ইতিহাস

0 সাধারণী

0 বিভাগটি অন্যান্য বিভাগগুলোর তুলনায় বেশ একটু স্বতন্ত্র। এই বিভাগটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় সাধারণভাবে গোটা জ্ঞানসমুদ্রই স্থান পেয়েছে এতে। 001 তারই প্রতীক। এ ছাড়াও স্থান পেয়েছে (1) এমন বিষয় যার বিস্তার জ্ঞানসমুদ্রের এক এক বিশাল অংশ জুড়ে। যেমন 008—সভ্যতা, কৃষ্টি এবং প্রগতি ; 009—মানবশাস্ত্র (Humanities) এবং কলাবিজ্ঞা ; (2) সেইসব বিষয় যেগুলো বিষয় হিসাবে স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও অন্য কোন বিভাগের আওতায় পড়ে না। যেমন 002—ডকুমেন্টেশন ; 02—গ্রন্থাগারবিজ্ঞা, 07—সাংবাদিকতা ইত্যাদি ; (3) এমন প্রকাশন যাতে বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধাদি স্থান পায় : যেমন 03—বিশ্বকোষ, 05—সাময়িকপত্র, 08—সংকলন ইত্যাদি ; (4) পাণ্ডুলিপি, দুর্লভ বা বিশেষ ধরণের গ্রন্থ বা প্রকাশন এবং (5) সংস্থা, সমিতি বা সম্মেলন ইত্যাদির সাধারণ প্রকাশন আলোচ্য বিভাগের মুখ্য উপবিভাগগুলো হল :

00—উপক্রমণিকা। জ্ঞান ও কৃষ্টির মৌলিক তত্ত্ব

001—জ্ঞান ও বিজ্ঞানাবলী [সাধারণভাবে]

002—ডকুমেন্টেশন [02 নের মত বিভাজ্য]

003—সেমিওটিক্স ; শব্দার্থবিজ্ঞা Semantics) ; বাক্যগঠনবিজ্ঞা (syntactics)। লিখন। লিপি। চিহ্ন। প্রতীক ইত্যাদি

005—সংগঠন সমীক্ষা (Organisation study)। পদ্ধতি (Methodology) : বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ এবং প্রণালীবদ্ধকরণ

007 সক্রিয়তা এবং সংগঠন (Activity and Organising)। তথ্য, যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণতত্ত্ব (সাধারণভাবে) (Cybernetics)

008—সভ্যতা। কৃষ্টি এবং প্রগতি (সাধারণভাবে)

009—মানবশাস্ত্র এবং কলাবিজ্ঞা (সাধারণভাবে)

01—বিবলিওগ্রাফী। প্রকাশনপঞ্জী এবং সূচী

02—গ্রন্থাগারবিদ্যা

03—বিশ্বকোষ। অভিধান। সন্দর্ভগ্রন্থ (Reference book)

04—প্রোপুরে। ভাষণ। থিসিস। চিঠিপত্র। প্রবন্ধ। বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি (04)য়ের মত বিভাজ্য

05—সাময়িকপত্র (05)য়ের মত বিভাজ্য

06—সংস্থা। সমিতি। সংগ্রহশালা। কনভেনশন! ইত্যাদি

07—সংবাদপত্র। সাংবাদিকতা।

08—সংকলন। (08)য়ের মত বিভাজ্য

09—পাণ্ডুলিপি। দুষ্প্রাপ্য এবং বিশেষ ধরণের গ্রন্থ বা প্রকাশন

আলোচ্য বিভাগে বইপত্র বর্গীকৃত করার সময় নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই এই বিভাগটির বিশেষ বিশেষ অংশ নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করবো।

002—ডকুমেন্টেশন।

এই উপবিভাগটিকে 02 অর্থাৎ গ্রন্থাগারবিদ্যার মত ভাগ করতে বলা হয়েছে। 025 যেমন গ্রন্থাগার পরিচালনা, অনুরূপে 002.5 ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের পরিচালনা। 026—বিশেষ ধরণের গ্রন্থাগার (special library), অনুরূপে 002.6 - ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র ইত্যাদি।

01—বিবলিওগ্রাফী

বিবলিওগ্রাফী কথাটি সাধারণতঃ দুই ধরণের বইকে বুঝিয়ে থাকে। প্রথমতঃ প্রকাশনপঞ্জী, দ্বিতীয়তঃ লেখার, ছাপার এবং পুস্তক প্রকাশনের ইতিহাসে বিস্তৃত হয়েছে এই ধরণের বই, যেমন Esdaile'য়ের Manual of bibliography, ড: আদিত্য ওহ্‌দেদারের 'গ্রন্থবিদ্যা' ইত্যাদি। 01 এই বর্গসংখ্যাটিতে বর্গীকৃত হয় 'গ্রন্থবিদ্যা', Manual of bibliography এই ধরণের বই। এ ছাড়াও বিভিন্ন প্রকাশনপঞ্জী বা সূচী প্রণয়নের কৌশল বর্ণিত হয়েছে এমন ধরণের বই বা প্রকাশন। আর 011 থেকে শুরু করে 016 পর্যন্ত বর্গসংখ্যায় বর্গীকৃত হয় বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনপঞ্জী। 017 থেকে 019য়ে বর্গীকৃত হয় বিভিন্ন ধরণের সূচী বা ক্যাটালগ।

011—সাময়িক এবং সাধারণ প্রকাশনপঞ্জী।

প্রয়োজনে সময় পত্রাবিকা ব্যবহার্য।

উদা: 011 "18" উনবিংশ শতাব্দীর বইয়ের তালিকা

012—নির্দিষ্ট লেখকের, সংস্থার এবং প্রকাশন সম্বন্ধিত প্রকাশনপঞ্জী।

বর্গসংখ্যার সাথে লেখকের সংস্থার এবং যে প্রকাশন-সম্বন্ধিত প্রকাশনপঞ্জী তার নাম ব্যবহার্য।

012 Tagore—রবীন্দ্র রচনাপঞ্জী।

012 CU—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনপঞ্জী।

ব্যক্তি এবং সংস্থা বিশেষের রচনার যেমন পঞ্জী হতে পারে, ঠিক তেমনি পঞ্জী হতে কোন একটি বইয়ের ব্যাপারেও। 'গীতাঞ্জলি'র কথাই ধরা যাক। এ বইটির কতগুলো সংস্করণ বেরিয়েছে, সমালোচনা বেরিয়েছে, অনুবাদ বেরিয়েছে, এ নিয়েও তো একটি পঞ্জী হতে পারে। এ ধরণের একটি পঞ্জীও বর্গীকৃত হবে এখানে এবং তার বর্গসংখ্যা হবে 012 Tagore Gitanjali.

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে লেখকের নিজস্ব রচনার পঞ্জী বর্গীকৃত হবে এখানে। আর লেখকের উপর প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা বর্গীকৃত হবে 016য়ে। যেমন 016: 92 Gandhi—গান্ধীর উপরে প্রকাশিত রচনাবলীর তালিকা (উদা: Gandhiana)

013—নির্দিষ্ট লেখকগোষ্ঠি বা লেখক সম্প্রদায়ের প্রকাশন-পঞ্জী

উপরের শিরোনাম এই বর্গসংখ্যাটির ব্যাপ্তি (scope) সম্বন্ধে হয়ত পুরোপুরি নির্দেশ দেয় না। তাই এ বর্গসংখ্যাটির ব্যাপ্তি নিয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন। লেখক সম্প্রদায়কে ভাগ করা চলে স্থান, কাল, ভাষা, পেশা ইত্যাদি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে। ফলে লেখক-সম্প্রদায়ের প্রকাশনপঞ্জীও হতে পারে নানাবিধ। বিভিন্ন ধরণের লেখকসম্প্রদায়ের প্রকাশনপঞ্জীর বর্গীকরণের বন্দোবস্ত রয়েছে এখানেই।

013(1/9)—নির্দিষ্ট দেশ, অঞ্চল বা জাতির লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

উদা : 013 (540)—ভারতের লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013 (23)—পাহাড়ী অঞ্চলের লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013 (1-77)—উন্নতিশীল দেশের লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013 (44)—ফরাসী লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013—নির্দিষ্ট ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী

উদা : 013—82 রুশ ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের তালিকা

013 " " নির্দিষ্ট যুগ বা সময়ের লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

উদা : 013 "16" ষোড়শ শতাব্দীর লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী

013 : নির্দিষ্ট পেশার লেখকদের, সংস্থার সভ্যবৃন্দের প্রকাশনপঞ্জী

উদা :—013 : 5—বিজ্ঞানীদের প্রকাশনপঞ্জী

013 : 78 সংগীতজ্ঞদের প্রকাশনপঞ্জী

013:—027.54 (540)—ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের প্রকাশনপঞ্জী

014—ছদ্মনামী এবং অনামী লেখকদের প্রকাশনপঞ্জী। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার তালিকা। নির্দিষ্ট বইয়ের সূচী। ইত্যাদি

015—আঞ্চলিক প্রকাশনপঞ্জী। জাতীয় প্রকাশনপঞ্জী

উদা :—015 (540)—Indian National Bibliography। 015 (541) "193" পঞ্চাশের দশকে পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত প্রকাশনের তালিকা

016—বৈষয়িক প্রকাশনপঞ্জীর প্রকাশনপঞ্জীর প্রকাশনপঞ্জী

উদা :—016:016 প্রকাশনপঞ্জী

016:5 বৈজ্ঞানিক বইপত্রের প্রকাশনপঞ্জী

বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনপঞ্জী বর্গীকরণের নিয়ম এখানে বর্ণিত হল। আর একটি উদাহরণ দিয়ে এর আলোচনা শেষ করবো। নিম্নোক্ত ধরণের চারখানি প্রকাশনপঞ্জীর কথাই ধরা যাক :

(i) ফরাসী লেখকদের রচনাবলীর পঞ্জী
(ii) ফরাসীদেশে প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী
(iii) ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী
(iv) ফরাসীদেশের উপর প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী

এই চারটে প্রকাশনপঞ্জীকে কীভাবে বর্গীত করা যেতে পারে, এবারে তাই দেখা যাক। ফরাসী লেখকদের রচনাবলীর পঞ্জী—এটি একই জাতির লেখকদের রচনার পঞ্জী। তাই এটি বর্গীত হবে 013তে। পূর্ণ বর্গসংখ্যাটি হবে 013 (44)। ফরাসীদেশে প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জী নিঃসন্দেহে 015 এর আওতায় পড়ে। তাই এর বর্গসংখ্যা হবে 015 (44)। ফরাসীভাষায় প্রকাশিত রচনাবলীর পঞ্জীও বর্গীত হবে 013তে। পূর্ণ বর্গসংখ্যাটি হবে 013—40

017—বৈষয়িক এবং শ্রেণীবদ্ধ (Systematic) ক্যাটালগ। প্রকাশকদের ক্যাটালগ।

017.4—প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং পুস্তক বিক্রেতার ক্যাটালগ

018—লেখক ক্যাটালগ (author catalogue)

019—আভিধানিক ক্যাটালগ (dictionary catalogue)

02—গ্রন্থাগারবিদ্যা

025—গ্রন্থাগার পরিচালনা, পদ্ধতি ও রুটিন

025.3—সূচীকরণ ও নির্ঘণ্টীকরণ (indexing)

025.4—বর্গীকরণ

026—বৈষয়িক গ্রন্থাগার

নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্গসংখ্যা : [কোলন] সহযোগে গঠিতব্য।

উদা :—026 : 63 কৃষি গ্রন্থাগার

027—সাধারণ গ্রন্থাগার

03—বিশ্বকোষ। অভিধান। সন্দর্ভগ্রন্থ

030.1—সাধারণ বিশ্বকোষ। ভাষা অনুযায়ী বিভাজ্য।

সাধারণ বিশ্বকোষ এখানে, আর বৈষয়িক বিশ্বকোষ আপন বিষয়ের ঘরে (03) সহযোগে বর্গীত হবে।

উদা :—5/6 (03)—McGraw Hill encyclopedia on science and technology এখন অনেক বিশ্বকোষ আছে যার বিষয়বস্তু কোনও একটি দেশকে কেন্দ্র করে। যেমন McGraw-Hill encyclopedia of the Soviet Union। এসব ক্ষেত্রে বিশ্বকোষের বর্গসংখ্যার সঙ্গে ঐ দেশেরও সংখ্যিকা জুড়ে দিতে হবে। কাজেই উপ-

বোক্ত বইটির বর্গসংখ্যা হবে 030.1 (47+57)।

030.1—বিশ্বকোষ, (47+57)—সোভিয়েত দেশ।

030.8—অভিধান

আলোচ্য পদ্ধতিতে অভিধান বহুভাবে বর্গীভূত করার বন্দোবস্ত রয়েছে। যা নিয়ে আগে বিস্তৃতভাবে আলোচনা হয়েছে (দ্রঃ গ্রন্থাগার 1377, 20 .8), 21 1(5) তাই এখানে আর তার পুনরালোচনা হচ্ছে না।

দেখা যাচ্ছে বিশ্বকোষ এবং অভিধান ছাড়াও সন্দর্ভ-গ্রন্থ আলোচ্য বর্গসংখ্যার আওতায় পড়ে। এখানে গ্রন্থ জাগা স্বাভাবিক সন্দর্ভগ্রন্থ বলতে তো হাতবই (handbook), সারগ্রন্থ, (manuals) বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনপঞ্জী, সূচিপত্রাবলী সেক্টেরিয়ার ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝায়। তার সবই কি এখানে বর্গীভূত হবে। না, সেগুলোর জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট বর্গসংখ্যা এবং রূপবিভাগ (form division)। কাজেই সেগুলো বর্গীভূত হবে তাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায়। 'জ্ঞান বিজ্ঞানের অদ্ভুতত্ত্ব', 'ছোটদের যুক অফ নলেজ' ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের বই, যেগুলো বিশ্বকোষ বা অভিধান না হলেও এক ধরণের সন্দর্ভগ্রন্থ, সেগুলো বর্গীভূত হবে এখানে।

04—প্রোসূত্র। ভাষণ। থিসিস। চিঠিপত্র। প্রবন্ধ। বিজ্ঞপ্তি। বিজ্ঞাপন ইত্যাদি

(04) এবং ভাষা অনুযায়ী বিভাজ্য।

উদা:—042—20 ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত ভাষণ,
044—40 ফরাসী ভাষায় লেখা চিঠি

05—সাময়িকপত্র

স্থান, সময়, ভাষা সহায়িকা এবং অক্ষর বা শব্দ ব্যবহার্য। বৈষয়িক সাময়িকপত্র বিষয়ের ঘরে বর্গীভূত হবে (05) সহযোগে

050—ব্যবসায়িক এবং সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা (management) 070এর মত বিভাজ্য

উদা :—050.3—ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা (business managment)

050.4—সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা (editorial management)

058—'বর্ষপঞ্জী' ডাইরেক্টরী ইত্যাদি

058.7—ডাইরেক্টরী

059—পঞ্জিকা (almanac)। ক্যালেণ্ডার

06 প্রতিষ্ঠান (organisation) পরিষদ (association), সম্মেলন প্রদর্শনী। সংগ্রহশালা। ইত্যাদি।

সাধারণ সংস্থার বর্গসংখ্যা পাবার জন্য স্থান সহায়িকার সংগে শব্দ বা অক্ষর ব্যবহার্য। বৈষয়িক সংস্থা নির্দিষ্ট বিষয়ের ঘরে বর্গীভূত হয়: 05 বা এর উপবিভাগ সহযোগে

উদা :—53:061.6(540) ভারতীয় ভৌত গবেষণাগার,

06.02—সভ্য, নিয়ন্ত্রণ, প্রকার (category), অধিকার এবং .03 কর্তব্য

.04—ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা: অফিস, ইত্যাদি

.05—কাজকর্ম, কার্যসূচী, মিটিং, প্রকাশন

উপরোক্ত .0 সহায়িকাগুলো 06এর উপবিভাগেই ব্যবহার্য।

061—সংস্থা (institution)। পরিষদ। সমিতি (society)। সম্মেলন। ইত্যাদি

061.1—সরকারী সংস্থা। অ্যাকাডেমী [উদা: সাহিত্য অ্যাকাডেমী]

061.2—অর্ধ-সরকারী বা বেসরকারী সংস্থা। সমিতি। ইত্যাদি

061.3—কনভেনশন। কংগ্রেস। সম্মেলন। ইত্যাদি।

061.4—প্রদর্শনী [স্থায়ী প্রদর্শনী 069এ বর্গীভূত হবে]

06.15—ব্যবসায়িক সংস্থা, কোম্পানী ইত্যাদি

061.6—বিজ্ঞান-সংস্থা [উদা : 061.6:5 (54)

069—সংগ্রহশালা। (muscum)

স্থান এবং সময় সহায়িকা ব্যবহার্য। কোনো বৈষয়িক সংগ্রহশালাও এখানে বর্গীভূত হবে। সহযোগে বিষয়ের সংখ্যা বসিয়ে।

উদা :—069 : 5/6 বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিবিদ্যা-বিষয়ক সংগ্রহশালা

07—সংবাদপত্র। সাংবাদিকতা

স্থান, সময়, ভাষাসহায়িকা এবং অক্ষর বা শব্দ ব্যবহার্য।

070.1—উপযোগিতা, মান, প্রভাব, সেন্সরশিপ ইত্যাদি
.2 গ্রাহিকানা এবং নিয়ন্ত্রণ, সিকিউরিটি
.3 ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা
.4 সম্পাদকীয় ব্যবস্থাপনা
80—সংকলন। (08) রের মত বিভাজ্য
081—একজন লেখকের। বর্গসংখ্যার সংগে লেখকের নাম বা পদবী ব্যবহার্য্য। সংকলন বহুবিষয়ক রচনার হলে এখানে, আর কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের হলে সেই বিষয়ে (081) সহযোগে বর্গীত হবে।

উদা: 081 Gandhi = গান্ধী রচনাবলী

52/53 (081) Saha = Collected works of Meghnad Saha

082—একাধিক লেখকের।

সংকলন বহুবিষয়ক রচনার হলে এখানে, কোন এক বিষয়ের হল নির্দিষ্ট বিষয়ে, (082) সহযোগে বর্গীত হবে।

087.5 শিশুদের বই
087.7 সরকারী প্রকাশন
088 বিবিধ
088.5 ধাঁধা
09 পাণ্ডুলিপি। দুষ্প্রাপ্য এবং উল্লেখযোগ্য বই এবং প্রকাশন
091—পাণ্ডুলিপি

ভাষা ও বিষয় অনুসারে বিভাজ্য। পাণ্ডুলিপি যে বিষয়ের তার বর্গসংখ্যা 091এর পরে কোন সহযোগ বসবে।

উদা: 51 : 091 গণিতের উপর পাণ্ডুলিপি

092—কাষ্ঠখোদিত গ্রন্থ (Xylographic book)
সময় সহায়িকা ব্যবহার্য
093—ইনকিউনাবুলা (incunabula)
সময় সহায়িকা ব্যবহার্য

গ্রাহকদের প্রতি

আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে বিগত দুই বছর যাবত কাগজ, মুদ্রণ ব্যয় প্রভৃতি এমন হারে বেড়েছে যে সমস্ত কিছুই ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। এসত্ত্বেও গত বছর আমরা অর্থ নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হলেও 'গ্রন্থাগারের' চাঁদার হার বাড়াই নি। কিন্তু এ বছরে হয়ত স্থিতাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হবে না। এজন্য সমস্ত গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, আগামী দিনে 'গ্রন্থাগারের' যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটবে সে বিষয়ে যেন তাঁরা সহযোগিতা করেন।

সম্পাদক

পরিষদের সদস্যদের প্রতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্যদের প্রতি আবেদন এই যে, বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান সদস্য এবং ব্যক্তিগত সদস্যের বার্ষিক চাঁদা বাকী পড়েছে। অথচ দৈনন্দিন ব্যয় এমন হারে বেড়েছে যে পরিচালনগত অসুবিধাও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। এজন্য সমস্ত শ্রেণীর সদস্যদের প্রতি আবেদন এই যে তাঁরা যেন অবিলম্বে বকেয়া চাঁদা পরিশোধ করে সহযোগিতা করেন।

কর্মসচিব

গ্রন্থাগার সংবাদ

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার ॥ কলিকাতা ॥

বিগত ১০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগারে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য সম্বলিত প্রাচীর পত্র প্রদর্শিত হয় ও সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক এক প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র। প্রদর্শনীতে বঙ্গ সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা সম্পর্কে শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ হতে বর্তমানের নীরদ চৌধুরী পর্যন্ত সাহিত্যিকদের অর্ধশত উদ্ধৃতিসহ প্রাচীরপত্র এবং বহু পুরাতন ব্যঙ্গ-চিত্রের সমাবেশ, শরৎচন্দ্রের লেখার সম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখযোগ্য। প্রতিদিন প্রদর্শনীতে বিচিত্রানুষ্ঠান, আবৃত্তি সম্পর্কে আলোচ্য ও আবৃত্তি, ভারত সরকারের উদ্যোগে ভরতনাট্যম, সঙ্গীতালেখ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠান দর্শকদের মনোরঞ্জন করে।

সংস্কৃতি ॥ হাওড়া ॥

চাকপোতার প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান সংস্কৃতির উদ্যোগে ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল ঐ সঙ্গে সংস্থার পত্রিকা 'হেওয়াল লিখনের' বিশেষ গ্রন্থাগার দিবস সংখ্যা প্রকাশ করেন। আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী '৭৪ বেলা ১টায় আবৃত্তি প্রতিযোগিতা; বৈকাল ৪টায় পত্রিকা প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মকাভিনয় অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগার ॥ ২৪-পরগনা ॥

বিগত ২৮শে আশ্বিন, মহালয়ার অপরাহ্নে সাধুজন পাঠাগারের ৪০তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীবৈদ্যনাথ বাগচী চৌধুরী উদ্‌বোধন ভাষণ দেন। শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। দেশ-বিদেশের শুভেচ্ছা পাঠ করেন শ্রীগোপাল চন্দ্র সাধু। পাঠাগারের বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় যে পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা ১১৫৩৬, সভ্য সংখ্যা ১৪০, পুস্তক বিলি ৭৪৬০, বিভিন্ন সূত্রে আয় ১৩৭৪'৭৪ টাকা। পাঠাগারটির বৈশিষ্ট্য যে এটি একটি বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ॥ বর্ধমান ॥

বিগত ২২শে ডিসেম্বর জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বর্তমান গ্রন্থাগার পরিষদের প্রস্তাবগুলি আলোচিত হয় এবং সমর্থিত হয়। সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। সভায় গৃহীত নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যে অবিলম্বে সারা পশ্চিমবঙ্গে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থাপনের জন্য গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা হোক।

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির : গড়জয়পুর ; পুরুলিয়া

গত ২৫শে ও ২৬শে নভেম্বর বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের ২৮তম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীগুরুচরণ আচার্য, গ্রন্থাগারের বিল্ডিং ফণ্ড সম্প্রসারণের কথা বার্ষিক বিবরণীতে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সভায় সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। ২৬শে বিচিত্রানুষ্ঠান অনেক স্থানীয় শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী স্পনসর্ড লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ এ্যাসোসিয়েশন, পুরুলিয়া জেলা শাখা

গ্রন্থাগার আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রতি বৎসর ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস হিসাবে পালিত

হয়ে আসছে। এই দিনে এবার পুরুলিয়া জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩৬টি গ্রামীন গ্রন্থাগারের থেকে অর্ধশতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সভায় বর্তমান বছরের কার্যকরী সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি—শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায়; কার্যকরী সভাপতি—শ্রীসুশান্ত হাজরা. সম্পাদক—বিশ্বনাথ কোলে ও কোষাধ্যক্ষ—বদন ভাণ্ডারী নির্বাচিত হন। সভায় সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীসন্তোষ নাথ ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন। সভায় বিভিন্ন প্রবেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হলেও পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশিত হয়।

কেন্দ্রীয় সমিতির পক্ষ থেকে শ্রীঅনল ভট্টাচার্য সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার

॥ ত্রিবেণী ; হুগলী ॥

বিগত ২০শে ডিসেম্বর পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুনীল কুমার ঘোষক। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীনবীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে সরকারী পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলির স্বীকৃতি না থাকাতে গ্রন্থাগারগুলি নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাধারণ শিক্ষাক্রমে ধারাবাহিকতা রক্ষায় বাধা ও সামাজিক দায় দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হচ্ছে না। অর্থাভাবে গ্রন্থাগারগুলি সঙ্কট প্রাপ্ত হচ্ছে। ইহার কারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয় নাই.

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয় :—

(১) এই সভা দেশে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবী জানাইতেছে।

(২) এই সভা দেশের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির সুপরিচালন ও উন্নতি সাধনে প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য প্রদানের দাবী জানাইতেছে।

(৩) দেশের শিক্ষা বাজেটে গ্রন্থাগারগুলির জন্য অন্তত শতকরা ২·৫ ভাগ ব্যয় করিবার দাবী জানাইতেছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম

ভর্তির আবেদন পত্র (৫০ প) পরিষদ (পি ১৩৪, সি আই টি স্কীম ৫২, কলি ১৪) কাজের দিন বিকাল ৪-৮ পর্যন্ত পাওয়া যাবে। ঠিকানা লেখা খাম ও ২৫প-র ৩ ডাক টিকিট পাঠালে আবেদন পত্র ডাকে পাঠান হয়। ন্যূনতম যোগ্যতা : পি ইউ/বা সে অথবা এস এফ পাশ এবং গ্রন্থাগারে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা। আবেদন পত্র জমা দেবার শেষ দিন ৮ মার্চ ১৯৭৪।

সম্পাদক

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ উপসমিতি

English Abstracts

Volume – 9 Dec '74-Jan '75

On national wage policy (**Editorial**)

Bengal Library Association highlighted the concept in the 31st Bengal Library conference, held at Kurseong, 1974. This question came into surface during all India Railway strike and other democratic movement.

It is felt that there are differences in wages among the staff working under Central Govt. organisation and Central Govt. undertakings. There are anomalies in wages, when the wages of State Govt. employees are compared with those of Central Govt. employees. There is no principle in private sector.

In West Bengal anomalies exist in wages of teachers of all categories. Teachers & employees of sponsored organisations, Govt. sectors and private sectors are continuing their services with anomalous pay scales.

Library workers of different categories, employed in different organisations are going on with different kinds of wages. This process that pursued by the govt is not a recent one.

Thus it is high time to raise the question of uniform pay policy of the libeary workers and to resolve it through for united struggle right now.

Twentieth Century Library movement in Bengal and role Bengalees- by **Pramil chandra Bose.**

—In continuation of the first part the author stresses on the fact that library is the constituent, preserver and carrier of culture in a country. The concept of public library germinated in this soil as a result of direct European influence, particularly of the Missionaries. Important libraries like, Midnapore Public Library (1852), Calcutta Public Library (1836), Hooghly Public Library (1854), Konnagar Public Library (1858), Uttarpara Public Library (1859) were established in the midst of 19th cent renaissance.

In the directory published by BLA (1942) found that in united Bengal there were 876 public libraries among them at least 58 were established in the past century.

During first decade of 20th cent 54 libraries, 2nd decade 119, 3rd decade 113 and in the 4th decade 309 libraries were esteblished.

The author described the growth of libraries as a consequence of past century cultural movement, which was still effective in the present century.

Internationalism of library by **Birendra Chandra Bandopadhyay**

—The author states that the document itself is independent of time, space and nation, so the library which is essentially storehouse of documents becomes international in nature. Beside this library co-operation in international level began in 1896. Dissemination of information through abstracts, bibliographies and documention is common. But barriers are also there. Attempts for making Union List of Serials, World List of Scientific Periodicals, Index Bibliographicus were praised. National bibliopaphies, co-operative book collection are helpful methods for bibliographical control. According to these principle Farmington Plans in US Aand Scandia Plan in Scandinavian Countries were implemented. Role of UNESCO in the development of libraries in various countries admired. Other international bodies like IMF, UBU, World Bank, WMO., ILO, FAO etc help to extend library services.

In spite of these progress, illiteracy, class-difference, imperialism, chauvinism are the chief barrier of progress.

Author concludes, proper education and culture make a man civilised, library a vital organisation should be organised to help eradicate such barrier.

Profession-based designation : A few Proposals **Asok Basu**

The question of Profession-based designation is a long felt desire of the library Professionals. The library Professionals acquire professional know-how through the professional training programme conducted by the Universities/Institutions/Associations. By virtue of their professional expertise and the nature of services they render—they belong to the profession of Librarianship. The term 'Librarian' does not indicate only the managerial aspect of library services—rather it is a comprehensive term for both Exceutive Librarian and Non-Exceutive Librarian. Those who are entrusted with policy making, decision marking, etc are Executive Librarians. All the other library professionals are Non-Executive librarians. Existing socalbd designations, e g Library Assistant, Professional Assistant, Technical Assistant, etc should be redesignated with the term 'Librarian'. It means, in a library, there will be different levels of Librarians with different levels of scales of pay for different levels of jobs. If it is implemented there will be no structural disturbances as well as there will be no financial implications. This will be just renaming of existing cadres to reflect their professional skill through designations, just like other professions, eg Engineer, Teacher, etc.

1 FEB 1975

সাহিত্য সংসদ এর

সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা

প্রায় হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাস প্রতি শতক ধরে আলোচিত। [১৫.০০]

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

কালিকট থেকে পলাশী

পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্য অভিযান কাহিনী। কয়েকটি বিরল মানচিত্র। [৬.৫০]

সাহিত্য রত্ন ডাঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

বাঙলার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

কীর্তনের তত্ত্ব, ইতিহাস ও বিশিষ্ট কীর্তনীয়াদের জীবনী। কয়েকটি আলোকচিত্র। [১০.০০]

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বাস্তু

উদ্বাস্তু সমস্যা ও সমাধান প্রচেষ্টার ইতিকথা। [১০.০০]

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

উপনিষদের কথা

উপনিষদ সমূহের ইতিহাসগত আলোচনা ও প্রাঞ্জল বিবরণ। [৪.০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

জ্ঞানাদেবী

॥ দেশবিদেশের শিক্ষা ॥ ৮·০০

সিমেস্টার কি? গ্রেড? নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার প্রয়োজন কেন? আমাদের দেশে ইহাদের কোন্ কোন্ সংস্কার গ্রহণ করা হইবে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বাংলাভাষার একমাত্র বই। "আসন্ন পরীক্ষা সংস্কার বুঝিতে ও চালু করিতে অপরিহার্য।"

অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস

॥ ইতিহাস শিক্ষণ ॥ ১০·০০

বি. এড. বি. টি. সোর্ট বেসিক, সিনিয়র বেসিক সকল প্রকার ইতিহাস শিক্ষণের উপর এই বই আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস ও শেখর ঘোষ

॥ ফরাসী বিপ্লব মুদ্রাস্ফীতি ॥ ১০·০০

মুদ্রাস্ফীতি কি? কেন? প্রতিকার? নোট বাতিল কি সমাধান করে? নোট ছাপাইয়ের ফল? ছয় বছর পরে একশ' টাকার দাম কেনই বা এক টাকায় দাঁড়ায়? বিপ্লব কেন ব্যর্থ? গভর্ণমেণ্ট কেন মুনাফা শিকারীদের বলে? অপরাধীদের মাথা কাটা সত্ত্বেও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায় কেন? বেতন বৃদ্ধি কি সমস্যার সমাধান করে? অত্যাবশ্যকীয় জিনিষের কল্পনাতীত দাম কেন? জন প্রতিনিধি ও সমাজের দুর্নীতির এবং মুদ্রাস্ফীতির জলন্ত বিবরণ। ঘরিল ও বিপ্লবী নেতাদের বহু ছবি। আর্টপেপারে ছাপা।

দাশগুপ্ত কোং প্রাঃ লিঃ ৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলি-১২। **মল্লিক লাইব্রেরী,** মেদিনীপুর।

পল্লী শ্রী পুস্তকালয়, পাঁশকুড়া; **দে বুক হাউস,** গোবরডাঙ্গা।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

SELECTED WRITINGS

J. V. Stalin

Paper back 18.00 Hard Cover 25.00

Herbert Aptheker

THE NATURE OF DEMOCRACY FREEDOM AND REVOLUTION 4.25

M. A. Rasul

A HISTORY OF THE ALL INDIA KISAN SABHA 22.00

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি ৫·০০

২য় খণ্ড (অসমাপ্ত)

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ স্মরণে ৩·৭৫

জি ডিমিট্রফ

শ্রমিক ঐক্য ফ্যাসীবাদ বিরোধী দুর্গ ৩·২৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

১২ বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২

শাখা: নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর ১৩

॥ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ॥

॥ ৩২তম অধিবেশন ।

ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর

১২—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫

সবিনয় নিবেদন,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম এর ব্যবস্থাপনায় আগামী ১২—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩২তম অধিবেশন মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের আলাপনী পাঠাগারে অনুষ্ঠিত হইবে। সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস এবং সম্মেলনে সভাপতিত্ব করবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় :—

(১) গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

(২) পরিবর্তিত নূতন শিক্ষা ক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ।

দ্বিতীয় বিষয়টির জন্য গ্রন্থাগার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের নিকট হইতে প্রবন্ধাদি আহ্বান করা হইতেছে। এই বিষয়ে প্রবন্ধ পরিষদ কর্মসচিবের নিকট আগামী ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৫ র মধ্যে জমা দিতে হইবে।

সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী এবং জনসাধারণকে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাঁহারা সম্মেলনের সাধারণ অধিবেশনে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সেই প্রস্তাব ৭ই এপ্রিল, ১৯৭৫ তারিখের মধ্যে পরিষদ কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। অন্যান্য সংবাদের জন্য অভ্যর্থনা সমিতি অথবা পরিষদ কার্যালয়ে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে সম্মেলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয় পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠানলিপি পরে জানানো হইবে।

সম্মেলনে আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। নমস্কারান্তে—

এস, পি, নন্দী, সভাপতি
এ, কে, দাস, সম্পাদক
অভ্যর্থনা সমিতি

চঞ্চল কুমার সেন
কর্মসচিব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ৩২তম অধিবেশন।
C/o, আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার
পো:—ঝাড়গ্রাম, জেলা—মেদিনীপুর।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
পি-১৩৪ সি, আই, টি, স্কীম-৫২
কলিকাতা-১৪
(ফোন—৪৪-৮৫৬৬)

॥ জ্ঞাতব্য বিষয় ॥

১। সম্মেলন ১২—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫ শনিবার, রবিবার ও সোমবার অনুষ্ঠিত হইবে। ১২ এপ্রিল, ৫টায় সম্মেলনের উদ্বোধন হইবে এবং ১৪ এপ্রিল, সোমবার মধ্যাহ্ন ১২-০০ টায় সম্মেলন সমাপ্ত হইবে।

২। প্রতিনিধিদের তালিকাভুক্তিকরণের কাজ ১২ এপ্রিল, সকাল ৯-০০ টায় শুরু হইবে।

৩। যে কোন ব্যক্তি সম্মেলনে যোগদান করিতে পারেন। পরিষদের সদস্যদের (ব্যক্তিগত/প্রতিষ্ঠানগত) কোন প্রতিনিধি ফি লাগিবে না। যাঁহারা সদস্য নন তাঁহাদের চার টাকা প্রতিনিধি/দর্শক ফি লাগিবে। সদস্য প্রতিষ্ঠান-সমূহ দুইজন করিয়া প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবেন। সম্মেলনে যোগদান করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ১০ এপ্রিল তারিখের মধ্যে অভ্যর্থনা সমিতিকে জানাইতে হইবে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ অভ্যর্থনা সমিতির ঠিকানায় প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। প্রতিনিধি দর্শকের নিজস্ব বিছানা ও মশারী আনিতে হইবে। ১২ তারিখ অপরাহ্ন হইতে ১৪ তারিখ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান ও আহারাদির জন্য জনপ্রতি মোট ১৫·০০ টাকা করিয়া লাগিবে। যাঁহারা সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ও পরে অবস্থান ও আহারাদি করিবেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনা সমিতিকে পূর্বেই জানাইতে হইবে এবং এইজন্য অতিরিক্ত অর্থ দিতে হইবে।

৫। কলিকাতা হইতে ঝাড়গ্রাম যাইবার সুবিধাজনক পথ :

ট্রেনপথ : (ক) হাওড়া হইতে ঝাড়গ্রাম—বোম্বে বা স্টীল এক্সপ্রেস যোগে। দূরত্ব কিলোমিটার।

বোম্বে এক্সপ্রেস	ছাড়িবে ১১-৫৫মিঃ	পৌঁছাইবে	১৫-৬মিঃ
স্টীল এক্সপ্রেস	ছাড়িবে ২১টাঃ	পৌঁছাইবে	২৩-৩৫মিঃ

ভাড়া প্রথম শ্রেণী ৬৬·০৫। দ্বিতীয় শ্রেণী ৮·৫০।

(খ) হাওড়া হইতে লোকাল ট্রেনে খড়্গপুর (ভাড়া ৬·৪৫) যাওয়া যায়। খড়্গপুর হইতে বাসযোগে ঝাড়গ্রামে যাওয়া যায়।

৬। অভ্যর্থনা সমিতি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করিবেন।

৭। সম্মেলনের বিস্তারিত অনুষ্ঠান সূচী পরে জানানো হইবে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা | সহযোগী সম্পাদক—সুবীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১০ | ১৩৮১, মাঘ

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্বর্ণ জয়ন্তী বর্ষে এবার গ্রন্থাগার সম্মেলনের ৩২ তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১২-১৪ই এপ্রিল '৭৫ তারিখে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে, আশাপল্লী মহাকুমা গ্রন্থাগারে। উদ্বোধন করবেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত এফ্ টি ব্যাবলস্ট ডায়াস। সভাপতিত্ব করবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র।

এছাড়াও লক্ষ্য করার বিষয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে, (১) গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও (২) পরিবর্তিত নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ।

মনে করা স্বাভাবিক যে এই সম্মেলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এখনও আজ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের হতভাগ্য দেশে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা এখনও বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোসর্বস্ব। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক মনীষীই এই শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বৃটিশ-শাসন ধারণার ওপরে যে সামান্য অদল বদল এই দীর্ঘ ১৮ বৎসরের মধ্যে হয়েছিল, তা প্রায় সবই উৎসাহের অপব্যয়, বিশৃঙ্খলার নামান্তর।

আজ সচরাচরে দেখতে পাওয়া যায়, ছাত্র অসন্তোষ, শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মী অসন্তোষ। তৎসহ গ্রন্থাগারও সহ বিবিধ অব্যবস্থা। অনিবার্য ভাবেই অভিভাবক সম্প্রদায় বিভ্রান্ত—তাঁদের অভিযোগের ভাষাও আজ সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন। বহু কমিটি-কমিশনও বোধহয় খুব স্বাভাবিক কারণেই মূল্যহীন হয়ে উঠেছে। এক কথায় আমাদের দেশে আজ শিক্ষা ব্যবস্থাটি পঙ্গু হয়ে পড়েছে—শিক্ষার প্রতি—তথা জনসাধারণের প্রতি। সমাজের ক্ষমতাশালী নেতৃত্ব মৌলিক দূরদৃষ্টি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি-জনিত গুরুত্বের যোগ প্রভাবে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু গ্রন্থাগার আন্দোলন—যার সূচনালগ্ন থেকেই আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ বহু মনীষীর চিন্তাধারা তথা আশ্রয়ধন্য হয়ে সংগঠিতভাবে এই বঙ্গদেশে বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ চলে আসছে তার অভিজ্ঞতা নিঃসৃত বক্তব্য আজ কিন্তু স্পষ্ট।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্পষ্ট বক্তব্য—গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা—আজীবন শিক্ষার সুযোগ সাধারণের গ্রন্থাগার প্রবর্তনের মাধ্যমে—বিনাচাঁদা পাঠাগার আইন ভিত্তিক। প্রতিটি স্কুলে স্কুলে গ্রন্থাগার প্রবর্তন—স্কুল পরিবেশ থেকেই ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রতি উপযুক্ত স্ব-শিক্ষার পর্ব নির্দেশ। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আনুপাতিক স্পষ্ট সম্পর্ক।

অবশ্য এমন বক্তব্য বলিষ্ঠকণ্ঠে উচ্চারণের জন্যেও আজ যথেষ্ট নয়। পুরোভাগে ইতিমধ্যেই যে গ্রন্থাগার কর্মীরা এসে গেছেন, তাঁদের যোগ্যতা সামর্থ্য নিয়েও অনেক প্রশ্ন

দেখা দিয়েছে। অর্থ নৈতিক ও মর্যাদাগত প্রশ্নে অনেক বৈষম্যমূলক আচরণ তাদের হতাশাগ্রস্ত করে তুলেছে সন্দেহ নেই।

তবুও সংকটসময়ে প্রতিজ্ঞাগ্রহণের সময় আজ—গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করতে হবে, প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়িত করবার কথা বারম্বার বলতে হবে, জনসাধারণের সমর্থনপুষ্ট দোক্তার ঘোষণার মাধ্যমে। গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিচালকদের হতাশ হলে চলবে না। সাক্ষী হিসাবে ৩২তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন উপলক্ষে, রাজ্যপাল ডাঃ এ. এল. শ্রীমালি প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণীর প্রথম অনুচ্ছেদটি স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত আছেন তাঁদের কাছে আমার বিশেষ কিছু বলার নেই। তাঁরা জানেন যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করছে জনসাধারণের সমর্থনের উপর। তাঁরা জানেন যে, জনসাধারণের সমর্থন পেতে হলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে জনসাধারণের প্রয়োজন মেটাতে হবে। তাঁরা জানেন যে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করছে গ্রন্থাগার কর্মীদের উপর। তাঁরা জানেন যে, গ্রন্থাগার কর্মীদের সমর্থন পেতে হলে তাঁদের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে।" এই সমস্যাগুলির সমাধানের দায়িত্ব যাঁদের উপর ন্যস্ত তাঁদের সকলের কাছে আমাদের আবেদন, গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা আরও সক্রিয় হোন। আমাদের আবেদন, গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা আরও সক্রিয় হোন। আমাদের আবেদন, গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা সমাধানের জন্য আপনারা আরও সক্রিয় হোন।

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মালিকানা ও প্রকাশন সংক্রান্ত বিবরণী

(ফর্ম ৪, নিয়মাবলী নং ৮)

প্রকাশনার স্থান	:	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা-১২
প্রকাশ কাল	:	মাসিক
মুদ্রাকরের নাম	:	শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	১০০/১, সুরেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪
প্রকাশকের নাম	:	শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	১০০/১, সুরেন্দ্র বসু এ্যাভিনিউ, কলিকাতা-৪
সম্পাদকের নাম	:	রামকৃষ্ণ সাহা
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	৩৩/২/এইচ, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৫
পত্রিকার স্বত্বাধিকারী	:	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
ঠিকানা	:	কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১২

আমি শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১।৩।৭৫

স্বাক্ষর : সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক

*শশীভূষণ ঘোষ স্মারক বক্তৃতা

বিংশ শতাব্দে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙালী

প্রদীপ চন্দ্র বসু
বহুনপুর, মহাদেবগ্রাম, ২৪ পরগণা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

লর্ড কার্জন ও গ্রন্থাগার আন্দোলন

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হ'য়ে এদেশে আসেন। কল'কাতা তখন ভারতবর্ষের রাজধানী। সে সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য শহর ছিল লণ্ডন এবং তার পরেই শহর হিসাবে দ্বিতীয় স্থান ছিল কল'কাতার। ইংরেজের স্বার্থ সংরক্ষণে লর্ড কার্জন এদেশে আমাদের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূলে অনেক কাজ ক'রেছেন এবং এদেশবাসী সম্বন্ধে কটূক্তিও করেছেন একথা সত্য। অন্যদিকে একথাও স্বীকার ক'রতে হয় যে শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে লর্ড কার্জনের মন ছিল সচেতন এবং পরিচ্ছন্ন। এবং এ বিষয়ে এদেশে প্রগতিমূলক পন্থা অবলম্বনে তিনি উৎসাহী ছিলেন। এই কারণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর ক'লকাতা নগরীকে সম্ভাব্য বিষয়ে লণ্ডনের অনুকরণে গড়ে তোলার সাধ তাঁর মনে ছিল

লর্ড কার্জনের এদেশে আসার বহুপূর্বে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট ক'লকাতার কিছু সংখ্যক বিদেশী এবং এদেশীয় বিদ্বজ্জনের উদ্যোগে ক'লকাতা পাবলিক লাইব্রেরী নামে এক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কলকাতায় এক জনসভা হয়। এই সভায় গৃহীত পুস্তকের কার্যকরী রূপ হিসাবে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঐ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঐ বৎসরের মার্চ মাসে তার উদ্বোধন হয়। এই ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ১৯৯১ সালে ভারত সরকারের কয়েকটি বিভাগীয় লাইব্রেরীকে একত্রিত ক'রে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে কলকাতায় এক সরকারী লাইব্রেরী গঠিত হয়।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী নানা উত্থান পতনের মধ্য দি দীর্ঘকাল অগ্রসর হয়ে উনবিংশ শতকের শেষভাগে চরম দুরবস্থায় উপনীত হয়। কলকাতায় আসার পর লর্ড কার্জন তৎকালে মেটকাফ হলে Metcalfe Hall) অবস্থিত কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরিটি পরিদর্শন করেন। পক্ষান্তরে পূর্ববর্ণিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীটিরও তখন সংস্কার ও উন্নয়নে প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছিল।

বিদেশে এদেও লর্ড কার্জনের স্মৃতিপটে লণ্ডনের বিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী এবং অক্সফোর্ডের বডলিয়ান (Bodlean) লাইব্রেরীর চিত্র সমুজ্জ্বল ছিল। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী এবং ভারত সংস্কৃতির পীঠস্থান কলকাতা শহরে অনুরূপ আদর্শের এক গ্রন্থাগার গড়ে তোলার সাধ তার মনে জেগেছিল। লর্ড কার্জনের আগ্রহে মুমূর্ষুপ্রায় কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর স্বত্ব ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত হ'ল এবং সরকারি ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সাথে এই লাইব্রেরী একত্রিভূত করে উভয় লাইব্রেরীর সংযোগে গঠিত লাইব্রেরীটিকে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নাম দিয়ে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন লাইব্রেরীটি জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হ'ল। এই লাইব্রেরীতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত সকল গ্রন্থ এখানে সংগৃহীত হবে এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত স্থানের রেফারেন্স (Reference) বই তখানে রাখা হবে লর্ড কার্জনের ইহাই ছিল ইচ্ছা। লর্ড কার্জন কর্তৃক পুনর্গঠিত কলকাতার এই ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী কালক্রমে আজ ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার বা জাতীয় গ্রন্থাগার নামে দেশে এবং বিদেশে সুপরিচিত।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর মাধ্যমে জনসাধারণকে অবাধে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ

এবং অধিকার দেবার সরকারী দায়িত্বের স্বীকৃতি এবং তার আয়োজন আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে অবশ্যই এক অভূতপূর্ব, উল্লেখযোগ্য এবং উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা। সে যুগে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেবার সরকারী দায়িত্ব গ্রহণের এই অচিন্তনীয় অথচ সঙ্গত এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লর্ড কার্জনের আগ্রহেই সম্ভব হয়েছিল। লর্ড কার্জনের এই প্রগতিমূলক কার্য এদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মর্যাদা তথা শক্তি বৃদ্ধি করে আন্দোলনের গতিকে অগ্রসর হতে যে যথেষ্ট সাহায্য করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই প্রগতিশীল উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য লর্ড কার্জন এদেশবাসীর অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই পুনর্গঠিত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রথম লাইব্রেরীয়ান ছিলেন ব্রিটিশ মিউজিয়ামের ম্যাকফারলেন (Macfarlane) সাহেব, কিন্তু তার পরবর্তী লাইব্রেরীয়ান হিসাবে নিযুক্ত হয়ে ছিলেন বহুভাষাবিদ এক বাঙ্গালী মনীষী যাঁর নাম হরিনাথ দে।

বিপ্লববাদ ও গ্রন্থাগার

বিংশ শতকের শুরুতে বন্যার মত গোপন বৈপ্লবিক ভাবধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত ছিল। বিদেশী শাসকের দৃষ্টির অন্তরালে বৈপ্লবিক কাজকর্ম করার জন্য এই সময়ে দেশে গুপ্ত সমিতির সৃষ্টি হয়। বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মকাণ্ড প্রসারের উদ্দেশ্যে নানা আখড়ায় শরীর চর্চার আখড়া স্থাপিত হয়। বিপ্লবীদের মনে প্রেরণা জোগাবার জন্য এই সকল আখড়ায় শরীর চর্চার সাথে সাথে বৈপ্লবিক সাহিত্য পাঠ ও আলোচনার প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে ছোট ছোট গ্রন্থসংগ্রহ এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হ'ত। তৎকালীন বৈপ্লবিক কাজকর্মের সাথে ভগিনী নিবেদিতার যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল সে কথা আজ আর অজানা নেই। ভগিনী নিবেদিতার জীবন কাহিনী আলোচনায় এবং বাংলাদেশের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাস চর্চায় জানা যায় যে গুপ্ত সমিতির ব্যবহারের জন্য তরুণ মন সহজে স্বদেশ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে সেই ধরণের অনেক বই গুপ্ত সমিতি তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিল। এই সকল বই এর বিস্তৃত তালিকাও পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ছিল আইরিশ বিদ্রোহের ইতিহাস, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস, ম্যাৎসিনির কথা, গ্যারিবল্ডীর জীবনী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ডিগবী, দাদাভাই নৌরোজী প্রভৃতির রচিত অর্থনীতির বই, অধ্যাপক ও কানুনগোর বই, পিটার ক্রপটকিনের বই, ম্যাৎসিনির বই প্রভৃতি। গুপ্ত সমিতির এই সকল বই দেশের সর্বত্র গোপনে প্রেরিত ও পঠিত হত। ম্যাৎসিনির আত্মজীবনীর যে অধ্যায়ে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতির বর্ণনা আছে বিশেষভাবে সেই অধ্যায়টি টাইপ করে দেশের চারিদিকে গোপনে যুবকদের মধ্যে বিতরিত হত। কাজেই একদিকে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার যেমন সে সময়ে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রসারে সহায়তা করেছে অন্যদিকে তেমনি এই ব্যবস্থায় গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রন্থাগার আন্দোলনও পরোক্ষভাবে শক্তি ও গতিবেগ অর্জন করেছে।

গ্রন্থাগারের সাথে বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায় বিদেশী শাসকের নিযুক্ত পুলিশ বাহিনীর যুগপৎ বিপ্লবী যুবক এবং গ্রন্থাগারের উপর নির্যাতনে। এই নির্যাতন স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ পর্যায় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গ্রন্থাগারের সাথে বিপ্লবীদের সম্পর্ক বিষয়ে সমসাময়িক প্রেসের শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ প্রবন্ধকারকে লেখেন, "যুবকদের লক্ষ্যবদ্ধ করার ও শিক্ষাদানের জন্য গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় অন্ততঃ ২৫/৩০ খানা বই সংগ্রহ করে হতো এবং বাংলা লাইব্রেরী গঠনের সূচনা তখন হতে শুরু হয়।" পরিতাপের বিষয় বাংলাদেশে বিপ্লবীদের কার্যতৎপরতা এবং যুবসংগঠনের সাথে গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে বিস্তৃততর আলোচনা হতে পারেনি। বিপক্ষের সম্ভাবনায় বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষার জন্য গুপ্ত আন্দোলনের সকল তথ্য ও নিদর্শন নষ্ট করে ফেলা বিপ্লবীদের আদর্শ ছিল। এই কারণে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই দিকের পূর্ণ বিবরণ সংগ্রহ করা সহজ নয়। সে যুগের বিপ্লবীদের যে কয়জন আজও বাঁচা জীবিত আছেন গ্রন্থাগার আন্দোলনে উৎসাহী ব্যক্তিদের কেহ যদি তাঁদের সাথে যোগাযোগ করে এবিষয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিবরণ সংগ্রহ করেন তা' হলে কিছু তথ্য সংগৃহীত হতে পারে।

স্বদেশী আন্দোলন ও গ্রন্থাগার

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের নির্দেশে রাজনৈতিক কারণে বঙ্গদেশ বিখণ্ডিত হয়। বঙ্গ ভঙ্গের ফলে বাংলা দেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই বিক্ষোভ থেকে উদ্ভূত স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা জনচিত্তে বিপুল প্লাবন সৃষ্টি করে। পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত হবার জন্যে বাঙালী নানা ভাবে আত্মনির্ভরশীল এবং কর্মচঞ্চল হতে চেষ্টা ক'রতে থাকে। এই প্রয়াস অনেক গঠনমূলক কাজের প্রেরণা জোগায়। আনুষঙ্গিকভাবে স্বাদেশিকতার চেতনার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্নদিকে গ্রন্থাগারেরও সৃষ্টি হতে থাকে। এমন কি সে সময়ে গ্রন্থাগার সৃষ্টির এই স্তরের আঘাত সুদূর অন্ধ্রদেশেও গ্রন্থাগার সৃষ্টির অনুকূলে কার্য ক'রেছিল; তার উল্লেখ যথা সময়ে করা যাবে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার এই উদ্যোগের ফলে বিংশ শতকের প্রথম দশকে ন্যূনপক্ষে অন্ততঃ ৪৪টি নতুন গ্রন্থাগার বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল এ তথ্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগার নির্দেশিকা পুস্তক থেকে জানা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও গ্রন্থাগার

বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রসারের ও গ্রন্থাগারের প্রসারের কারণ ঘটে। ১৮৫৭ সালের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষালয়ের অনুমোদন এবং পরীক্ষা গ্রহণের একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। পঠন পাঠনের আয়োজনের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিল না। লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' নামে এক কমিশন নিযুক্ত হয়। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ এক সুপারিশে উচ্চতর শিক্ষাদান ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অধ্যাপকবৃন্দ নিয়োগ এবং শিক্ষা ও গবেষণা কাজের সহায়তার উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরির আয়োজন রাখার কথা বলা হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন' (Indian Universites Act) নামে নতুন এক আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং অতঃপর এই আইনের বিধান অনুসারে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম সংগঠিত ও পরিচালিত হতে থাকে। এই আইনে বিশ্ববিদ্যালয়কে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করার অধিকার দেওয়া হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখার কথাও উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন আইন প্রবর্তনের পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বনামধন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে বৃত হন। দূর দৃষ্টি-সম্পন্ন স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, শিক্ষকতা ও গবেষণামূলক কাজের উন্নতিকল্পে উপযুক্ত গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলার প্রয়োজন বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারটির যথা সম্ভব উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্দেশ্যে দারভাঙ্গার মহারাজার কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা দান হিসাবে সংগৃহীত হয়।

ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিষয়ক সীমানার মধ্যে অবস্থিত উচ্চবিদ্যালয় সমূহকে পূর্বে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে এবং সেই অনুমোদন বজায় রেখে চলতে হ'ত। উচ্চবিদ্যালয়ের অনুমোদনের এবং সে অনুমোদন বজায় রাখার জন্যে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯০৪ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ভিত্তিতে কতকগুলি (Regulation) রচিত হয়। তখন পর্যন্ত উচ্চবিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার রাখার বাধ্যতামূলক কোন নিয়ম ছিল না। নূতন বিধি-গুলির মধ্যে একটা ধারা সংযোজনের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্যে এবং সে অনুমোদনের স্বীকৃতি বজায় রাখার জন্যে ছাত্রছাত্রীদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ে আবশ্যিকভাবে উপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং ঐ গ্রন্থাগারে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত অন্যান্য গ্রন্থ ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অন্যূন আট টাকা ব্যয় ক'রতে হবে ব'লে বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেওয়া হ'ল। কাজেই বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে গ্রন্থাগার রাখার প্রয়োজনের স্বীকৃতি বিংশ শতকের প্রথম দশকেই সর্বপ্রথম দেওয়া হ'ল।

চিঠিপত্র

সম্পাদক
গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ
মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

গ্রন্থাগার পত্রিকার ২৪ বর্ষ, নবম সংখ্যাতে অশোক বসু মহাশয়ের 'বৃত্তিভিত্তিক পদনাম : কয়েকটি প্রস্তাব' নামক প্রবন্ধটি পড়ে খুবই অভিভূত হয়েছি। কারণ এজাতীয় আলোচনা আমার ১৬ বছরের গ্রন্থাগার কর্মী জীবনে দেখেছি বলে মনে পরে না। একথা তিনি ঠিকই বলেছেন যে অর্থ নৈতিক আন্দোলন থেকে গ্রন্থাগারিকরা বিরত থাকবে না কিন্তু আত্মমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আমার মতে শুধুমাত্র সামাজিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বললেই চলবে না বরং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে যদি অর্থ নৈতিক দাবীকে পরিস্ফুট এবং লোচ্চার করে তুলে ধরতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম।

আমি বসু মহাশয়কে সাধুবাদ জানাই কারণ তিনি বলিষ্ঠভাবে বলেছেন যে গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিক বৃত্তিকুশলীদের পদের বিন্যাস ও পদের নামাকরণের ক্ষেত্রে এক অচল অনড় 'যথাবৃত্তীয়' চিন্তাধারা কাজ করে চলেছে। ভাবতে অবাক লাগে যে গ্রন্থাগার বৃত্তিতে নিযুক্ত এখনও কিছু লোক আছে যে তারা করে করে গ্রন্থাগারিক বলতে শুধুমাত্র যিনি একটি গ্রন্থাগারের পরিচালক রূপে কাজ করে থাকেন এবং বেশীরভাগ বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী তাদের চোখে গ্রন্থাগার সহকারী। বসু মহাশয় এখানেও দেখিয়েছেন যে গ্রন্থাগার সহকারী পদের প্রথম শব্দ 'গ্রন্থাগার' একান্তভাবেই স্থাননির্দেশক এবং কোনভাবেই বৃত্তিনির্দেশক নয়। বসু মহাশয়ের সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত যেখানে তিনি বলেছেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত এবং গ্রন্থাগার বৃত্তির যে কোন স্তরে নিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রেই গ্রন্থাগারিক।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে যেখানে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম আদায় করে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন সেখানে গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি গ্রহণ করেও আজ বহু কর্মী গ্রন্থাগারিক বলে স্বীকৃতি লাভ করেন নাই। জানিনা আর কতকাল ঐ সকল হতভাগ্য গ্রন্থাগার কর্মীরা তাদের বৃত্তিভিত্তিক পদনাম থেকে বঞ্চিত থাকবে।

তা: ২২-২-৭৫

ভবদীয়
শ্রীদীপক কুমার রায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের সামগ্রিকভাবে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা

ফণিভূষণ রায়

গ্রন্থাগারিক, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী
কলিকাতা-১

প্রবীর রায়চৌধুরী

রীডার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২

সংক্ষিপ্ত টীকা

এই টীকাটি আলোচনার সুবিধার জন্য নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়েছে :—

১ 'সাধারণ গ্রন্থাগার' কথাটির তাৎপর্য

২ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

৩ উন্নয়নশীল দেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা।

৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থে সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব।

৫ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ

৫১ বর্তমান অবস্থা

৫২ সমস্যাসমূহ

৬ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের প্রস্তাবসমূহ :

৬১ নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনা এবং গ্রন্থসম্পর্কিত পরিচারণের সম্প্রসারণ

৬২ পূর্বোক্ত পরিচারণসমূহের সুনির্দিষ্ট নীতি ও প্রকৃতি

৬৩ পরিচালনগত প্রকৃতি—গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা

৬৪ কর্মীর প্রয়োজন

৬৫ আর্থিক বরাদ্দ

৭ কলকাতার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী

৮ উপরোক্ত পরিকল্পনায় কর্মী নিয়োগের সম্ভাব্যতা

৯ উপরোক্ত পরিকল্পনা আশু রূপায়ণের প্রয়োজন।

১ 'সাধারণ গ্রন্থাগার' কথাটির তাৎপর্য

সাধারণ গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং এর উদ্দেশ্য হোল জনগণকে "শিক্ষিত" ও "অবহিত" করে তোলা এবং সেই সঙ্গে জনগণের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইতেও এর কর্মধারার বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব সমধিক। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের-শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহকে যথার্থরূপে "জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়", "সমষ্টির সংস্থা", এবং'সক শিক্ষা অব্যাহত রাখার অন্যতম মাধ্যম বলে অভিহিত করেছেন।

কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে বর্তমানে আমরা এমন একটি গ্রন্থাগারকে বুঝি, যেটির পরিচালন ভার সরকারী কোষাগার থেকে করা হয়ে থাকে এবং যেটিতে কোনরূপ বৈষম্য ব্যতিরেকে সর্বসাধারণের বিনামূল্যে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে।

২ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এটি আরও সুষ্ঠুভাবে হতে পারে যদি জনগণ দেশের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত থাকেন। এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনগণকে দেশের সমস্যাসমূহ সম্পর্কে অবহিত ও সজাগ থাকতে এবং তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের কর্মসূচীতে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ও সক্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

৩ উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

একটি উন্নত দেশে জনগণ সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত ও সজাগ থাকেন। কিন্তু একটি উন্নতিকামী দেশে জনগণ ততটা বেশী অবহিত বা সজাগ থাকেন না। স্বভাবতই বিভিন্ন উন্নয়নশীল কর্মসূচীতে তাদের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত নয়। সমকালীন ঘটনাবলীর সঠিক ও সর্বশেষ তথ্যসহ জনগণকে সর্বদা অবহিত ও সজাগ রাখবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

একটি উন্নতিকামী রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি, শিল্প, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে তাঁদেরকে ঘটনাবলীর সঠিক ও সর্বশেষ তথ্য সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। গ্রাম ও শহরের প্রতিটি মানুষকে দেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে হবে যাতে তাঁরা বেশী সংখ্যায় সক্রিয়ভাবে উৎপাদনশীল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এটা না করলে কোন কর্মসূচীই সার্থক হবে না।

উপরোক্ত প্রয়োজন ছাড়াও, এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, সদ্য সাক্ষর জনগণের অর্জিত শিক্ষাকে অব্যাহত রাখতে এবং তাকে সার্থক করে তুলতে সাধারণ গ্রন্থাগারের অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে।

৪ পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থের সাধারণ গ্রন্থাগারের অভাব

দুর্ভাগ্য ও পরিতাপের বিষয় হোল এই যে, পশ্চিমবঙ্গে প্রকৃত অর্থের সাধারণ গ্রন্থাগারের একান্তই অভাব। যে গ্রন্থাগারগুলিকে সাধারণ গ্রন্থাগার আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে প্রধানতঃ দুটিভাগে ভাগ করা যায় (১) জনগণের পরিচালিত চাঁদাকেন্দ্রিক গ্রন্থাগার। যেগুলি অধিকাংশক্ষেত্রেই ১৯৬১ সালের রেজিষ্ট্রি আইনের এক্তিয়ারে রেজিষ্ট্রিকৃত। (২) অন্য আরেক ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার হোল পৌরসভা এবং কিছু সরকারী কর্তৃত্বাধীনে।

এই ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি জনগণের সেই অংশের কাছে উন্মুক্ত থাকে যাঁরা নির্দিষ্ট পরিমাণে চাঁদা দিতে এবং বই ফেরার জন্য জামানত জমা রাখতে প্রস্তুত থাকেন।

নিঃশুল্ক গ্রন্থাগারের একান্তই অভাব। এই গ্রন্থাগারগুলি সকালে বা সন্ধ্যায় খুব অল্প সময়ের জন্যই খোলা থাকে। সুতরাং 'সাধারণ গ্রন্থাগার' এই কথার প্রকৃত তাৎপর্য স্মরণে রেখে বলা যায় যে এই ধরণের গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গে নেই বললেই চলে।

৫ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারসমূহ

৫১ বর্তমান অবস্থা

সংযোজিত সারণীর সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের উপরোক্ত দুই প্রকারের সাধারণ গ্রন্থাগারের ব্যাপ্তির গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়। ছকে যে চিত্র উদ্ভাসিত, বাস্তব অবস্থা তার চাইতেও সংকটজনক। এই চিত্র প্রস্তুত করার জন্য জনসংখ্যা ও শিক্ষিতের হার ১৯৭১ সালের আদমসুমারী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, স্বনসর্ড ও সরকারী নিবন্ধিত গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে তথ্য ১৯৭২ সালের তথ্য থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং চাঁদাকেন্দ্রিক সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে তথ্য ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত West Bengal Library Directory নামক পুস্তক থেকে সংগৃহীত হয়েছে।

(ক) সারণী পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির বণ্টন

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
জেলা	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা	শহরের সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	শিক্ষিত	গড়ঃ স্বনসর্ড গ্রন্থাগার	সরকারী পরিচালনায় গ্রন্থাগার	জনগণের পরিচালিত চাঁদা কেন্দ্রিক গ্রন্থাগার	মোট সংখ্যা
১) বাঁকুড়া	২৬৪১·০	২০৩৫,২৭৩	৫	৩৫৫৩	৫৫৩,৪৩৩	৩৭	×	১৩৮	১৭৫
২) বীরভূম	১৭৪৫·০	১৭৭৯,৮০৫	৬	২২৩৪	৮৬৯,৫২৪	৩১	×	১৬৬	২০৪
৩) বর্দ্ধমান	২৭০৪·৫	৩৯২০,৩৯৫	১১	২১১৫	১,৩৫০,০১১	৫৪	×	২৯১	৩৪৫
৪) কলকাতা	৩৯·৮	৩১৪১,১৮০	১	—	১,৮২৫,৭৭৩	১	×	৩৪১	৩৪২
৫) কুচবিহার	১৩১৩·৯	১৪১২,১৪৮	৬	১১৩৮	৩১০,৫৭৬	৫৬	১	৩৭	৭৪
৬) দার্জিলিং	১২৪৬·৬	৭৬৪,৬৭৭	৪	৫৩১	২৫১,১৪৪	৩১	১	৪২	৭১
৭) হুগলী	১২১২·১	২৮৭৩,৭৭১	১৬	১৯১১	১১০৯,৪২৫	৪৪	১	২২৮	২৮৩
৮) হাওড়া	৭৮০·১	২৪২০,০৯৫	২৩	৭৮৭	১৬০,১৫২	৪৮	×	২৭৩	৩২১
৯) জলপাইগুড়ি	৩৮২·৯	১৭৫১,১৭১	৭	৭৭৪	৪০৪,২৯২	৩৪	×	৩২	৬৯
১০) মালদা	১৩৯১·৯	১৬১৪,৫৭০	২	১৬০৩	২৭৮,৬১০	২৭	×	৪৭	৮৪
১১) মেদিনীপুর	৫২৫৩·৪	৫৫১৫,৩২০	১৪	১০৬১৮	১৮১৩,৩৩৯	৬৮	১	৩১৪	৩৮৩
১২) মুর্শিদাবাদ	২০৭২·২	২,৯৪২,১২৫	৯	১৮৩২	৫৭৬,২৬২	৩৮	×	১৫৩	১৯১
১৩) নদীয়া	১৪০৯·১	২,২২৯,০২২	১২	১১৮২	৮১৭,৯২৯	৩৪	×	১৫১	১৮৫
১৪) পুরুলিয়া	২৪০৭	১,৬১০,৪৭৭	৫	২৪৯০	৩৫২,৩৫৩	৩৭	×	৬৭	১০৪
১৫) চঃ পরগণা	৫৬৩৭·৭	৮,৫৮১,৭৪৩	৫১	৩৮১৪	৩,২৫৯,৫৪১	৮৪	৩	৪৭৪	৪৬১
১৬) পঃ দিনাজপুর	২০৬১·৯	১,৮৪৬,২১৫	৬	৩১৩০	৪০৫,২৫৩	৩৪	×	৬৫	৯৯
মোট	৩৪১৯৪·১	৮৪,৪৪০,০৯৪	১৮৫	৩৮,৪৬৫	১৪,৬৮,৭৪৫	৬৬১	৭	২৮২৯	৩৪৯৭

ক সারণী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভক্তিত ও অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির চিত্র

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি ও পরিচালন	বাঁকুড়া	বীরভূম	বর্ধমান	কলকাতা	কুচবিহার	দার্জিলিং	হুগলী	হাওড়া	জলপাইগুড়ি	মালদা	মেদিনীপুর	মুর্শিদাবাদ	নদীয়া	পুরুলিয়া	২৪ পরগনা	পঃ দিনাজপুর	মোট
১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (সরকারী) (রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষ দৈশ থেকে নেতৃত্ব—বাস্তবক্ষেত্রে পাঠকক্ষ উন্মুক্ত রেখে পাঠকদের সাহায্য)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	১
২) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (সরকারী) উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নে নেতৃত্ব দেওয়া—বাস্তবক্ষেত্রে কুচবিহার জেলার জেলা গ্রন্থাগাররূপে সীমাবদ্ধ																	
৩) জেলা গ্রন্থাগার (অনুঃ (জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেওয়ার পরিবর্তে যে শহরে অবস্থিত সেই শহর এবং জেঃ-গ্রঃ পঃ এর সদস্যদের সাহায্য)	১	১	২	—	—	১	১	১	১	১	২	১	১	১	২	১	১৭
৪) শহর / মহকুমা গ্রন্থাগার (অনুঃ) (যে শহরে অবস্থিত সেখানেই কার্য ধারা সীমাবদ্ধ)	—	—	৩	—	—	২	২	—	১	১	৩	১	২	—	৬		
৫) টাকী জেলা গ্রন্থাগার (সরকারী) (জেলা গ্রন্থাগারের অনুরূপ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	১
৬) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (সরকারী) (যে শহরে অবস্থিত সেইখানে কর্মধারা সীমাবদ্ধ)	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	২
৭) উত্তর পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকারী) (নির্দিষ্ট শহরে কার্য ধারা সীমাবদ্ধ)	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১
৮) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (স্যানসর্ড) (নির্দিষ্ট অঞ্চলে কার্য ধারা সীমাবদ্ধ)	১	১	১	১	১	৬	২	—	—	—	—	—	—	৭	—	২০	
৯) গ্রামীন গ্রন্থাগার (স্যানসর্ড) (নির্দিষ্ট গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল)	৩৫	৩৭	৪৮	—	৩৪	২৭	৪১	৪৭	৩২	২৪	৬৩	৩৬	৩১	৩৬	৬৯	৩৩	৬০৩
১০) সীমা গ্রন্থাগার (সরকারী) (অবস্থানের স্থানে সীমাবদ্ধ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	১	—	—	—	—	—	১
	৩৭	৩১	৪৪	১	৩৭	৩৭	৪৪	৪৮	৩৪	২৭	৬১	৩৮	৩৪	৩৭	৮৭	৩৪	৬৬৮

৫২ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির সমস্যা সমূহ

৫২১ সংখ্যাল্পতা একটি প্রধান সমস্যা

নির্দিষ্ট সংখ্যক গ্রাম ও শহরের আপেক্ষিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা যথার্থ পরিমাণে স্বল্প। প্রতিটি গ্রন্থাগারের সেবার গড় দায়িত্বের প্রকৃতি নিম্নের ছকে উল্লেখ করা হোল :—

পরিষদ ব্যাপ্তি	কতটি গ্রাম ও শহরকে এর আওতাভুক্ত করতে হয়	জন সংখ্যার পরিমাণ	কত সংখ্যক লিখিত এর যোগদিতে হয়
১০ বর্গমাইল এলাকা	১১	১১৭৮	১২২২

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সমস্ত ক্ষীয়মান এবং মুমূর্ষ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি রয়েছে তাদের পক্ষে এই অপরিসীম দায়িত্বের বোঝা খুবই দুর্বিসহ।

৫২২ অপর্যাপ্ত অনুদানের ব্যবস্থা

নিদারুণ আর্থিক অসচ্ছলতা ও সঙ্কট এইসব গ্রন্থাগারের বহুমুখী সমস্যাগুলির অন্যতম কারণ।

৫২২১ রাজ্যের গ্রন্থাগার জগতের উন্নতির জন্য রাজ্যসরকারের ব্যয়ভারও সামান্য

যাযাপিছু গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় এবং গ্রন্থাগারের জন্য শিক্ষা বাজেটের ব্যয় বরাদ্দের শতকরা হিসাবের পর্যালোচনা যদি করা যায় তবে এই সত্য উদ্ঘাটিত হবে যে রাজ্য সরকারও এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির জন্যও সামান্য পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে থাকেন।

নিম্নের ছকটি এই সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেবে :—

গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় বরাদ্দ (১৯৭৩-৭৪)	গ্রন্থাগারগুলির জন্য সরকার কর্তৃক যাযাপিছু ব্যয়	গ্রন্থাগারের জন্য রাজ্য শিক্ষা বাজেটের শতকরা হিসেব
৪০ লক্ষ	৯ পয়সা	শতকরা ½ ভাগ।

৫২২২ জনগণের পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অবস্থার দুঃখজনক চিত্র

জনগণ পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির আয়ের উৎস হোল সদস্যদের প্রদত্ত চাঁদা। প্রতিবছরে চাঁদা বাবদ এই সব গ্রন্থাগারগুলির আয় গড় ৩০০·০০ থেকে ৬০০·০০ মধ্যে। প্রথমতঃ সরকার কিংবা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থা বার্ষিক গড়ে ৫০·০০ থেকে ২০০·০০ পর্যন্ত যে অনুদান এইসব গ্রন্থাগার পেয়ে থাকেন সেটাও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। দ্বিতীয়তঃ, এই অনুদান প্রাপ্তির ক্ষেত্রেতে থাকে অনিশ্চয়তা এবং প্রচণ্ড অনিয়ম। তৃতীয়তঃ. বিরাট সংখ্যক গ্রন্থাগার এই অনুদান থেকে একেবারেই বঞ্চিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে কলকাতা পৌরসংস্থা এবং বিভিন্ন জেলার পৌরসংস্থাগুলির এই বাবদ যে অনুদান দিতেন সেটিও আজ ৮-৯ বছর ধরে বন্ধ আছে।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির চরম আর্থিক দুর্দশা নিম্নের ছকের সাহায্যে বোঝা যাবে :—

	আয়			ব্যয়			
সদস্যদের সংখ্যা	চাঁদা	দান	সরকারী সাহায্য	পুস্তকাদি	সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র	বাঁধাই	দৈনিক ব্যয় তহবিল
				১৫০·০০	১২০·০০	২০·০০	৬০·০০
৩০০·০০	অনির্দিষ্ট	৫০·০০ (অনির্দিষ্ট ও অনিয়মিত)		(১৫টির জন্য গড় মূল্য ১৫·০০ করে	(১টি সংবাদ পত্র ও একটি সাময়িকপত্রের জন্য)	(৮টি বইয়ের জন্য) গড় খরচ ২·৫০ করে।	প্রতিদিন গড়ে ব্যয় ৫, করে)

৪২২৩ অনুমোদিত গ্রন্থাগার সমূহ : পুস্তক, পত্রিকা এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ অপ্রতুল বরাদ্দ

স্বনসড গ্রন্থাগার সমূহে যে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয় তার পরিমাণও অত্যন্ত অপ্রতুল। এই অনুদানের পরিমাণ গ্রন্থাদি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় খাতে অত্যন্ত অপ্রতুল।

নিম্নলিখিত ছকটির সাহায্যে প্রকৃত অবস্থা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যাবে।

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি	সংখ্যা	এলাকার ব্যাপ্তি	গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য বার্ষিক অনুদান (টাকার অঙ্ক)	আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বার্ষিক অনুদান (টাকার অঙ্ক)
১) জেলা গ্রন্থাগার	১৭	যে শহরে অবস্থিত সেই শহর এবং গড়ঃ স্বনসড জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সমস্ত গ্রন্থাগারসমূহকে গ্রন্থাদি যোগান দেওয়া	৩,০০০·০০	২,০০০·০০
২) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	২১	যে শহরে অবস্থিত	১,৮০০·০০	
৩) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	২০	একটি ছোট শহর অথবা গ্রাম এবং তার নিকটবর্তী অঞ্চল	নেই	
৪) গ্রামীন গ্রন্থাগার	৬০০	যে গ্রামে অবস্থিত সেটি এবং নিকটবর্তী গ্রামগুলি	নেই	

উপরিউক্ত ছকের সাহায্যে এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না যে জেলা গ্রন্থাগার ও শহর/মহকুমা গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাদি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য বরাদ্দের পরিমাণ খুবই অপ্রতুল। এটা আরও লক্ষণীয় যে আঞ্চলিক ও গ্রামীন গ্রন্থাগারের জন্য গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য কোন ব্যয় বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই। আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বরাদ্দের পরিমাণও যৎসামান্য। প্রয়োজনীয় পাঠ্য সামগ্রী গ্রন্থাগারের সংগ্রহে নিয়মিত সংযোজন না করার ফলে গ্রন্থাগারগুলি নিষ্ফল হয়ে পড়েছে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বার্ষিক সূচী

ত্রয়োবিংশতি বর্ষ

বৈশাখ-চৈত্র ১৩৮০

সম্পাদক

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সহযোগী সম্পাদক

অজয় কুমার ঘোষ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

রেজিস্টার্ড অফিস

সেন্ট্রাল লাইব্রেরী

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা-৭০০০১২

ফোন : ৩৪-৮৪৬৬

অফিস

পি. ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২

কলিকাতা-৭০০০১৪

১৩৮০

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা প্রকাশন উপসমিতির সদস্যবৃন্দের নাম :

বিমল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক)

অজয় কুমার ঘোষ

শঙ্কর কুমার সান্যাল

মিনতি চক্রবর্তী

শিবেন্দু মাহা

দৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সভাপতি)

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

পরিষদ সম্পাদক

ও অন্যান্য উপ সমিতির সম্পাদকবৃন্দ

ভ্রম সংশোধন

• গ্রন্থাগার, (কলিকাতা) ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। প্রথম সংখ্যা। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ।
১৩৭৯ এর স্থলে
ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা।
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ। ১৩৮০

ঐ পৃষ্ঠা ১ বর্ষ ২৩, সংখ্যা ১৩ এর স্থলে
বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১-২

* গ্রন্থাগার (কলিকাতা) ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। দ্বিতীয় সংখ্যা। আষাঢ়-শ্রাবণ।
১৩৭৯ এর স্থলে
ত্রয়োবিংশতি বর্ষ। তৃতীয়-চতুর্থ সংখ্যা।
আষাঢ়-শ্রাবণ। ১৩৮০

* পৃঃ ২৯৮ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয় ও গ্রন্থাগারে
১৯৭৪ সালের ছুটির তালিকা এর স্থলে
১৯৭৪ সাল পড়িতে হইবে।

নির্দেশিকা

১ম অংশ : **লেখক- আখ্যা সূচী :** বর্ণানুক্রমে সাজানো লেখকের নাম ও প্রকাশিত অন্যান্য আখ্যাসমূহ পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ নির্দেশিত।

২য় অংশ : **বিষয় সূচী :** নির্দিষ্ট বিষয় শিরোনামায় লেখকের নাম ও প্রবন্ধের আখ্যা বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ।

৩য় অংশ : **বিভাগ সূচী :** গ্রন্থাগার পত্রিকার নিয়মিত বিভাগে প্রকাশিত নিবন্ধ ও সংবাদাদি বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত ; গ্রন্থাগার সংবাদ, পত্রিকা পর্যালোচনা, বার্তা বিচিত্রা, বিয়োগপঞ্জী English Abstracts ও সম্পাদকীয়।

সঙ্কলনে :- রামকৃষ্ণ সাহা

লেখক—আখ্যা সূচী

পৃষ্ঠা

অঞ্জলি রায়। গ্রন্থপঞ্জী : সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩১, ১১৪, ২৪৪

অবনেন্দু ঘোষ। সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্র। ৭৪

এবারের গ্রন্থাগার দিবস (সম্পাদকীয়)। ১২৮

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ দ্রঃ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি লিব এস সি (১৯৭৩) পরীক্ষার ফলাফল। ২৩০

কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাস্তব দিক দ্রঃ রামকৃষ্ণ সাহা

কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির দর্শন দ্রঃ সুহৃদা চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণা চক্রবর্তী। গবেষণা ও গ্রন্থাগার ১৭৯

ক্রমোন্নতিশীল প্রযুক্তি বিভার পরিবেশে ব্যবসা ও শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি এবং তদুদ্দেশ্যে সংসদের ভূমিকা দ্রঃ নারায়ণন, এ

ক্যালকাটা রিভিউ : নিউ সিরিজ ভলুমে ৩ (পত্রিকা পর্যালোচনা)। ১২৭

গবেষণা ও গ্রন্থাগার দ্রঃ কৃষ্ণা চক্রবর্তী

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মনীষী রাজেন্দ্রলাল

গ্রন্থপঞ্জী : সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় দ্রঃ অঞ্জলি রায়।

গ্রন্থাগার দিবস, ১৯৭৩।

গ্রন্থাগারের আধিদণ্ডিক সমস্যা বইচুরি দ্রঃ প্রবোধ ভট্টাচার্য

'গ্রন্থাগারের' ত্রয়োবিংশতি বর্ষে পদার্পণ (সম্পাদকীয়)।

গ্রন্থালয় সকালনে পরিসংখ্যান দ্রঃ জীমূতবাহন রায়।

চিঠিপত্র। ১২৪

জয়ন্তী রায়। বাংলা বিষয় শিরোনাম ও DRTC সেমিনার। ২৩৬

জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদের রজত জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৯৬৯-৭১) (পত্রিকা পর্যালোচনা) ১৩

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২। ৫৭

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল সম্পর্কে নাগরিক সম্মেলন। ২১১

জীমূতবাহন রায়। গ্রন্থালয় সকালনে পরিসংখ্যান। ১০৫

ডিউই ও কোলনে ইতিহাস—একটি সমালোচনা দ্রঃ বিমল কান্তি সেন

পৃষ্ঠা

নীলমেঘন, এ। ক্রমোন্নতিশীল প্রযুক্তি বিদ্যার পরিবেশে ব্যবসা ও শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি এবং ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থার ভূমিকা। ১৩০
পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। ৬৭, ১২৫, ১২৬
পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের রাজ্য কনভেনশন : ১৮০
ঐ খসড়া প্রস্তাব ও সুপারিশ। ১৬৪
পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে ব্রঃ মঞ্জরী বসু
প্রবোধ ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগারের আভিধেয় সমস্যা : বই চুরি। ৮৩
প্রবীর চন্দ্র বসু। প্রাচীন এক সরকারী রিপোর্টে স্কুল লাইব্রেরীর কথা। ৩
প্রাচীন এক সরকারী রিপোর্টে স্কুল লাইব্রেরীর কথা ব্রঃ প্রবীর চন্দ্র বসু
বইয়ের জন্ম সকলে ব্রঃ বিশ্বনাথ ঘোষ।
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ ১৪০
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যালয় ও গ্রন্থাগারে ১৯৭৪ সালের ছুটির তালিকা। ২০৮
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সুরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট পরীক্ষা (১৯৭৩) উত্তীর্ণদের তালিকা। ১৯৩
—পরিষদ কর্মী। ২৬, ৬২, ১১৯
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও জাতীয় গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন-ভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমুন্নয়নের জন্য মাননীয় শিক্ষা সচিবের (পশ্চিমবঙ্গ) নিকট প্রেরিত স্মারকলিপি। ১৮২
—বাণী বসু স্মরণে শোক সভা। ১৯৯
—বার্ষিক সাধারণ সভা ও সমবায় কাউন্সিলের প্রথম সভা। ২৪৭
—সমাবর্তন উৎসব ; ১৯৭৩। ১৯৮
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও সহযোগী সংস্থা (সম্পাদকীয়) ৩১
বাণী বসু (সম্পাদকীয়)। ১৭৭
বাংলা বিষয় শিরোনাম ও DRTC সেমিনার ব্রঃ অরুণী রায়।
বিমল কান্তি সেন : 'ডিউই ও কোলনে ইতিহাস' একটি সমালোচনা। ৪৪
বিশ্বনাথ ঘোষ। বই এর জন্য সকলে ৯৯
মঞ্জরী বসু : পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে। ৯
মনীষী রাজেন্দ্র লাল ব্রঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
মৃদুলা চট্টোপাধ্যায়। কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতি দর্শন। ২১৯
যথা কলিকাতায় গ্রন্থাগার চাই (সম্পাদকীয়)। ১৭

পৃষ্ঠা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি লিব এস সি পরীক্ষার ফলাফল (১৯৭৩)। ৮৩
রচনাবলী সংকলন (সম্পাদকীয়) ৭৩
রামকৃষ্ণ সাহা। কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাস্তব দিক। ২১৪
'লাইব্রা' ভল্যুম ১০, ১৯৭২-৭৩, রজতজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা
(পত্রিকা পর্যালোচনা)
সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিভাষা দ্রঃ সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়
সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের উনিশ শতকের বাংলা সাময়িক পত্র দ্রঃ
অমলেন্দু ঘোষ
সেন কমিটি ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী (সম্পাদকীয়) ২১৭
সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিং এর পরিভাষা ১৪, ২০১, ২৩১

বিষয় সূচী

কলেজ গ্রন্থাগার আরও দেখুন গ্রন্থাগার আন্দোলন-কলেজ
কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী—হেডম্যান ও পঞ্চায়েত।
সেন কমিটি ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী ২১৭

গবেষণা মূলক গ্রন্থাগার

কৃষ্ণা চক্রবর্তী গবেষণা ও গ্রন্থাগার।

গ্রন্থাগার—কলিকাতা

যথা কলিকাতার গ্রন্থাগার চাই (সম্পাদকীয়) ৯৭

গ্রন্থাগার আইন—পশ্চিমবঙ্গ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষৎ ও অন্যান্য সংস্থা। পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন ভিত্তিক নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধকরণের জন্য জ্ঞাতব্য শিক্ষা সচিবের (পশ্চিমবঙ্গ) নিকট প্রেরিত স্মারকলিপি। ১০২

গ্রন্থাগার আন্দোলন—কলেজ

রামকৃষ্ণ সাহা। কলেজ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাস্তব দিক।

গ্রন্থাগার কর্মী—আন্দোলন

পশ্চিমবঙ্গের কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের রাজ্য কনভেনশন।
ঐ খসড়া প্রস্তাব ও সুপারিশ।

গ্রন্থাগার দিবস

এবারের গ্রন্থাগার দিবস (সম্পাদকীয়)

পৃঃ

'গ্রন্থাগার' পত্রিকা

'গ্রন্থাগারের' একোবিংশতি বর্ষে পদার্পণ (সম্পাদকীয়)

গ্রন্থাগার পরিচালনা

জীমূতবাহন রায়। গ্রন্থাগার সঞ্চালনে পরিসংখ্যান। ১০৫

প্রবোধ ভট্টাচার্য। গ্রন্থাগারের আধিমতম সমস্যা। বই চুরি। ৮৩ পৃঃ

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান—পঞ্চসূত্র

বিশ্বনাথ ঘোষ। বই-এর জন্য সকলে। ৯৯

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি লিব এস সি (১৯৭৩) পরীক্ষার ফলাফল। ২৩০

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট পরীক্ষায় (১৯৭৩) উত্তীর্ণদের তালিকা ১৯৩

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, লিব, এস সি পরীক্ষার ফলাফল (১৯৭৩)। ৮৩

গ্রন্থাগার সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি।

গ্রন্থপঞ্জী-নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অঞ্জলি রায়। গ্রন্থপঞ্জী : সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ৩৩, ১১৫

ঐ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার কালানুক্রমিক সূচী। ১৪৪

জাতীয় গ্রন্থাগার

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২ সম্পর্কে জনসভা। ৫৭

জাতীয় গ্রন্থাগার বিল, ১৯৭২ সম্পর্কে নাগরিক সম্মেলন। ২১১ পৃঃ

জীবনী—গ্রন্থাগারিক

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মনীষী রাজেন্দ্রলাল

বাণী বসু (সম্পাদকীয়)।

ডকুমেন্টেশন—প্রযুক্তি বিদ্যা

নীলমেঘন, এ। ক্রমোন্নতিশীল প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবেশে ব্যবসা ও শিল্পের উৎপাদিকা শক্তি এবং ডকুমেন্টেশন ব্যবস্থার ভূমিকা। ১৩৩

পুস্তক প্রকাশন

রচনা সংকলন (সম্পাদকীয়)।

পৃষ্ঠা

বর্গীকরণ-কোলন

সুহৃদা চট্টোপাধ্যায়। কোলন বর্গীকরণ পদ্ধতির বর্ণন

বর্গীকরণ-ডেলমিক

বিমল কান্তি সেন "ডিউই ও কোলনের ইতিহাস",—একটি সমালোচনা।

বাংলা সাময়িক পত্র-উনিশ শতক

অমলেন্দু ঘোষ। সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগারে উনিশ শতকের বাংলা সাময়িক পত্র। পৃ : ৭৪

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

প্রবীর চন্দ্র বসু। প্রাচীন এক সরকারী রিপোর্টে স্কুল লাইব্রেরীর কথা ৩

মজুমদার বসু। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে ৯

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ (সারসংক্ষেপ) ১৪০

সূচীকরণ-বিষয় শিরোনামা—বাংলা

জয়ন্তী রায়। বাংলা বিষয় শিরোনামা ও DRTC সেমিনার।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সড়ক-ইঞ্জিনিয়ারিং

প্রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সড়ক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পরিভাষা। ১৪, ২০১, ২৩১

গ্রন্থাগার সংবাদ

কামার পুকুর বাচনালয় উৎসব সভা ২১০

কালনা মহকুমা গ্রন্থাগার। ১৭১, ১৮২

কানপুর ইনস্টিটিউট ২৭

কাঁথি ক্লাব। ১৭৩

কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি। ৯৪

কুমুদ স্মৃতি সঙ্ঘ, চাঁদরাণী। ২১০

ঘাটাল শহর গ্রন্থাগার উন্নয়ন সমিতি। ৬৮

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার। ১৬৯, ১৮১

জাড়গ্রাম যাদবলাল পাঠাগার। ১৭১, ২১০

জেলা গ্রন্থাগার ; তমলুক। ১৭৩

পৃষ্ঠা

ক্ষেত্রনাথ বাণী মন্দির। ১২, ১৭২
ক্ষেত্রনাথ জেলা গ্রন্থাগার দেখুন জেলা গ্রন্থাগার, ক্ষেত্রনাথ।
ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার। ৯৩
দুতহাট মিলন পাঠাগার। ২১০
পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী ; মানকর। ২৭
পল্লী সেবা নিকেতন : গৌরীবালা স্মৃতি গ্রামাগ্রন্থাগার ; শ্রীনিকেতন। ৯৩
পানিহাটি ক্লাব। ৬৮
বহড়ান পল্লী উন্নয়ন সমিতি রুরাল লাইব্রেরী। ৯২
বি বয়েজ ওন লাইব্রেরী এণ্ড ইয়ং মেনস ইনসটিট্যুট। ১৬৯
বাহাদুরপুর কামিনীবালা পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরী। ১৭২
বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবন ; সিউড়ী। ৬৯, ৯৩, ১৭২
বিবেকানন্দ পাঠাগার ; কাঁদোয়া। ১৭১, ২০৯
বৈদ্যনাথপুর পল্লীমঙ্গল সমিতি ; পাণ্ডবেশ্বর। ৯২
ভারত পাঠাগার ; হাওড়া। ২৮, ১৭৩
মাষ্টারদা স্মৃতি পাঠাগার ; কলিকাতা। ২০৯
রবীন্দ্র পাঠাগার ; কলিকাতা। ২৭
রবীন্দ্র মৈত্র স্মৃতি পাঠাগার ; কলিকাতা। ৬৭, ৯১
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ ; পিপলন। ৯২
রাধাবাঁধ সাধারণ গ্রন্থাগার। ২৮
শশধর পাঠাগার ; সুখচর। ১৭১
শিশির স্মৃতি পাঠাগার ; খিদিরপুর। ৯১
শৈলেশ্বর লাইব্রেরী ; কলিকাতা। ১৭০
শ্রীরামপুর তরুণ সঙ্ঘ সাধারণ পাঠাগার। ১৭২
সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া। ১৭৪
সংস্কৃতি, চাকদোতা। ২৯, ৭০, ১৭৪, ২১০
সাধারণ পাঠাগার ; অশোকগড়। ৯১
সারস্বত লাইব্রেরী ; বাকড়হহ। ২৯

পত্রিকা পর্যালোচনা

University of Rajasthan. Libra Vol. 10, 1972-73.
(Asok Basu) P. ১৫৩

Calcutta University : Calcutta Review Vol. 3 ; 1-2 ১২৭ পৃঃ

পৃষ্ঠা

National Library. Silver jubilee commemoretion volume.

১৩

বার্তা বিচিত্রা

আর্জেন্টিনায় গান্ধীজীর রচনা পাঠের জন্য আগ্রহ। ১৭৫
আনন্দ পুরস্কার। ২৫
উপ্টোরথ পুরস্কার। ২৫
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডীন নির্বাচন। ২৫
কালিদাসের রচনা অনুবাদ। ২৫
গ্রন্থাগারিকের পদোন্নতি। ১৭৬
জয় বাংলা পুরস্কার। ২৫, ১৪২
জীবন্ত গ্রন্থাগার। ৬৫
[illegible] ৬৫
[illegible] ২১৩
নেহরু স্মারক সংগ্রহশালা ও পাঠাগার। ২১৩
পুরস্কার লাভ। ১৭৫
পৃথিবীর ভাষাচিত্র। ১৭৫
ফরাসী ভাষায় বঙ্কিম গ্রন্থের অনুবাদ। ৬৫
ফরাসী ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পুরস্কার। ২৪২
বই কেনার অনুরোধ। ২৫৩
বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে রুশ গ্রন্থ। ১৭৫
বিশ্বের সর্বোচ্চ মূল্যের সাময়িক পত্রিকা। ২১৩
মুদ্রণের উপযোগী কাগজের সমস্যা। ২৪৩
রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের কর্মধারা। ২৪৩
রুশদেশে 'সাহিত্য গুহবিল'। ১৭৫
রুশদেশে বাঙলাদেশের কাব্যগ্রন্থ। ৬৫
সাহিত্যপুরস্কার। ২৫
সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। ২৪২
সাংবাদিকতায় দুর্গা-রতন পুরস্কার। ২১৩
ঢাকায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের জাতীয় সম্মেলন। ২১৪

পৃষ্ঠা

সুধীর চন্দ্র পুরস্কার। ২৪০
সোভিয়েত দেশ নেহেরু পুরস্কার ২৪২

বিয়োগপঞ্জী

ঐতিহাসিক ৬ : তারাচাঁদের জীবনাবসান।
পাঞ্জাবী সাহিত্যের কীটসের অকালপ্রয়াণ।
সৈয়দ মুজতবা আলি।

সম্পাদকীয়

এবারের গ্রন্থাগার দিবস ১২৮
গ্রন্থাগারের অষ্টোবিংশতি বর্ষে পদার্পণ ১
[illegible] গ্রন্থাগার [illegible]
স্বাধী বসু ১৭৭
যথা কলিকাতায় গ্রন্থাগার চাই ৯৭
রচনাবলী সংকলন ৭৩
সেন কমিটি ও কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্মী ২১৭

English Abstracts

Vol. 23, 1-2, 1380 (BS) P A 1-2
Vol. 23, 3-4, 1380 (BS) P A 3
Vol. 23, 5, 1380 (BS) P A 4-5
Vol. 23, 6, 1380 (BS) P A 6-7
Vol. 23, 7, 1380 (BS) P A 8-9
Vol. 23, 8-10, 1380 (BS) P A 10-12
Vol. 23, 11-12, 1380 (BS) P A 13-14

10 JUN 1974

৫২২৪ অনুমোদিত গ্রন্থাগারসমূহ : মাথাপিছু সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি

পশ্চিমবঙ্গের স্বনামধন্য গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাদি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ সরকার যে মোট অর্থ বরাদ্দ করেছেন প্রয়োজনের তুলনায় তার পরিমাণ খুবই সামান্য।

নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে এটি পরিষ্কার রূপে দেখা যাবে :—

ব্যয়ের প্রকৃতি	গ্রন্থাদির জন্য বার্ষিক বরাদ্দ (টাকা)	আনুষঙ্গিক ব্যয় বার্ষিক বরাদ্দ। (টাকা)
১। অনুমোদিত গ্রন্থাগারের জন্য সরকারের মোট ব্যয়	৮৮,০০০·০০	৪,৩৩,০০০·০০
২) ১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুসারে মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ	এক পয়সার ½ অংশ	এক পয়সার ১১৮ অংশ
৩) ১৯৭১ সালের আদম সুমারী অনুসারে প্রতি সাক্ষর ব্যক্তি পিছু	এক পয়সার ¾ অংশ	এক পয়সার ২·৯ অংশ

৫২২৫ অনুমোদিত গ্রন্থাগারের সমূহ : কর্মীসংখ্যার অপ্রতুলতা এবং তাহাদের বেতনাদির দুঃখজনক অবস্থা

গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে সামগ্রিক ব্যয় বরাদ্দের অপ্রতুলতা, কর্মী সংখ্যার অপ্রতুলতা এবং তাদের দুঃখজনক বেতনাদির জন্য মূলতঃ দায়ী। যেহেতু গ্রন্থাগার কর্মীরাই গ্রন্থাগারগুলিকে সার্থক গতিশীল সংস্থা হিসেবে পরিচালিত করতে পারেন। সেইজন্য তাদের আর্থিক অনটন দূর করা সরকারের প্রাথমিক কর্তব্য।

নিম্নলিখিত সারণীটি পর্যালোচনা করলে এবিষয়ে স্পষ্ট ধারণা করা যাবে :—

গ্রন্থাগারের শ্রেণী	গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা/বেতন ক্রম	গ্রন্থাগার সহকারীর সংখ্যা/বেতন ক্রম	গ্রন্থাগার পরিচারকের সংখ্যা/বেতন ক্রম	গ্রন্থবান চালকের সংখ্যা/বেতন ক্রম	ক) পিয়ন খ) সাইকেল পিয়ন গ) পিয়ন বাঁধাই ধারী ঘ) দারোয়ান ঙ) নাইট গার্ড চ) ক্লীনার এর সংখ্যা/বেতন ক্রম	মোট সংখ্যা
১) জেলা গ্রন্থাগার (১৭টি জেলা গ্রন্থাগারের প্রত্যেকটিতে)	১ টাঃ ২৭০—৪৪০ অতিরিক্ত ভাতা টাঃ ২৫·০০	২ ১৮৪—২৭০	২ ১৪৫—১৮৪	১ ১৭৫—২৩০	৪ (ক),(খ),(ঙ),(চ) ১৩০·১৬৪	=১০ ১০×১৭ =১৭০
২) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার ১৪টির প্রত্যেকটিতে)	১ টাঃ ২৩৭—৪০৪	১ ১৮৪—২৭০	১ ১৪৫—১৮৪	× ×	(গ) ১ ১৩০—১৬৪	=৪ ৪×২১ =৮৪

৩) আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (২০টির প্রত্যেকটিতে)	১ ১৮৪—২৭০	×	×	×	(খ) ১ ১৩০—১৬৪	—২ ২ × ২০ = ৪০
গ্রামীণ গ্রন্থাগার (৬০০টির প্রত্যেকটিতে)	১ ১৮৪—২৭০	×	×	×	(খ) ১ ১৩০—১৬৪	—২ ২ × ৬০৩ = ১২০৬
মোট সংখ্যা	৬৬১	৫৫	৫৫	১৭	৭১২	১৫০০

৬৬১

বিঃ দ্রঃ একমাত্র পশ্চিমদিনাজপুরের জেলা গ্রন্থাগারে (বালুরঘাট) একজন সহকারী গ্রন্থাগারিক টাঃ ২৩৭—৪০৪ বেতনক্রমে নিযুক্ত আছেন।

৫২৩ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে সুসংবদ্ধতা ও সুপরিকল্পনার অভাব

সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির মালিকানা কিংবা পরিচালনা, কোনকিছুর মধ্যেই কোন সামঞ্জস্য নাই। বিশেষ করে পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা রয়েছে সেটা নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে বোধগম্য। পরিচালন ক্ষেত্রে এই বিভিন্নতাই গ্রন্থাগারগুলির সুপরিকল্পিত সুসংবদ্ধকরণের অন্তরায়।

গ্রন্থাগারের শ্রেণী	সংখ্যা	মালিকানা	পরিচালনা
সরকার নিয়ন্ত্রিত সাধারণ গ্রন্থাগার		সরকার	সরকার
সরকার অনুমোদিত	৬৬১	বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক ; এই সংস্থাগুলির অধিকাংশই রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৬১ দ্বারা রেজিস্ট্রিকৃত।	মৌত পরিচালন (ক) অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মী নিয়োগে সরকারের কর্তৃত্ব। (খ) বিভিন্ন সংস্থার পরিচালক সমিতি কর্তৃক প্রশাসনিক পরিচালনা।
জনসাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চাঁদা ভিত্তিক গ্রন্থাগার	২৮২৯	(ক) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত (খ) কোন কোন ক্ষেত্রে অরেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত	নির্বাচিত কিংবা মনোনীত পরিচালক সমিতি

৫২৪ সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার সমূহে : বিশৃঙ্খল অবস্থা

জনসাধারণ পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন পরিকল্পনা বা সুসংবদ্ধতা আশা করাটা বৃথা। কিন্তু এবিষয়ে কোন সন্দেহ বা দ্বিধা নেই যে সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় কিংবা সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে জনগণ সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সুসংবদ্ধতা আশা করবেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বিপরীতধর্মী। নামকরণের পদ্ধতি, নির্দিষ্ট এলাকার কর্মীদের দায়িত্ব অর্পণ, গ্রন্থ এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বরাদ্দ, কর্মীদের সংখ্যা এবং উহাদের বেতনক্রম—এগুলির কোনটির ক্ষেত্রেই প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে এই অবস্থার একটি সম্যক চিত্র পাওয়া যাবে :—

পরিচালনের বিভিন্ন স্তর	বিবিধ নামকরণ	কর্মীদের দায়িত্ব অর্পণের এক্তিয়ার	গ্রন্থাদি ক্রয় বাবদ বার্ষিক অনুদান	আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ বার্ষিক অনুদান	কর্মীদের সংখ্যা	বেতনক্রমের প্রসার (উচ্চতম ও সর্বনিম্ন)
জেলাস্তরে	১ জেলা গ্রন্থাগার (১৭) অনুমোদিত	যে শহরে অবস্থিত সেই শহর এবং সরকার অনুমোদিত জেলা গ্রন্থাগার সমিতির সদস্য গ্রন্থাগার সমূহকে গ্রন্থাদি সরবরাহ করা	৩০০০·০০			২৭০—৪৪০ এবং ১৩৫-১৮০
	২ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (২) (সরকারী)	যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থান এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল	৩০০০·০০			৪০০-৭৪০ এবং ১৩৫-১৮০
	৩ টাকী সরকারী জেলা গ্রন্থাগার	জেলা গ্রন্থাগারের অনুরূপ	৩০০০·০০	২০০০·০০		৪০০-৭৪০ এবং ১৩৫-১৮০
	৪ উত্তর পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার (সরকারী)	যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে	গ্রন্থাদি ক্রয় বাবদ বরাদ্দ উল্লিখিত নয়; পত্র পত্রিকা বাবদ বরাদ্দ ১২০০·০০	৩০০০·০০ (বিবিধ)		৪০০-৭৪০ এবং ১৩৫-১৮০
শহরাঞ্চল	শহর গ্রন্থাগার (১০) (সরকার অনুমোদিত)	যে শহরাঞ্চলে অবস্থিত সেই শহর				২৩৭-৪০৪ এবং ১৩০-১৬৫
	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (২০) (সরকার অনুমোদিত)	যে শহরে অবস্থিত সেই শহর	১৮০০·০০			২৩৭-৪০৪ এবং ১৩০-১৬৫
গ্রামাঞ্চল	আঞ্চলিক গ্রন্থাগার (২০) (সরকার অনুমোদিত)	নির্দিষ্ট অঞ্চলটি	(নেই	৬০০·০০		১৮৪-২৭০ এবং ১৩০-১৬৫
	গ্রামীণ গ্রন্থাগার (৮০৩) (সরকার অনুমোদিত)	সে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রাম এবং তার নিকটবর্তী গ্রাম সমূহ	(নেই		২	১৮৪-২৭০ এবং ১৩০-১৬৫

৪২৪ অসম উন্নয়ন : সরকারী এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির বিক্ষিপ্ততা

চাঁদাভিত্তিক জন সাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলির যেমন সুপরিকল্পনার মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারেনি—সমূহ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও দুর্ভাগ্যের কথা হোল এই যে, সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলি পরিকল্পিত পথে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হতে পারেনি। এই সব গ্রন্থাগারগুলি সারা রাজ্যে অসমভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে এমন বিচিত্র যে কতগুলি শহরাঞ্চলে প্রাচীন গ্রন্থাগারের যেমন প্রতিষ্ঠা দেখতে পাওয়া যায়, তেমনি একটি জেলা গ্রন্থাগারের অবস্থান দেখতে পাওয়া যাবে গ্রামীণ পরিবেশে। জন সাধারণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত চাঁদা ভিত্তিক অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত গ্রন্থাগারগুলির কথা ছেড়ে দিলেও সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির অসম ইতস্ততঃ বিস্তার এবং মন্থর অগ্রগতি নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে সহজেই বোধগম্য ; সারণীটি প্রস্তুত করার সময় এটি ধরে নেওয়া হয়েছে যে সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার শহর/মহকুমা এবং জেলা গ্রন্থাগারগুলি (একটি বাদে), শহরাঞ্চলে এবং প্রাচীন ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত :—

শ্রেণী	সংখ্যা ; ১৯৬১ সালের আদম সুমারী অনুসারে	গ্রন্থাগারগুলির সংখ্যা ১৯৭২ সালের তথ্য অনুসারে	যে সব শহর/গ্রামাঞ্চল এ কোন গ্রন্থাগার নেই তার সংখ্যা
শহর	১৮৪	৪৪	১৪০
গ্রামাঞ্চল	৩৮,৪৮৫	৬২৩	৩৭,৮৪২

৪২৯ সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার সমূহ : কোন সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণের অভাব

৬৬১টি সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার ছাড়াও নিম্নলিখিত সাতটি সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারও জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত :—

১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলিকাতা)
২) উত্তর বঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কুচবিহার)
৩) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কালিম্পং)
৪) কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (বাঁকুড়া)
৫) সরকারী জেলা গ্রন্থাগার (কুচবিহার)
৬) উত্তর পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার (উত্তরপাড়া)
৭) দীঘা সরকারী গ্রন্থাগার (দীঘা)

এখন পর্যন্ত সরকার এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে কোনও নীতি নির্দিষ্ট করেননি, বিশেষ করে এই সব গ্রন্থাগারগুলির প্রকৃত ভূমিকা, দায়িত্ব, কর্মাদির দায়িত্ব অর্পণের এক্তিয়ার, সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির সঙ্গে এগুলির প্রকৃত সম্পর্ক প্রভৃতি আজও পর্যন্ত স্পষ্টভাবে উক্ত হয় নাই। উপরন্তু এই সব গ্রন্থাগারগুলির আর্থিক অসচ্ছলতা, কর্মীর অপ্রতুলতা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অসুবিধা ভোগ করছে।

৪২৭ বর্তমান কাঠামোর সুসংবদ্ধকরণ ও সমন্বয়করণ অপরিহার্য

সার্থক গতিশীল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধকরণ এবং সমন্বয়সাধন হোল অপরিহার্য প্রয়োজন ; কারণ এইগুলির মাধ্যমে (ক) সম্পত্তির অপচয় রোধ (খ) পরিচালনের জন্য সর্ববিধ সম্পত্তির বিস্তার প্রভৃতি কাজ করা সম্ভব।

কিন্তু বর্তমান কাঠামোর সুসংহতকরণ এবং সমন্বয় সাধনের কাজ সম্ভব নয় ; কারণ (ক) এই গ্রন্থাগার-গুলির মালিকানা এবং পরিচালনার বিভিন্নতা রয়েছে এবং (খ) কোনও স্তরেই ক্ষমতা এবং দায়িত্বের বণ্টনের ক্ষেত্রে ক্রমোচ্চ শ্রেণী বিন্যস্ত কর্তৃত্ব নেই।

৫২৮ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা) এবং উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের বিশ্লেষণ অবস্থা

এটা অনুধাবন করা হয়েছিল যে পশ্চিমবঙ্গের পিরামিডাকৃতির গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর শীর্ষদেশে থেকে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারই এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষম উন্নয়নের স্বার্থে যোগ্য নেতৃত্বের পরিচয় দেবে।

ঠিক অনুরূপভাবে এটা অনুধাবন করা হয়েছিল যে উত্তরবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিকে সুসংহতভাবে উন্নীত হবার স্বার্থে জন্য উপ-পিরামিডের শীর্ষে থেকে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারটি যথাযোগ্য নেতৃত্ব দেবে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হোল এই যে, উপরোক্ত গ্রন্থাগার দুটি বাস্তবক্ষেত্রে তাদের ঈপ্সিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এই দুটি গ্রন্থাগার স্থানীয় গ্রন্থাগার হিসাবে তাদের কার্যধারা সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে, গ্রন্থাগারগুলিকে উন্নত এবং সুসংহত করার ক্ষেত্রে যেন এই দুইটি গ্রন্থাগারের কোন ভূমিকাই নেই।

৬ পঞ্চম পরিকল্পনাকালে উন্নয়নের কর্মসূচী সংক্রান্ত প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্রম উন্নয়ন প্রয়োজন যাতে করে এই রাজ্যের জনসাধারণ অতি সহজেই নিঃশুল্ক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। নিম্নলিখিতভাবে মূলনীতি অনুসরণ করে যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে তাকে রূপায়িত করা যায়, তবে সাফল্যের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব।

৬১ অতিরিক্ত গ্রন্থাগার স্থাপন এবং পরিচারণবিধি (Service norms) সংক্রান্ত রূপরেখা

৬১১ শহর গ্রন্থাগার

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পশ্চিমবঙ্গের যে ১৪০ শহর (১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে) সরকারী মিশ্রণ কিংবা অনুমোদিত গ্রন্থাগারের সুযোগ পায়নি। সেইসব শহরের প্রত্যেকটিতে অন্ততঃ একটি করে শহর গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে।

৬১২ দশ হাজারের অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত শহরে গ্রন্থাগার

পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক এক্তিয়ারের মধ্যে যে সমস্ত শহর আছে এবং যেগুলির জনসংখ্যা দশ হাজারের অধিক সেই সমস্ত শহরাঞ্চলে এমন গ্রন্থাগার প্রবর্তন করতে হবে যাতে করে সমগ্র পৌর এলাকায় বিভিন্ন শাখা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। প্রতি দশ হাজার জনসংখ্যার জন্য যাতে অন্তত একটি শাখা গ্রন্থাগার থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬১৩ এক হাজারের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে গ্রন্থাগার

এক হাজারের অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামের সংখ্যা হোল ৭৬৪২[১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুসারে] এর প্রত্যেকটি গ্রামে অন্তত একটি করে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করতে হবে। আনুমানিক প্রায় ছয়শত গ্রাম ইতি-মধ্যেই অনুমোদিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এক্তিয়ারে এসেছে, অবশিষ্টাংশ যে সব জনসাধারণ পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগার আছে সেগুলিকে বিধিবদ্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নেওয়া যেতে পারে। যদি এই কার্যসূচী রূপায়িত করা যায় তবে আশাকরা যায় ৫৮% জনসংখ্যাকে এই উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া সম্ভব।

৬.৫ অনধিক এক হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট গ্রামে পরিচারণ প্রান্তর (Service area) ব্যবস্থা করা।

অবশিষ্ট ৮২% গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা যারা ৩০,৮০৫ গ্রামে বাস করেন তাদেরকেও গ্রামবাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং পরিচারণ প্রান্তের ব্যবস্থা করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ দিতে হবে।

১১৫ অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার সমূহ

নির্দিষ্ট জেলার জনসংখ্যা, পরিচারণের পরিধি, ভূসংস্থান, যাতায়াতের পথ প্রভৃতি নীতির উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বলা যায় যে প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যার জন্য একটি করে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারকে এই ক্ষমতা দিতে হবে যাতে করে নির্দিষ্ট জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উন্নতভাবে পরিচালিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। দার্জিলিং জেলার একটি অংশ যেহেতু পাহাড়ী অঞ্চল, সেইহেতু ওই জেলায় অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের ক্ষেত্রে মূখ্যনীতি হবে ভূসংস্থান, জনসংখ্যা নয়। সুতরাং দার্জিলিং জেলায় দুইটি জেলা গ্রন্থাগার থাকবে—একটি পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য এবং অপরটি সমতলভূমির জন্য। নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে বোঝা যাবে আর কতটি জেলা গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে।

জেলার নাম	বর্তমান জেলা গ্রন্থাগারের সংখ্যা	অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় জেলা গ্রন্থাগারের সংখ্যা
বাঁকুড়া	১	শ
বীরভূম	১	শ
বর্দ্ধমান	২	১
কলকাতা	শ	অন্যত্র আলোচিত
কুচবিহার	১	শ
দার্জিলিং	(উত্তরবঙ্গ রাজ্যের গ্রন্থাগার)	১
হুগলী	১	উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগারকে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার বলা যেতে পারে।
হাওড়া	১	শ
জলপাইগুড়ি	১	
মালদা	১	
মেদিনীপুর	১	
মুর্শিদাবাদ	১	১
নদীয়া	১	শ
পুরুলিয়া	১	শ
২৪ পরগণা	৩	২
পশ্চিম দিনাজপুর	১	শ
মোট	১৭	৬

৬১৬ ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে একটি করে ভ্রাম্যমান গ্রন্থযান রয়েছে। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য জেলার প্রত্যন্ত ভাগের বিভিন্ন গ্রন্থাগার গুলিকে এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থযানের সাহায্যে পুস্তক সরবরাহ করা হয়ে থাকে। কখন-কখনও এই গ্রন্থযানটি গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়া অন্য কাজেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবের ফলে এই গ্রন্থযানের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করার কার্য্য সম্পাদন করা যায় না। ফলে প্রয়োজনীয় গ্রন্থযানটি অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সার্থকভাবে সুদূর গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি পরিচারণ প্রান্তে প্রবর্তন করা যেতে পারে। যদি এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বাবদ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় পৌনঃপৌনিক অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন।

৬১৭ গ্রন্থাদি ক্রয় এবং আনুষঙ্গিক বাবদ অতিরিক্ত বরাদ্দ

পাঠকদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে যদি উপযুক্ত সংখ্যক গ্রন্থাদি ক্রয় না করা হয় তবে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সার্থকভাবে পরিচারণ প্রবর্তন করা বা অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। উন্নয়নশীল সমাজ গ্রন্থাগারের সাধারণ পরিচারণ কার্য্যাবলী ছাড়াও বিভিন্ন সংযোজিত কার্য্যাবলী, যেমন কথকতা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি আয়োজনের মাধ্যমে জনগণকে গ্রন্থাগারের সংগ্রহের যথাযথ-ব্যবহার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সুতরাং এই সমস্ত কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের জন্য এই বাবদ বরাদ্দের পরিমাণ নিম্নলিখিত তালিকার অনুরূপ হইতে পারে। :—

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি	গ্রন্থাদি ক্রয়ের জন্য বর্তমান বরাদ্দ (বার্ষিক)	গ্রন্থাদি ক্রয়ের প্রস্তাবিত বার্ষিক বরাদ্দ	আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বর্তমান বরাদ্দ (বার্ষিক)	আনুষঙ্গিক ব্যয়ের প্রস্তাবিত বরাদ্দ (বার্ষিক)
১) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	৩০,০০০·০০		১,০০০·০০	১০,০০০·০০
২) জেলা গ্রন্থাগার	৩,০০০·০০			
৩) শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	১,৮০০·০০			
৪) গ্রামীণ গ্রন্থাগার আঞ্চলিক	নেই	৩,০০০·০০		

৬১৮ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং উত্তরবঙ্গ রাজ্যিক গ্রন্থাগার

প্রকৃত পক্ষে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার নিম্নলিখিত কার্য্যাবলী সম্পাদন করবে :—

ক) গ্রন্থায়ন সম্পর্কিত কাজ,

খ) এই রাজ্যের তথ্যাদি সরবরাহের অন্যতম কেন্দ্রীয় দফতর হিসেবে কাজ ;

গ) রাজ্যের অভ্যন্তরে এবং বাহিরের গ্রন্থাগার সমূহের সঙ্গে গ্রন্থ লেনদেন এর জন্য পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ;

ঘ) রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংবদ্ধ করণ এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজ ;

ঙ) বৃত্তির উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যসূচী রূপায়ণ ;

কিন্তু দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হোল যে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রকৃত ভূমিকা সম্পর্কে যথাযথ পরিকল্পনা, বুনিয়াদ বা অর্থবরাদ্দ করা হয় নি। এই অবস্থার পরিবর্তন করে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার যাতে প্রকৃত ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য রাজ্য সরকার উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সঠিক নীতি নির্ধারণ করেন নি। উত্তরবঙ্গের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সংগঠিত করার জন্য, এর ভূমিকা পালন করা উচিৎ; কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটি একটি জেলা গ্রন্থাগারের মত তার কার্য সম্পাদন করছে।

৬২ পরিচারণের নীতি ও প্রকৃতি

আমাদের দেশের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ গ্রামাঞ্চলে বাস করেন এবং উঁহারা কৃষি এবং সমতুল বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন। স্বাক্ষরতার হারও খুব নগণ্য (জনসংখ্যার ৩৩% স্বাক্ষর) এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচারণের নীতি ও প্রকৃতি সমূহ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় :—

৬২১ শুধুমাত্র তথ্যকেন্দ্রিক পরিচারণ নয় :

আমাদের দেশের স্বাক্ষরতার প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যে পরিচারণ অব্যাহত রাখা হয় সেটা শুধুমাত্র তথ্যকেন্দ্রীক হওয়া উচিৎ নয়। যদিও এটা অনস্বীকার্য যে তথ্যাদি মুখ্যভূমিকা পালন করবে।

৬২২ সংবাদ সরবরাহের কেন্দ্র :

পরিচারণ পদ্ধতি মূলতঃ সংবাদ সরবরাহকেন্দ্রিক হওয়া বাঞ্ছনীয়—শিক্ষিত, সদস্বাক্ষর এবং নিরক্ষর দের পক্ষ থেকে যখনই কোন সংবাদ সরবরাহের তাগিদ আসবে, গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা থাকবে।

৬২৩ উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্য এই পরিচারণ অব্যাহত থাকবে

যে সব ব্যক্তি উৎপাদনশীল কর্মে নিযুক্ত আছেন তাদেরকে প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে গ্রন্থাগার পরিচারণ অব্যাহত রাখা হবে। পরিকল্পিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট এলাকার বিভিন্ন উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্ভাব্য চাহিদা স্মরণে রেখে প্রয়োজনীয় সংবাদও তথ্যাদি পাঠকদের সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুতি রাখতে হবে। সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের পরামর্শও প্রয়োজনবোধে নেওয়া যেতে পারে।

ব্যাখ্যা : ধরা যাক একটি গ্রন্থাগারের অবস্থিতি আলু চাষ অধ্যুষিত এলাকায়। সুতরাং আলুর চাষ, সংরক্ষণ; বিক্রয় ; প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় ঐ স্থানে অবস্থিত গ্রন্থাগারে প্রস্তুত রাখতে হবে যাতে করে, শিক্ষিত, স্বাক্ষর এবং সদ্য স্বাক্ষর পাঠক তার যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকমের আলোচনা সভা, প্রদর্শনী, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তথ্য পরিবেশন প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬২৪ সদস্বাক্ষর এবং নিরক্ষরদের জন্য গ্রন্থাগার পরিচারণ

আমাদের দেশের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ হোল নিরক্ষর। সুতরাং আমাদের দেশের এই নিরক্ষর জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা এবং সদস্বাক্ষরদের লব্ধ শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার জন্য গ্রন্থাগারের যথাযোগ্য ব্যবহার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৬২। জনকল্যাণমূলক কাজে অন্যতম সংবাদ সরবরাহকেন্দ্ররূপে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সমাজের বহুমুখী কল্যাণকর্মে গ্রন্থাগারকে অন্যতম সংবাদ সরবরাহকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন।

৬৩। গণতান্ত্রিক উদার এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা

সমাজে সমরকম রাজনৈতিক মতবাদের ঊর্দ্ধে গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সুতরাং গ্রন্থাগারকে সমরকমের রাজনৈতিক মতামতের ঊর্দ্ধে রাখা শ্রেয়। যেখে প্রকৃত অর্থে গণতান্ত্রিক, উদার এবং সর্বোপরি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার তার যথাবিহিত কর্তব্য পালন করবে এবং তথা সরবরাহের ক্ষেত্রেও কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়েই সেটা সরবরাহ করা উচিত।

৬৪ পরিচালনের প্রকৃতি :—

৬৪। গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্যই সুসংবদ্ধকরণ প্রয়োজন। যেখানে পরিচালনের প্রশ্ন রয়েছে সেখানে এইটা আরও সত্য : এতে করে পরিহারযোগ্য সম্পদের অপচয় ও দ্বিত্ব রোধ করা সম্ভব। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই সুসংবদ্ধকরণের জন্য সুচিন্তিত একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়া একান্তই প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যের জন্য নিম্নলিখিত পিরামিডাকৃতি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে প্রবর্তন করা যেতে পারে।

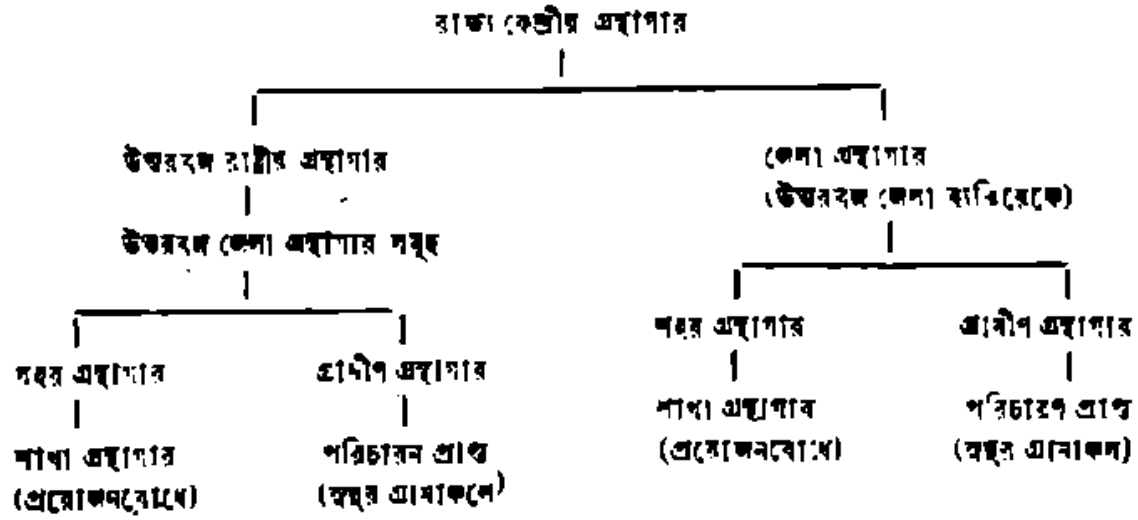

বর্তমান সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে এই কাঠামোর অঙ্গীভূত করা যেতে পারে। :—

ক) সরকারী নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারগুলিকে অঙ্গীভূত করা :—

১) উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার—আঞ্চলিক গ্রন্থাগাররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

২) উত্তর পাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার—হুগলী জেলার অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগাররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩) টাকী এবং কালিংপঙে অবস্থিত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার—সহর গ্রন্থাগাররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪) টাকী সরকারী জেলা গ্রন্থাগার—অন্যান্য জেলা গ্রন্থাগারের সমতুলরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫) দীঘা সরকারী গ্রন্থাগার—গ্রামীণ গ্রন্থাগাররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

খ) সরকারী অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা :—

১) জেলা গ্রন্থাগার—যে শহরে অবস্থিত সেই শহর এবং গ্রন্থাগার জেলার পরিচালন অব্যাহত রাখা।

২) শহর মহকুমা গ্রন্থাগার - মহকুমা গ্রন্থাগারগুলিকে শহর গ্রন্থাগার এই নামে অভিহিত করা যেতে পারে। যে শহরে অবস্থিত সেই শহরে পরিচালন অব্যাহত রাখা।

৩) গ্রামীণ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার—আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে। যে গ্রামে অবস্থিত সেই গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে পরিচালন অব্যাহত রাখা।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে ইতিমধ্যেই ভারতের চারটি রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার নিযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরামর্শ কমিটিও রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছেন।

৬৩১ সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার (Sponsord system) বিরোধ সাধন

দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা কোনও সংস্থার অগ্রগতি এবং দক্ষতাকে বাস্তবক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ করে দেয়। সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে একদিকে সরকার অন্যদিকে স্থানীয় পরিচালক সমিতি নিয়ে যে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে তার আশু অবলুপ্তি প্রয়োজন। সরকার এইসব অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করুন।

৬৩৩ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র অধিকার :—

বর্তমান সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করে থাকেন শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত সমাজ শিক্ষা দপ্তর। পূর্বে উল্লিখিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে বৈজ্ঞানিক কর্মসূচী উদ্ভূত হয়েছে, তার সকল রূপায়ণ একমাত্র পদস্থ কর্মচারী কিংবা একটি মাত্র দপ্তরের মাধ্যমে সম্ভব নয়। উল্লিখিত কর্মসূচীর সকল রূপায়ণের জন্য অবিলম্বে একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ দপ্তর চালু করা প্রয়োজন।

৬৪ কর্মীর সংখ্যা : সংখ্যাগত ও গুণগত পরিস্থিতি

৬৪১ নতুন পরিস্থিতিতে কর্মীদের কাছ থেকে ঈপ্সিত কাজ প্রত্যাশা করতে গেলে তাদের যথাযথ শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এই কর্মীবাহিনীর পরিচালনের স্তরের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে শিক্ষণের স্তরভেদ প্রয়োজন। যে সমস্ত কর্মী শিক্ষণ প্রাপ্ত নন তাদের স্বল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬৪২ অতিরিক্ত কর্মচারীর সংখ্যা

সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগারগুলিতে যে কর্মীর সংখ্যা আছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। ন্যূনতম পরিচালন অব্যাহত রাখার জন্য ন্যূনতম কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন।

বর্তমানে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে যে কর্মী সংখ্যা রয়েছেন, সেটা ৫২২৪ অংশে উল্লিখিত হয়েছে।

পদ	জেলা গ্রন্থাগার	শহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	গ্রামীণ আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	মোট প্রয়োজন
সহকারী গ্রন্থাগারিক	১	১	×	৩৮
গ্রন্থাগার পরিচর	×	×	১	৬২৩
পিওন	১	১	×	৩৮
মোট সংখ্যা	৩৪	৪২	৬২৩	৬৯৯

৬৪০ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, পরিচারণের পরিস্থিতি পর্যালোচনা

সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং সরকার অনুমোদিত গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম খুবই অপ্রতুল এবং বিশৃঙ্খল। সুতরাং কর্মীদের বেতন এবং পরিচারণের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করাটা আশু প্রয়োজন। এইসব কর্মীদের চাকুরী সামগ্রিক সর্তাবলী প্রাদেশিক স্তরে উন্নীত করা প্রয়োজন।

৬৫ আর্থিক বরাদ্দ

৬৫১ রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম ২%-৫ ভাগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ব্যয় করতে হবে

বর্তমানে সরকার গ্রন্থাগারখাতে বার্ষিক প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকেন রাজ্যের সমগ্র জন সংখ্যার তুলনায় এই খরচের প্রকৃত হিসেব দাঁড়াচ্ছে ১ পয়সার মত। রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ½% গ্রন্থাগার খাতে বর্তমানে ব্যয় হয়ে থাকে। এটা হয়ত কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে এই যৎসামান্য অর্থবরাদ্দের সাহায্যে কাম্য পরিচারণ অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। বিস্তৃত পর্যালোচনার পর এটা বুদ্ধিজীবীদের কাছে উপলব্ধ হয়েছে যে শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম ২·৫% সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করলে ন্যূনতম পরিচারণ চালু রাখা সম্ভব।

৬৫২ কেন্দ্র থেকে আর্থিক সাহায্য—পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে অন্যূন ১০ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন

উপরোক্ত কর্মসূচীকে যদি পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকালে সার্থকভাবে রূপায়িত করতে হয়, তবে আমরা আশা করব যে, পরিকল্পনা পর্ষদ অন্যূন ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ করবেন। এই অর্থ নতুন গ্রন্থাগার স্থাপন এবং মূলধন সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ ব্যয়িত হতে পারবে।

৬৫৩ রাজা রামমোহন রায় স্থায়ী তহবিলের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য

রাজ্য সমূহের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মসূচীকে সফল করার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা উচিত। রাজ্যের গ্রন্থাগার অধিকারের মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয়িত হতে পারে।

৭ কলকাতা মহানগরীর জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

কলকাতা নগরীর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের আরও বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন : ১৯৭১ সালে আয়ব্যয়ারী হিসেবমত ৩,১৪১,১৮০ লোক সংখ্যার ৬০.৩৫% শিক্ষিত কলকাতা নগরীর গ্রন্থাগারের ঐতিহ্যবাহী। এই নগরীতে যে ৪০০ জনে উদ্যোগে চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগার পরিচালিত হয় সেগুলি চরম আর্থিক সঙ্কটে জর্জরিত হয়ে সম্ভাব্য অবলুপ্তির প্রান্ত সীমায় এসে পড়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত নগরী সমূহে এমনকি আমাদের দেশের বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী প্রভৃতি নগরীতে, নগরীর গ্রন্থাগার প্রেমী জনগণের গ্রন্থের চাহিদা মেটাবার নগরীর জন্য বিশেষ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে। কলকাতা নগরীর জন্য সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের নির্দিষ্ট কাম্য সময় সীমা ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, সুতরাং অবিলম্বে কলকাতা নগরীর জন্য উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন আশু প্রয়োজন। কলকাতা মহানগরীর পৌর প্রশাসনিক কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্ক রেখেই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেতে পারে।

কলকাতার পৌর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য পৌর এলাকাকে একশতটি পৌর এলাকায় (ward) ভাগ করা হয়েছে। কয়েকটি পৌর এলাকার সংযুক্তির মাধ্যমে এক একটি জেলা গঠন করা হয়েছে। এইরূপে কলকাতার পৌর এলাকায় চারটি জেলা গঠন করা হয়েছে। সুতরাং এই কাঠামোর ভিত্তি

করে প্রতিটি এলাকায় (ward) এক একটি এলাকা গ্রন্থাগার (ward libraries) গঠন করা যেতে পারে। প্রয়োজন বোধে এলাকার জনসাধারণ পরিচালিত চাঁদাভিত্তিক গ্রন্থাগারগুলিকে এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

পৌর এলাকার এক্তিয়ারভুক্ত চারটি জেলার প্রতিটিতে একটি করে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করা যেতে পারে। প্রতিটি জেলার জেলা গ্রন্থাগারটি নির্দিষ্ট এলাকার গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ, পরিচালন ও সুসংবদ্ধকরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। জেলা গ্রন্থাগার গঠনের উদ্দেশ্য বর্তমানের চাঁদাভিত্তিক জন পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যেতে পারে। পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষদেশে কলকাতা পৌর এলাকার জন্য একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার। পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার শীর্ষদেশে থেকে পৌর এলাকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে এই পৌর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

এইক্ষেত্রে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান, সি. এম. ডি. এ. এবং ভারত সরকারের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশা করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারত সরকার ইতিমধ্যেই দিল্লি সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু রাখতে যথেষ্ট আর্থিক দায়িত্ব বহন করেছেন সুতরাং সমগ্র ভারতের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র কলকাতা মহানগরীর জন্য বিজ্ঞানসম্মত একটি উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য ভারত সরকার আর্থিক দায়িত্ব বহন করবেন— এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা।

কলকাতার প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাঠামোটি নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে—

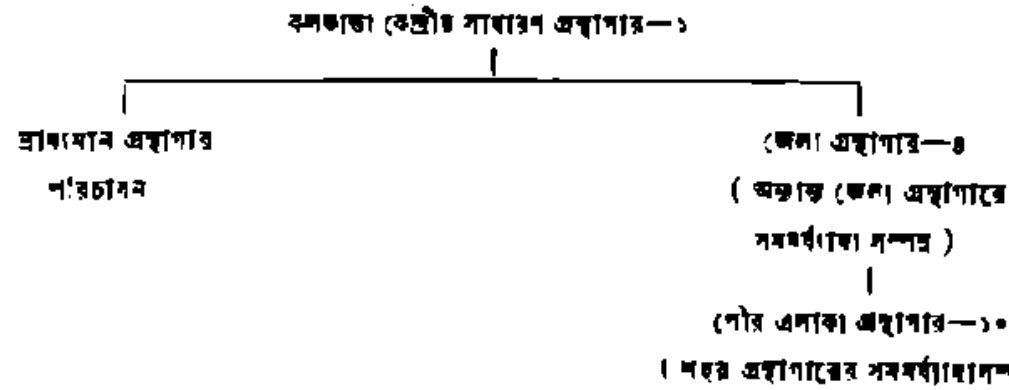

৮ প্রকল্পের সম্ভাব্য কর্ম নিয়োগের সুযোগ

উল্লেখিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে রূপরেখা আলোচনা করা হয়েছে, সেটা আমাদের রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মৌল পরিবর্তনই শুধু ঘটাবে না, এছাড়াও এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রন্থাগার বৃত্তিকুশলী এবং অবৃত্তিকুশলী এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত হবার দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। যখন আমাদের রাজ্য বেকারীর দুর্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির সেই সময় এই প্রকল্প বাস্তবে রূপায়িত করলে একদিকে যেমন বিরাট সংখ্যক জনসাধারণের (শিক্ষিত, সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন এমনকি নিরক্ষর) গ্রন্থপিপাসা এবং জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করা তথা জনজীবনের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য সহজলভ্য ব্যবস্থার ভিত্তিভূমি রচনা করা যাবে, অপরদিকে এই ব্যবস্থার কল্যাণেই এই রাজ্যের বেকারীর একটা অংশ দূর করা যাবে।

নিম্নলিখিত সারণীর সাহায্যে সম্ভাব্য কর্ম নিয়োগের একটা ধারণা করা যাবে।—

গ্রন্থাগারের প্রকৃতি	বর্তমান গ্রন্থাগারগুলিতে কর্ম নিয়োগের সম্ভাব্যতা	নব প্রতিষ্ঠিতব্য গ্রন্থাগার গুলিতে কর্মনিয়োগের সম্ভাব্যতা
১) সরকার নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগার	৭টিতে — ৫০	×
২) জেলা গ্রন্থাগার	১৭ ,, × ২ — ৩৪	৬ টিতে × ১২ — ৭২
		১৪০ টিতে × ৬ — ৮৪০
৩) সহর/মহকুমা গ্রন্থাগার	২১ ,, × ১ — ৪২	৭০০ × ৩ — ২১,০০০
৪) গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগার।	৬২০ ,, × ১ — ৬২০	
মোট	৭৪৯	

৯ প্রকল্পের আশু রূপায়ণের প্রয়োজন

আপাত দৃষ্টিতে এই বক্তব্য অনুভূত হতে পারে যে, প্রকল্পটি আপেক্ষিকভাবে অনাশুত্ব। যদি আমাদের দেশের জনগণের সামাজিক অবস্থা থেকে উন্নতশীল এবং উন্নত সামাজিক অবস্থা প্রয়োজন বলে মনে করি। যদি আমাদের দেশের জনগণের চেতনার মান উন্নত করে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাফল্য প্রত্যাশা করি তবে শিক্ষা ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আশু প্রয়োজনেই এটা করা প্রয়োজন যদি উদ্দেশ্যের যথার্থতা সম্পর্কে আমরা সুনিশ্চিত ইতিবাচক সিদ্ধান্তে আসতে পারি, তবে উপায় সম্পর্কে ভাবনার কোন কারণ নেই। সমবেত প্রচেষ্টায়, সরকারের উদ্যোগে এ ব্যবস্থাকে সত্বরই চালু করা সম্ভব।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ বিবৃত করে তার সম্ভাব্য সমাধানের পথনির্দেশ করতে গিয়ে একটি রূপরেখা বিবৃত করা হয়েছে। এখন এটা সরকারের দায়িত্ব যে, বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পরিকল্পনা কারীদের দ্বারা পরিকল্পনা রচনা করে কত সত্বর তাঁরা এই রাজ্যে সার্বজনীন নিঃশুল্ক, সুসংবদ্ধ উন্নত ধরণের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারেন।

অনুবাদ : **জুবায়রকান্তি সান্যাল**

Received form the Publisher :—

TITLE : STATEWIDE COMPUTING SYSTEMS :

Coordinating Academic Computer Planning

(Books in Library and Information Science Series, Vol. 10)

EDITOR(S) : Chrales Mosmann

PUBLICATION DATE : November, 1974

PRICE : $14·75

MARCEL DEKKER, INC.

270, Madison Ave. ● New York, N. Y. 10016 ● 212-490-7700

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
বার্ষিক সাধারণ সভা

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৭৫—বিকেল ৪টা

স্থান—পরিষদ ভবন

সভায় সভাপতিত্ব করেন—পরিষদ সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—

১) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন

২) ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক বিবরণী গ্রহণ

৩) ১৯৭৩-৭৪ সালের পরীক্ষিত হিসাব অনুমোদন

৪) চাঁদা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব বিবেচনা

৫) কর্মকর্তা ও কাউন্সিলের নির্বাচন

৬) ১৩৮০ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাগার পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধকারকে তিনকড়ি দত্ত স্মারক পদক প্রদান

৭) প্রস্তাবাবলী

৮) বিবিধ

সভার শুরুতে ইন্ডিয়ান ইন্সটিট্যুটের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ সুবোধ কুমার সরকারের জীবনাবসানে একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৃতের প্রতি নীরব শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

১) বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্য বিবরণী অনুমোদিত হয়।

২) ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক বিবরণী গৃহীত হয়।

৩) ১৯৭৩-৭৪ সালের আয়-ব্যয়ের পরীক্ষিত হিসাব গৃহীত হয়।

৪) চাঁদা সংক্রান্ত সংশোধনী প্রস্তাব আলোচনার অধিকার এই সভার আছে কিনা সে সম্পর্কে বিতর্কের সৃষ্টি হয় অবশেষে সিদ্ধান্ত হয় যে আরো সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা মুলতুবী থাকবে।

৫) সভাপতি—শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সহ সভাপতি—অধিতা ওহদেদার, শ্রীবৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী, শ্রীপ্রদীপ চন্দ্র বসু, শ্রীকনিভূষণ রায়। কর্মসচিব—শ্রীচঞ্চল কুমার সেন। যুগ্ম-কর্মসচিব—তুষার কান্তি সান্যাল। সহ-কর্মসচিব শ্রীঅজয় ঘোষ। গ্রন্থাগারিক—শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী। সম্পাদক গ্রন্থাগার—শ্রীহারাধন সাহা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন।

কর্মসচিব মনোনয়নপত্র জমা এবং পরীক্ষার পর যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার বিবরণ দেন, দেখা যায় যে সভাপতি, পাঁচজন সহ-সভাপতি, কর্মসচিব, যুগ্ম-কর্মসচিব, সহ-কর্ম সচিব, গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক এবং গ্রন্থাগারিকের কর্মকর্তাপদের জন্য একটি করেই মনোনয়নপত্র জমা পড়েছে। ফলে সভাপতি এঁদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করেন। কোষাধ্যক্ষ পদে একটি মনোনয়ন পত্র পড়লেও তা পরীক্ষার সময় বাতিল হয়ে যাওয়ায় সভার কাছে ঐ পদের জন্য কর্মসচিব নাম আহ্বান করেন। শ্রীপূর্ণেন্দু প্রধানিকের প্রস্তাবক্রমে ও শ্রীদিলীপকুমার

সাহার সমর্থনে শ্রীসত্যব্রত সেন কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। কাউন্সিলের ব্যক্তিগত সদস্যপদের ১৫টি পদের জন্য মোট ২২টি বিধিসম্মত মনোনয়নপত্র জমা পড়ায় নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই উদ্দেশ্যে শ্রীঅনিমেষ বসু ও শ্রীবিজয় সেনগুপ্তকে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। গোপন ব্যালটে ভোট গৃহীত হয়। গণনা শেষে নিম্নলিখিতদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়।

শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ, অশোক বসু, বিজয় পদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, হিরণ কুমার দত্ত, কালী প্রসাদ, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, প্রবীর রায় চৌধুরী, পূর্ণেন্দু প্রামানিক, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শশাঙ্ক কুমার বাগচী, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, স্মৃতিজা গঙ্গোপাধ্যায়, তপন কুমার সেনগুপ্ত।

প্রতিষ্ঠানগত কাউন্সিল সদস্যপদের জন্য বাঁকুড়া (একটি পদ), বর্দ্ধমান (২টি পদ) ২৪ পরগণা (১টি পদ) থেকে একটি করে এবং হাওড়া (২টি পদ), কলিকাতা (৩টি পদ) থেকে দুটি করে বিধি সম্মত মনোনয়নপত্র জমা পড়ে।

এঁরা নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন। শ্রীদেবব্রত লাল চক্রবর্তীর প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীসুধীর কান্তি সাহার সমর্থনে নদীয়া জেলা স্কুলসমূহ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে নির্বাচন করা হয়। এছাড়া শ্রীচঞ্চল কুমার সেনের প্রস্তাবক্রমে এবং শ্রীঅজয় কুমার ঘোষের সমর্থনে বীরভূমের একটি পদ বর্দ্ধমানের একটি পদ, কলিকাতার একটি পদ কুচবিহারের একটি পদ, দার্জিলিং এর একটি পদ, হুগলীর দু'টি পদ, জলপাইগুড়ির একটি পদ, মালদহের একটি পদ, মেদিনীপুর একটি পদ, মুর্শিদাবাদের একটি পদ, পুরুলিয়ার একটি পদ, পশ্চিম দিনাজপুরের একটি পদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হন। অতঃপর নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পরিষদের কাউন্সিলের নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগত সদস্য বলে ঘোষণা করা হয়।

জেলা	আসন সংখ্যা	নির্বাচিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান
বাঁকুড়া	১	ব্রত সংহতি, বালসী
বর্দ্ধমান	২	জামগ্রাম যাদবলাল পাঠাগার, চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির
কলিকাতা	৩	ইন্টালী ইন্সটিটিউট, রাজলক্ষ্মীপুর স্মৃতি পাঠাগার
		রাইটার্স বিল্ডিং ক্লাব লাইব্রেরী,
		মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী
কুচবিহার		প্রিন্স ভিক্টর মৃত্যুঞ্জয় নারায়ণ ক্লাব
দার্জিলিং		ব্রুমফিল্ড সাবডিভিশনাল লাইব্রেরী, কার্শিয়াং
হুগলী		পরলপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী,
		ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার
হাওড়া		সমুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, বিবেকানন্দ পাঠাগার
জলপাইগুড়ি		মাওেলী পাবলিক লাইব্রেরী ও ক্লাব
মালদহ		প্রগতি সংঘ, রথিপুর, পো: গৌরহারী
মেদিনীপুর		জেলা গ্রন্থাগার, তমলুক
মুর্শিদাবাদ		ধন্দিপগ্রাম পল্লী উন্নয়ন সমিতি লাইব্রেরী

নদীয়া		পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মচারী সমিতি নদীয়া জেলা শাখা
পুরুলিয়া	১	বিবেকানন্দ পাঠাগার, কোটিকা
চব্বিশ পরগণা	১	২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর
পশ্চিম দিনাজপুর	১	রায়গঞ্জ, কলেজ
বীরভূম	১	কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি

৬) গ্রন্থাগার পত্রিকার সম্পাদক জানান যে বিচারকরা একমত হতে না পারার জন্য এই সভায় উক্ত পদক দান করা সম্ভব হোল না।

৭) শ্রীশশাঙ্ক বাগচী, শ্রীবিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য ও বসন্ত স্মৃতি পাঠাগারের পক্ষ থেকে তিনটি প্রস্তাব যথা সময়ে জমা পড়ার ফলে সভায় পেশ করা হয়। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় যে শশাঙ্ক বাগচী ও বসন্ত স্মৃতি পাঠাগারের প্রস্তাব কাউন্সিলে বিবেচনা করা হবে এবং বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্যের প্রস্তাব কার্যনির্বাহক সমিতি বিবেচনা করে দেখবেন।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভার পক্ষ থেকে সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামানিক।

শোক সংবাদ

পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সান্ধ্যকালীন কোর্সের (১৯৭৪-৭৫) ছাত্র শ্রীসুব্রত চট্টোপাধ্যায় গত ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৫ পরলোকগমন করেছেন। পরিষদের সদস্য ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

১০. ৩. ৭৫ কর্মসচিব

নবনির্বাচিত প্রথম কাউন্সিল সভা

১ সভার উপস্থিতি

গত ১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪ এ পরিষদ ভবনে ১৯৭৪-৭৫ সালের জন্য নবনির্বাচিত কাউন্সিল এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদ সভাপতি শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন সর্বশ্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বরঞ্জন ভট্টাচার্য, নলীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, (ত্রিবেণী হিত সাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার), শশাঙ্ক বাগচী, বিকাশ পণ্ডিত (আড়গ্রাম যাদবলাল পাঠাগার), সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল কুমার সেন, গোপাল চন্দ্র পাল (ধ্রুবসংহতি, বালদী, বাঁকুড়া), পূর্ণেন্দু প্রামাণিক (মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী), পূর্ণেন্দু প্রামাণিক, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভুনাথ ঘোষ (রাইটার্স বিল্ডিংস ক্লাব), অমলাংশু সেনগুপ্ত (২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর), সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, দেবদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, সত্যব্রত সেন, রামকৃষ্ণ সাহা, প্রবীর রায় চৌধুরী, তপন সেনগুপ্ত, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তুষার কান্তি সান্যাল, অশোক বসু, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, হিরণ কুমার বসু, দীপক চক্রবর্তি সুশান্ত মুখোপাধ্যায় (গরলগাছা সাধারণ পাঠাগার), ও অজিত কুমার ঘোষ, মোট ২৯ জন।

২ উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত সমূহ

(ক) নিম্নলিখিত সদস্যগণকে কাউন্সিল সভার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শ্রীসুধেন্দু ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিশেষ গ্রন্থাগার গ্রুপ, শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় : স্পনসর্ড গ্রন্থাগার গ্রুপ, শ্রীসুবীর ঘোষ : কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়।

(খ) কার্যনির্বাহক সমিতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন :

শ্রীসৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী, শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ, শ্রীবিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশশাঙ্ক বাগচী, শ্রীদেবদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅশোক বসু

(গ) 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ও পরিষদের অবৈতনিক অফিস সেক্রেটারী

শ্রীমতী মিনতি চক্রবর্তীকে অবৈতনিক সহযোগী সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

পরিষদের অবৈতনিক অফিস সেক্রেটারী পদের প্রসংগে স্থির হয় যে, ঐ পদের পরিবর্তে পরিষদের একজন বেতনভুক অফিস সুপারিন্টেনডেন্ট ও ঘারোয়ান পদের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে সরকারের নিকট পত্র প্রেরণ করা হোক।

(ঘ) পরিষদের সম্পত্তির ক্ষতি

সম্প্রতি পরিষদ ভবনে সিলিং ফ্যান চুরির ফলে যে ক্ষতি হয়েছে সে সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করে পত্র প্রেরণ করা হোক।

আরও স্থির হয় যে, পরিষদের অবৈতনিক কেয়ারটেকার পরিষদ ভবনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য আরও বেশী সতর্ক ও সক্রিয় হবেন।

(ঙ) পরিষদের সুবর্ণ জয়ন্তী

এ বিষয়ে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য :

১ পরিষদের সদস্যদের কাছ থেকে একটাকার কুপন ও রসিদের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হবে।

২ রামমোহন ফাউণ্ডেশনের নিকট অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা হোক ও প্রবন্ধ লেখার জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আমন্ত্রণ জানানো হোক। এগুলি ছাড়া সুবর্ণ জয়ন্তী সম্পর্কিত অন্যান্য কাজ নবনির্বাচিত সুবর্ণ

অন্তর্ভুক্ত উৎসব উপসমিতির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হোক।

(চ) ৩২তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

এবিষয়ে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয় :

১। সম্মেলনের তারিখ : ১২—১৪ এপ্রিল, ১৯৭৪

২। স্থান : আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার, কাঁকড়াঝোর, মেদিনীপুর।

৩। খাওয়াদাওয়া বাবদ : প্রতি জনে ১৫ টাকা।

৪। উদ্বোধক : পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপালকে উদ্বোধন করার জন্য অনুরোধ করা হবে।

৫। সভাপতি : শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ করা হবে।

৬ সম্মেলন প্রবন্ধ :

ক) গ্রন্থাগার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা (Library oriented education) রচনা করবেন শ্রীকপিভূষণ রায়। সহযোগিতা করবেন সর্বশ্রী মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, অশোক বসু, তুষার সান্যাল।

খ) নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা (A plan for Library Science Education in the context of new educational set up) সম্পর্কিত একটি পরিকল্পনা প্রবন্ধ রচনা সর্বসাধারণের জন্য অবারিত। শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী অন্ততঃ একটি প্রবন্ধ রচনা করবেন।

(ছ) সভায় নিম্নলিখিত উপসমিতিগুলি গঠিত হয়। নিম্নলিখিত দায়িত্ব বিভিন্ন উপসমিতিতে নির্ধারিত হয় :

১ অর্থ, প্রকাশন ও গৃহনির্মাণ

সভাপতি : শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক

সম্পাদক : শ্রীসত্যব্রত সেন

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী কপিভূষণ রায়, সুনীল বিহারী ঘোষ, এবং অন্যান্য উপসমিতির সম্পাদকবৃন্দ।

২ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকা

সভাপতি : শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা

সহসম্পাদিকা : শ্রীমতী মিনতি চক্রবর্তী

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অজয় কুমার ঘোষ, গীতা চট্টোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, সত্যব্রত ঘোষাল, সুচিত্রা গঙ্গোপাধ্যায়, সুবীর ঘোষ, অশোক বসু।

৩ পরিষদ গ্রন্থাগার

সভাপতি : শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ

সম্পাদক : শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী

সহসম্পাদিকা : শ্রীমতী মঞ্জু বিশ্বাস

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অমলেন্দু গোপাল, সাহা, অমলেন্দু রায়, কালীপ্রসাদ, কুমার কার্তিক দে, অশোক বসু, মলিকা বসু, রমা সেনগুপ্ত, সর্মিতা সেনগুপ্ত।

৪ সংযোগ ও সংগঠন

সভাপতি : শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য

সম্পাদক : শ্রীশশাঙ্ক বাগচী

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বমঙ্গল ভট্টাচার্য, গুরুশরণ দাশগুপ্ত, মিনতি চক্রবর্তী, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল রায়, পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, সত্যনারায়ণ রায়, অপন বাগচী, শ্যামল সরকার, অজয় কুমার ঘোষ, রাইটার্স বিল্ডিং ক্লাব লাইব্রেরী—, সমস্ত জেলা শাখার সম্পাদকবৃন্দ।

৫ বেতন ও পদমর্যাদা উপসমিতি

সভাপতি : শ্রীবিজেন্দ্রপ্রসাদ গুপ্ত

সম্পাদক : শ্রীসুধেন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সহসম্পাদক : শ্রীঅমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অনন্তমোহন ভট্টাচার্য, অশোক বসু, নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ বিশ্বাস, সমর দত্ত, সুবীর ঘোষ, অনিল ঘোষ

৬ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান

সভাপতি ও পরিচালক : শ্রীপ্রবীনচন্দ্র বসু

সম্পাদক : শ্রীঅশোক বসু

সহসম্পাদক : শ্রীদীপকরঞ্জন চক্রবর্তী

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী অজিত কুমার ঘোষ, বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় চৌধুরী, বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, বিজয়

২৪৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, ২১ তম অধিবেশন ভুবনেশ্বর. ১৩-১৬ই জানুয়ারী ১৯৭৫

রামকৃষ্ণ সাহা

গ্রন্থাগারিক, শারীরবৃত্ত বিজ্ঞান গ্রন্থাগার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,

৯১, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

এবারের সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো ভুবনেশ্বর শহরের উড়িষ্যা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ব্যবস্থাপনা ও দায়িত্বে ছিলেন উৎকল গ্রন্থাগার সমিতি। উড়িষ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত ১৯২৪ সালে। ১৯৩৯ সালে উৎকল গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ৩৬ বৎসরের পুরানো এই সংগঠনটিতে আজকের দিনে উড়িষ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে শ্রীরাধানাথ রথ, শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন যাবৎ এই সংস্থা উড়িষ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলন করে আসছে। গ্রন্থাগার সম্মেলন বিভিন্ন গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ, গ্রন্থাগার আইনের খসড়া রচনা এবং সরকারের কাছে আইনভিত্তিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন প্রভৃতি এদের কর্মধারার উল্লেখযোগ্য অংশ।

সম্মেলন উদ্বোধন করেন উড়িষ্যার রাজ্যপাল আলবন্ধ আলী খান। তিনি তাঁর ভাষণে বর্তমান গ্রন্থাগারের পুনরুজ্জীবন, বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির উদ্ধার ও সংরক্ষণ এবং গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর দেন।

উড়িষ্যা কৃষিবিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী জে. দাস তাঁর ভাষণে বর্তমানে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারগুলির দুঃখজনক অবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির দুরবস্থার কারণ হিসাবে গ্রন্থাগার আইনের অভাবই যে মূল এ কথার উপর বিশেষ জোর দেন।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রী ডি. আর কলিয়ার তাঁর ভাষণে কয়েকটি নতুন তথ্য পাওয়া গেল। ভারতবর্ষ এখন ১৬৪৪ কোটি টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করে। ৩০,০০০ বই এবং ১৫,০০০ পত্র পত্রিকা এদেশে প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে আমদানীকৃত বই নিয়ে পাঠকের অপর্যাপ্ত নয় বলে উল্লেখ করেন। ইংরাজী জানা ব্যক্তিদের জন্য যে বই আছে তা পর্যাপ্ত। ৩৪টি বিশ্ববিদ্যালয় ৭৫০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান স্নাতক তৈরী করছে এবং গ্রন্থাগার সমিতিগুলি ১০০০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট স্তরে শিক্ষিত করে তুলছে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হলো মাথাপিছু জাতীয় আয় অনুসারে বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় বরাদ্দের তুলনা। দেখান হয়েছে গ্রেট বৃটেনে মাথাপিছু জাতীয় আয় ভারতের তুলনায় ১৯ গুণ বেশী কিন্তু বৃটেনে সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে যে ব্যয় হয় সে তুলনায় ভারতে ১/২০০ ভাগ মাত্র ব্যয় হয়। সেইভাবে আমেরিকার মাথাপিছু জাতীয় আয় ৪১ গুণ বেশী কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার খাতে আমেরিকার তুলনায় আমাদের দেশে ১/৪১৬ ভাগমাত্র ব্যয় হয়।

মুখ্যমন্ত্রী নন্দিনী সতপথী প্রধান অতিথির ভাষণে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেন।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব তাঁর ভাষণে বলেন আমাদের দেশে গ্রন্থাগার খাতে বরাদ্দ কম। উড়িষ্যার রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ভবনটি ডি. পি. আই ব্যবহার করছেন। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয় নি। সরকারের উচিত ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলি নিজের পরিচালনাধীনে নিয়ে আসা। উপযুক্ত দলিলপত্রের অভাবে গবেষকরা বিদেশে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। রাজ্য বাজুঘরে বহু পাণ্ডুলিপি থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোন গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হয় নি। সাধারণ মানুষের স্বার্থে আজ সাধারণের ভাষায় বই প্রকাশ হওয়া উচিত বলে তাঁর অভিমত। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গ্রন্থাগারিকদেরই

এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শুধু তাই নয় দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন কোন খাতে প্রবাহিত হবে সে বিষয়ে পর্যালোচনা গ্রন্থাগারিকরা করবেন।

টেকনিকাল পেপারগুলির মধ্যে রসিকুদ্দীন সাহেবের প্রবন্ধটির আখ্যার সঙ্গে বিষয়বস্তুর মিল কম, অহেতুক বক্তব্যে ভর্তি। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন তার প্রবন্ধে গবেষণামূলক গ্রন্থাগারের সমীক্ষা করার কথা বলেছেন।

শ্রীঅশোক বসু, সত্যব্রত সেন ও প্রদীপ চৌধুরীর 'গ্রন্থাগার কর্মীদের আর্থিক বেতনক্রম প্রসঙ্গে' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য আলোচ্য বিষয় ছিল। আশা করা গিয়েছিল অন্যান্য রাজ্য থেকেও এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ আসবে। কিন্তু ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য বিষয়টির যে প্রাধান্য পাওয়া উচিত ছিল তা পেল না। তবে এ বিষয়ে ভবিষ্যৎ আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে

পরিষদের বার্ষিক সভায় বাৎসরিক কার্যক্রম অন্যান্য সমালোচিত হয়েছে; নির্বাচন পদ্ধতি নিয়েও বহু তর্ক বিতর্কের উদ্ভব হয়েছিল।

উৎকল গ্রন্থাগার পরিষদের কয়েকজন কর্মীর অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ঢাকা দিয়ে রাখলেও ব্যবস্থাপকদের দূরদৃষ্টির অভাবে শেষদিনে প্রতিনিধিদের অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

নবনির্বাচিত প্রথম কাউন্সিল সভা

২৪৩ পৃঃ

সেনগুপ্ত, হিরণ কুমার বসু, মঙ্গলপ্রসাদ সিংহ, নচিকেতা মুখোপাধ্যায়, কণিভূষণ রায়, প্রবীর রায়চৌধুরী সুরেন্দ্রভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সেনগুপ্ত, প্রদীপ চৌধুরী।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্বর্ণ জয়ন্তী ও গ্রন্থাগার পত্রিকার রজত জয়ন্তী

সভাপতি : শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক : শ্রীসত্যব্রত সেন

সহসম্পাদক : শ্রীদেবদাস চট্টোপাধ্যায়

সভ্যবৃন্দ : সর্বশ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী, অজিত কুমার ঘোষ, অনিল দত্ত, মলয় রায়, গগনবিহারী বসু, নরকুমার সিনহা, দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন্দু মান্না, দিলীপকুমার সাহা, গৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, তপন সেনগুপ্ত, অমর চট্টোপাধ্যায়, শুক্লা চক্রবর্তী, অনঙ্গ ঘোষ, কৃষ্ণা দত্ত, মনীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অমলাংশু সেনগুপ্ত, রামরঞ্জন ভট্টাচার্য, আশীষ নিয়োগী, অমর ঘোষ, শঙ্কর সাহানা, গোবিন্দ মল্লিক, উমা নন্দী।

To Our Readers

We regret that due to unavoidable circumstances "English Abstracts" could not be published in this issue. These will be published in next issue.

EDITOR

গ্রন্থাগার সংবাদ

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগার, মূলাজোড়

নেতাজী অন্মোৎসব—গত ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৫ ২৪ পরগণা জেলার স্থামনগরে মূলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারের ৬৮ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, রায় গুণাকর ভারত চন্দ্র স্মৃতি উৎসব, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর অন্মোৎসব ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সহ গ্রন্থাগার দিবস উদযাপিত হয়।

সভাপতি শ্রীআবু সৈয়দ তাঁহার ভাষণে বলেন যে সরকার ও অন্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উচিৎ এই সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক অনুদান ও পুস্তক দ্বারা সাহায্য করা। তিনি আরও বলেন যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারে এই গ্রন্থাগারগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে (১) সরকারের উচিত অবিলম্বে রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক অনুদান ও পুস্তকাদি দ্বারা সাহায্য করা। (২) দেশের শিক্ষা বাজেটে গ্রন্থাগারগুলির জন্য ন্যূনতম পক্ষে শতকরা ৪ ভাগ ব্যয় করতে হবে। এছাড়া এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের 'গ্রন্থাগার আইন' বিধিবদ্ধ করার দাবীকে পূর্ণ সমর্থন করে।

অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিজয়ীগণকে দানপত্র সহ পুরস্কার দেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীআবু সৈয়দ ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায়।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম

গত ২৩শে জানুয়ারী বর্ধমান জেলার জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে এবং জাড়গ্রাম পরিবার ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের সহযোগীতায় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এই উপলক্ষে ভোরে প্রভাতফেরীর দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। নেতাজীর জীবনী আলোচনা উক্ত অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ ঘোষ, বসন্ত মুখোপাধ্যায় এবং সভাপতি জাড়গ্রাম শিশুকল্যাণ কেন্দ্রে পতাকা উত্তোলন করেন সভানেত্রী শ্রীমতী সরলাবালা বে। শ্রীমতী অনিমা চক্রবর্তী সকলকে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস—গত ২৬শে জানুয়ারী বর্ধমানের জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মীবৃন্দের উদ্যোগে সকালে পাঠাগার ভবনে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। সভাপতি গ্রন্থাগারিক শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় পতাকা উত্তোলন করেন ও সঙ্কল্পবাণী পাঠ করেন। প্রজাতন্ত্র দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দান করেন প্রধান অতিথি ও অন্নপুর উচ্চতর বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীজগন্নাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী অনিমা চক্রবর্তী। পরিশেষে উপস্থিত সকলকে মিষ্টিমুখে আপ্যায়িত করা হয়।

কাশীপুর ইনস্টিটিউট। কাশীপুর

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী '৭৫ সন্ধ্যায় কাশীপুর ইনস্টিটিউটের ৪৯তম সাধারণ সভায় নিম্ন লিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—(১) গ্রন্থাগার গ্রাহকবৃন্দের চাঁদার হার ও আমানত বৃদ্ধি। (২) ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে স্বর্ণ জয়ন্তী উৎসব যথাযথ ভাবে পালন করবে। (৩) গ্রন্থাগার আগামী শরৎ জন্ম শতবর্ষ উৎসব পালন করবে। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীজীবেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র।

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী রবিবার সবুজ গ্রন্থাগার (নিজবালিয়া) সংগ্রহালয়ের উদ্যোগে স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়বালিয়া রাখাল চন্দ্র ধারা ইনস্টিটিউশন প্রাঙ্গণে "বাংলার বন্যার স্থায়ীত্ব ও অনুকরণ বিষয়ে কটোগ্রাফিক স্লাইড সহযোগে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন প্রখ্যাত গবেষক ও আনন্দ নিকেতন কীর্তিশালার কিউরেটর শ্রীতারাপদ সাঁতরা। উক্ত অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকগণ এবং সবুজ গ্রন্থাগারের সভ্যগণ উদ্দীপনার সঙ্গে উপভোগ করেন। সর্বশ্রী নির্মলেন্দু ধারা, দিবেন্দু ধারা ও শীতল চন্দ্র সামন্তের আন্তরিক প্রচেষ্টায় দ্বারা অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালা

বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মূল্য : ৩·৭৫ টাকা

বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : শ্রীদেবকুমার চক্রবর্তী

মূল্য : ২·৫০ টাকা

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি

রচনা : ডঃ শ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায়

মূল্য : ৪·০০ টাকা

প্রত্যেকটি বই পুরাবস্তুর বিশদ বিবরণে সমৃদ্ধ ও বহু উৎকৃষ্ট আলোকচিত্রে সজ্জিত। ঝকঝকে সচিত্র প্রচ্ছদ, মজবুত বাঁধাই, উজ্জ্বল ও দীর্ঘস্থায়ী কাগজ, উৎকৃষ্ট ছাপা। যাবতীয় তথ্যসংলিত মানচিত্র আছে প্রত্যেক বইতে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়ের অধীক্ষকের কাছ থেকে পাইকারী দরিদের ক্ষেত্রে পুস্তক-ব্যবসায়ীরা ২০% কমিশন পাবেন।

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

প্রকাশন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণালয়
৩৮, গোপালনগর রোড
কলিকাতা—২৭

প্রকাশন বিক্রয়-কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড,
কলিকাতা-১

প: ব: (তথ্য ও জনসংযোগ) ৫৩২ '৭৪

সম্প্রতি প্রকাশিত

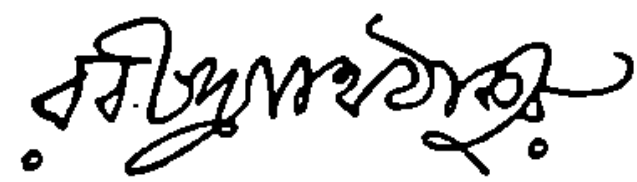

চিঠিপত্র ১১

একদা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সহকারী প্রতিভাধর কবি ও সাহিত্যিক শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত ১৩৮টি পত্র ; পরিশিষ্টে ৪টি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ-কৃত শ্রীঅমিয় চক্রবর্তীর কাব্যের আলোচনা সংকলিত। মূল্য ১০·০০, শোভন ১২·০০ টাকা।

●

পূর্ব-প্রকাশিত এবং বর্তমানে প্রাপ্তব্য চিঠিপত্রের অন্যান্য খণ্ড

খণ্ড ১। পত্নী মৃণালিনী দেবীকে লিখিত ॥ ৩·০০

৫। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত। ৩·০০

৬। জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসুকে লিখিত ॥ ৪·০০

৭। কাদম্বিনী দেবী ও নির্মলিনী সরকারকে লিখিত ॥ ৩·০০

৮। প্রিয়নাথ সেনকে লিখিত ॥ ৪·৫০ ; শোভন ৭·০০

৯। হেমন্তবালা দেবী ও পরিবারের অন্যান্যকে লিখিত। ৭·০০

১০। দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখিত ॥ ২·৫০

ছিন্নপত্র। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ও ইন্দিরা দেবীকে লিখিত ॥ ৫·০০

পথে ও পথের প্রান্তে। শ্রীমতী নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লিখিত। ২·০০

ভানুসিংহের পদাবলী। শ্রীমতী রাণু দেবীকে লিখিত ॥ ১·৫০

রবীন্দ্রনাথ-এণ্ড্রুজ পত্রাবলী। শ্রীমলিনা রায় অনূদিত। ৬·০০

বিশ্বভারতী

কার্যালয় : ১০ প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১১

বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার/২১০ বিধান সরণী

ছোটদের কয়েকটি মনোলোভা বই

সুকুমার রায়ের

আবোল তাবোল

নতুন পরিধানে। সুকুমার রায়ের মূল ছবি ছাড়াও অনেক ছবি এঁকেছেন শিল্পী শ্রীহর্ষ রায়। দু-রঙে ছাপা। [৩·০০]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভূতপুরাণ

মানুষের পুরাণ আছে অনেক। ভূতদের পুরাণ লিখলেন তারাশঙ্কর, ছবিও এঁকেছেন তিনি। ছোটদের কত কাছের মানুষ খুড়ি ভূত, ওঁর পরিচিত ঐ ভূতগুলি। ভারি সরস লেখা। [৪·০০]

শ্রীবিভঙ্গ রায়ের

রাঙাদির রূপকথা

রূপকথার চিরন্তন রসের প্লাবন ঘটেছে এই বই এর প্রতি পৃষ্ঠায়। লেখকেরই আঁকা বহু বর্ণবাহার ছবি। [৪·০০]

নাট্যকার বাদল সরকারের

ছবির খেলা

ছবিতে ধাঁধা, যুক্তির খেলা, জ্ঞান বাড়াবার সরল উপায়। বাঙলার একমাত্র বই। [২·০০]

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এক যে ছিল শিয়াল

বৈঠকী চঙে এক শেয়ালের অভিযান কাহিনীর মাধ্যমে অরণ্য জীবন চিত্রিত। প্রতুলবাবুর আঁকা ছবি। [২·৫০]

স্বপনবুড়োর

খেলার সাথী

এক কিশোরের সঙ্গে প্রকৃতির মেলামেশা, ভাষায় ও ছন্দে ও শিল্পী সমর দের রঙীন ছবিতে অপরূপ। [২·৫০]

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তীর

যুগে যুগে ভারত শিল্প

ভারতের শিল্প-কথার ইতিহাস বলেছেন সহজ কথায়। বহু ছবি এঁকেছেন পূর্ণবাবু। [৭·০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

সম্পাদক—রামকৃষ্ণ সাহা　　সহযোগী সম্পাদক—সুধীর ঘোষ

বর্ষ ২৪, সংখ্যা ১১-১২　　১৩৮১, ফাল্গুন-চৈত্র

সাম্মেলন সমীক্ষা

ঝাড়গ্রামের আশাপনী মহকুমা গ্রন্থাগারে ১২ থেকে ১৪ই এপ্রিল ৩২ তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়ে গেল। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। এদের মধ্যে সবরকম গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে আলোচনার জন্য যে দুটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল তাদের বিষয় বস্তু ছিল "গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা" ও "পরিবর্তিত পাঠক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ" এছাড়াও গ্রন্থাগার কর্মীদের বর্তমান অবস্থার উপর আলোচনা করে পরিষদের কর্মসচিব তাঁর বিবৃতিও উত্থাপন করেছিলেন। উদ্বোধন-অধিবেশন শুরু হয় ১২ তারিখ বিকাল ৪টায়। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এ, এল ডায়াস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শ্রী ডায়াস যাতে বুঝতে পারেন সেই জন্য উদ্বোধন অধিবেশনের কাজ কর্ম ইংরাজীতে পরিচালনা করা হয়েছিল এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। অবশ্য সভাপতি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর ভাষণ বাংলা ভাষাতেই দিয়েছিলেন এবং সম্মেলনের অন্যান্য সবকটি অধিবেশনের কাজ কর্ম বাংলাভাষাতেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

উদ্বোধন অধিবেশন শেষ হবার পর চা পানের জন্য এক ঘন্টা বিরতি ছিল। ঐ বিরতির পর আবার যখন সন্ধ্যা ৭টার পর অধিবেশন শুরু হয় তখন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব তাঁর বিবৃতি উত্থাপন করেন। শ্রীকপিভূষণ রায় এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। কর্মসচিবের বিবৃতি উত্থাপিত হবার পর আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করতে চান তাদের নাম আহ্বান করেন সভাপতি। কিন্তু দুঃখের বিষয় মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রতিনিধিই সেই আহ্বানে সাড়া দেন। ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় এসে যাওয়ায় সভাপতি এই আলোচনা তখনকার মত মুলতবী রাখেন এবং ঘোষণা করেন চতুর্থ অধিবেশনে এর উপরে আলোচনা হবে। ইতিমধ্যে যাঁরা এখানে উপস্থিত নেই এবং যাঁরা এই বিবৃতি শোনেননি বা পড়ে উঠতে পারেন নি তাঁরাও বিবৃতি পড়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন। প্রথম অধিবেশনের এখানেই সমাপ্তি হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ভেতিস হেয়ার ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ দিবাকর দাস মহাশয়ের পরিচালনায় "গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা" ও "পরিবর্তিত পাঠক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ" প্রবন্ধ দুটি আলোচিত হয়। দ্বিতীয় বিষয়ের উপর আরো তিনটি প্রবন্ধও উত্থাপিত হয়। চতুর্থ অধিবেশনে কর্মসচিবের বিবৃতির উপর আলোচনা হয় এবং অনেকেই এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। এরপর প্রস্তাব গ্রহণ ও সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রস্তাব গ্রহণের সময় এবারও দেখা গেছে পূর্ববর্তী সম্মেলনের কিছু কিছু প্রস্তাবের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এই পুনরাবৃত্তি না করে উপায় নেই। কারণ যতদিন না আমরা লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছি ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই সব প্রস্তাব বারে বারে গ্রহণ করতে হবে। গ্রন্থাগার আইন আজও প্রবর্তিত হয়নি। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদ মর্যাদা সমস্যার আজও সমাধান করা যায়নি। অতীতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের সঙ্গে বেতন ও মাধদার সমতা বজায় রাখার যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল আজ কিন্তু তা থেকে সরে আসবার একটা প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আজ একটা সুস্পষ্ট অঙ্গীকার নিতে চলেছে। সরকারী শ্রমদপ্তর গ্রন্থাগারের অবস্থা আরো শোচনীয় করেছে

২৯৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

With best Compliments from :

D. L. SHAH. & CO.

TRANSPORT CONTRACTOR

3, JANKIDAS LANE,

CALCUTTA-7

Phone : 34-1206

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা

কণিভূষণ রায়
গ্রন্থাগারিক, কমার্শিয়াল লাইব্রেরী, কলিকাতা-১

শিক্ষা বলিতে আমরা কি বুঝি

সাধারণভাবে শিক্ষা বলিতে আমরা কোন বয় বা বাক্তির সাহায্যে কোনও অনায়ত্ত অভিজ্ঞতাকে আয়ত্তাধীন করাকে বুঝি। জনসাধারণকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বা শিক্ষিত করিয়া তোলা সমাজের স্বার্থেই প্রয়োজন। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে তাই বিভিন্ন সমাজ বহু বিচিত্রভাবে একাধিক জনের এই আহৃত অভিজ্ঞতাকে অন্যের মধ্যে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এ শিক্ষা গ্রন্থ মাধ্যমে বিতরিত হইতে পারে, নাও হইতে পারে। তবে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা যত বিপুল ও জটিল হইয়া উঠিতে থাকে জ্ঞানদাতা বা জ্ঞানলাভেচ্ছুর ব্যক্তিগত যোগাযোগ তত অসহজ হইয়া উঠিতে থাকে জ্ঞান তত গ্রন্থাশ্রয়ী হইয়া উঠিতে থাকে এবং জ্ঞান বিতরণও গ্রন্থমাধ্যমে পথ খুঁজিয়া লয়।

কাগজ, ছাপাখানা এবং পুস্তক প্রকাশের বহুল প্রচলনের পর বর্তমানে মানব সমাজের জ্ঞানভাণ্ডার প্রায় সর্বতোভাবে গ্রন্থাশ্রয়ী হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই বর্তমান সমাজে জ্ঞান বিতরণে গ্রন্থের ভূমিকা অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। এই জটিল পরিস্থিতির যথোপযুক্ত অনুধাবনের জন্য শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য বা আসল লক্ষ্য কি তাহা জানা প্রয়োজন।

শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য কি

শিক্ষা বিজ্ঞানের মতে শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা। বিভিন্ন ধরণের জ্ঞান লাভ এই পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থেই প্রয়োজন। নচেৎ শুধুমাত্র জ্ঞানলাভ শিক্ষার লক্ষ্য নয়।

বিভিন্ন ধরনের জ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ বিভিন্ন শিক্ষার্থীতে বিভিন্ন হইতে পারে এবং সেই জ্ঞান লাভ করিবার ক্ষমতাও শিক্ষার্থীভেদে বিভিন্ন হইতে পারে। সেইজন্য সাধারণভাবে শিক্ষাব্যবস্থায় মোটা মাপের সামাজিক মানুষ গড়িবার দিকে প্রবণতা থাকিলেও শিক্ষার আসল লক্ষ্য থাকে স্বতন্ত্র মানুষের মধ্যে নিহিত শক্তিকে উপযুক্তভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার স্বতন্ত্র রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী পরিপূর্ণ ব্যক্তি মানসের বিকাশে সহায়তা করা।

শিক্ষার এই মূল উদ্দেশ্য কখনোই কেবল মাত্র প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পাঠক্রমকে অনুসরণ করিয়া সাধিত হইতে পারে না। ফলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে সার্থক করিতে হইলে প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মধারা এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যে তাহারা যেন মোটামাপের মানুষ গড়ার মধ্যেই মাপের বা ছাঁচের বাইরের মানুষকেও উপযুক্তভাবে উদ্দীপিত করিবার সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এই ভূমিকাকে উপযুক্তভাবে অনুধাবন করিবার জন্য শিক্ষা প্রক্রিয়ার সংযুক্ত বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক ভূমিকার বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

শিক্ষাকার্য সম্পন্ন করায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গ্রন্থাদি ও সমাজের ভূমিকা

কোনও শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত বা জ্ঞানযুক্ত হইবার জন্য কয়েকটি সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহারা শিক্ষাকার্যে পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত কিন্তু পারস্পরিক ভূমিকায় লক্ষণীয় তারতম্য আছে।

শিক্ষার্থীর ভূমিকা

শিক্ষার্থী কোনও শিক্ষকের নিকট হইতে বা কোনও গ্রন্থ হইতে অন্যের আহৃত অভিজ্ঞতাকে স্বচেষ্টায় বা অপরের সাহায্যে আত্মীকরণ করিয়া থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে

শিক্ষার্থীর ভূমিকা শুধু গ্রহণ করিবার ভূমিকা। কিন্তু শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত শিক্ষাকার্যকে কখনোই সার্থক বা ফলপ্রসূ করা সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ বলিয়া বিষয়টির প্রতি তাহার সহজাত আকর্ষণ থাকিবার কোন বিশেষ কারণ নাও থাকিতে পারে।

সাধারণভাবে বয়সভেদে ; অনেকক্ষেত্রে বয়স ব্যতীতও শিক্ষার্থীর মনের গঠন বা পরিপূর্ণতা বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। ফলে বিভিন্ন বিষয়কে গ্রহণ করিবার বা আয়ত্তে আনিবার ক্ষমতা সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সমান না হওয়াই স্বাভাবিক।

শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষার্থীর পর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। ইনি সজীব এবং সক্রিয় জ্ঞানভাণ্ডার স্বরূপ। শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে নিজের বক্তব্যকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করিবার বা বিভিন্ন-ভাবে অলঙ্কৃত করিয়া বক্তব্যকে চিত্তাকর্ষক করিবার ক্ষমতা ইহার থাকা সম্ভব এবং থাকা বাঞ্ছনীয়। বক্তব্যের এই পরিবেশন নৈপুণ্যই তাঁহাকে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চারণে সাহায্য করে।

শিক্ষণীয় বিষয়ে ইনি শিক্ষার্থী অপেক্ষা অবশ্যই অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। কাজেই সেই বিষয়ের তত্ত্ব বা তথ্যের খবর বা সেই তত্ত্ব বা তথ্যকে আয়ত্ত করিবার ব্যাপারে অধিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বলিয়া ভাবিবার কারণ আছে। শিক্ষক বিভিন্নভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের মতে এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সঞ্চারণে নিজেকে ক্রমাগত গৌণ করিয়া তোলাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষকের ভূমিকা যতদূর সম্ভব নিহিত হওয়া উচিত শিক্ষণীয় বিষয়ের তত্ত্ব বা তথ্যের খবর বা যোগান দেওয়ায়, দুরূহ অংশের উপযুক্ত উপলব্ধির জন্য ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়ায় এবং বিচার বিতর্কে অংশগ্রহণ করিয়া শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনকে ত্রুটিহীন হইতে সহায়তা করায়। বর্তমানে শিক্ষণীয় বিষয় এত জটিল ও বিপুল হইয়া উঠিয়াছে যে কোনও শিক্ষকের পক্ষেই একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষার্থী স্বচেষ্টায় কোন সূত্র হইতে কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারেন তাহার উপায় বলিয়া দেওয়া যে কোন শিক্ষকের অবশ্যকর্তব্য।

গ্রন্থাদির ভূমিকা

গ্রন্থাদি সমস্ত পূর্বগামীদের চিন্তা বা জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ। শিক্ষকের সজীবতা বা সক্রিয়তা গ্রন্থে সম্ভব নয়। গ্রন্থের বক্তব্য বা বর্ণনাভঙ্গী তাহার রচনার সময়েই নির্দিষ্ট হইয়া যাওয়ায় শিক্ষার্থীর মান বা প্রয়োজন অনুযায়ী বক্তব্যকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত বা নূতনভাবে অলঙ্কৃত করিবার ক্ষমতা গ্রন্থাদিতে থাকে না। কাজেই কোনও বক্তব্যকে নূতনভাবে চিত্তাকর্ষক করিয়া পরিবেশন করার ক্ষমতা গ্রন্থাদিতে অনুপস্থিত। তবুও বর্তমান সমাজে গ্রন্থই মানুষের সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতার একমাত্র ভাণ্ডার যাহা হইতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, উভয়েই প্রয়োজন মত ফল গ্রহণ করিতে বাধ্য। অনিবার্য কারণেই সমাজ জীবনেই গ্রন্থের ভূমিকা তাই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই প্রয়োজনীয় গ্রন্থের ব্যবহারকে সহজ সরল এবং বহুল করিবার উপায় উদ্ভাবনের দায়িত্ব এই শিক্ষা কার্যের সহিত সম্পর্ক যুক্ত সকলের উপরই বর্তিবে।

সমাজের ভূমিকা

সমকালীন সমাজ স্বাভাবিক বা কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া আয় ও তাত্ত্বিক জ্ঞানকে অনুশীলন করার সুযোগ করিয়া দেয়। বিশেষ করিয়া ফলিত বিজ্ঞান বা সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে এই ধরনের অনুশীলন একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এই অনুশীলন ব্যতীত কেতাবী জ্ঞানকে স্বাভাবিক সমাজ জীবনের জ্ঞানে পরিণত করা সম্ভব নয়।

বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক অনুপূরকতা

শিক্ষা জগতের সব কয়টি অংশ একত্রভাবে কাজ করিয়াই লক্ষ জ্ঞানকে শিক্ষার্থীর প্রকৃত আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দেয়। অবশ্য আপেক্ষিক ভাবে অংশগুলির পারস্পরিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ সম্ভব নয়। তবে ইহাদের মধ্যে দুইটির, শিক্ষক এবং গ্রন্থের, পারস্পরিক সম্বন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই দুইটির একে অপরের অনুপূরকের মত, যদিও উভয়ের ভূমিকায় যে

গ্রন্থের আছে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই অন্যপূরকত্বের একের ভূমিকা বাড়িতে থাকিলে অপরের ভূমিকা কমিতে থাকিবে। শিক্ষকের ভূমিকা অতি প্রবল হইলে পুস্তকের স্থান নগণ্য হইয়া যাইতে পারে আবার শিক্ষক নিজেকে গৌণ করিয়া তুলিলে গ্রন্থ প্রধান ভূমিকায় আসিতে থাকিবে। তবে আপেক্ষিক অর্থে পারস্পরিক অন্যপূরক হইলেও তাহারা একে অপরের স্থান সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে না। শিক্ষক গ্রন্থের স্থান সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না, কারণ কোনও শিক্ষক বা শিক্ষকবৃন্দের পক্ষে গ্রন্থ জগতের বিপুল জ্ঞানরাশিকে এবং অপরিসীম তীব্র গতিতে ক্রমবর্দ্ধমান এই জ্ঞানজগতকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। গ্রন্থের পক্ষেও শিক্ষককে সর্বতোভাবে অপসারণ করা দুষ্কর। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুসারে নিজেকে নূতন করিয়া গড়িতে গ্রন্থের অপারগতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সে কথা বাদ দিলেও বর্তমানের বিশাল এবং বিদ্যুৎগতিতে ক্রমবর্দ্ধমান গ্রন্থ জগতে নিজের রুচি প্রয়োজন এবং সামর্থ্যমত সঠিক গ্রন্থকে সম্পূর্ণভাবে স্বচেষ্টায় নির্বাচিত করিয়া জ্ঞান আহরণ করিয়া যাওয়া যে কোনও শিক্ষার্থীর পক্ষে অসম্ভবই বলা চলে। যে কোনও ধরনের সহায়কের তা তিনি বিষয় শিক্ষকই হউন বা গ্রন্থাগারিকই হউন সাহায্য ব্যতীত এ গ্রন্থ জগতের বিশাল অরণ্যে পথ খুঁজিয়া পাওয়া অকল্পনীয়—আশি বা নব্বই বছরের সাধারণ জীবনে অসম্ভব। গ্রন্থস্থ তত্ত্ব বা তথ্যের সর্বাধিক ব্যবহারের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনে সহায়তা করাই শিক্ষকের প্রধান ভূমিকা হওয়া উচিত।

শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তনে বিভিন্ন অংশের ভূমিকা

মানব সমাজের শিক্ষাপ্রদান পদ্ধতির ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় শিক্ষাকার্যের সঙ্গে সংযুক্ত এই বিভিন্ন অংশ বিভিন্নকালে বিভিন্নভাবে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। স্বভাবতই শিক্ষা বিজ্ঞানের চিন্তাধারার বিবর্তনের সঙ্গে এই গুরুত্ব প্রদান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

যখন গ্রন্থের প্রবর্তন যথেষ্ট প্রবল ছিল না তখন গুরুই ছিলেন শিক্ষাকার্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গুরুর চিন্তাকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বোধ হইয়াছে। বিদ্যা যদিও কোনও শিক্ষণকে বিষয়কে কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হইত তথাপি শিক্ষা পদ্ধতির ফলে, এই শিক্ষাকার্য গুরুকেন্দ্রিক হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরকালে যখন জ্ঞানের রাজ্য জটিলতর হইয়াছে কাগজ, ছাপাখানার আবির্ভাবের ফলে গ্রন্থের প্রবর্তন সহজ হইয়াছে তখন শিক্ষাজগতের চিন্তাবিদেরাও নূতন করিয়া ভাবিয়াছেন। শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ বিকাশে শিক্ষকের উপস্থিতি বা প্রভাবে অস্বাভাবিক জোর দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। ফলে শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করিয়া শিক্ষাদান পদ্ধতি বিবর্তিত হইয়াছে। এই বিবর্তনের পথেই গ্রন্থাগারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, গ্রন্থাগারের আবশ্যিক ব্যবহারের চিন্তা ক্রমশ পোক্তার হইয়া উঠিয়াছে।

গ্রন্থবিজ্ঞানে ক্রমশ সমাজ সচেতনতা যত কাজ করিয়াছে তত শিক্ষা জগতে এই উপলব্ধি ঘটিয়াছে যে, শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর সমস্ত শক্তিকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তাহাকে সমাজ জীবনের উপযোগী করিয়া দেওয়া। কাজেই শিক্ষাদানকে জীবন কেন্দ্রিক করার প্রয়োজন ঘটিয়াছে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে অনেক সময়ে কোন নূতন জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে বর্জন করিতে হইয়াছে। আবার অনেক সময়ে পুরানো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা প্রয়োজনীয়তাবে পরিমার্জিত পরিশুদ্ধ হইয়া নব কলেবরে বিরাজ করিতে থাকে। শিক্ষা পদ্ধতির জগত লক্ষ করিলে এই পরিশুদ্ধ পুরাতনের সহিত নূতনের সহাবস্থান সহজেই চোখে পড়ে।

বর্তমানের শিক্ষা পদ্ধতিতে তাই শিক্ষার্থীর জ্ঞান বৃদ্ধিকে আচ্ছন্ন করেন না পরন্তু তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন এবং সেই জন্যই নিজেকে ক্রমান্বয়ে গৌণ করিয়া তোলার চিন্তা করেন। নিজেকে প্রয়োজনভাবে গড়িয়া তোলার জন্য গ্রন্থাগারের মধ্যে সংগঠিত যুগান্তের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করা অবশ্য প্রয়োজন এবং ইহার কোনও বিকল্প নাই বলিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানীরা ব্যাপকভাবে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুপারিশ করেন। সমস্ত শিক্ষা দীক্ষা জীবনের জন্যই

প্রয়োজন বলিয়া বর্তমানের বর্তমানের শিক্ষাদানকে জীবন-কেন্দ্রিক করার চিন্তা শিক্ষাবিজ্ঞানের সর্বাধুনিক চিন্তা। বর্তমানের শিক্ষাপদ্ধতি তাই শিক্ষককে সহায়ক করিতে চায় জ্ঞান আহরণকে গ্রন্থাগারমুখী এবং জীবনকেন্দ্রিক করিতে চায়।

বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অপরিহার্যতা

বর্তমান সমাজে বিভিন্ন অংশ বা বিভিন্ন বিষয় এত দ্রুততার সঙ্গে বাড়িয়া চলিয়াছে যে গ্রন্থাগারের সাহায্য ব্যতীত তাহার সহিত তাল রাখিয়া চলা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। মানুষের আয়ত্ত জ্ঞানের প্রভাবে পড়িয়া সমস্ত সমাজও আজ অতি দ্রুতগতিতে বদলাইয়া চলিয়াছে। কাজেই বিভিন্ন সামাজিক প্রয়োজনে নিজেকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল রাখিবার জন্য মানুষের তত্ত্ব ও তথ্যের জ্ঞানের প্রয়োজনও আজ আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে এবং বহুমুখী হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই আজ সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য, সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, বিংশ শতাব্দীর উপযোগী জীবন ধারণকে সম্ভব করিবার জন্য তত্ত্ব জ্ঞান এবং তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ উপযুক্তভাবে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনশীল একটি জ্ঞান ভাণ্ডার ব্যবস্থা অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কোনোও বিকল্প নাই, এই জ্ঞান ভাণ্ডার ব্যবহার প্রয়োজন শুধু সাধারণের জন্য নয় এইরূপ ব্যবস্থা জীবনের বা সমাজের প্রত্যেক অংশের উপযুক্ত বিকাশ এবং অগ্রগমনের জন্যই প্রয়োজন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অপরিহার্যতা

শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবস্থা বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন একই ভাবে অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। কোনোও শিক্ষকবৃন্দের পক্ষেই এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পূর্ণ বিকল্প হিসাবে কাজ করা সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি শিক্ষার্থীকে জীবনের জন্য উপযোগী করিয়া দেওয়া হয় তবে সমাজের প্রয়োজনে জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান আহরণ করিবার পদ্ধতি শিখাইয়া দেওয়াও এই শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ হওয়া উচিত। নচেৎ শিক্ষক মহাশয়ের দয়ার চামচের মুখে বিতরিত শিক্ষা ব্যক্তিগত জীবনগঠনের উপযোগী হইবে না বৃহত্তর জীবনের জন্যও তৈয়ারী করিতে পারিবে না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব যে তাহার সহিত আমাদের কল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নাই। আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত গ্রন্থাগার প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কাজেই যাহা নাই তাহাকে ব্যবহার করার প্রশ্ন উঠে না। কলেজগুলিতে কিছু কিছু গ্রন্থাগার আছে বটে কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির কল্যাণে তাহা অবশ্যপাঠ্য পুস্তকগুলির (textbook) ক্ষুদ্র কেন্দ্রের কাজ করে। শিক্ষাপদ্ধতি এবং নোটবই উভয়ে মিলিয়া শিক্ষার্থীদের পাঠস্পৃহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিয়া দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অবস্থা আবাসগৃহ, আসবাব, গ্রন্থ ইত্যাদির বিচারে হতাশ হইবার মত নয়। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে গ্রন্থাগারের উপযুক্ত ব্যবহারকে আবশ্যিক করিবার কারণ নিহিত নাই বলিয়া এখানেও গ্রন্থাগার মূলতঃ আবশ্যিক পাঠ্যের ক্ষুদ্র কেন্দ্র। বাজারের ক্রয়লভ্য নোট এবং শিক্ষক মহাশয়ের ক্লাসে প্রদত্ত নোট উভয়ে মিলিয়া শিক্ষার্থীর পাঠস্পৃহাকে যতদূর সম্ভব দাবাইয়া রাখে।

বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ ও তাহার পরিণাম

ভারতের বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায় যে শিক্ষা কার্যে গ্রন্থাগারের ব্যাপক ব্যবহারের গুরুত্ব সম্বন্ধে কমিশন অবহিত ছিলেন। কি উপায়ে শিক্ষাকার্যে গ্রন্থাগারের ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব একাধিক কমিশনের সুপারিশে তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কার্যক্ষেত্রে এই সুপারিশগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ফলে শিক্ষাজগৎ এখনও এক শতাব্দীর অধিক পুরানো পদ্ধতিকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কমিশনের এই সুপারিশগুলি কার্যকর করার ব্যাপারে বিশেষ কোনও চেষ্টার খবর আমাদের কাছে নাই। সম্ভবতঃ ইহার মূল কারণ এই যে শিক্ষাপদ্ধতির প্রকৃত অর্থে গ্রন্থাগারমুখী বা গ্রন্থাগারাশ্রয়ী করিতে হইলে বর্তমান কাঠামোর যে আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন তাহা

করিবার মত লোকবল বা মনোবল আমাদের নাই। হয়তো সেই কারণেই এই সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিতেও আমরা উৎসাহিত বোধ করি নাই।

শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করার উপায়

শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করা প্রকৃত অর্থে একটি নূতন ধরনের ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য কর্মধারা। এই কর্মধারাকে সার্থক করিতে হইলে তাহাকে বিভিন্ন বিষয়কে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরকে ব্যাপ্ত করিয়া প্রচলন করা প্রয়োজন।

ইহার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের এবং স্তরের নির্ধারিত শিক্ষণীয় অংশগুলিকে (syllabus) নূতনভাবে বাছিতে হইবে এবং সাজাইতে হইবে। শিক্ষা পদ্ধতিকেও বিষয় এবং স্তর অনুসারে নূতন করিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে।

এই ব্যাপক পরিবর্তনকে সফল করিয়া তুলিবার মত আদর্শের এবং সঙ্ঘবদ্ধের জোর গড়িয়া তুলিতে দীর্ঘদিনের সময় লাগা অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করিয়া আমাদের মত অচলায়তনের দেশে যেখানে যে কোন পরিবর্তনকেই ব্যাপকভাবে বাধার সম্মুখীন হইতে হয়। তবে এই বিষয়ে যে সক্রিয় চেষ্টা হয় নাই তাহা বলা চলে না। কারণ মাদ্রাজের South India Teachers Union's Council of Education Research (SITUCER) বিভিন্ন Seminar এ তাঁহাদের বক্তব্যকে পেশ করিয়াছেন। কিন্তু কথায় বলে একটি মাত্র কোকিলের স্বর বসন্তের আগমনের ইঙ্গিত বহন করিয়া আনিতে পারে বটে কিন্তু বসন্তের আবির্ভাবকে ঘোষণা করিতে একটি কীণ স্বর যথেষ্ট নহে। তবুও SITUCER এর Seminar গুলিতে Library Centred education (LCT) এর কার্যপদ্ধতি এবং মূল্যায়নের আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করায় শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করিয়া তুলিতে শিক্ষকের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়াংশের পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন, শিক্ষাপদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর মনে সহজ এবং সুস্পষ্ট উপলব্ধি সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য প্রত্যেক কাজকে প্রকৃত অর্থে জীবন কেন্দ্রিক করিয়া তোলা প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তত্ত্ব এবং অনুশীলনের মধ্য দিয়া শিক্ষার্থীর উপলব্ধিকে দৃঢ়মূল করিয়া দেওয়াও প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর এই পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব করিতে হইলে একদিকে শিক্ষার্থীকে নিজ জ্ঞান আহরণে সাহায্য করিতে হইবে অপরদিকে এই জ্ঞান আহরণ যথাযথ হইল কিনা বিচার বিতর্কের মাধ্যমে তাহা স্থির করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

শিক্ষকের কর্তব্য তাই বিবিধ হইয়া পড়িবে। প্রথম ভূমিকায় শিক্ষক পথ প্রদর্শক। কোন কোন গ্রন্থাদি হইতে বিবেচ্য বিষয়ের তত্ত্ব বই তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে শিক্ষক তাহা পূর্বে নির্ধারিত করিয়া দিবেন। নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থী যথাযথ জ্ঞান আহরণ করিবার পর বিচার বিতর্কের মাধ্যমে সেই জ্ঞানকে সম্ভবমত ত্রুটিহীন করিয়া তোলার দায়িত্ব শিক্ষাকে বর্তাইবে।

বর্তমানের Lesson planning এর ধারা বদলাইয়া topics and discussion planning এ পরিণত হইবে। শিক্ষার স্তরভেদে এই বিষয় নির্বাচন এবং আলোচনার ধারার পরিবর্তন আসিবে তাহা বলাই বাহুল্য। শিক্ষাবিজ্ঞানের বহু গ্রন্থেই বহু ধরনের আলোচনাভিত্তিক শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ আছে। প্রয়োজন মত তাহাদের কাজে লাগানো খুব কঠিকর হইবে না।

শিক্ষাপদ্ধতি এইভাবে পরিবর্তিত করিলে সময় কিছু লাগিতে পারে, কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা বাড়াইতেই হইবে। হয়তো বর্তমানের ফ্যাক্টরীর মিক্ট প্রথায় চালু বিশালকায় শিক্ষায়তনগুলির বিশালকায় ক্লাশগুলিকে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে। হয়তো শ্রম লঘুকরণ নোটবই বা প্রশ্নোত্তরমালা বা একের ভিতরে বহু জাতীয় গ্রন্থগুলি দুর্বিপাকে পড়িবে। কিন্তু সমাজ হইতে খাদ্যের ভেজাল দূর করিতে কোমর বাঁধিলে চলে না।

শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করায় গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা

বর্তমান সমাজে বিভিন্ন বিষয়ের এবং বিভিন্ন মানের গ্রন্থের প্রকাশ এত দ্রুত গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে যে কোনও

কিন্তু ব্যক্তির পক্ষেও আপন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কাজেই প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য সকলের পক্ষেই এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ গ্রন্থাগারিকের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন ঘটে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের পক্ষেও এ প্রয়োজন স্বাভাবিক।

শিক্ষকের বিষয় নির্বাচনের পর শিক্ষার্থীদের কাছে প্রয়োজনীয় পুস্তকের নির্দেশ দিবার এবং তালিকা প্রণয়ন করিয়া দিবার ব্যাপারে গ্রন্থাগারিক যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। যে কোনও বিষয়ে প্রয়োজন মত Pre-course study, Parallel study এবং Post course study র উপযুক্ত গ্রন্থাদি নির্বাচন করিয়া গ্রন্থাগারিকও শিক্ষকের দায়িত্ব আংশিকভাবে পালন করিতে পারেন। কাজেই শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক যৌথভাবে শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে সমস্ত কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুতভাবে সফল হইয়া উঠিতে থাকিবে।

সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা গ্রন্থের প্রতি সহজাতভাবে আকর্ষিত নয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এই আপাতদৃষ্টির অনাগ্রহকে অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের প্রতি পাঠকের মনকে নানাবিধভাবে আকৃষ্ট করার কৌশল গ্রন্থাগারিকের নিত্য ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই একজন দায়িত্ব সচেতন গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করিতে নানাভাবেই সাহায্য করিতে করিতে পারেন।

শিক্ষক-গ্রন্থাগারিকের মিলিত কার্যক্রম

কার্যত শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকের মিলিত কার্যক্রমের মধ্য দিয়া গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাকে সার্থক করিয়া তোলা যাইবে। শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর জীবনে প্রকৃত অর্থে সার্থক করিতে হইলে এই কার্যক্রম এখনই প্রবর্তিত হইতে থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন আমাদের লক্ষ্য। এ পরিবর্তনকে একদিনে কার্যকর করিয়া তোলা অসম্ভব। কাজেই এই কার্যক্রমের একান্তিক পর্যায়ে সার্থক করিয়া তোলার দায়িত্ব এই শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিকদের সম্মিলিত ভাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

আমাদের শিক্ষা সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের কোন দ্বিতীয় পথ নাই

জাতীয় জীবনে শিক্ষা আজ উত্তরোত্তর সঙ্কটের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। সকলের মনেই বর্তমানে শিক্ষাধারা সম্বন্ধে গভীর অশ্রদ্ধা আসিয়া গিয়াছে। নচেৎ এরূপ ব্যাপক গণ-টোকাটুকির অভিযান একদিনের জন্যও চলিতে পারিত না। শিক্ষার্থীর সমস্ত জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্র আজ অবশ্য পাঠ্য-পুস্তকগুলির (Text book) বেড়াজালের মধ্যে আবদ্ধ। ক্লাস রুমে শিক্ষক মহাশয় ইহার কম বেশী অংশ শিক্ষার্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করিয়া দেন। সেই ব্যাখ্যা আত্মীকরণই শিক্ষার্থীদের কাজ হইয়া দাঁড়ায়। এ পথেও শিক্ষার্থীদের পরিশ্রমকে লাঘব করিবার জন্য নানা ধরণের নোট বা কোচিং ক্লাসের কুটীর শিল্প দেশ জুড়িয়া চালু আছে। শিক্ষার এই উপহাসিত সংস্করণ গ্রহণ করিবার পর একমাত্র ভয়ের বাধা থাকে শিক্ষান্তের "বরাৎ" পরীক্ষায়। এই বাধাকে অপসারণ করিবার কৌশল আজ গণ টোকাটুকির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

এই অভূতপূর্ব সঙ্কটের মাঝে দাঁড়াইয়া আমরা আজ কতদূর বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তাহা পুলিশী ব্যবস্থার মাধ্যমে এই সঙ্কটকে কাটাইয়া উঠার চেষ্টা হইতে বোঝা যায়। যেকি শিক্ষা বিস্তারের এই ব্যবস্থা ঘসিয়া পড়িতেছে। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গ্রন্থাগারিক এবং সমাজ সচেতন সাধারণেরা এই খেলা নামার সাক্ষী হইয়া থাকিতেছে মাত্র। হয় ইতস্তত পলেস্তারা দিয়া কর্তব্য সম্পন্ন করার স্বপ্ন দেখিতেছি, না হয় ঘোষণা করিতেছি যে "সমস্ত চালিয়া সাজিতে হইবে"—অর্থাৎ বর্তমানে তাকাইয়া দেখা ছাড়া করিবার কিছুই নাই। এ ধরণের উক্তি বা চিন্তা অন্তরের বিশ্বাস হইতে উদ্ভূত নয়; সমস্যাকে এড়াইয়া চলার ইঙ্গিত বহন করে। কিন্তু সমস্যা আমাদের কাহাকেও রেহাই দিবে না বা এড়াইয়া চলিবে না। সময়মত সাবধান হইলে উপযুক্ত কর্মধারা গ্রহণ করিলে দুর্দশার তীব্রতা কমিবেই। আমরা সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার পথ খুঁজিয়া পাইব। উপনিষদের ঋষির ভাষায় বলিতে হয় "নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়"।

কয়েকটি আলোচনার সূত্র

১। জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা সঞ্চারণে নিজেকে ক্রমান্বয়ে গৌণ করিয়া তোলাই শিক্ষকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

২। বর্তমান সমাজে একই মানুষের সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রধানতম ভাণ্ডার যাহা হইতে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই প্রয়োজনমত জ্ঞান গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

৩। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও গ্রন্থাদির পারস্পরিক ভূমিকা অনুপূরকের মত। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে একের ভূমিকা বাড়িতে থাকিলে অপরের ভূমিকা কমিতে থাকিবে।

৪। শিক্ষক ও গ্রন্থের স্থান আপেক্ষিক অর্থে অনুপূরক হইলেও তাহাদের ভূমিকায় প্রভেদ আছে। একে অপরের স্থান পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে না।

৫। সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য বিশ শতাব্দীর উপযোগী জীবন ধারণকে সম্ভব করিবার জন্য একটি তত্ত্ব এবং তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ উপযুক্তভাবে পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনশীল জ্ঞান ভাণ্ডার ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে ইহার কোন বিকল্প নাই। এই জ্ঞানভাণ্ডার ব্যবস্থার প্রয়োজন শুধু সাধারণের জন্য নয়, এই রূপ ব্যবস্থা সমাজের প্রত্যেক অংশের উপযুক্ত বিকাশ এবং অগ্রগমনের জন্য প্রয়োজন।

৬। শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি শিক্ষার্থীকে জীবনের জন্য উপযোগী করিয়া দেওয়া হয় তবে সমাজের বা জীবনের প্রয়োজনে জ্ঞানভাণ্ডার হইতে জ্ঞান আহরণ পদ্ধতি শেখানোও এই শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ হওয়া উচিত।

৭। শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করিয়া তুলিতে শিক্ষকের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইহাতে শিক্ষণীয় বিষয়াংশে পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন, শিক্ষাপদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

৮। শিক্ষক—গ্রন্থাগারিক যৌথভাবে শিক্ষাকে গ্রন্থাগারমুখী করার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে সমস্ত কার্যক্রম অত্যন্ত দ্রুতভাবে সফল হইয়া উঠিবে।

৯। শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর জীবনে প্রকৃত অর্থে সার্থক করিতে হইলে এই কার্যক্রম এখনই প্রণীত হওয়া প্রয়োজন। এই কার্যক্রম সামর্থ্যানুযায়ী পর্যায়ক্রমে পালন করাও সম্ভব।

BIBLIOGRAPHY

1. ADAMS (Sir John). Educational theories. 1928.
2. ASHOK KUMAR SARKAR. Sikshar patabhumi, paribesh o Paddhati, 1376BS.
3. CARLSEN (GR). Books and the, teenage reader. 1967.
4. CARNEGIE COMMISSION FOR HIGHER EDUCATION, Berkely. The Fourth revolutions ; instructional technology in higher education. 1972.
5. ibid—Reform on campus : changing students, changing academic programme. 1972.
6. GREAT BRITAIN. UNIVERSITY GRANTS COMMISSION COMMITTEE ON LIBRARIES. 1963. Report. 1968. (Chairman. T G Parry)
7. INDIA. EDUCATION COMMISSION. 1964 Report. 1966. (Chairman. D S Kothari)
8. INDIA. SECONDARY EDUCATION COMMISSION, 1952. Report, 1953. (chairman. A L Mudaliar).
9. INDIA. UNIVERSITY EDUCATION COMMISSION. 1948-49. Report, 1962. (Chairman. S. Radhakrishnan)
10. KAMM (A) & TAYLOR (B). Books and the teacher. 1966.
11. PETERSON (A D C). A Hundred years of education. 1971
12. PILGRIM (GH) & McLLISTER MK). Book, young people and reading guidance ; 2nd ed. 1968,

13. RANGANATHAN (SR). New education and school library. 1973.

14. SOUTH INDIA TEACHERS' UNION COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH. Madras. Library an effective instrument of learning in secondary schools. 1964.

15. ibid : Library centred teaching. Project report 1964-65. 1966.

16. ibid. Seminar of Teachers, Headmasters, Authors and Editors, Madras. 1966, July, 23-24. Report : Library centred teaching. 1967.

17. TREHAN (GL) Administration and organisation of school libraries in India. 1965.

18. UNIVERSITY GRANTS COMMISSION, New Delhi. University and college libraries : report 1959 (chairman S R Ranganathan)

19. WHITE (Carl M). A Survey of the University of Delhi, 1965.

20. WILSON (Louis Round). Library in general education. 1943.

নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

প্রবীর রায় চৌধুরী

রীডার, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২

ভূমিকা

১৯৭৪ সাল থেকে সমগ্রদেশে এক নতুন শিক্ষাক্রম (১০+২+৩) শুরু হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমের প্রস্তাবিত কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের নতুন কোন কাঠামো প্রস্তাব করা যায় কিনা তা এ প্রবন্ধের বিবেচ্য বিষয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়, যথা, পাঠক্রম, পঠন কাল, শিক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি, শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা চক্রে (৭-৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪) আলোচিত হয়েছে। তাই ঐ সব বিষয় বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা।

১ শিক্ষার নতুন কাঠামো

শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে (১৯৬৪-৬৬) সমগ্র দেশের জন্য একটি শিক্ষা কাঠামো, অর্থাৎ ১০+২+৩ বছরের স্কুল ও কলেজীয় শিক্ষার একটি কাঠামো সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীকালে এই সুপারিশ জাতীয় শিক্ষানীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। শিক্ষা কাঠামো সংক্রান্ত নীতিতে বলা হয়েছে :

"It will be advantageous to have a broadly uniform educational structure in all parts of the country. The ultimate objective should be to adopt the 10+2+3 pattern, the higher secondary stage of two years being located in schools, colleges or both according to local conditions."

এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন শিক্ষা কাঠামোর লক্ষ্য, মান, শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা অনুধাবন করা প্রয়োজন।

১১ নতুন শিক্ষাকাঠামোর লক্ষ

১১১ দশ বছরের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পর প্রস্তাবিত ২ বছরের শিক্ষাক্রমকে অধুনালুপ্ত পূর্বতন ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষাস্তরের হুবহু প্রতিচ্ছবি মনে করা উচিত নয়।

১১২ প্রস্তাবিত ২ বছরের শিক্ষাক্রম একদিকে যেমন অনেকের ক্ষেত্রে পরবর্তী স্তরের জন্য প্রস্তুতির স্তর হিসেবে বিবেচিত হবে, তেমনি আবার বিরাট একটি সংখ্যার ক্ষেত্রে ইহা পেশান্তরের শিক্ষা।

১১৩ প্রস্তাবিত ২ বছরের শিক্ষাক্রমে বিভিন্ন ধরনের পাঠক্রম বা কোর্সের সুযোগ থাকবে, যথা, সাধারণ (General) বৃত্তিমূলক (Professional) কারিগরি বা পেশাগত (Vocational)। বৃত্তিমূলক কোর্সের উদ্দেশ্য হবে প্রযুক্তিবিদ্যা (Engineering) চিকিৎসাবিদ্যা (Medicine) কৃষিবিদ্যা (Agriculture) এবং এই ধরনের অন্যান্য বৃত্তিমূলক কোর্স যা প্রবর্তন করা হবে সে সব কোর্সের উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরী করা। কারিগরি বা পেশাগত কোর্সের উদ্দেশ্য হবে কৃষি, শিল্প; ব্যবসা ও বাণিজ্য, লোকহিতকর কাজ প্রভৃতির ক্ষেত্রে চাকুরী বা স্ব-নিয়োগের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরী করা। সাধারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য একদিকে যেমন হবে হিউম্যানিটিস্, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরী করা,অন্যদিকে এই শিক্ষা যাতে জীবন ও সমাজের ক্ষেত্রে অর্থবহ হয় সেদিকেও লক্ষ রাখতে হবে।

১১৩ এই পাঠক্রম বা কোর্সগুলি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন অলঙ্ঘনীয় কোন কোর্স হবে না। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কোন একটি কোর্স থেকে অন্য একটি কোর্সে পরিবর্তনের সুযোগ থাকবে এবং এই উদ্দেশ্যে নিয়মাবলীও প্রণীত হবে।

১১৪ তিনটি বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির বিষয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত মান (Standard) প্রভৃতির কথা স্মরণ রাখতে হবে।

১২ বিভিন্ন কোর্সের পাঠ্য বিষয় এবং মান

১২১ যেহেতু নতুন শিক্ষা কাঠামোর উদ্দেশ্য হল প্রথম ডিগ্রী লাভের পূর্বে ১৫ বছর ব্যাপী শিক্ষা (১০+২+৩), সেহেতু ২ বছরের শিক্ষাস্তরের মান হবে বর্তমান উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের (একাদশ শ্রেণী) উর্ধ্বে। বৃত্তিমূলক কোর্সের মান এমন পর্যায়ের হবে যাতে বর্তমানে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রযুক্তিবিদ্যা (Pre-Engineering) বা প্রাক-চিকিৎসাবিদ্যা (Pre-Medical) সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তার প্রয়োজনীয়তা আর থাকবে না। দুই বছরের কারিগরি বা পেশাগত কোর্সের মান এবং পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী চাকুরী, শিল্প বা স্ব-নিয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে কাজ করতে পারে।

১২২ সাধারণ ও বৃত্তিমূলক কোর্সের শিক্ষা পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের ভাষার দক্ষতা ও বিষয়সমূহের উপর জ্ঞান বৃদ্ধি পায় এবং নির্দিষ্ট কতকগুলি কাজে বাধ্যতামূলক ভাবে অংশ গ্রহণ করে। এই দুটি কোর্সের পাঠ্যসূচীর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হবে: প্রথম ও দ্বিতীয় ভাষা চর্চা, ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী তিনটি বিষয়ে জ্ঞানার্জন এবং নিম্নলিখিত কোন একটি কাজে বাধ্যতামূলক ভাবে অংশ গ্রহণ: এন. সি. সি., এন. এস. এস., এন. এস. সি. ফিজিকাল এডুকেশন, হোম সায়েন্স বা এই ধরণের অন্যান্য কাজ যা সংগঠিত ও অনুমোদিত করা হবে। দুই বছরের এই কোর্সের সমাপ্তিতে শিক্ষার্থীদের দুটি ভাষা এবং তিনটি নির্বাচিত বিষয়ে একটি সাধারণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং পূর্বে উল্লিখিত কোন একটি কাজে অংশ গ্রহণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটি আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।

১২৩ কারিগরি বা পেশাগত বিষয়ের পাঠ্যসূচী নিম্নরূপ হবে: একটি ভাষা, একটি সমন্বিত বিষয় (composite-subject) যাতে অর্থনীতি, বাণিজ্য, শ্রমিক সম্পর্ক, ব্যবসা পরিচালনার নীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান থাকবে,এবং ছাত্রদের ইচ্ছানুযায়ী একটি কারিগরি বা পেশাগত বিষয় যার যথাযথ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পেপার থাকবে এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত দক্ষতার (Academic competence) চেয়ে কাজের জন্য তৈরী করার (Job preparedness) উপর জোর দেওয়া হবে। সাধারণ ও বৃত্তিমূলক বিষয়ের ন্যায় এ ক্ষেত্রেও পূর্বে উল্লিখিত (১২২ অংশে) কোন একটি কাজে আবশ্যিক ভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

১৩ নতুন স্তরের শিক্ষা পরিচালনার দায়িত্ব

শিক্ষানীতির দিক দিয়ে বিচার করলে প্রস্তাবিত এই দুই বছরের শিক্ষাক্রমকে বিদ্যালয় শিক্ষার অংশ হিসেবে উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু পূর্বে এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও মান সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই শিক্ষাক্রমকে একটি পৃথক ও নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম বলে বিবেচনা করতে হবে। উপযুক্ত শিক্ষার সুযোগ, স্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা (Physical and other facilities) প্রভৃতি প্রশ্ন বিবেচনা করে কেবলমাত্র সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচিত সংস্থায় এই শিক্ষাক্রম সংগঠিত করা উচিত। এই ধরনের সংস্থা যথাযথ সুযোগ সম্বলিত একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় হতে পারে অথবা এই নতুন উচ্চতর মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা দিতে প্রস্তুত এই ধরনের কোন কলেজ হতে পারে অথবা কারিগরি বা পেশাগত কোর্স পরিচালনে ইচ্ছুক কোন সক্ষম প্রতিষ্ঠানও হতে পারে।

১৪ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত

এই দুই বছরের উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষাকে সংগঠিত ও পৃথক সংস্থা গড়ে তোলা হবে রাজ্য সরকারের পক্ষ

থেকে ঘোষণা করা হয়েছে। এই সংস্থার একদিকে যেমন মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়, কাউন্সিল অব টেকনিকাল এডুকেশন, বোর্ড অব্ কমার্সিয়াল এবং শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে।

২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

২১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের লক্ষ

২১১ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তির সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব অনুধাবন।

২১২ গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কাজের ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন।

২১৩ বিশ্বের জ্ঞান রাজ্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারা অনুধাবন করা যাতে বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও আগ্রহী পাঠকদের যথাযথ ভাবে সাহায্য করা যায়।

২১৪ গবেষণার বৈশিষ্ট্য, ধারা ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যাতে একদিকে যেমন গবেষকদের গবেষণা বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও গভীরতা উপলব্ধি করে তাদের যথাযথভাবে সাহায্য করা যায়, অপরদিকে নিজ বৃত্তিমূলক বিষয়ের (অর্থাৎ গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান) উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা কাজে যুক্ত হতে পারে।

২২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ : বৃত্তিমূলক (Professional) শিক্ষা

বিগত একশত বছর ধরে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিকাশ এই বিষয়টিকে একটি বৃত্তিমূলক বিষয়ের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যান্য বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির ন্যায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানেও তাত্ত্বিক (Theoretical) এবং ব্যবহারিক (Practical) দিকে সমগুরুত্ব দেওয়া হয়। যে কোন বৃত্তিমূলক বিষয়ে ব্যবহারিক বা প্রয়োগের পশ্চাতে একদিকে যেমন সুবিন্যস্ত তত্ত্ব থাকে, তেমনি তত্ত্বসমূহ প্রতিনিয়ত প্রয়োগের মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই ক্রিয়াপ্রক্রিয়া প্রতিনিয়ত চলছে। এই বিজ্ঞান আয়ত্ত করে গ্রন্থাগারের বহুমুখী কাজের মাধ্যমে এই বিষয়টির তত্ত্ব ও প্রয়োগের যথার্থতা প্রতিনিয়ত যাচাই করেন বৃত্তিকুশলী কর্মী বাহিনী।

২৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ : বিভিন্ন স্তর

একশত বছর ধরে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের দ্রুত বিকাশ ও সম্প্রসারণের ফলে বিষয়টির ব্যাপকতা—গুণগত ও পরিমাণ গত—এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে কোন একটি স্তরে সমগ্র বিষয়টির এই ব্যাপকতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে তাই বিষয়টিকে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হয়। অধিকন্তু বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের কাজের জটিলতা ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের বৃত্তিকুশলী কর্মিদল সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বর্তমানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষণ স্তরগুলি আমরা লক্ষ করি।

সারণী – ২

ডিগ্রী / সার্টিফিকেট	শিক্ষণের স্তর	শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর স্তর
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট / ডিপ্লোমা	(ক) গ্রন্থাগারিকতার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান (খ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রয়োগের সাধারণ দিকগুলি সম্পর্কে জ্ঞান (গ) গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কে প্রাথমিক স্তরের জ্ঞান	ছোট গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে প্রাথমিক স্তরের বৃত্তিমূলক কাজে দক্ষ কর্মিদল
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী	(ক) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মৌল নীতি ও সূত্র সম্পর্কে জ্ঞান (খ) পরিবর্তিত সামাজিক ও শিক্ষাগত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগারিকতার লক্ষ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞান (গ) গ্রন্থাগার পরিচালনা ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে উচ্চমানের জ্ঞান	গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণে এবং বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে বিভিন্ন স্তরের বৃত্তি-মূলক কাজে দক্ষ কর্মী দল
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	(ক) বিশ্ববাসী জ্ঞান রাজ্যের মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের ধারা সম্পর্কে জ্ঞান (খ) গবেষণার সংগঠন ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান (গ) বিভিন্ন ধরনের পাঠ্য সামগ্রী, গ্রন্থ পঞ্জী ও তালিকা সম্পর্কে জ্ঞান (ঘ) বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান (ঙ) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের আধুনিক, সূক্ষ্ম ও পরীক্ষা-মূলক বিষয়গুলি সম্পর্কে জ্ঞান (চ) গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে উচ্চমানের জ্ঞান (ছ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে তুলনামূলক মূল্যায়ন	বৃহৎ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিচালক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষক
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পি-এইচ-ডি	গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের কোন একটি বিষয়ে গবেষণা	ঐ

● পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

৩১ বর্তমান কাঠামো (তালিকা ২ দ্রষ্টব্য)

তালিকা—২

স্তর	সংস্থা	ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা	সময় কাল	ছাত্র সংখ্যা	পেপার
সার্টিফিকেট ইন লাইব্রেরী সায়েন্স	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	এইচ এস বা পি ইউ। কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে এস এক ও ৪ বছরের অভিজ্ঞতা। কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের অগ্রাধিকার	৬ মাস (গ্রীষ্মকালীন) ১০ মাস (সপ্তাহান্তিক) (উভয়ই সান্ধ্য-কালীন)	১৩০ (১৯৭৪-৭৫ থেকে)	৭টি পেপার ৭০০ নম্বর
	জেলা গ্রন্থাগার (রহড়া) (পঃ বঃ সরকারের উদ্যোগে পরিচালিত	এস. এস। প্রধানত স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের ডেপুটেশনের ভিত্তিতে ভর্তি করা হয়	৬ মাস করে বছরে ২টি কোর্স	৪০-৫০ জন	৭টি পেপারের ৬৫০ নম্বর
	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক। কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের অগ্রাধিকার	১ বছর (সান্ধ্য-কালীন)	১০০ জন	৮টি পেপার ৮০০ নম্বর
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী	যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়	স্নাতক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত ও গ্রন্থাগার কর্মীদের অগ্রাধিকার	১ বছর	৪০-৫০ জন	ঐ
	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী	কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়	গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা (পূর্বতন)	২ বছর	১০ জন	১০টি পেপার ১০০০ নম্বর

৩। বর্তমান কাঠামোর ত্রুটি

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কাঠামোতে তিনটি সুনির্দিষ্ট স্তর আছে, যথা, সার্টিফিকেট, বি লিব এস সি এবং এম লিব এস সি। যদিও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের উচ্চ স্তরে (বি লিব এস সি—এম লিব এস সি স্তরে) একটি পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের নীচের স্তরে (সার্ট লিব এস সি—বি লিব এস সি স্তরে) এই ধরনের কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই বি লিব এস সি পড়ার আবশ্যিক সর্ত হিসেবে সার্ট লিব এস সিকে ঘোষণা করা হয়নি, যদিও দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবিষয়ে যথেষ্ট অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এর ফলে একদিকে যেমন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বি, লিব এস সি পাঠক্রমের অনেক কিছুই পুনরাবৃত্তি বলে মনে হয়, অন্যদিকে ক্রমপ্রসারমান গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমকে তিনটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত স্তরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বন্টন করা যেত তা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রম পুরানো চিন্তা ও পদ্ধতির মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। অপরদিকে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিমাণ (Quantum of the subject) আজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি স্তরের মধ্যে শিক্ষণ স্তরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বন্টন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৪। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কাঠামো সম্পর্কে ইউ জি সি কমিশনের সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের রিভিউ কমিটির রিপোর্টে (১৯৬৪) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের চারটি স্তরের কথা উল্লিখিত হয়েছে, যথা সার্টিফিকেট, বি লিব এস সি, এম লিব এস সি এবং পি এইচ ডি। সার্টিফিকেট কোর্সকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতার বাইরে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে একমাত্র নতুন শিক্ষার্থীদের নেওয়ার বিরোধিতা করে বলা হয়েছে

"In the earlier years, practically all the students admitted to the various courses in library science were those who had some experience of working in a library. They were familiar with the routine work as well as with the various kinds of reading material usually found in library. With the change of circumstances, even row graduates are now admitted to the library science courses. Very often they are ignorant of reference books, bibliographies, and periodicals. They have no idea whatever of the ordinary routine involved in the day to day library work. The result is that much time has to be spent during the course of the year in giving the student necessary training in repetitive routine and also in acquainting him with different kinds of publications. This should be avoided as it cuts into the time available for the substance of the post-graduate professional course. It is, therefore, necessary to admit the students provisionally some months in advance and insist on their taking an apprenticeship course for a period of about six months in an approved library. For this purpose the department of library science should keep itself in touch with the appoved libraries and ensure that the apprentices are given the right type of training. It would be desirable if the syllabus for the apprentice is worked out by the head of the department of library science in consultation with the heads of the approved libraries." যে সব রাজ্যে সার্টিফিকেট স্তরের ট্রেনিং নেই সেখানে এ ধরনের একটি প্রাক-কোর্স ট্রেনিং সংগঠিত করতে হবে। সে সব শিক্ষার্থীর সার্টিফিকেট বা প্রাক-কোর্স ট্রেনিং আছে কেবলমাত্র তারাই বি লিব এস সি স্তরে ভর্তি হতে পারবে। ইউ জি সি কমিটির রিপোর্টে এই স্তর বিন্যাসকে স্বীকার করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুকে তিনটি স্তরের মধ্যে (সার্টলিব—বি লিব—এম লিব) ভাগ করে একটি সুসংবদ্ধ পাঠক্রম সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত ইউ জি সি কমিটির এই সুপারিশগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর হয়নি।

৫ শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

৫১ নতুন প্রস্তাব

নতুন শিক্ষা কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের নতুন কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারে :

৫১১ দশ বছরের মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের পরে দুই বছরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে অন্যতম বৃত্তিমূলক কোর্স হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। অনেকে মনে করেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকে বৃত্তিমূলক কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে কারিগরি বা পেশাগত কোর্সগুলির (Vocational) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। দুই বছরের এই স্তরের শিক্ষা বর্তমান সার্টিফিকেট স্তরের বিকল্প হবে।

৫১২ তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সের মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত বিষয়কে অনার্সের একটি বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এই স্তরের শিক্ষা বর্তমান বি লিব এস সি স্তরের শিক্ষার বিকল্প হবে।

৫১৩ এম লিব এস সি স্তরের শিক্ষা কেবল মাত্র গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অনার্স প্রাপ্তদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

৫২ নতুন প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি

উপরের পরিচ্ছেদে (৫১) নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের যে কাঠামো প্রস্তাব করা হয়েছে তার পক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

৫২১১ নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের সময় অনেক বাঁচবে। বর্তমানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সাধারণ শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় একজন শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বস্তরে শিক্ষালাভে ইচ্ছুক হলে তাকে অতিরিক্ত চার বছর ব্যয় করতে হয়—সার্টিফিকেট ১ বছর (নতুন স্তরে ভর্তি হওয়ার সময় পর্যন্ত), বি লিব এস-সি ১ বছর, এম লিব এস-সি ২ বছর। বর্তমান এবং প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে সময়ের ব্যবধান নীচের তথ্য (সারণী ৩) থেকে ভাল করে অনুধাবন করা যাবে :

সারণী—৩

শিক্ষার স্তর	বর্তমান শিক্ষাক্রমে	প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে
স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সর্বস্তরের শিক্ষা	১১+৩+২ (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পর্যন্ত)+১+১+২(গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ)=মোট ২০ বছর	১০+২+৩+২=মোট ১৭ বছর
স্নাতক এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী স্তরের শিক্ষা	১১+৩ (স্নাতক স্তর পর্যন্ত)+১+১ (গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিগ্রী স্তর পর্যন্ত) =মোট ১৬ বছর	১০+২+৩=মোট ১৫ বছর

অর্থাৎ নতুন শিক্ষাক্রমে অপেক্ষাকৃত কম বছরের মধ্যে একজন শিক্ষার্থী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সর্বস্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারবে এবং কর্মজীবনের সম্মুখীন হতে পারবে।

৫২১২ নতুন শিক্ষাক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য অধিক সময় ব্যয় করা যাবে। এ প্রসঙ্গে বর্তমান ও প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের পার্থক্য নীচের তথ্য (সারণী ৪) থেকে ভাল করে অনুধাবন করা যাবে

সারণী—৪

শিক্ষার স্তর	বর্তমান শিক্ষাক্রমে	প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমে
স্নাতকোত্তর পর্যন্ত	৬ মাস+১+২=সাড়ে তিন বছর	২+৩+২=৭ বছর
স্নাতক স্তর পর্যন্ত	৬ মাস+১=দেড় বছর	২+৩=৫ বছর
সার্টিফিকেট স্তর পর্যন্ত	৬ মাস অথবা ৯ মাস	২ বছর

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে অধিকতর সময় পাওয়া গেলে ক্রম-সম্প্রসারমান এই বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করা যাবে।

৫২১৩ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলে বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পারস্পরিক সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করা যাবে এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের কোর্স-গুলির মধ্যে সুসংবদ্ধতা (integration) আনয়ন করা যাবে। সমগ্র পাঠক্রমকেও বিভিন্ন স্তরের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বণ্টন করা যাবে। পূর্ববর্তী স্তরের শিক্ষা পরবর্তী স্তরের ভর্তির ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা যাবে।

৫২১৪ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য অধিকতর সময় পাওয়া গেলে। (৫২১২-এ উল্লিখিত) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমকে ঢেলে সাজান যাবে এবং বিষয়পাঠকে (subject study) পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করা যাবে। বিষয়টি একটু বিস্তারিতভাবে বলা দরকার। গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রতিনিয়ত বিশ্বব্যাপী জ্ঞান রাজ্যের (Universe of subjects) বিভিন্ন তথ্য, বিভিন্ন ধরনের পাঠসামগ্রী বা পাঠসামগ্রীর তালিকা ইত্যাদি সরবরাহ করতে হয়। সে জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের জ্ঞান রাজ্যের বিভিন্ন প্রধান প্রধান বিষয়গুলির বিকাশের ধারা (development) গঠন ও কাঠামো (composition and structure) বিভাজন (divisions and subdivisions) সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কে (interrelated subjects) এবং বিষয়গুলির উপর বিভিন্ন গ্রন্থপঞ্জী ও তালিকা সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠক্রমের মধ্যে এই ধরনের বিষয়পাঠ (subject study) অন্তর্ভুক্ত হলে শুধুমাত্র বৃত্তিমূলক জ্ঞান সম্পন্ন গ্রন্থাগার কর্মী সৃষ্টি হবার আশঙ্কা দূরীভূত হবে। এখানে বলে রাখা দরকার যে বিষয় সম্পর্কে এই পাঠ গ্রন্থাগারিকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে করা হবে যাতে বিশেষজ্ঞ এবং বিষয় আগ্রহী পাঠকদের যথাযথ ভাবে সাহায্য করা যায়। বর্তমানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠক্রমে এ ধরনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত না করার কারণ হিসেবে সময়াভাবের কথা বলা হয়। স্বভাবতই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলে সময়াভাব দূর হবে এবং পাঠক্রমকে ঢেলে নতুন ভাবে সাজানো যাবে।

৫২১৫ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ দেশের সাধারণ শিক্ষা কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলে বিষয়টির শিক্ষাগত মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং এই বিষয়ে অধিকতর পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুযোগ এনে দেবে।

৫২১৬ আমাদের দেশের বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথাযথ সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে যে বৃত্তিকুশলী কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন হবে তার চাহিদা মেটাতে হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের প্রসার ও উন্নতি প্রয়োজন। প্রস্তাবিত নতুন শিক্ষাক্রমে তা করা সম্ভব হবে।

৫২২ নতুন প্রস্তাবের ত্রুটী ও দীর্ঘসূত্রতা

৫২২১ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের বর্তমান অবস্থায় একজন শিক্ষার্থী সাধারণ শিক্ষালাভের পর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা শুরু করেন। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষালাভ করার ফলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি স্বাভাবিক কারণেই

বৃদ্ধি পায়। অনেকের মতে একজন স্নাতক (পাশ বা অনার্স গ্রাজুয়েট) বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত ব্যক্তি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রী বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে গ্রন্থাগারিকতার ক্ষেত্রে অধিকতর সার্থক হতে পারবেন। নতুন শিক্ষাক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অনার্স প্রাপ্ত বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত একজন গ্রন্থাগারিক তুলনামূলকভাবে ততটা সার্থক হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকের একজন টেকনোক্রাটে পরিণত হবেন। অথচ গ্রন্থাগারিক হবে এমন একজন ব্যক্তি যিনি একদিকে যেমন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন (বিশেষ গ্রন্থাগার এবং বড় গ্রন্থাগারের বিষয় বিভাগের জন্য বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন), অপরদিকে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। সুতরাং সাধারণ শিক্ষাকে অবহেলা না করে ঐ স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে বলা যায় যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ শিক্ষাকে অবহেলা করার প্রশ্নই ওঠে না। বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী বা পেশাগত কোর্স সমূহের প্রস্তাবিত ২ বছরের পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক বা কারিগরী বিষয়ের বিশেষ পাঠের সঙ্গে অন্য ২টি বিষয় সাধারণভাবে পড়ান যেতে পারে। অনুরূপভাবে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে অনার্স কোর্সের সঙ্গে (ডিগ্রী স্তরে) অন্য ২টি বিষয়ে সাধারণ ভাবে পড়ান যেতে পারে। ইংলণ্ডের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত College of Librarianship এ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। ঐ প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষার্থী ম্যাট্রিকুলেশন স্তরের শিক্ষার পর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অনার্স সহ তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে ভর্তি হতে পারে। ডিগ্রী কোর্সের পাঠক্রমে কোর্সটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম অংশে (প্রথম বর্ষে) একজন শিক্ষার্থীকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ৩টি বিষয়ের সঙ্গে হয় Arts Faculty র বিষয় সমূহ হতে দুটি বিষয় নতুবা Science Faculty র বিষয় সমূহ হতে দুটি বিষয় পড়তে হবে। দ্বিতীয় অংশের পাঠ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে হবে। এই অংশে একজন শিক্ষার্থীকে একদিকে যেমন প্রথম অংশে নির্বাচিত সাধারণ বিষয় সমূহের মধ্যে একটি বিষয়কে দুই বছর ধরে পড়তে হবে, অন্যদিকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের চারটি বিষয় দ্বিতীয় বর্ষে এবং আরও চারটি বিষয় তৃতীয় বর্ষে পড়তে হবে। সুতরাং সাধারণ বিষয় সমূহ অবহেলা করার কোন প্রশ্নই উঠেনা। অধিকন্তু ৫২১৪ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিষয় পাঠ (Subject Study) যদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নিজস্ব বিষয়গুলির (Core Subjects) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ কোনক্রমেই অসম্পূর্ণ থাকবে না। তথাকথিত টেকনোক্র্যাট সৃষ্টি হবে না। ৫২২২ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট এবং ডিগ্রী স্তরের শিক্ষায় বর্তমানে ব্যবহারিক এবং তাত্ত্বিক দিকে সমগুরুত্ব দেওয়া হয়। শিক্ষণ কাজ সার্থকভাবে করতে হলে যে সব আবশ্যিক শর্তগুলি বিবেচিত হওয়া প্রয়োজন তা হল: ক) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং রেফারেন্স সংগ্রহে সমৃদ্ধ একটি গ্রন্থাগার শিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। (খ) শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করার জন্য একটি workshop সংগঠিত করতে হবে (গ) উন্নত ধরণের শিক্ষা কাজের, প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সন্ধান করতে হবে (ঘ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের সার্টিফিকেট, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ও যথাযথ পাঠক্রম, প্রয়োজনীয় পেপার ও নম্বর প্রভৃতির নিশ্চয়তা নতুন পাঠক্রমে করতে হবে (ঙ) স্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের (physical and other facilities) ব্যবস্থা করতে হবে।

নতুন শিক্ষাক্রমে ২ বছরের পাঠক্রমে এবং ডিগ্রী কোর্সে অনার্স বিষয় হিসেবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ গৃহীত হলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম শর্তগুলি পূরণ না করে কোর্স খোলার প্রবণতা দেখা দেবে। এর ফলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবে। বৃত্তিমূলক শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। অধিকন্তু আমাদের কাজের শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে প্রকৃত অর্থে কোন গ্রন্থাগারই নেই। কলেজী গ্রন্থাগার থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতা, কর্মী ও স্থানাভাব, পাঠ্যসামগ্রীর দিক থেকে চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় আছে। এসব গ্রন্থাগারগুলিকে কেন্দ্র করে এ ধরণের বৃত্তিমূলক শিক্ষা সার্থকভাবে চলতে পারে না।

সার্টিফিকেট স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যে সব বিষয় পড়ান হয় এবং যে কটি পেপার এবং মোট নম্বর ঐ শিক্ষণে দেওয়া হয় তা ২ বছরের নতুন শিক্ষাক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর সম্প্রসারণ এবং ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতা হেতু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। এই শিক্ষকের সংস্থান নিশ্চিত না হলেও শিক্ষণ কাজ সার্থক হবে না।

৫২২৩ তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত না করে শুধুমাত্র দুই বৎসরের পাঠক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তিনটি স্তর আছে। পূর্ববর্তী স্তরের শিক্ষার্থীদের পরবর্তী স্তরের শিক্ষার সুযোগ না দিলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে।

৫২২৪ যে কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে কর্মনিয়োগের প্রশ্নটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রসারের ব্যাপক পরিকল্পনা নেওয়া হল, অথচ কর্মনিয়োগের কোন সম্ভাবনা যদি না থাকে তাহলে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যথাযথ সমুন্নতি ও সম্প্রসারণ আজও হয়নি। এই সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হলে বিরাট সংখ্যক বৃত্তি কুশলী কর্মীর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রসারের কথা চিন্তা করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের কথা চিন্তা করতে হবে। শিক্ষা জীবন ও সমাজের কাছে অর্থকরী করতে গেলে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৫২২৫ বহু প্রতিষ্ঠানে অনেক কর্মী আছেন যাঁদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কোন শিক্ষা নেই। যে সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ৬ বা ৯ মাসের বর্তমান সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য বা ১ বছরের ডিগ্রী কোর্সের জন্য তাঁদের কর্মীদের ডেপুটেশনে প্রেরণ করেন। নতুন শিক্ষাক্রমে দুই এবং তিন বছরের জন্য ডেপুটেশনে তাদের কর্মীদের প্রেরণ করতে রাজী হবেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সুতরাং কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য বর্তমান ৬ বা ৯ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স এবং এক বছরের ডিগ্রী কোর্সের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং থাকবে।

৬ আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন প্রস্তাব

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কাঠামোর প্রশ্নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিবেচনার জন্য পেশ করা হচ্ছে।

৬১ দুই বছরের বৃত্তিমূলক পাঠক্রমে এবং তিন বছরের ডিগ্রী কোর্সে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।

৬২ নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ বছরের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার পর ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের কাঠামো নিম্নরূপ হবে ২ (উচ্চতর মাধ্যমিক স্তর)+ ৩ (স্নাতক স্তর)+ ২ (স্নাতকোত্তর স্তর)

৬৩ যে সব প্রতিষ্ঠান দুই বছরের কোর্স পরিচালনায় আগ্রহী তাদের নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করতে হবে (ক) প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সংস্থান (ন্যূনতম ১ : ১০ হারে) (খ) গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান এবং রেফারেন্স সংগ্রহে সমৃদ্ধ একটি বিভাগীয় গ্রন্থাগার এবং একটি সুসংগঠিত শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার (গ) হাতে কলমে কাজ করার জন্য একটি ওয়ার্কশপ (ঘ) বর্তমানে সার্টিফিকেট স্তরে যে বিষয় ও পেপারগুলি পড়ান হয় এবং পরীক্ষা বা মূল্যায়নের যে মার্ক রাখা হয়েছে ২ বছরের পাঠক্রমে তার অন্তর্ভুক্তি করণ, (ঙ) স্থান ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এই সব শর্ত পূরণ করা হচ্ছে কিনা।

৬৪ বর্তমানে আমাদের রাজ্যে কর্ম সংস্থান ও উচ্চতর শিক্ষার সুযোগের কথা চিন্তা করে আর কয়েকটি সংস্থায় ২ বছর স্তরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-শিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হবে। উপরিউক্ত শর্তপূরণ সাপেক্ষে বর্তমানে ৬৭ প্রতিষ্ঠানে ৩০০-৩৫০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কোন ক্রমেই একটি শ্রেণীতে ৫০-র অধিক শিক্ষার্থী নেওয়া চলবে না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বহড়া শিক্ষা কেন্দ্র শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠান হতে পারে।

৬৫ ডিগ্রী স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করতে হবে (কোন পাস কোর্স থাকবে না) অনার্স কোর্সে ভর্তির আবশ্যিক শর্ত হবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ২ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অনার্স কোর্সের শিক্ষা কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সংগঠিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করতে হবে, অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক স্তরের শিক্ষা প্রবর্তন করতে হলে কর্ম সংস্থান এবং উচ্চতর শিক্ষার সুযোগের কথা চিন্তা করতে হবে। ডিগ্রী স্তরের শিক্ষার কোন শ্রেণীতে ৪০ র অধিক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করা চলবে না।

৬৬ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে অনার্স ডিগ্রী আবশ্যিক শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে দশের অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করা চলবেনা। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং পূর্বাঞ্চলের চাহিদা বিবেচনা করে অন্তত আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন বাঞ্ছনীয়।

৬৭ এস এস, পি. ইউ. বা এইচ এস পাশ কর্মরত গ্রন্থাগার কর্মী যাঁরা ২ বছরের কোর্সে শিক্ষা লাভ করতে পারবেন না কেবলমাত্র তাঁদের জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত কোর্সে এবং বহুড়ার ট্রেনিং কোর্সে সার্টিফিকেট কোর্সের একটি শ্রেণী বর্তমানে চালু রাখতে হবে।

৬৮ স্নাতক, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত এবং কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের জন্য ২ বছরের একটি সন্ধ্যাকালীন ডিগ্রী কোর্স (দিবাকালীন ডিগ্রী কোর্সের সমতুল) কয়েক বছরের জন্য প্রবর্তন করতে হবে। স্নাতক হওয়ায় অ-বৃত্তিমূলক বিষয়গুলির পাঠ হতে তারা অব্যাহতি পাবেন।

৬৯ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের মান নির্ধারণের জন্য একটি সংস্থা সৃষ্টি করতে হবে। যে সব সংস্থা প্রয়োজনীয় সর্তাদি পূরণ করতে পারবে না এবং নিম্ন মানের বৃত্তিমূলক শিক্ষা দিবে যে সব সংস্থার শিক্ষাদানের অধিকার খারিজ করার সুপারিশ করবে এই সংস্থা। অধিকন্তু কর্মনিয়োগ ও উচ্চতর শিক্ষার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা সমীক্ষা করে কয়টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হবে বা কয়জন শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হবে এসব প্রশ্নও এই সংস্থা বিবেচনা করবে।

৭০ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ নতুন শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হলে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের পাঠক্রম নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। সেই ক্ষেত্রে পাঠক্রম, শিক্ষণ পদ্ধতি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি, ছাত্র নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. লিব এস সি (১৯৭৪) পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের তালিকা

(ফলানুসারে)

প্রথম শ্রেণী

স্থান		রোল নং
১	সরস্বতী চট্টোপাধ্যায়	৪৩
২	রবীন্দ্রনাথ অধিকারী	৪৪
৩	সমর কুমার চক্রবর্তী	১১

দ্বিতীয় শ্রেণী

১	বিভির কুমার মুখোপাধ্যায়	২৪
২	শিব প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৯
৩	তাপস কুমার চক্রবর্তী	২৯
৪	অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১
৫	শঙ্কর প্রসাদ ভড়	২০
৬	বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়	২৪
৭	সন্ধ্যা চক্রবর্তী	৩৯
৮	শ্রীরূপা দাস	৩৮
৯	রামলাল দাস বক্সি	৬
১০	রামেন্দ্র শংকর শুমতিয়া	১৬
১১	অনিমা মুখোপাধ্যায়	৩৭
১২	খেলারাম পাল	২৩
১৩	প্রভাত কুমার চট্টোপাধ্যায়	৩
১৪	তপন কুমার রায়	১৪
১৫	আলপনা মুখোপাধ্যায়	৪১
১৬	কৃষ্ণা হাতি	৪০
১৭	অনাথ নাথ সেন	৯
১৮	কল্পনা বিশ্বাস	১০

স্থান

স্থান		রোল নং
১৯	ফাল্গুনী গঙ্গোপাধ্যায়	৪
২০	গৌরভ কুমার ধাঁ	১৩
২১	শুকদেব মুখোপাধ্যায়	৭
২২	শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ	১৮
২৩	শ্রীকুমার ঘোষ	২৬
২৪	প্রবীর কুমার ভট্টাচার্য	২
২৫	দুলাল চন্দ্র মাইতি	৩৩
২৬	শোভা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৫
২৭	অর্চনা সরকার (দাস)	৩৪
২৮	রেবা শর্মা (বর্মণ)	৪২
২৯	দেবদাস বিশ্বাস	৮
৩০	অমর কুমার চৌধুরী	৩১
৩১	জগদীশ চন্দ্র ধর	৩২
৩২	কৌস্তভ ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭
৩৩	সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৬
৩৪	নন্দদুলাল দে	১২
৩৫	মদন গোপাল মণ্ডল	৩০
৩৬	প্রতীপ কুমার ঘোষ	৫
৩৭	পুলক কৃষ্ণ দেববর্মণ	২২
৩৮	বিমলেন্দু বিকাশ দে	২৭
৩৯	সর্বাণী সরকার	৪৫
৪০	ভবানী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫
৪১	পান্নালাল পাল	১
৪২	কমল কান্তি মুখোপাধ্যায়	২৮

পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

দীপক কুমার রায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর

পৃথিবীর যে-কোন উন্নতদেশে গ্রন্থাগারই হ'চ্ছে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। সমস্ত সমৃদ্ধ দেশের উন্নতির মূলে আছে আধুনিক পদ্ধতিতে সুসজ্জিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। আমাদের দেশকেও যদি জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন পেতে হয়, তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারসমূহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে গেলে, প্রথমেই প্রয়োজন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের। সেজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিচার বিবেচনা করা দরকার।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হ'ল—পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ।

পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমকে চারটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যেমন—মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর। এখন দেখা যাক, প্রত্যেকটি পর্যায়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে অন্যান্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা। আমি মনে করি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রত্যেকটি পর্যায় বা স্তরেই সংযোজিত করা সম্ভব এবং তা সম্ভবপর করে তুলতে পারলেই, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের গুরুত্ব সাধারণের বোধগম্য হবে।

আমরা জানি মাধ্যমিক স্তরে কতকগুলো আবশ্যিক বিষয় আছে এবং অতিরিক্ত বিষয়ও আছে (additional subject) আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে আছে বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস ইত্যাদি। যদি এসব আবশ্যিক বিষয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নাও হয়, তবে অন্ততঃ অতিরিক্ত বিষয় (additional subject) হিসেবে এচ্ছিক পাঠ্যসূচির মধ্যে নেওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। সুতরাং উপরোক্ত স্তর দুটিতে ছাত্রছাত্রীরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানও যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা তারা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। একথা মনে রাখতে হবে যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তৃতীয়তঃ উপস্নাতক স্তরেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। এই স্তরে পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা এবং গণিত প্রভৃতি বিষয়ের মত অনার্স নিয়েও যাতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পড়া যায় তার ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। আমার মতে যাদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে অনার্স থাকবে তারাই স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ঐ বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রি পাঠক্রম পড়তে পারবে।

এখন দেখা যাক কি ভাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে, উপরি উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার স্তরগুলোতে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

প্রথমতঃ মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ওপর একশ নম্বর ধার্য করতে হবে। এবং এই একশ নম্বরের মধ্যে পঞ্চাশ নম্বর থাকবে তাত্ত্বিক (Theoretical) বিষয়ের জন্য এবং বাকি পঞ্চাশ নম্বর থাকবে ব্যবহারিক (Practical) বিষয়ের জন্য।

উচ্চমাধ্যমিক (Intermediate) স্তরে ঐচ্ছিক (Optional) বিষয় হিসেবে দুশ নম্বর ধার্য করতে হবে এবং তার মধ্যে তাত্ত্বিক বিষয়ের জন্য একশ এবং ব্যবহারিক বিষয়ের জন্য একশ নম্বর ধার্য করতে হবে।

তৃতীয়তঃ অনার্স পর্যায়ে ছয়শ নম্বরের পরীক্ষা হবে এবং অন্ততঃ দুশ নম্বরের ওপর ব্যবহারিক বিষয়ের (Practical subject) পরীক্ষা হবে। অবশ্য পরীক্ষা পদ্ধতি বিশেষজ্ঞরাই স্থির করবেন।

স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কমপক্ষে চারশ নম্বরের পরীক্ষা

ব্যবহারিক বিষয়ের (Practical subject) ওপর নিতে হবে।

সর্বোপরি একথা মনে রাখতে হবে যে সমস্ত স্তরেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পাঠক্রমকে বিজ্ঞান বিভাগের অধীনে রাখতে হবে। দুঃখের বিষয় এখনও কিছু বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেখানে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ-ব্যবস্থা কলা বিভাগের (Arts Faculty) অধীনে রাখা হয়েছে। আমি মনে করি এটা অযৌক্তিক এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে স্বচ্ছ চিন্তার অভাবই এই অবস্থার জন্য দায়ী।

আমার মনে হয়, পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থাকে যদি উপরিউক্ত উপায়ে বিজ্ঞানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তা না হলে অধিকাংশের কাছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অপরিচিত থেকে যাবে। ভাবতে অবাক লাগে, আজও অনেক শিক্ষিত লোক আছেন যাঁরা মনে করেন গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি স্তরেই যদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা বদলে যাবে। পরিবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় যদি আমরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে উপযুক্তভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারি তবে যে শুধু গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সাধারণের স্বীকৃতি পাবে তাই নয়, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান অবলম্বন করে বহুলোকের কর্ম সংস্থান হবে। একদিকে যেমন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ-প্রাপ্ত ব্যক্তিরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকতায় নিযুক্ত হতে পারবে, অপরদিকে বিভিন্ন ধরণের 'শিক্ষা' প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারে বা অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থাগারেও গ্রন্থাগারিকের পদে নিযুক্ত হতে পারবে।

সবশেষে আমি বলতে চাই যে, পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে যদি গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণকে ঠেলে সাজিয়ে নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের অঙ্গীভূত করা যায় তবে তা হবে এক যুগান্তকারী ঘটনা।

GOVERNOR'S ADDRESS

Continuation of 276 P.

play its part in creating a keener public awareness of the importance of the proper preservation and classification of archives and historical records.

In the past the library movement depended considerably on public munificence. I have in mind, for instance, the priceless collection of books and manuscripts in Uttarpara library which I had occasion to visit some time ago. However, today libraries are becoming increasingly and inevitably dependant on the State. This is why I am of the view that Government, both at the Central and State level, should devote more of its resources to the proper maintentence of public libraries and the acquisitions of private collections before thay go into the hands of pilferer or the unscrupulous dealer. In this sector also there is considerable scope for vigilance on the part of voluntary organisations. The BLA is an excellent example of what voluntary effort can do to enrich the cultural life of the community. I congratulate the Association on the completion of its 50th birthday and express the fond hope that it will continue to grow in strength and influence and play a vital part in the library movement of the State.

With these few words I have much pleasure in inaugurating the Golden Jubilee Celebrations of the Bengal Library Association.

পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ

রমেশচন্দ্র সাহা
কেন্দ্রীয় খাদ্য করপোরেশন, কলিকাতা

আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু পুঁথিগেবা, বাস্তব জীবনের সঙ্গে ইহার কোনও সংযোগ নাই। ফলে আমাদের দুর্ভাগ্য আজ চরমে পৌঁছিয়াছে। দেশে দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে উৎকট বেকার সমস্যা নিদারুণ অন্নাভাব ও বস্ত্রাভাব। বাঁচিয়া থাকিবার কৌশলই যদি না শিখিলাম তবে আমাদের এই শিক্ষার মূল্য কি? চিন্তায় উচ্চভাব লইয়া কেবল মাত্র জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়, ভাবনার সঙ্গে কর্মসাধনার ও বিশেষ প্রয়োজন আছে। বৃত্তি শিক্ষা ও বৃত্তি নির্বাচন আজিকার দিনের মানুষের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা লক্ষ্য করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, ছাত্র সম্প্রদায়ের একাংশ যদি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি নির্বাচন করে তাহা হইলে ভাল হয়।

আজিকার দিনে বৃত্তি মূলক শিক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঠনপাঠন ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষার একটি অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর হইতে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য সাধনার নির্বাক সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে মহামূল্য গ্রন্থরাজি আর এ একমাত্র গ্রন্থাগারিকই মানুষকে বিশ্বের সেই সকল সংস্কৃতি এবং সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে পারে। ভাল বই চিনিয়া লওয়া, যাচাই করা ও বাছাই করা তাহার কাজ। তাই গ্রন্থবিজ্ঞানকে পাঠ্য সূচীর অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

মাধ্যমিক স্তরে পাঠ্যসূচী হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি শিক্ষা এবং পরীক্ষাপদ্ধতি চালু হওয়া আশু প্রয়োজন। সাধারণ পঠনপাঠনের সহিত তাহা অঙ্গ, ইতিহাস বিজ্ঞানের পাশাপাশি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকেও পাঠ্যসূচী হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাধ্যমিক স্তরে ২০০ নম্বরের এক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা করা যাইতে পারে। ১৫০ নম্বরের থিওরেটিক্যাল ও ৫০ নম্বরের প্র্যাকটিক্যাল অর্থাৎ বিভাগীয় গ্রন্থাগারের কার্যের বিভিন্ন বিষয়ের উপর মান নির্ণয় করা যাইতে পারে। জনসংযোগ গ্রন্থনির্বাচন, তালিকা প্রণয়ন, গ্রন্থ বর্গীকরণ, সংরক্ষণ এবং গ্রন্থাগার পরিচালনার বিষয় এই শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যসূচী হিসাবে একটি পূর্ণ কোর্স অথবা বিষয় হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পূর্ণ কোর্সকে অনার্স কোর্স এবং বিষয়কে পাস কোর্স হিসাবে পরিগণিত করা যাইতে পরে। অনার্সে আটটি বিষয়ে গ্রন্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে যথা (১) ক্লাসিফিকেশন, থিওরি ও প্রাকটিস দুইশত নম্বরের। (২) ক্যাটালগিং থিওরি ও প্রাকটিস ২০০ নম্বরের। (৩) লাইব্রেরী অর্গানাইজেশান এবং কার্যের জন্য ১০০ নম্বর (৪) লাইব্রেরী পরিচালনা, পুস্তক সংরক্ষণ ও সংগ্রহণের বিষয়ে একশত নম্বর। (৫) বিব্লিওগ্রাফি ১০০ নম্বর। (৬) রেফারেন্স ও ডকুমেনটেশান কার্যের জন্য ১০০ নম্বর ধার্য করা যাইতে পারে। এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হইবে (১) গ্রন্থবিজ্ঞানের মূলতত্ত্বগুলি জানা, (২) গ্রন্থাগারিক বৃত্তির কর্ম-কুশলতা জানা এবং গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং সংগঠনের জ্ঞান (৩) সামাজিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভ। (৪) পাঠকের কাছে নূতন জ্ঞানের তথ্যগুলি পৌঁছাইয়া দেওয়া। পাস কোর্সের বিষয় হিসাবে ২০০ নম্বরের থিওরেটিক্যাল ও ১০০ নম্বরের প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার বিষয় গ্রহণ করা যাইতে পারে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষার কার্যক্রম হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর এক পূর্ণ সময়ের দ্বিবার্ষিক পাঠক্রম প্রণয়ন করা অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গবেষণা, বিব্লিওগ্রাফি তৈরী করা, ডকুমেনটেশন প্রভৃতি কার্যের ভিত্তিতে ঐ সূচী রচিত হওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে কলা বিভাগ হইতে পৃথক করিয়া বিজ্ঞান বিভাগের পঠনপাঠন সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই উহা বিজ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সুতরাং মাধ্যমিক স্তর হইতে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানের পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। যদি আমরা বিদ্যালয়গুলিতে বিভাজন করি তবে দেখিতে পাই, বৃত্তি মূলক ও সাধারণ শিক্ষার দুইটি আলাদা আলাদা বিভাগ রহিয়াছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে বৃত্তি মূলক শিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা একান্ত আবশ্যক। যখনই একটি শিক্ষা অপর শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া পড়ে তখনই তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা বড় জটিল। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার মধ্য হইতে ছাত্রছাত্রীগণ নিজেরাই গ্রন্থাগার সংগঠন, পুস্তক সংরক্ষণ তালিকা প্রণয়ন ও আদান প্রদান ব্যবস্থার সহিত জড়িত হইয়া পড়িবে, ফলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি নব জাগরণ ঘটিবে। গান্ধীজী রচিত শিক্ষা পরিকল্পনায় হাতে কলমে শিক্ষার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থাগার বৃত্তি শিক্ষার মধ্য দিয়া তাহার পূর্ণ রূপায়ন সম্ভব।

উপরিউক্ত শিক্ষা প্রণালী ছাড়া স্বল্প শিক্ষার ক্রম হিসাবে গ্রন্থাগার বৃত্তির শিক্ষা প্রচলন হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত কর্মচারীদের জন্য এই স্বল্পকালীন শিক্ষা সূচী বিষয়গুলি তাহাদের ব্যক্তিগত ও গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সহযোগিতা করিবে। কেবলমাত্র এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করিলেই চলিবে না। ইহার জন্য প্রয়োজন সরকার এবং জনসাধারণের পূর্ণ সহযোগিতা।

উপসংহারে এই কথাই বলিব গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হইলে, জাতীয় জীবনে এক নূতন রূপ দেখা দিবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেই শিক্ষা পাঠ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যে আন্দোলন করিয়া আসিতেছে তাহাও বাস্তবরূপ ধারণ করিবে। আজিকার দিনে কর্ম ভিত্তিক শিক্ষা প্রকল্প হিসাবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা সমীক্ষা প্রচলিত হইলে অস্থির চিত্ত বালক বালিকাগণ একটি নূতন ভালো লাগার আস্বাদ পাইবে, বিদ্যালয়কে আরও আপন করিতে পারিবে, পরিবেশকে চিনিতে শিখিবে সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি দিয়া এবং সেই সঙ্গে সরকারও সমাজ কল্যাণ কাজের জন্য বিদ্যালয় হইতে প্রয়োজনীয় অংশের কিছু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। নিরক্ষরতা দূরীকরণের শিক্ষণের কাজও গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, ইহার দ্বারা দেশ ও জাতি প্রভূত লাভবান হইবে।

PRESIDENTIAL ADDRESS

Continuation of 280

help for ensuring that a full-fledged adequately stocked and appropriately staffed up-to-date library is declared to be an essential requirement for any educatonal insititution. It is only through and ultimate continued self education for all that nation can sutvive and prosper and progress. There is no substitute for a library to deliver the goods in that direction. The sooner we realise it the better for all of us.

Respected Rajyapal, Ladies and Gentlemen, once again I extend a most cordial and hearty welcome to you all.

Inauguration of the 32nd Bengal Library Conference on the Occasion of the Golden Jubilee Celebration of the Bengal Library Association at 12th April, 1975

A. L. Dias, Governors of West Bengal

I thank you for the warm welcome that you have extended to me and also for the opportunity afforded to me to participate in this inaugural function of the Golden Jubilee of the Bengal Library Association. The library movement in Bengal is, of course, much older than fifty years but it is the Bengal Library Association which, in the early twenties, focussed attention on the need for placing the library movement in the State on an organised basis and of highlighting the role of libraries in the educative process.

It is not my intention here to trace the history of the library movement in the State but I would like to mention the contributions of such leaders as Deshbandhu Chittaranjan Das and Rabindranath Tagore, who was the first President of your Association, and who in his inimitable way, pointed out the functions of a library in a developing society. It is relevant on an occasion like this to mention the contribution that the library movement made in undivided Bengal towards the freedom movement. In fact, it was during that period of struggle that thousands of libraries were established in towns and villages in Bengal. These helped greatly to disseminate to the millions of our countrymen the concept of freedom and to arouse their aspirations for a better life.

I have carefully read the report of the Bengal Library Association on its varied activities. I would like to take this occasion of paying a tribute to the Association for having pioneered so successfully in popularising the library movement in the State and for having done much to create infra-structural facilities without which the library movement could not have progressed to the extent that it has. I would particularly like to commend the Association for the useful role that it has played in establishing and expanding facilities for the training of librarians.

It is now recognised that librarianship is a science and, in fact, has developed a sophisticated technology. I hope it will not be long that at the national and State level our libraries will be able to adopt or adapt a whole range of technological and scientific devices for the effective classification, documentation, preservation and retrieval of the numberless manuscripts, books, records etc. on the many branches of knowledge. I would like to express the hope considering the importance of developing and expanding the library movement in the State, that Government will devote more of its material and manpower resources for this purpose and assist more generously voluntary organisations, such, the Bengal Library Association.

The Fifth Plan and, in fact, all educationists have laid considerable emphasis on improving the quality of instruction in schools and colleges. In this context the improvement of existing library facilities in educational institutions must receive the highest priority. "The true University" said Thomas Carlyle, "his a collection of books". I hope that the Bengal Library Association's training programmes pay special attention to improve library services in schools and colleges, especially in the rural areas where there is need not only for a larger and more varied collection of books but a better library services where the student or tha researcher can, for his educational pursuits, secure what he wants without much difficulty. Even a moderately-sized library can go a long way in broadening the outlook of students provided the library service is of a high order.

I am particularly happy that the BLA has chosen to have its conference and celebrations in a predominantly rural area and one in which there is significant percentage of tribal. I have had occasion previously to emphasise the urgency of increasing the percentage of literacy in our State especially among the educationally backward communities. Much has already been done in that direction but a lot of ground remains to be covered. One particular problem is to prevent people who have been made literate from relapsing into illiteracy. The library movement can help in a solution of this problem by making a special effort for catering to the needs of the neo-literates.

Hitherto the main thrust of our activities in the educational field has been in the urban areas when, in fact, the major portion of our population reside in the rural areas. I commend for the consideration of the State Government and the BLA and similar voluntary organisations the need to expand library facilities in the countryside. I urge this for another reason. It is now universally recognised that libary and information services are an indispensable aid in the developmental process. There is need, therefore, to make readily available and in an easily assimilable form to the rural student, researcher, extension worker and the farmer the mass of information that is now available on various aspects of development. This would greatly help in disseminating the new technology that has been evolved in the economic, demographic, industrial and agricultural sectors.

I would also like to take this opportunity to focus attention on the need for the proper preservation of archives and historical records. During my visits to various private and public libraries as well as those in educational institutions I have found that sufficient attention is not being paid to the proper preservation and cataloguing of valuable archives, historical records and books. It is also true that there are many valuable historical records and books in private collections, I strongly feel that Government, both at the Central and State levels, should undertake a survey of such archives and records either with a view to acquire them for public purposes or ensuring that they are properly preserved and made available to public even if they continue to be in private ownership. I realise that the cost of preservation, cataloguing etc. is mounting steeply and that every public document is not worth preserving. Certainly careful scrutiny and screening is important. At the same time neglect of archives can only be at the risk of jeopardising our knowledge of the evaluation of the past official policies and decisions which are vital for the understanding of current issues. I hope, therefore, that the BLA will

[২৭২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

Welcome address by Sri Subodh Chandra Hansda, M. P.

President
JHARGRAM BANITIRTHA

Sri A. L. Dias, Sri Premendra Mitra & my dear brothers & sisters,

I deem it a great previlege and honour to able to stand before this distinguished gathering this afternoon to extend a most cordial welcome to the Governor of West Bengal, Sri A. L. Dias, on the happy occasion of his first visit to this small Sub-Divisional town of ours. The visit of Sri Dias to the Institute, Jhargram Banitirtha, has created history in as much as it is the first time that we have the unique distinction of having the Head of State of West Bengal in our midst though for a brief spell of time. We feel flattered that in spite of onerous and exacting gubernatorial duties he has been able to snatch a day from his crowded programme to spend it with us at Jhargram, braving the oppressively gruelling heat of mid-April. We are so exceedingly grateful Governor Dias for his gladly condescending to open the proceedings of the 32nd Annual Library Conference, which in going to held its session here for three days. Library movement has caught the imagination of the people of this area largely inhabited by the tribals and people belonging to the backward classes, in the darkness of ignorance & superstition and has proved to be a great educative force in eradicating illiteacy and maintain literacy as well. It is sincerely hoped that Governor Dias's esteemed patronage, which is a valuable asset to us, will give a fresh fillip to the furtherance of this useful movement all over the State of West Bengal.

I have also very great pleasure in according our most affectionate welcome to Sri Premendra Mitra, our President—elect of the Conference. Sri Mitra requires no introduction from me. In the literary firmanent of Bengal Sri Mitra is like a star that dwells apart. Sri Mitra is the embodiments of sweetness & light —the very essence of culture. Sri Mitra is not stranger to we and we look upon him as our own. I hope he will provide an effective and inspiring leadership to the Conference. I also take this opportunity of welcoming him with all sincerity.

For giving us the privilege for playing a host to the Bengal Library Association to enable us to hold its annual session here. I also cordially welcome all our esteemed guests and visitors who are with us to-day at a very great sacrifice of personal convenience and comfort that none too pleasing climate.

None is perhaps more conscious than myself of the defects end deficiencies of our arrangements, perhaps inevitable in the present content of things as our means are too small for our hearts desires. I do hope that our esteemed guests with their characteristic liberality of heart will forgive our shortcoming and make a notable contribution towards the unqualified success of this Conference.

It has been quite in the fitness of things that this Conference should hold it session in this Hall associated with the Sacred memory of the late Debendra Mohon Bhattacharya, the revered teacher and Manager of Sri N. M. Malladeb,

Raja of Jhargram. Sri Bhattacharya is maker of modern Jhargram. The large hearted and many sided munificence of Sri Deb with the creative imgination of Sri Bhattacharya has made Jhargram it is to-day. I may my respectful homage so the sacred memory of this great departed soul.

Dear friends, I hope you will bear with me if I say a few words about Banitirtha and its most important wing Alapani Library. Jhargram Banitriha started on its career as a School-cum-Community Centre in 1955-56, registered under the Society's Act XVI of 1869 (since amended as Society's Registration Act XXVI of 1961) Subsequently Banitirtha Society extended its activities and became the fountain head of educational, cultural and social and other Welfare activities of this area. It has taken under its protecting wings several educational cultnral institutions including Alapani Library and Sangeetayan teaching upto B. Mus. standard affiliated to Prayag Sangeet Samaj, Allahabad,

Banitirtha Hall known as Debendra Mohon Memorial Hall was constructed with the Capital Grant of Rs. 93,000.00, sanctioned by the Covt., and it enjoys and Annual Recurring Grant of Rs. 6,000.00 (approx) to meet the staff expenses. Banitirtha has been an essential part of the social and cultural life of Jhargram and its popolarity and usefulness are the envy and despair of similar sister institutions in the Country. I shall be failing in my duty if on an occasion like this I do not recognise the services of Sri A. K. Das, who was the main architect of this Institution at its formative stage.

Alapani Library had a very humble start in about 1946. Dr. Sukhoymay Sengupta, Late Sibapada Roy, Sarba Shree Moomoo Mullick. Somir Sarbadhicary, Shankar Konar, Rabi Shett, Fanindra Bhusan Kundu, Prafulla Sen, Suresh Bnakat, Bijoy Mitra, Rabi Dutta. Arun Sen, Satiprosad Das, Soroshi Roy, Sivoprasad Mukherjee Tarak Senthen bright young men full of youthful idealism and enthusiasm took it into their heads to start a small club, with a Library smaller still, attached to it-a place where they could meet and talk. It must gladden their hearts in their mature age to see that the little plant they nursed with delicate care and affection has now developed into a big tree spreading its branches far and wide. Alapani Library merged its existence into Banitirtha in 1955-56 but chose to retain original name. Since then it has grown form strength to strength and now enjoys the status of a Sub-Divisional Library, very efficiently conducted an widely patronised.

I offer sincer thanks to my friends assembled here for the very patient hearing they have given to me so generously. I again Welcome you all to this happy function.

JAI HIND

Sd/Subodh Chandra Handa, M. P.

Welcome address by Sudhananda Chatterjee, President of the Bengal Library Association

Respected Rajyapal, Ladies and Gentlemen,

It is my proud previlege to welcome you all in this august gathering on behalf of the Bengal Library Association on the occasion of this 32nd Bengal Library Conference. This year has a special significance because it is the Golden Jubilee Year of this Association, and the Silver Jubilee Year of Granthgar, the organ of the Association, a specialised monthly journal in Bengali devoted to libraries and Library Science. This may give to many of us a sense of pride, if we remember how a financially handicapped our association is, and if we brood on the reminiscanee of the past. These days people have almost lost faith in the old and obsolete form of education. It has long been discarded by the advanced countries. Their days in our country too are numbered. The unethical practices that we notice around us today are destroying the sacred edifice of of education. Unless this erosion of mind is checked immediately the whole counry is likely to be thrown into chaos and catastrophe. Only the Library-oriented and technically biased education can save the country from this moribund and distressing condition. In this conference the above subject will be discussed mainly to focus the attention of all concern at this hour of crisis of civilisation.

Status of Library

A panoramic view of the present library condition of West Bengal is far from satisfactory. An efficient net-work of real, free public library system is still a far cry. The Public of this state is however sufficiently alert and energetic. Otherwise nearly 4000 small subscription libraries would never have existed here today through voluntary efforts Due to paucity of funds, rise in price of reading materials, and lack of voluntary workers, they are in a gasping condition they will gradually wither away, unless effective effort is made to integrte them into a system and adequate fund is provided to the system so that they can servive and play their proper part in the society.

Governmental Effort

No doubt some money has been spent by the Government for building up a library structure in our state. Unfortunately however different parts of the said structure remained unco-ordinated, unintegrated and in a haphazard state. As a result true benefit could not be reaped out of it by the people of the entire area.

In non-totalitarian states this integration of loose units and building up of a library system is achieved through enacting a suitable law where the rights and responsibilities of the citizens and the state vis-a-vis the libraries are precisely defined for social benefit an well as administrative convenience. Unfortunately though Bengal was pioneer in India to move for library legislation as early as 1933 even after a lapse of 42 years West Bengal yet to have a full-fledged public library system, adeq-

uately ensured by legal stipulation. In India such legislation has already been enacted by 4 states and a few others are moving in a right direction. Eminent thinkers are of opinion that development of a cultured and efficient library system is an essential requirement for true education and to ensure fulfilment of that requirement Library Law for West Bengal is indispensable.

Libraries of Educational Institutions.

Conditions of academic libraries in West Bengal are not very encouraging. In schools the libraries are mostly non-existent. Though the conditions for affiliation of schools stipulate that they should have libraries of their own, the provisions are never strictly enforced. The pitiable condition of school libraries was exposed in a survey made by a working group under the Planning Commission.

In colleges and universities though the situation is not so depressing it is not very encouraging either. There the libraries are utilised mostly as some loan centres for text books. The libraries are not really integrated into the system of education. Modern educationists admit that if education has to play its real in life it may be life centred but it must be library oriented. There is no substitute for library in really delivering the goods expected from a sound educational system.

Apathy to Libraries and Librarians :

The social apathy for library development will also be evident from our attitude to appointments of librarians In many educational institutions the authorities do not appoint full time librarians on the ground of paucity of funds. They do not realise that no real library service could be rendered by persons appointed on part-time basis. We are a little indifferent to giving proper status, appropriate pay to the librarans who, we expect would be directly helping the educational and cultural activities of the community. Modern librarians are no longer mere care taker and custodians of books and documents but are really braintrust of ever increasing ocean of knowledge. If they are to play their true role, a suitably qualfied people will have to be continually attracted to and retained in the profession. This cannot be ensured unless we appreciate and recognise their roles and responsibilities and offer then appropriate pay and status. In the revision of the present scales of pay of the teaching staff of the educational institutions, unfortunately librarians have been excluded. We are inclined to admit that the librarians have to play a very important role for which due social and administrative recognition is essential.

Conclusion

Perhaps this unfortunate condition of Libraries and Librarians could not have continued if we have been a little more alert and active both socially as well as administratively. It makes us porticularly unhappy when we think that it does not require any major social change or adjustment to deliver these benefits of modern civilisation through libraries which could make some of our social crises less critical.

We are however fortunate that our present conference is going to be inaugerated by one who is at the helm of affairs in our state. We would particularly appeal to his noble self to help our state to get out of these difficulties. We would like to seek his personal help and exertion for establishment of a free integrated library system in our state which can developed only through the passing of a suitable Library Law. We would also seek his

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের
কর্মসচিবের বিবৃতি

১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেস অধিবেশনের শেষে এক সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুশীল কুমার ঘোষও এখানে উপস্থিত ছিলেন। এখান থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় প্রতিটি প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার পরিষদ গড়ে তুলতে হবে। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ ১৯২৫ সালে আলবার্ট হলে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন থেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জন্ম হয়।

১৯২৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ৩১টি সম্মেলন অবিভক্ত বাংলা এবং বর্তমান পশ্চিম-বাংলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষা সম্মেলন প্রভৃতি অন্যান্য সম্মেলন যেমন বিশেষ বিষয়ে উদ্দেশ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় ঠিক তেমনি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রন্থাগার সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি সম্মেলনেও বিভিন্ন দিক থেকে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বর্তমান সম্মেলনেও তার পরিচয় আমরা পাব এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন রকমের গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। পাড়ায় পাড়ায় গড়ে ওঠা তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে শুরু করে, গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড গ্রন্থাগার, ডে ষ্টুডেন্টস হোমের গ্রন্থাগার বিভিন্ন শিক্ষায়তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার, যথা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল পলিটেকনিক প্রভৃতি; বিশেষ গ্রন্থাগার যথা এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি নানা রকম গ্রন্থাগারের বিভিন্ন রকমের সমস্যা পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলিতে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন কর্মীদের নানা রকম সমস্যার সঙ্গে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তাই এই সমস্যাও বারে বারে বিভিন্ন সম্মেলনে আলোচিত হয়েছে।

সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে এবং একে সম্প্রসারিত করতে হোলে যে সব সমস্যা প্রতিনিয়তই আমাদের চোখে পড়ে তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অর্থ সমস্যা এবং কর্মীদের সমস্যা।

অধিকাংশ গ্রন্থাগারই অর্থের অভাবে ভালভাবে পরিচালিত হতে পারে না। তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগার-গুলিতে এই সমস্যা বোধহয় সবচেয়ে বেশী, কারণ এই সব গ্রন্থাগারের যাবতীয় ব্যয় সভ্যদের চাঁদার অর্থ থেকে বহন করা হয়। বলা বাহুল্য সভ্যরা যে চাঁদা দেন তার পরিমাণ এতই অল্প যে তা থেকে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। এই ধরনের অনেক গ্রন্থাগারই আর্থিক সমস্যার জন্য অকালে অপমৃত্যু বরণ করছে।

সরকারী স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের অবস্থাও এদের চেয়ে খুব একটা বেশী ভাল নয়। এই ব্যবস্থায় যে সব গ্রন্থাগার আছে তাদের মধ্যে জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের জন্য কিছু কর্মীর ব্যবস্থা সরকার করেছেন, তবে তাদের বেতন এত কম এবং এতই অনিয়মিত যার জন্য অত্যন্ত সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করাও এদের পক্ষে দিন দিন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই সব গ্রন্থাগারে বই কিনবার জন্য অনুদানও অত্যন্ত অল্প। গ্রামীন গ্রন্থাগারে ত বই কিনবার জন্য আলাদা কোন নিয়মিত বরাদ্দের ব্যবস্থা নেই।

এছাড়াও সরকারী গ্রন্থাগার কিছু কিছু আছে, যেমন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কোন কোন জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। এদের কর্মীদের বেতনের পরিমান এবং অন্যান্য খরচের বরাদ্দও এইসব ক্ষেত্রে মোটেই আশাপ্রদ নয়। স্পনসর্ড এবং অন্যান্য সরকারী গ্রন্থাগার

কর্মীদের আরো একটা সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে কারিগরী শিক্ষার সমস্যা। এদের মধ্যে স্নাতকের সংখ্যা খুবই কম। তাই অধিকাংশ কর্মীকেই গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের জন্য রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্স পড়তে হয়। পশ্চিম বাংলার দূর দূর অঞ্চল থেকে ছাত্রদের এই দুই শিক্ষাকেন্দ্রে এসে পড়ার জন্য যে আর্থিক সঙ্গতির প্রয়োজন তা না থাকায় অনেকেই এই শিক্ষা গ্রহণেও অসুবিধায় পড়তে হয়।

ভারতবর্ষের চারিটি রাজ্যে, যথা অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্র ইতিমধ্যেই গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়েছে কিন্তু আমাদের পশ্চিমবাংলায় আজ পর্যন্ত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। আমরা মনে করি গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে পশ্চিমবাংলার তথাকথিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও স্পনসর্ড গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে রাজ্যকেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগের মধ্য দিয়ে সুসংবদ্ধ রূপ দেওয়া সম্ভব। এর ফলে চাঁদার বাধ্যও অপসারিত হতে পারে এইসব গ্রন্থাগারের আর্থিক সমস্যা ও সমাধান হতে পারে।

বর্তমানে এইসব গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে নিদারুণ হতাশা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে বেতন ও পদমর্যাদা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য আন্দোলন করা সত্ত্বেও এদের সমস্যার সমাধানের কোন চেষ্টাই দেখা যাচ্ছে না। কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সর্বস্তরের শিক্ষাকর্মীদের সংশোধিত বেতনক্রম ঘোষণা করেন তার মধ্যে এদের কোন উল্লেখ নেই আমরা আশা করব অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এদের জন্য সংশোধিত বেতনক্রম ঘোষণা করবেন। যতদিন না পর্যন্ত গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের মত সবরকম সুযোগ সুবিধা এদের দেওয়া উচিত, একথা আমরা ইতিপূর্বে বার বার সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি এবং এখনো তার পুনরাবৃত্তি করছি।

অধিকাংশ স্কুলেই নামে মাত্র গ্রন্থাগার থাকলেও সব সময়ের জন্য কোন গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা নেই। মুদালিয়র কমিশন, কোঠারী কমিশন প্রভৃতিতে স্কুলে সুন্দর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সর্বসময়ের জন্য গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করার কথা বললেও একে কার্যে রূপান্তরিত করার বিশেষ চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি। এতদিন স্কুলের গ্রন্থাগারিকদের স্কুলের শিক্ষকদের সমতুল বেতন দেবার জন্য সরকার সুপারিশ করে এসেছেন, কিন্তু সম্প্রতি স্কুল গ্রন্থাগারিকদের জন্য ঘোষিত বেতনক্রমে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা শিক্ষকদের সমান হলেও গ্রন্থাগারিকরা তাদের চেয়ে কম বেতন পাবেন বলে সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম এবং নীতির পরিবর্তনের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, সরকার রাজ্যের পলিটেকনিক-গুলিকে স্পনসর্ড প্রথার আওতা থেকে রেহাই দিয়ে পুরোপুরী সরকারী আওতায় নিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রচেষ্টার জন্য সরকারকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পলিটেকনিকের গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যাগুলিকে সহানুভূতির সঙ্গে সমাধান করে সরকার যদি নতুন নজির সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে আমরা খুবই খুশী হব। এই সঙ্গে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রথার বিলোপ সাধন করে তাকেও পুরোপুরী সরকারী আওতায় আনবার জন্য আমরা আবারও সরকারকে বিবেচনা করে দেখতে বলছি।

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও নানারকম সমস্যা রয়েছে। অর্থের অভাবে অধিক সংখ্যক পুস্তক ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না এই ধরনের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে। এছাড়াও আছে এখানকার কর্মীদের বেতন ও পদমর্যাদার সমস্যা। ইউ, জি, সি, এইসব গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য শিক্ষকের সমান বেতনক্রমের সুপারিশ এতদিন করে এসেছেন, যদিও সেই সুপারিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আশানুরূপ কার্যকরী হয়নি। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে দীর্ঘ-দিনের নীতি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনও বিচ্যুত হতে চলেছেন। শিক্ষকদের জন্য ইউ, জি, সি,র সংশোধিত বেতনক্রম সেই সঙ্গে ঘোষিত হয়নি। আমরা ইউ, জি, সি,র কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের কাছে দাবী জানাচ্ছি, তারা যেন অবিলম্বে পূর্বের নীতি অনুসারেই গ্রন্থাগারিকদের সংশোধিত বেতনক্রম ঘোষণা করেন। আমরা ইতিপূর্বে সেন কমিটি ও ইউ, জি, সি,র কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছি এবং সম্প্রতি দিল্লীতে এ বিষয়ে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে

আমাদের প্রতিনিধি পাঠিয়েছি। সুষ্ঠু আন্দোলনের মাধ্যমে এই শ্রেণী গ্রন্থাগার কর্মীদের টউ, জি, সি, বেতনক্রমের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলেই আমরা আশা করি।

রাজ্যের শিশুগ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি বিধান, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থাগার, যথা: এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার প্রভৃতির আর্থিক সমস্যা ও কর্মী-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং অন্যান্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করে আমাদের মুখ্য দাবীগুলি আবারও উল্লেখ করছি।

১। বিনা চাঁদার আইন ভিত্তিক সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের চারটি রাজ্য, যথা, অন্ধ্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের মত পশ্চিম-বাংলায়ও অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করতে হবে।

২। রাজ্য শিক্ষা বাজেটের ন্যূনতম শতকরা ২·৫ ভাগ গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

৩। প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বসময়ের গ্রন্থাগারিকের অধীনে সুসংবদ্ধ বিদ্যালয় গ্রন্থাগার গড়ে তুলতে হবে, এবং বিদ্যালয় বাজেটের একটি নির্দিষ্ট অর্থ গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ব্যয় করতে হবে এবং বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল মর্যাদা ও বেতন দিতে হবে।

৪। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক গ্রন্থাগারের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাজেটের শতকরা ৬·৫ ভাগ শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় করতে হবে।

৫। আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা স্মরণ করে এই ধরনের গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত ভাবে বর্দ্ধিত হারে আর্থিক অনুদান দিতে হবে।

৬। পলসর্ভ প্রথার অবসান ঘটিয়ে পলসর্ভ গ্রন্থাগার-গুলিকে সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনতে হবে।

৭। গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা ক্রয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্য পলসর্ভ গ্রন্থাগারগুলিকে নিয়মিত আর্থিক অনুদান দিতে হবে। অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির জন্যও এই উদ্দেশ্যে আর্থিক অনুদান বাড়াতে হবে।

৮। বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের যথাযথ বেতন, মহার্ঘভাতা, এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি দিতে হবে।

৯। পার্বত্য অঞ্চলের গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য হিল অ্যালাউন্স ৩৬ টাকা দিতে হবে।

১০। সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য চাকুরি নিরাপত্তায় ও যথাযথ সার্ভিস রুলস প্রবর্তন করতে হবে।

'গ্রন্থাগার'এর জন্য লেখা চাই

সবিনয় নিবেদন,

'গ্রন্থাগার' আগামী বছর (১৩৮২) রজত জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, গ্রন্থাগার সার্ভিস, গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রভৃতির উপর ভাল প্রবন্ধ প্রয়োজন। ভাল লেখায় পত্রিকায় মানোন্নয়ন করা সম্ভব। সুতরাং উপরিউক্ত বিষয়ের উপর ভাল প্রবন্ধ পাঠান ; প্রবন্ধের সাথে ইংরাজী এ্যাবষ্ট্রাক্ট থাকা চাই।

বিনীত—

সম্পাদক

গ্রন্থাগার

৩২তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১২-১৪ এপ্রিল, ১৯৭৫

আলাপনী মহকুমা গ্রন্থাগার, ঝাড়গ্রাম

১২ই এপ্রিল, ১৯৭৫ শনিবার (উদ্বোধন অধিবেশন)

সভাপতি—প্রেমেন্দ্র মিত্র

সভামঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস, লোকসভার সদস্য শ্রীসুবোধ হাঁসদা, সম্মেলন সভাপতি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, পরিষদের সহ সভাপতি শ্রীপ্রবীর চন্দ্র বসু ; কর্মসচিব শ্রীচঞ্চল কুমার সেন আরোহণ করার পর স্থানীয় শিল্পীদের বৈদিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার উদ্বোধন হয়।

ঝাড়গ্রাম বাণীতীর্থের সভাপতি শ্রীসুবোধ হাঁসদা তাঁর ভাষণে ঝাড়গ্রামের ঐতিহ্য এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীচঞ্চলকুমার সেন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তি এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন সেগুলির উল্লেখ করেন। এগুলির মধ্যে IFLA, ASLIB, School Library Association, (England) The Librarian Congress (USA), পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী—শ্রী জ্ঞান সিং সোহনপাল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রী ডি, সি, সরকার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীরমা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীপ্রবীর চন্দ্র বসু বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ সভাপতি, স্বাগত ভাষণ পড়ে শোনান। (অন্যত্র মুদ্রিত)

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস তাঁর অভিভাষণ পাঠ করেন। (অন্যত্র মুদ্রিত)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন - "আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এমন একটি জায়গায় এর অনুষ্ঠান হচ্ছে তার সঙ্গে আমার ভাবাবেগের যোগ আছে।"

রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করে তিনি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি আরও বলেন যে প্রাণীর উৎকর্ষের প্রমাণ তার স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষে—সমগ্র মানবজাতির স্মৃতি রক্ষা করছে গ্রন্থাগার। শিক্ষার বর্তমান দুরবস্থা অপনয়নে পাঠাগারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিকট 'প্রকাশিত বাংলা বইয়ের নিয়মিত তালিকা' প্রকাশ করার বিষয়ে অনুরোধ করেন।

ঝাড়গ্রাম বি টি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত, রাজ্যপাল ও সমবেত অতিথিবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন। সন্ধ্যা ৭টা।

সভাপতি : শ্রীকণিভূষণ রায়

পরিষদের কর্মসচিব শ্রীচঞ্চল কুমার সেন তাঁর বিবৃতিতে সমগ্র ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেন। (অন্যত্র মুদ্রিত)

সভাপতি শ্রীকণিভূষণ রায়—কর্মীসমস্যা ও আর্থিক সমস্যার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে আলোচনার সূত্রপাত করেন এবং বিস্তারিত আলোচনার আহ্বান জানান।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী বলেন—সম্পাদকের বিবৃতিটি দেরীতে হস্তগত হওয়ায় জন্য তাৎক্ষণিক আলোচনার অসুবিধার কথা উল্লেখ করেন এবং পরে বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তাব দেন। সে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৩ ৪ ৭৫ । সকাল ৮টা ।

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন

আলোচ্য বিষয় : গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

সভাপতি : দিবাকর দাস মহাশয়

শ্রীকণিভূষণ রায় তার গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা (পৃঃ ২৫১-৫৮) নামক নিবন্ধ আলোচনার জন্য পেশ করার সময় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর বিশদ ব্যাখ্যা করেন।

পুরানো যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল গুরুগৃহে এবং গুরুমুখী বিদ্যায়, সামাজিক কারণে সে ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়। জ্ঞানের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এক গুরু বা একাধিক গুরুর পক্ষেও তাল রাখা সম্ভব হয় নি। আমাদের দেশে শ্রুতির মাধ্যমে (কথা, হরিসভা, পাঠ প্রভৃতি) জ্ঞান সঞ্চারণ অব্যাহত রয়েছে। জ্ঞানের পরিধিই পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার সূচনা করেছে।

শিক্ষকের ভূমিকা বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব শিক্ষার্থীদের বইয়ের প্রতি সহজাত আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা। শিক্ষক ও গ্রন্থ একে অপরের পরিপূরক। শিক্ষক মহাশয়ের পাঠস্পৃহা বাড়ানোর অবহেলা শিক্ষার মূল নাড়িয়ে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থাগারের উপহাসিত সংস্করণ ভিন্ন অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায় না। অথচ গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। ভারতবর্ষে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচেষ্টা বর্তমান হারে চলতে থাকলে ১১০ বছর লাগবে সমাধান করতে। একারণে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রয়োজন।

স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থা ন্যক্কারজনক। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা লোপ পেয়েছে। ছাত্রদের প্রতি শিক্ষাদানের প্রচেষ্টা পীড়নমান। নোট বই এবং কোচিং ক্লাসের কুটির শিল্প দেশ ছেয়ে গেছে; ছাত্ররা গণটোকাটুকির পদ্ধতিতে আরো একধাপ এগিয়ে গেছে।

এর সমাধান সম্পর্কে—শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য জীবনকেন্দ্রিক হওয়া উচিত, গ্রন্থাগার তার সহায়ক শক্তি। গ্রন্থাগার ব্যবহারে সদিচ্ছার জন্য শিক্ষাকে আবশ্যিকভাবে গ্রন্থাগার-ভিত্তিক করতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষক গ্রন্থাগারিকের যৌথ কার্যক্রমই এই ব্যবস্থা কার্যে করতে সক্ষম হবে।

শ্রীঅজল প্রসাদ সিংহ- জ্ঞান এত দ্রুত পরিবর্তনশীল যে কোন শিক্ষার্থী তাঁর শিক্ষা শেষ করে দেখেন যে তাঁর শিক্ষা পুরাণো হয়ে গেছে। শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান ক্রমবর্ধিষ্ণু এবং নির্দিষ্ট বিষয়ও ক্রমবর্ধিষ্ণু, এই বোধ জাগানো দরকার। ঐ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে গেলে আবার গ্রন্থ সম্বন্ধে জানা দরকার।

২৪৭ পৃঃ ৭নং স্তম্ভটি তারও বিশদ হওয়া উচিত ছিল।

প্রতিটি শিক্ষক এবং শিক্ষাবিদকে অনুরোধ করা উচিত যে শিক্ষণীয় কোন কোন অংশ গ্রন্থাগারের সংগে যোগ করে দিলে গ্রন্থাগার অপরিহার্য হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে পাঠসূচীকে এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যে ছাত্ররা অধিকমাত্রায় গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কারও এই সংগে করতে হবে।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : এই সূচিন্তিত প্রবন্ধের জন্য কণিকাবাবুকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে এই বিষয়ের সাফল্য শিক্ষণ পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষণ পদ্ধতির পরিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষকদের সংগে একত্র আলোচনা করার প্রয়োজন—এই বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উদ্যোগী হতে হবে। এই বিষয় কার্যকরী করায় শিক্ষকদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিই পরিশ্রম সাপেক্ষ।

ডিমোনা ডিগ্রীকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কুফল সর্বত্র পরিদৃশ্যমান। এতে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষা জীবনের সংগে যুক্ত হবে; এবং vocation oriented হবে।

Informal education এর উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন কারণ দেশে ৭০% নিরক্ষর—এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আছে—সাধারণ গ্রন্থাগার এধরনের শিক্ষার অংশ গ্রহণ করতে পারে।

সাধারণ গ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার পরস্পরের পরিপূরক। Textbook এর বেড়াজালে আবদ্ধ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বাইরের প্রতিষ্ঠান সাধারণ গ্রন্থাগার; গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই সংস্থাগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। শিশুগ্রন্থাগার ও পাঠস্পৃহা দুইই বাড়ানো দরকার।

অশোক ভট্টাচার্য—৬ এবং ৭ নং সম্পর্কে বলেন "অবসর বিনোদনের পদ্ধতি" শিক্ষার অঙ্গ। গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

৭ নং সূত্র সম্পর্কে তিনি বলেন 'শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন' এর পরিবর্তে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন বলা উচিত।

Project পদ্ধতি চালু থাকলেও আরও ব্যাপকভাবে চালু করা উচিত।

ডঃ নিরঞ্জন গুপ্ত—৬'×৫' ফুট জায়গা বিশিষ্ট যে গ্রন্থাগারকে 'উপহাসিত সংস্করণ' বলা হচ্ছে সেটি অনেকক্ষেত্রে "প্রশংসনীয় সংস্করণ" হিসাবে দেখা দেয়। বিশেষ করে যেখানে গ্রন্থাগার নেই বা গ্রন্থাগারের সুযোগ সীমিত।

শিক্ষকমশায়রা syllabus শেষ করতে পারেন না—এ অবস্থা সত্ত্বেও বলা বলা যায় Textbook এর বাইরের বইয়ের জগত সম্পর্কে চিন্তাকর্ষকভাবে আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব। শিক্ষাপদ্ধতির বিবর্তন—কথাগুলি ভাল কিন্তু শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষাক্রম এমনই যে বাস্তবে এগুলি সম্ভব নয়।

উমা গঙ্গোপাধ্যায় : সূত্র ৮—গ্রন্থাগার সম্পর্কে সম্যক অবহিতির জন্য শিক্ষকদের সচেতন হওয়া দরকার। স্কুল গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক রূপ হচ্ছে তালাবন্ধ ঘরে specimeen copy র স্তূপ। স্কুল লাইব্রেরী কি নেওয়া হয় অথচ শুধু অনুদান নেওয়ার জন্য ছাড়া বাস্তব অস্তিত্ব নেই। শিক্ষকরা ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহার সম্পর্কে উৎসুক নন বাস্তবক্ষেত্রে এইটেই অভিজ্ঞতা।

শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রম (B-Ed.) এর ভিতর গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কোর্স চালু করা দরকার।

সুবীরলাল বসু—সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিতে পাঠ্যপুস্তক রাখার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন কারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে থেকে অনেকে পরীক্ষা দেন। এজন্য জেলা বা গ্রামীন গ্রন্থাগারের স্তরে Textbook এর সংগ্রহ গড়ে তোলা দরকার।

রামকৃষ্ণ সাহা—গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন 'পদ্ধতি নির্ণয়'। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার পাশাপাশি গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাংগঠনিক দিক থেকে রূপ নির্ণয় আবশ্যক।

শিক্ষাক্ষেত্রে "জ্ঞান আহরণ পদ্ধতি" না শেখানোর ফলে মূখস্থ-বিদ্যের সৃষ্টি হচ্ছে এবং হবে। আবার এই পদ্ধতির সার্থকতা নির্ভর করে পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের উপর। এ অবস্থায় অবদান করতে গেলে প্রথমে পূর্ণরূপে স্কুল গ্রন্থাগার প্রয়োজন কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে ১৯৬২ সাল থেকে স্কুলে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ বন্ধ এমত সরকারী নির্দেশ রয়েছে। শুধু তাই নয় বেশীর ভাগ স্কুলে বিল্ডিং পর্যন্ত নেই, বইও নেই। এক্ষেত্রে পরিষদের কার্যক্রম স্থির করা প্রয়োজন।

সাধারণত : অভিভাবকেরা ছাত্রদের 'পড়ার বইয়ের' বাইরের বই পড়তে আপত্তি করেন এ বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতন করে তুলতে হবে। স্কুল গ্রন্থাগারের পরিপূরক হিসাবে সাধারণ গ্রন্থাগার সুনির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ অবশ্যই শিক্ষার স্তরভেদ অনুসারে বিভিন্ন হবে। স্কুলের ক্ষেত্রে যেমন হবে কলেজের ক্ষেত্রে হবে অন্য রকম আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে তার রূপ ভিন্নতর।

প্রদীপ চৌধুরী—১নং সূত্র স্পষ্ট নয়। 'শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ করে তুলবেন' এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা দরকার।

আলোচ্য বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ একারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যেন এখান থেকে না নেওয়া হয়। ছাত্র-শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ এবং গ্রন্থাগারিকদের যৌথ আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—শিক্ষার চারটি পদ্ধতির মধ্যে দর্শন, শ্রুতি ও পাঠ ছাড়াও অপর একটি পদ্ধতি, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অভিজ্ঞতার বা জ্ঞানের সঞ্চার যাকে সাধারণ কথায় 'ঠেকে শেখা' উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার মূখ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার অভিমত 'জীবনধারণের উপযোগী শিক্ষার সংগে 'আত্মিক শিক্ষার' বিকাশ ঘটাতে হবে।

গ্রন্থাগারচর্চা করার ব্যাপারে শিক্ষকদের উৎসাহ কম, যদিও স্কুল কলেজই গ্রন্থাগারচর্চা করার ক্ষেত্র। বহু ছাত্রের গ্রন্থভীতি আছে—একারণে সর্বক্ষেত্রেই এক ওষুধের প্রয়োগ সার্থক হবে না। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা দরকার। তবে শিক্ষকদের উপর সবকিছু নির্ভর করছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের ভূমিকার মধ্যে 'সাক্ষরতা অভিযান', শ্রবণেন্দ্রিয় শিক্ষা (Audiovisual)—প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। স্থানীয় অবস্থা পর্যালোচনা করে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়: শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে বাস্তবের কোন যোগ নেই। গ্রন্থাগার কর্মীদের পক্ষ থেকে শিক্ষা সংকটে কি কর্তব্য সেটা বিবেচনা করা উচিত। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা সর্বাধিক। বাস্তবে গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা এবং সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। কারণ গ্রন্থাগারিকের বেতন শিক্ষকদের সমতুল নয়। শিক্ষায় নিরবিচ্ছিন্নতা সর্বস্তরেই সম্ভব এবং এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

সন্তোষ কুমার বলাক: শিক্ষক-গ্রন্থাগারিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার সূত্র থাকলেও গ্রন্থাগারিক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার অনুপস্থিতি। গ্রন্থাগারিক ছাত্রদের কাছে গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বলবেন এবং তার মাধ্যমে ছাত্ররা গ্রন্থাগার সম্পর্কে পরিচিত হবেন—যাতে করে তারা গ্রন্থাগার সম্পর্কে সংকোচ ইত্যাদি কাটিয়ে উঠতে পারে। গ্রন্থাগারিক এবং ছাত্রদের মধ্যে ব্যবধান না রেখে ছাত্রদের গ্রন্থাগার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করানোর চেষ্টা করা দরকার।

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়: নিবন্ধটির শিরোনাম হওয়া উচিত 'জীবনকেন্দ্রিক গ্রন্থাগারমুখী শিক্ষাব্যবস্থা'। শিক্ষা ব্যবস্থার অর্থ Formal ও Informal শিক্ষাব্যবস্থার অংশকেই বোঝায়। সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের ভূমিকা শিক্ষকের এবং গ্রন্থাগারিকের।

এই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে গেলে syllabus এর পরিবর্তন প্রয়োজন; শিক্ষকদের সাথে seminar করা প্রয়োজন এবং ছাত্রদের সাথে আলোচনা করা প্রয়োজন।

দিবাকর দাস মহান্ত: সভাপতির অভিভাষণ

আলোচনাচক্রের আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে উপস্থিত থাকতে বলেছেন ও আপনাদের মতামত জানবার যে সুযোগ দিয়েছেন এজন্য সাধুবাদ জানাই।

শ্রীরায় শিক্ষা সংকট সম্পর্কে চিন্তাশীল চিত্র তুলে ধরেছেন। শিক্ষার সংকটকাল বহু সময়ে আসে চিন্তা হয়। এক্ষেত্রে সমাধান সম্পর্কিত চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। এই ধরনের সমাধান বাস্তব ও যুক্তিসঙ্গত কিনা বিষয়ে এ সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে।

শিক্ষার ধারা একসময় গুরুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে তার উত্তরণ ঘটে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়—এখানেও সংকট দেখা দিয়েছে। সমাধান হিসাবে বিষয়কেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় (যা কিনা গ্রন্থাগারকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার নামে বলার প্রচেষ্টা হয়েছে) ফিরে যাওয়া যুক্তিসংগত হবে কিনা ভেবে দেখা দরকার।

কবিবাবুর বক্তব্যের পরে মঙ্গলবাবু, সৌরীনবাবু, শশাঙ্ক বাবুর বক্তব্যে প্রবন্ধে যেগুলি সুপ্ত ছিল সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। এর দ্বারা বাস্তব অবস্থায় বিবেচনায় তাঁরা হয়তো বলতে চেয়েছেন যে বর্তমান অবস্থার সুরাহা না করে অন্য চিন্তা করা উচিত নয়। আদর্শের দিকে লক্ষ্য না রেখে গ্রন্থাগারের অবস্থা কি গ্রন্থাগারিকের—অবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা হয়েছে।

সব আলোচনাই বিষয় বা জ্ঞানকেন্দ্রিক। কিন্তু এখন অনেক শিক্ষাবিদ জ্ঞান কেন্দ্রিক (Bookish type, Academic type) শিক্ষা বাতিল করতে হবে বলে মনে করছেন—অর্থাৎ এক্ষেত্রে আদর্শের দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী দ্বন্দ্ব প্রতিপক্ষ মনোভাব ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে।

আজকের চিন্তা জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা—শিক্ষকের জীবন, শিক্ষার্থীর জীবন ও সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে। পাঠশালা বা পাঠক্রম অর্থাৎ শুধু পড়া-শোনা ভিত্তিক না হয়ে দেখে শুনে এবং কাজে করে শেখা। এজন্য

সংস্থাগুলির রূপান্তর ঘটবে 'শিক্ষা মন্দির' এ পাঠক্রম পরিবর্তিত হবে "শিক্ষাক্রম"-এ।

এখন শিক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে আসা উচিত 'জাতির জীবন'। প্রবন্ধে 'ব্যক্তির বিকাশ' সম্পর্কে বলা হয়েছে কিন্তু সে ধারণার পরিবর্তন ঘটিয়ে আজ 'দেশের উন্নয়ন, জাতীয় উন্নয়ন' প্রভৃতি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কোঠারী কমিশনের শিরোনামে জাতীয় উন্নতিকে শিক্ষার অংশীভূত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের ব্যক্তি শিক্ষা বাদ দিয়ে জাতির প্রশ্ন—যার অর্থ জাতীয় উন্নয়নে ব্যক্তির অংশ-গ্রহণ এর শিক্ষার প্রবর্তনে শিক্ষার্থী-শিক্ষক যাবতীয় ব্যক্তিসত্ত্ব সব মিটে যাবে—জাতীর স্বার্থে।

দেশের সংবিধান ও উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য আজও অজ্ঞাত। জাতীয় উন্নয়নের শিক্ষাক্রমে গ্রন্থাগার নিশ্চয়ই থাকবে তবে কেন্দ্র হিসাবে নয় অংশীদার হিসাবে, সহায়ক হিসাবে, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সবাই জাতীয় উন্নয়নে অংশীদার হিসাবে। বর্তমান শিক্ষার লক্ষ্য এটাই।

সমাজের প্রতিটি মানুষ আজ শিক্ষা লাভ করছেন আবার শিক্ষা দানও করেছেন—চাষী, মজদুর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে শিক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। আজ জ্ঞানের উপর জোর না দিয়ে 'শেখা'র উপর 'শেখার পদ্ধতির' উপর জোর দিতে হবে। শারীর শিক্ষা, কর্ম-শিক্ষা, সামাজিক সেবা প্রভৃতি শিক্ষার অংগ হিসাবে নেওয়া হয়েছে। যতদূর পড়ে আসা হয়েছে সেটা পর্য্যন্ত—এর পরেও অনেক আছে এ বোধ জাগাতে হবে।

Syllabus, Curriculum প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সমস্যার সমাধান, জ্ঞানের প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় যদি বিচারে আনা যায় তবে মানুষ Adaptation এর পরিবর্তে Creation এর কাজে কেমন দেখা যাবে।

এই উদ্দেশ্যকে সার্থক করতে হবে। গ্রন্থাগারিককেও জাতীয় উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

করুণাকেতন সেন- কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য শ্রীকরুণা কেতন সেন বলেন দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার এগিয়ে আসার আগে জনগণ এগিয়ে এসেছে। আজ এ বিষয়ে মূল্যায়ন হওয়া দরকার যে অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু মূল্যায়ন করতে গিয়ে উপযুক্ত মানসম্পন্ন পরিসংখ্যানের অভাবে সে কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কলকাতা শহরে যে গ্রন্থসম্পদ আছে ভারতের অন্য কোনও শহরে তা নেই। কলকাতা বাদ দিয়ে মফস্বলে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ৩১০০। এর মধ্যে ৬১/৬২ টা গ্রন্থাগারে ৫ হাজারের বেশী বই আছে।

গ্রন্থাগার খাতে ব্যয়ের হিসাব আছে কিন্তু টাকার অঙ্কে নয়। গ্রন্থের সংখ্যায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

প্রত্যেক গ্রামে গ্রন্থাগার, বিনা শুল্কে বই পড়তে পারার সুযোগ সোভিয়েট রাশিয়ায়, ইংলণ্ডে হয়েছে; কিন্তু আমাদের দেশে কবে এ ব্যবস্থা চালু হবে জানা নেই। তবে এ আদর্শে পৌঁছতে হবে।

সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠ্য পুস্তক রাখায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারের ভূমিকা পালন করতে পারবে না। এজন্য প্রথম কাজ হবে স্কুল, কলেজের গ্রন্থাগারগুলিকে সমৃদ্ধ করা। আঞ্চলিক পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার দরকার।

নব্য শিক্ষিত, মধ্যম শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ও গ্রন্থাগার কাজ করবে। দুর্বল গ্রন্থাগারগুলিকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে একীকরণের প্রস্তাব পরিষদ দিতে পারেন। পরিষদ পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে 'নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থের তালিকা' প্রকাশ করলে ভাল হয়।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষার ব্যবস্থা পরিষদের করা উচিত।

গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনায় অর্ধ শিক্ষিত বা নব্য শিক্ষিতদের জন্য ক্রমান্বয়ী স্তর অনুযায়ী বই প্রকাশ; সরকার ও পরিষদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় সেগুলির বিক্রয় সুনিশ্চিত করা যায় কিনা চিন্তা করা দরকার।

মিউনিসিপ্যালিটি, অঞ্চল পরিষদ—Local Body থেকে টাকা পাওয়া যায় না। কলকাতা কর্পোরেশন কিছু কিছু

সাহায্য করতেন—এখন আর কোন সাহায্য করেন না। কলকাতা শহরে প্রত্যেক Wardএ একটি করে গ্রন্থাগার হওয়া উচিত।

অজয় ঘোষ—সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণকে এবং আলোচনায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন এবং সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও বলেন যে শ্রী সেন যে বক্তব্য রেখেছেন তার অনেক কটি বিষয় সম্পর্কেই পরিষদ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে এবং নানাবিধ আন্দোলন গড়ে তুলেছে।

১৩ ৪, ৭৪ বেলা ২-৩০ মিঃ

তৃতীয় কার্যকরী অধিবেশন

আলোচ্য বিষয়—**নতুন শিক্ষাক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ**

সভাপতি—নিবাকরদাস মহান্ত

প্রথম প্রবন্ধ—শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী

১৯৭৪ সালে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। ১০+২+৩=১৫ বছরের শিক্ষাক্রমের ১০ বছর স্কুল আর দুই বছর স্কুল বা কলেজ, পরবর্তী স্তর কলেজে এইভাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম পরিচালিত হবে।

কোঠারি কমিশনের সুপারিশ অনুসারে শিক্ষাকে তিন ধারায় ভাগ করা হয়েছে (১) সাধারণ (২) প্রফেশনাল (৩) ভোকেশনাল। কোর্সগুলির বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে একটি ধারা থেকে অপর একটি ধারায় স্বাভাবিক ভাবে পরিবর্তিত হওয়ার ব্যবস্থা আছে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম লক্ষ্য বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার বাহিনী সৃষ্টি করা। এর পাঠক্রম তাত্ত্বিক বিষয় ও ব্যবহারিক দুটি দিকই বর্তমান। এটি মূলতঃ প্রফেশনাল কোর্স।

এদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে; এবং বিষয়টির পরিমাণ এত বেড়ে গেছে যে একটা স্তরে সেই শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে তিনটি স্তর বর্তমান। কিন্তু তিনটি স্তরের মধ্যে কোন সংযোগ নেই। এই রাজ্যের শিক্ষণগুলির মধ্যের সংযোগহীনতায় সার্টিফিকেট স্তরের বহু শিক্ষা গ্র্যাজুয়েট স্তরের শিক্ষায় পুনরাবির্ভাব ঘটছে। এই অবস্থা দূরীকরণ করতে গেলে বিষয় বস্তুকে সমানভাবে বিন্যাসন করতে হবে।

বর্তমান ব্যবস্থায় একজন গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের স্বাভাবিকভাবে বি লিব এস সি পড়তে লাগে ১৫ বছর, একজন এম এ/এম এসসি ছাত্রের লাগে ১৭ বছর। কিন্তু এম লিব এস সি হতে প্রথম গ্রুপের ছাত্রের লাগে ১৭ বছর এবং দ্বিতীয় গ্রুপের লাগবে ১৯ বছর। কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় একজন ছাত্রের বি. লিব. এসসি হতে লাগবে ১৫ বছর (১০+২+৩) এবং এম. লিব. এসসি হতে লাগবে ১৭ বছর (১০+২+৩+২)

তবে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

(১) এই শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে যদি না এই শিক্ষার সঙ্গে কর্ম সৃষ্টির পরিমাণ বাড়ানো না যায়।

(২) এই শিক্ষা যে কলেজে দেওয়া হবে সেখানে গ্রন্থাগার কেন্দ্রিক ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে।

(৩) সামগ্রিক চিন্তা ও শিক্ষা এবং তার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক (প্রতি দশ ছাত্র পিছু একজন শিক্ষক) চাই।

(৪) স্তরগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

(৫) স্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীদীপক রায়। (প্রবন্ধ অন্যত্র মুদ্রিত)

পরিবর্তিত নূতন শিক্ষাক্রমকে ৪টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। যথা মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, উপস্নাতক (Honours) এবং স্নাতকোত্তর। মাধ্যমিক স্তরে ১০০ নম্বর থাকবে, (তার মধ্যে ৪০ তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ৪০)। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ২০০ (তাত্ত্বিক ১০০+ব্যবহারিক ১০০), এগুলি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য হবে। অনার্স কোর্সে ৬০০ নম্বরের মধ্যে ৪০০ তাত্ত্বিক ২০০ ব্যবহারিক। স্নাতকোত্তর স্তরের ক্ষেত্রে ৪০০ নম্বর।

সমস্ত স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তৃতীয় প্রবন্ধের লেখক শ্রীপ্রদীপ চৌধুরী (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরীর বক্তব্যকে নীতিগত ভাবে সমর্থন করে প্রস্তাব করেন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নতুন পাঠক্রম ১২ বছর (১০+২) এর পরে) বছর সার্টিফিকেট কোর্স+২ বছরের বি লিব এস সি কোর্স—বয়সের হিসাবে ১৮ বছর। পরে দুই বছরের মাষ্টার্স ডিগ্রী কোর্স।

চতুর্থ প্রবন্ধ : শ্রীরমেশ চন্দ্র সাহা ; (কেন্দ্রীয় খাদ্য করপোরেশনের গ্রন্থাগার) বলেন বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পুঁথি ঘেষা বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তিনি প্রস্তাব করেন যে মাধ্যমিক স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হোক। মাধ্যমিক স্তরের পরবর্তী ধাপ হিসাবে স্নাতক পর্যায়ের পাস ও অনার্স দু রকম ব্যবস্থার পক্ষপাতী। অনার্স পর্যায়ে ৮টি পেপার থাকবে। পাস পর্যায়ে থাকবে ২০০ নম্বর তাত্ত্বিক আর ১০০ ব্যবহারিক। অর্থাৎ মোট ৩০০ নম্বর। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সায়েন্স ফ্যাকালটিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানানো হোক। (প্রবন্ধ অন্যত্র মুদ্রিত)

মঙ্গল প্রসাদ সিংহ : প্রবীর বাবুর প্রবন্ধে প্রফেশনাল-এর স্নাতকস্তরে ৩ বছরের কোর্সে কি পড়ান হবে তা বলা নেই অথচ তিনি সেই স্তরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা General এ নিতে চাইছেন, যদিও ২ বছরের পূর্ববর্তী স্তরে প্রফেশনা-লেই রেখেছিলেন।

দীপকবাবু মাধ্যমিক স্তরে এবং ইন্টারমিডিয়েট স্তরে এ্যাডিশনাল হিসাবে প্রবর্তন করার কথা বলেছেন। কিন্তু কেন ?

প্রদীপবাবু এক বছরের সার্টিফিকেট কোর্সের কথা বলেছেন কেন তার কোন কারণ দর্শান নি।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : কয়েকটি বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা চান। বর্তমানে 'জলার লাইব্রেরীয়ান' এর হাওয়া তোলা হচ্ছে সে বিষয়ে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা দরকার। সমস্যা অনেক যেমন বইয়ের সমস্যা, বাংলা বই নেই ডিটেই সিডিউল প্রভৃতি। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং রহড়া যে সার্টিফিকেট স্তরে শিক্ষণ দিচ্ছেন এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হলে তার পরিণতি কি হবে। প্রবীরবাবুর প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মান নির্দ্ধারণের জন্য একটি কথার কথা বলেছেন—কিন্তু সেটি কিভাবে হবে। ঐ একই প্রবন্ধে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণের পাঠক্রম ঢেলে সাজানোর কথা বলেছেন কিন্তু কে ঢেলে সাজাবে ? এছাড়াও এব্যাপারে Tutorial Home জাতীয়—অনেক ত্রুটির শিক্ষ গড়ে উঠবে আশংকা থেকে যাচ্ছে।

অমলাংশু সেনগুপ্ত : রহড়া বা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত সার্টিফিকেট কোর্সের কি হবে ? কোন প্রতিষ্ঠান এদের কোর্স চালাবার দায়িত্বে থাকবেন। তবে এ বিষয়ে শিক্ষণের কাজে বহু শিক্ষক লাগবে। পাঠ্যসূচী সম্পর্কে আশঙ্কা আছে।

সত্যব্রত সেন : প্রবীরবাবুর প্রবন্ধকে সমর্থন করে বলেন আশঙ্কার কোন কারণ নেই। নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হলে সকলের লাভ।

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় : প্রবন্ধটি সমর্থন করে বলেন পাঠক্রমের পরিবর্তন দরকার। বিষয়ের বিস্তৃতি অনুযায়ী শিক্ষণের সময় বাড়ে নি—৭ বছর ধরে পড়ানোর বিষয়ের অভাব হবে না।

কণিষ্কভূষণ রায় : শিক্ষণটি General বা প্রফেশনাল-এর যে কোন একটায় অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু দেখতে হবে Professional কোর্সে অনার্স-এর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি না। প্রবীরবাবুর প্রস্তাবগুলিকে সমর্থন করে বলেন—কর্মসূচী, গ্রন্থাগার স্থাপনের উপর নির্ভরশীল ; কিন্তু যদি নতুন গ্রন্থাগার সৃষ্টি এবং উন্নয়ন করা না হয় তবে বিপদ আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বা রহড়ার কোর্স কোথায় চালানো হবে এটা কোন কথা নয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান দ্রুত পরিবর্তনশীল সুতরাং পড়ানোর বিষয়ের অভাব ঘটার কথা নয়।

বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ছাত্র-ভর্তির ব্যাপারে উপযুক্ত স্ক্রিনিং করা দরকার।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রফেশনাল -এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার।

ডঃ নিরঞ্জন গুহ : প্রফেশনাল বলতে নিজের আয়ের ব্যবস্থা যিনি করতে পারেন তাকেই বলা হয়। গ্রন্থাগারিকরা self-employment এর মাধ্যমে (যেমন ব্রোকার, উকিল)

জীবিকা নির্বাহ করতে পারবেন কি ? সুতরাং এটা General এর আওতাধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়।

অসীম কুমার বসু : গ্রন্থাগারে এখন subject specialisation এর প্রয়োজন হচ্ছে। এছাড়াও operational Research. Documentation প্রভৃতির প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। তবে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া ভাল।

দিবাকর ঘোষ মহাশয় : ১০+২+৩+২ পাঠক্রমের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলেন প্রথম দশ বছরে ভারতের অধিবাসীদের প্রাথমিক ভাবে নাগরিক করা ; উৎপাদন, বন্টন ও ভোগ এই তিনটি বিষয়ের প্রাথমিক কর্মী করা। তাই এই দশ বছরের কর্মশিক্ষাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। পরের ২ বছরে বহুসংখ্যক শুধু প্রাথমিক sector এ নয়, Secondary Sector এর কর্মী হয়ে উঠবেন ; এদের কিছু অংশ Tertiary Sector বা সেবা মূলক স্তরে চলে যাবেন এই স্তরে তাদের নিপুণ কর্মী হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

প্রবীর রায় চৌধুরী : মাধ্যমিক স্তরে গ্রন্থাগার কি এবং কেন এ সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরী হবে। মাধ্যমিক স্তরে প্রকেশনাল বিভাগের আওতাধীন থাকবে। Subject specialisation সম্পর্কে বলা যায় আর্টস বা সায়েন্সের যে একটি ছুটো বিষয় এর সাথে থাকবে। স্কুলার গ্রন্থাগারিক এই specialisation এর সুযোগ সম্ভব কিনা ভেবে দেখা প্রয়োজন। মান নির্ধারণের বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দায়িত্বে থাকতে পারে। রহড়া বা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ২ বছরের কোর্সের এক ধরণের বিশেষ সংস্থা হতে পারে। Employment potential সম্পর্কে চিন্তা করবার বিষয় আছে ; প্রফেশনাল কোর্সে এগ্রিকালচার রাখা হয়েছে সেখানে সর্বক্ষেত্রে Self-Employment এর সুযোগ নেই ; তবুও বলা যায় বিদেশে Indexing এবং Abstracting Service এর কাজ প্রভৃতি নিয়ে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করেন ; এদেশেও যে সে সম্ভাবনা নেই তা বলা যায় না।

দিবাকর ঘোষ মহাশয় : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে আপনারা যে চিন্তা করেছেন তা খুবই প্রয়োজনীয়। আমরা ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে প্রোফেশনাল বিষয় হিসাবে রেখেছি। আজকের দিনে সাধারণ ও বৃত্তিগত শিক্ষার মধ্যে সীমারেখা অসুবিধাজনক : প্রত্যেক শিক্ষা ব্যবস্থা General cum Vocational বিষয়টি নামকরণের ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য একে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান (Library Science) বলব না গ্রন্থাগার শিক্ষণ (Library education) বলব। এ বিষয় ভেবে দেখা দরকার।

প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে flexibility রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটা stream থেকে অপর একটি stream এ চলে যাওয়ার ব্যবস্থা আগে ছিল না কিন্তু এখন থাকবে। শুধু তাই নয় কেউ কলাফলের ক্ষেত্রে 'C' Grade পেলে পরে Grade up করা চলবে।

আপনারা যদি আমাদের সাহায্য করেন সিলেবাস প্রণয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাহলে কাজটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

সভাপতি পরিষদের সহ-সভাপতি প্রমীল চন্দ্র বসু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

Students to be taught also how to collect information for their own interest. The role of a teacher is to turn the education into life centred & Library oriented is vital.

The combined effort of teachers a Librarians is only the guarantee for a good function. Library oriented education to be implemented as early as possible.

Library Science education in changed educational System by **Prabir Roy Chowdhury** Vol. 24, 11-12, Feb.-April, 1975. 209 p.

Structure of new educational system as introduced in W. Bengal described. Training pattern in Library Science education also to be changed. Defects of existing Library Science education are critically described.

Proposes introduction of Libray Science training with proposed Intermediate, Graduate and Post Graduate level. The structure would be 2 years Intermediate)+3 years (Graduate, Honours)+2 years (Pos Graduate). Honours Course should be taken as minimum precondition for admission in Post Graduate course. Present Certificate course conducted by B. L. A & Rahara R. K. Mission to be continued for SF/HS students.

One organisation like UGC is to be entrusted tostandardise the Library Science Courses, the whole course to be reoriented. Proper Safeguard to unemployment will be taken, otherwise the whole structure will be jeopardised.

Library Science education in changed educational system by **Dipak Kumar Roy**, Vol. 24, 11-12, Feb -April, 1975 271 p.

Emphasised the importance of Library Science Education in the changed edcational set up. Advocated the inclusion of Library Since education in every stage will be taught under Science Faculty. This will enhance the prestiege of Library profession.

Library Science education in changed educational system by **Ramesh Chandra Saha**. Vol. 24, 11-12. Feb.-April, 1975. 273 p.

Library Science training may be felt important if it is to be taught under science faculty. This training may be include in persent 4 tier general/vocational course. In Secondary Education 100 marks, Intermediate level 200 marks as additional subjects recommended. In Graduate level 600 marks (400 theoretical & 200 practical) to be introduced.

[২৬৯ পৃষ্ঠার পর]

সম্মেলন সমীক্ষা (সম্পাদকীয়)

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের বেতনক্রম ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও এই শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনক্রম আজিও ঘোষিত হয়নি। যদিও সম্মেলনে এদের দাবীদাওয়ার উপর প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তাহলেও আমরা মনে করি অনুরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করেই এই সব সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ঐ সব প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করতে হবে। আর তা করতে হোলে অনতিবিলম্বে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় আমরা দেখতে পাচ্ছিনা।

English Abstracts

Twentieth Century Library Movement in Bengal and role of Bengalees by **Pramil Chandra Bose.** Vol. 24. 10 ; Jan-Feb, 1975. 215p.

—Development of public libraries in the 1st decade of this century was carried out with the initiative of Lord Curzon, the then Governor General. Imperial Library was made open to the public in 1908 at his regime.

At the beginning of the present century, terrorists started sweeping all over the country, organisers of this movement also established several libraries with the objective of mental and political upliftment of the cadres. 54 new libraries were established during 1905.

University education was also reorganised. Library and Laboratory was established to carry out research. Rules for having a library compulsorily for any high school were also passed.

A Brief outline of integrated library service in West Bengal during Fifth Five Year Plan by **Phanibhusan Roy and Prabir Roychowdhury.** Vol. 24, 10 ; Jan-Feb, 1975. 219p.

—Discusses following points : definition of public library ; role of public library in social-economic development of a country ; role of public library in developing country with special reference to West Bengal ; lack of public library system in true sense in West Bengal ; existing conditions for development and expansion of public library system in West Bengal under following points ; Criteria for establishment of new libraries—new expansion of library service—administrative and organisational defects of library system—need for adequate staff need for adequate financial provisions ; library development scheme for greater Calcutta, employment possibilities under this Scheme ; Urgent need for execution of this Scheme.

21st All India Library Conference, Bhuba, nesrar 13-16th January, 1975—a reportage by **Ramkrishna Saha** Vol. 24, 10, Jan-Feb, 1975 243p.

—Discussed about the activities of the Utkal Library Association. The Conference was inaugerated by the Governor of Orissa. The Vice Chancellor of OUAT deplored about the present condition of libraries. D. R. Kalia, President of ILA stated about the drawbacks, of library movement. H. K. Mahatab, concentrated his speech on pitiable plight of Orissa libraries. Technical papers were placed by Basiruddin, Surendra Mohan, Subba Rao, & Asoke Basu et al.

Library oriented education by **Phanibhusan Roy,** Vol. 24, 11-12 ; Feb-April, 1975, 253p.

—Role of students, teachers and books was discussed separately. In dissemination of knowdedge a teacher should make himself as a subordinate to books Books are the primary storehouse of knowledge where everybody is indebted. In education, teachers and books have complimentary function, but difference is there. For social development and for uniform development of each and every sector library is essential.

ছোটদের কয়েকটি মনোলোভা বই

সুকুমার রায়ের

আবোল তাবোল

নতুন পরিবেশে। সুকুমার রায়ের মূল ছবি ছাড়াও অনেক ছবি এঁকেছেন শিল্পী শ্রীপূর্ণ রায়। দু-রঙে ছাপা। [৩·০০]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ভূতপুরাণ

মানুষের পুরাণ আছে অনেক। ভূতেদের পুরাণ লিখলেন তারাশঙ্কর, ছবিও এঁকেছেন তিনি। ছোটদের কত কাছের মানুষ খুড়ি ভূত, ওঁর পরিচিত ঐ ভূতগুলি। ভারি সরস লেখা। [৪·০০]

শ্রীত্রিভঙ্গ রায়ের

রাঙাদির রূপকথা

রূপকথার চিরন্তন রসের প্লাবন ঘটেছে এই বই এর প্রতি পৃষ্ঠায়। লেখকেরই আঁকা বহু রঙমাতান ছবি। [৫·০০]

নাট্যকার বাদল সরকারের

ছবির খেলা

ছবিতে ধাঁধা, বুদ্ধির খেলা, জ্ঞান বাড়াবার সরস উপায়। বাঙলায় একমাত্র বই। [২·০০]

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের

এক যে ছিল শিয়াল

বৈঠকী চঙে এক শেয়ালের অভিযান কাহিনীর মাধ্যমে অরণ্য জীবন চিত্রিত। প্রতুলবাবুর আঁকা ছবি। [২·৫০]

স্বপনবুড়োর

খেলার সাথী

এক কিশোরের সঙ্গে প্রকৃতির মেলামেশা, ভাবায় ও ছন্দে ও শিল্পী সমর দের রঙীন ছবিতে অপরূপ। [২·৫০]

শ্রীপূর্ণ চন্দ্র চক্রবর্তীর

যুগে যুগে ভারত শিল্প

ভারতের শিল্প-কথার ইতিহাস বলেছেন সহজ কথায়। বহু ছবি এঁকেছেন পূর্ণবাবু। [৭·০০]

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯